INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, 19th September, 1978.

The HOSUE met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala, at 11 A. M. on Tuesday, the 19th September, 1978.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Hon'ble Speaker in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, Deputy Speaker and Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণের প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রীরামকুমার নাথ

শ্রীরাম কুমার নাথ— প্রশ্ন নং ৪।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ৪,

১) রামনগর জনতা কলেজের নামে এলাকাবাসী কত কাণি ভূমি দান করেছেন ?

২) ঐ কলেজের পাকা ঘরবাড়ী ইত্যাদি বাবত সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে ?

৩) এই জায়গায় জেনারেল কলেজ করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) স্থানীয় কানুন-গোর রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় জন সাধারণ জনতা কলেজের জন্য ৮.৪০ একর জমি দান করিয়াছেন।

২) এই জনতা কলেজের বিভিন্ন পাকা ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে, তার তথ্য শিক্ষা বিভাগের নাই। আমরা সেটা সংগ্রহ করছি। তবে কলেজের মেইন বিল্ডিং এর জন্য ২১, ১১০ টাকা বিভিন্ন ষ্টেজে বিভিন্ন ভাবে খরচ করা হয়েছে।

৩) জনতা কলেজকে সাধারণ কলেজে পরিণত করার পরিকল্পনা এই সরকারের নাই।

শ্রীরাম কুমার নাথ—স্যার, আমি ১৯৫০ সাল থেকে সেখানে বসবাস করছি এবং যারা এই কলেজ করার জন্য জায়গা দিয়েছে, তারা এই অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়ার সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই এই জায়গা দান করেছিল, অথচ কলেজটা ঠিক মত গড়ে উঠে নি। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটা যাতে একটা ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে, তার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ অনেক দিন থেকে চেষ্টা করে আসছে এবং এজন্য শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে। তা সত্বেও এই কলেজটিকে কেন একটা সাধারণ কলেজে পরিণত করা হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীদশরথ দেব—এই জনতা কলেজ, যেটা সাধারণ কলেজীয় শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল না। এই কলেজে আগে বেসিক ট্রেনিং ইত্যাদি দেওয়া হত, কিন্তু এই কলেজে সাধারণ শিক্ষার যে ব্যবস্থা করার কথা ছিল না। তবে কলেজের জন্য নির্মিত ঘরগুলি অন্য কি ভাবে ব্যবহার করা যায়, সে দিক থেকে সরকারের চিন্তা আছে।

শ্রীরাম কুমার নাথ—মন্ত্রী মহোদয়, এই কলেজটা এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যেখানে রেল ষ্টেশন রয়েছে, বাস, মিনি-বাস এবং অন্যান্য যানবাহনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের ছেলে-মেয়েরা অনায়াসে সেই কলেজে যাতায়ত করে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কাজেই এই কলেজটাকে একটা সাধারণ কলেজে পরিণত করে স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ সুগম করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন কিনা, জানতে পারি কি?

শ্রীদশরথ দেব— স্যার, দীস মে বি এ সাজেশান অব দি অনারেবাল মেম্বার।

শ্রীসমর চৌধুরী—মন্ত্রী মহোদয়, এই জনতা কলেজ স্থাপনের নাম করে কিছু কায়েমী স্বার্থের লোক জমি এবং টাকা পয়সা সংগ্রহ করেছিল. তার কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই সরকার থেকে এই ব্যাপারে একটা ইনকোয়েরী করা হবে কি?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, এই রকম কোন খবর সরকারের জানা নাই।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ—প্রশ্ন নং ২৫।

শ্রীদশরথ দেব—মি: স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ২৫।

১। ইহা কি সত্য যে সদর মহকুমার পূর্বে নোয়াগাঁও মৌজায় সোসিয়েল ওয়েল—ফেয়ারের একটি বাগান আছে?

২) সত্য হইলে কবে এই বাগানের কাজ শুরু হয়?

৩) ঐ বাগানের জায়গার পরিমাণ কত?

৪) ঐ বাগানের বাৎসরিক আয় কত!

৫) ঐ বাগানে কোন সরকারী কর্মচারী আছে কি?

উত্তর

১) জিরানিয়া ব্লকের অধীন সমাজশিক্ষা কার্য্যসূচীর অন্তর্গত ইহা একটি ফলের বাগান।

২) ১৯৬৭-৬৮ইং সনে এই বাগানের কাজ আরম্ভ হয়।

৩) বাগানের জায়গার পরিমাণ ৮ একর।

৪) যেহেতু বাগানের উৎপাদিত ফল বিভিন্ন বালোয়াড়ী বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে যথা সম্ভব বিতরণ করা হয়, সেহেতু উৎপাদিত ফলের কোন অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ করা হয় না।

৫) বাগানের কাজ ও তদারকী করার জন্য একজন কর্মী (ডি, আর, ডবলিউ) আছেন।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ—মন্ত্রী মহোদয়, এই বাগানে বহু ফলের গাছ আছে এবং আপনি বলেছেন যে এই বাগানের ফল ছোট শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কাজেই অদ্যাবধি এই বাগানের ফল কতজন শিশুর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে জানতে পারি কি?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, কতজন শিশু এই বাগানের ফল খেয়েছে, তার হিসাব আমার কাছে নাই। তবে বাগানে কত ফলের গাছ আছে তার হিসাব আমি এখানে দিতে পারি :— ১) লিচু ১০টি, ২) আম ২০টি, ৩) পেয়ারা ৩০টি, ৪) মোসাম্বিক ৬টি, ৫) লেবু ও কাগজী ১০টি, ৬) কাঁটাল ৩টি এবং ৭) আনারস ১০০টি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মন্ত্রী মহোদয়, আজ অবধি এই বাগানে কত ফল উৎপাদিত হয়েছে জানতে পারি কি? কারণ আমাদের জানা মতে ফল যা হয়েছে তার সবটা শিশুদের দেওয়া হয় নি, অন্য জায়গায়ও চলে গিয়েছে?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, এটা হতে পারে যে কিছু শিশুরা খেয়েছে আর কিছু শিশুদের বাবারা খেয়ে থাকতে পারেন। তবে এই বাগানে উৎপাদিত ফলের যাতে সদ্ব্যবহার হতে পারে তার জন্য আমরা সরকারী তরফ থেকে নজর রাখছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন শিশুরা খেয়েছে এবং তাদের বাবারাও খেয়েছে কিন্তু শিশুদের বাবারা খেয়েছে কি খায় নি, তার সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, এই বিষয় তদন্ত করার অসুবিধা আছে, কাজেই তদন্ত হবে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মন্ত্রী মহোদয়, ভবিষ্যতে এই বাগানের উৎপাদিত ফলের হিসাব রাখা হবে কিনা, জানতে পারি কি?

শ্রীদশরথ দেব—হ্যাঁ, ভবিষ্যতে রাখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই ফলগুলি বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের জানা আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম তথ্য সরকারের জানা নেই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৪

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চান নম্বার—৩৪

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমানে কত প্রাথমিক বিদ্যালয় এক শিক্ষক বিশিষ্ট রয়েছে? ২। ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সংখ্যা কত ছিল।	এই সংক্রান্ত সর্বাধুনিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হইতেছে। তবে ৩০.৯.৭৭ইং সনের পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে ঐ তারিখে মোট ১৫২৮টি প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৫০টি এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয় ছিল।
৩) এই সংখ্যা সমাধানের পথে কি কি অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে?	এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সমস্যা মূলতঃ আর্থিক কারণে সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান সরকার পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করিয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে সব স্কুলে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় বেশী শিক্ষক আছেন সেখান থেকে শিক্ষক বদলী করে এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলগুলিতে শিক্ষক বাড়ান হবে কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, যেখানে সারপ্লাস শিক্ষক আছেন সেখান থেকে শিক্ষক ট্রান্সফার করা হবে—সরকারের এই স্কীম আছে। তবে এখনই শিক্ষক বদলী করাটা ঠিক হবে না কারণ এখন বছরের প্রায় শেষ। শিক্ষকরা যেখানে পোষ্টেড আছেন সেখানে তাদের ছেলে মেয়েরাও হয়ত পড়াশোনা করছে। কাজেই এখন তাদের বদলী করলে তাদের অসুবিধা হবে সেজন্য সরকার অন্তত পক্ষে ইনেভিটেবল না হলে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শিক্ষক বদলী স্থগিত রাখছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ৮৫০টি বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক আছেন। সেই সব স্কুলে কত দিন যাবত একজন করে শিক্ষক আছেন ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমাদের কাছে নেই। সব স্কুলে এক রকম নয়। কোন স্কুলে হয়ত ১০ বছর যাবত আছেন, কোন স্কুলে হয়ত ৩ বছর যাবত আছেন, কোন স্কুলে হয়ত এক বছর যাবত আছেন। তবে স্পেসিফিক স্কুলের নাম বললে আমি বলতে পারব।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমার জানা আছে যে একটি স্কুল আছে যেখানে প্রতি ৪ জন ছাত্রের জন্য এক জন শিক্ষক। যেমন রাজনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুল। সেই স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ৭২ এবং শিক্ষক আছেন ১৯ জন। আবার অন্যদিকে একটি স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক। সেই স্কুলে এত বেশী শিক্ষক থাকার কারণ কি ? কয়েকজন শিক্ষিকার নামও বলে দেওয়া হয় যারা ১৯৬৪ইং হইতে একই স্কুল বহাল আছে।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য এখানে উপস্থিত করেছেন সেই বিষয়ে আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যারা একই জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে পোষ্টেড হয়ে আছেন তাদের নামগুলো আমি পড়ে দিচ্ছি।

শ্রীমতী ছায়ারাণী চৌধুরী (রায়)	পোষ্টেড	২০শে জুন ১৯৬৪ইং
,, সীতা রাণী পাল	ঐ	১৯৬৫ইং
,, মীরা পাল	ঐ	১৫/৩/৬৫ইং
,, উমা গণ চৌধুরী	ঐ	১/২/৬৬ইং
,, প্রতিমা সেন	ঐ	এপ্রিল ১৯৬৯ইং
,, ছায়ারাণী লাহেড়ি	ঐ	১০/৭/৬৯ইং
,, মায়া দাস	ঐ	১০/১০/৬৯ইং

আর অন্য দিকে আবার কোন কোন স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিষয়ে বিচার বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে—অতীতে স্কুলগুলি আনবেলেন্সড অবস্থায় ছিল, আমরা চেষ্টা করব এইগুলি যতশীঘ্র সম্ভব রিমুভ করা যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে শিক্ষক এখন ট্রান্সফার করা যাবেনা—আমি জানতে চাই এই ব্যাপারে ইমিডিয়েট একশান কি নেওয়া হবে?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই কথা বলি নাই যে একেবারেই ট্রান্সফার করা যাবেনা। যেখানে ইনেভিটেবল সেখানে ট্রান্সফার হবে। এখন যদি আমরা শিক্ষকদের ট্রান্সফার করি তাহলে ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে এবং শিক্ষকদেরও কিছু কিছু অসুবিধা হবে। কারণ শিক্ষকদের ছেলেমেয়েরাও তাদের সঙ্গে থাকেন এবং তারা সেই সব স্কুলে পড়াশুনা করেন। এখন যদি আমরা তাদের বছরের শেষভাগে বদলী করি তাহলে তাদের ছেলে মেয়েদেরও পড়াশুনার ক্ষতি হবে। কাজেই যখন নূতন বছর আরম্ভ হবে তখন আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীমতিলাল সরকার :—বিশালগড় এলাকায় একটা স্কুল আছে যেখানে ছাত্র সংখ্যা ৩৩ অথচ শিক্ষকের সংখ্যা ১১। অথচ পাশাপাশি এলাকা সেখান থেকে ৪/৫ মাইল দূর হবে সেখানে ১৫০/২০০ ছাত্রছাত্রী, সেখানে শিক্ষক আছেন মাত্র একজন। এই রকম পাশাপাশি আরও স্কুল আছে যে সব স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা এক। এর কারণ হল সেই সব স্কুল রাস্তা থেকে দূরে। সেইসব স্কুলে শুধু শিক্ষকদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করা হয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করা হয় না।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি অবগত হলাম, আমি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বামফ্রন্ট সরকার ৮ মাসের মধ্যে এই সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেন নাই—এই সমস্যার সমাধান করতে আর কত দিন লাগবে?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই সমস্যার সমাধান করতে অনেক দিন সময় লাগবে। আমরা এসে কিছু নূতন শিক্ষক নিয়োগ করেছি এবং ভবিষ্যতে আরও নিয়োগ করা হবে। আবার আগামী তিন মাসে আরও ছাত্রছাত্রী আসবে। কাজেই এই সমস্যা সমাধান করতে দীর্ঘদিন লাগবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই নূতন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলছেন—কিন্তু আমি নূতন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলছি না। আমি বলছি যে শিক্ষকের সমবন্টন হওয়া উচিত—এই ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা করছেন?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, শিক্ষক নিয়োগ অনেক হয়েছে এবং এখনও অনেক বাকী আছে তবে সব কিছু একদিনে করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চন নং ৫২ (এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৫২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিলথৈ (ধর্মনগর) হাই স্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণী যুক্ত স্কুলে পরিণত করার জন্য ঐ এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কোন দাবী সরকারের নিকট জানানো হয়েছিল কিনা ?	১) হ্যাঁ।
২) দাবী জানানো হয়ে থাকলে কবে তা জানানো হয়েছে এবং ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ৩) এই জনবহুল গ্রামাঞ্চলে আশে-পাশে কোথাও আর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল আছে কি এবং থাকলে নিকটতমটি কতদূর অবস্থিত।	২ ও ৩) আমরা রিপ্রেজেনটেশন পেয়েছি। এবং সেটা আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে ৩০/৮/৭৪ তারিখে। এই স্কুলটিকে একাদশ শ্রেণী করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। পাশা-পাশি অঞ্চলে অন্য কোথাও দ্বাদশ শ্রেণী নাই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিলথৈ হাই স্কুলকে একাদশ শ্রেণীতে পরিণত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি এই বার এটাকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পরিণত করা যাবে না এবং বিজ্ঞান বিভাগও খোলা হবেনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এবার প্রথম এটাতে একাদশ শ্রেণী খোলা হয়েছে। লাফ দিয়ে তো আর সিঁড়ির উপরে উঠা যায় না। একাদশ শ্রেণী পাশ করলে তারপর দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে। বিষয়: বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, পাবলিক অ্যাডমিনিসট্রেশন ইত্যাদি নিয়ে আর্টস ষ্ট্রিম খোলা হয়েছে। এখানে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগ খোলা হবে কিনা এটা পরে দেখা হবে। এবার শুধু আর্টস খোলা হল।

মি: স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চন নং ৫৭, (এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চন নং ৫৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সদর বিভাগের (আগরতলা শহর বাদে) কোন্ কোন্ সিনিয়ার বেসিক স্কুল, হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নাই (স্কুল ভিত্তিক হিসাব) ২) ঐ সমস্ত স্কুলে কত বৎসর যাবত প্রয়োজনীয় শিক্ষক নাই এবং ৩) না থাকার কারণ ?	১, ২ ও ৩ মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে দেওয়া হয়েছে। এখন আমার কাছে সেটা নেই।

মি: স্পীকার :—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬০, (ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চন নং ৬০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কয়টি টি, আর, টি, সি বাস নতুন ক্রয় করা হয়েছে?	১) ২৫টি বাস ক্রয় করা হয়েছে এবং ১২টি বাসের চেসিস্ ক্রয় করার জন্য টাটা কোংতে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে।
২) এবং কয়টি অচল গাড়ী মেরামত করা হয়েছে?	২) ১. ৪. ৭৮ ইং তারিখ থেকে ১৫. ৯. ৭৮ ইং পর্য্যন্ত ২৩টি অচল গাড়ী মেরামত ক্রমে সচল করা হয়েছে?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এখন কয়টা গাড়ী অচল পড়ে আছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—বর্ত্তমানে ৩২টি বাস অচল হয়ে পড়ে আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপলিমেনটারী স্যার, নূতন বাস ক্রয় করতে কত দাম পড়ে? ক্রয় করার জন্য কি কোন ব্যবস্থা হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মোটামুটি বলে দিচ্ছি যে ৩৭টা নূতন চেসিস্ ক্রয় করার জন্য খরচ পড়েছে ১৬, ৬৫, ৪৮০ টাকা, বাসের বডির জন্য ৩৬, ১৯, ০৪৬ টাকা এবং এই বাসগুলি জামসেদপুর থেকে আনার খরচ হল ৫৪,৫৭৫ টাকা। মোট খরচ ৫৩, ৩৯, ১০১ টাকা।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই বাসগুলি মেরামত করার জন্য আগরতলায় কোন সরকারী বা প্রাইভেট কারখানা আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার এই অচল বাসগুলি মেরামত করার জন্য আমাদের এখানে কারখানা আছে। তবে এটার কেপাসিটি অনেক কম। আমরা স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু করি। আমরা ১০টি কলিকাতায় পাঠিয়েছি এবং গৌহাটিতে আরও পাঁচটি পাঠাব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমাদের রাজ্যে কয়টা গাড়ী মেরামত করা হয়েছে, এটা জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে কয়টা হয়েছে এ তথ্য আমাকে সংগ্রহ করে দিতে হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, ৩১টা গাড়ী এখানে অচল হয়ে পড়ে আছে, সংখ্যাটা মনে হয় আরও বেশী হবে। এই যে অর্ধেকের বেশী গাড়ী অচল হয়ে আছে, এগুলি মেরামত করার জন্য সরকার কি স্টেপ নিয়েছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাসগুলি যখন কোম্পানী থেকে আনা হয়, তখন ঐ বাসের কত কিলোমিটার রাস্তা রান করবে তার একটা সীমা থাকে। আমরা বামফ্রন্ট যখন সরকারে এলাম তখন দেখতে পেলাম, দীর্ঘ ৫ | ৭ বছর হয়ে গেছে এর মধ্যে ঐ বাসগুলির কোন মেনটেনেন্স করা হয় নি, ইঞ্জিন পাল্টানো হয় নি। তার ফলে প্রতিমাসে ৪ | ৫টি করে বাস ব্রেক ডাউন করে। এর ফলে ৭৫টা বাসের মধ্যে প্রায় ৪০টা অচল হয়ে পড়ে আছে। ৩৫টা বাস চালু আছে। এর জন্য আমরা তক্ষনই নূতন বাস কেনার প্রকল্প করি এবং ইতিমধ্যে ২৫টা বাস এসে গেছে। আরো ১২টি বাস আসবে। কাজেই এটা প্রসেসের মধ্যে আছে। প্রতিদিনই ব্রেক ডাউন হচ্ছে। এই করে করে বর্তমানে আমাদের ৩১টা বাস অচল আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যেসমস্ত গাড়ী অচল পড়ে আছে সেগুলিকে রিপেয়ার না করে নূতন গাড়ী ক্রয় করা হচ্ছে কেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গাড়ীগুলি এমন অবস্থায় ছিল যে, আমি আগেই বলছি, এইখানে মেরামতের স্কোপ কম। বাইরে পাঠানো হয়। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে সেখান থেকে রিপেয়ার হয়ে আসা সম্ভব নয়। কাজেই অটো কোম্পানীতে মেরামত করা হচ্ছে। সেখানে ছিল ৫১টি। কাজেই সেই সিডিউল করতে হলে ট্র্যান্স-পোর্টের অনিময় হচ্ছে। এতে যে সমস্ত বাস যাছে তাদের শক্তি কমে যাচ্ছে এই জন্যই আমাদের নূতন আনতে হচ্ছে। এইটা এখনই যে করা হচ্ছে তা নয়, ভবিষ্যতেও করা হবে। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিন্তু এখানে বলেন নাই কোন কোন গাড়ীর স্পেসিফিক কি ক্ষতি হলে পরে এখানে সারাই করা সম্ভব হয় না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমি আগেই বলেছি, মেজর রিপেয়ারের জন্য আমাদের বাহিরের উপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের এখানে রিপেয়ারের জন্য যে ওয়ার্ক শপ আছে তাতে মাইনর রিপেয়ার করা হয়। মেজর রিপেয়ারের কোন ওয়ার্ক শপ আমাদের এখানে নেই। যার জন্য আমাদের বাইরে পাঠাতে হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চাই। কারণ বিষয়টা গুরুত্ব-পূর্ণ। আমাদের নিজস্ব ওয়ার্ক শপ নেই। যেটা আছে সেটা শুধু সাময়িক মেরামতি করার জন্য। সাধারণত: আমাদের গাড়ীগুলি জামসেদপুর থেকে আসে। টাটার গাড়ী। এবং টাটার যে প্রতিনিধি সুবানা কোম্পানী তাদের মাধ্যমে এই মেরামতির কাজ হত। কিন্তু এই কোম্পানী সম্পর্কে আমরা ভিজিলেন্সের মাধ্যমে এবং অন্যান্য মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি, তাতে এই কোম্পানীতে গাড়ী পাঠানো টি, আর, টি, সি, এর পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। সেটা আমরা অনুভব করে বাতিল করেছি। আমাদের যে এভাবেজে গাড়ী অচল হচ্ছে তা

ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করলে ডাবল হবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য ষ্টেটে যদি দু'টি গাড়ী অচল হয়, তাহলে ত্রিপুরাতে অচল হচ্ছে করে চারটি গাড়ী। সেদিক থেকে আমরা যখন সরকারে এলাম, তখন খুব জরুরী প্রশ্ন দেখা দিল। আমরা প্রথমে হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সরকারী কারখানার বাইরে সবচেয়ে বৃহৎ কারখানা সেখানে যোগাযোগ করি। কিন্তু তাদের কাজ বেশী থাকায় তারা আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে আমরা গৌহাটিতে পাঠিয়েছি। এইভাবে আমরা জরুরী ভিত্তিতে গাড়ীগুলি মেরামতের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাতে এখানে আমাদের নিজস্ব কারখানা গড়তে পারি তার জন্য জমিও ঠিক করেছি এবং এই বৎসরেই ওয়ার্কশপের প্রাথমিক কাজ শুরু করতে পারব এটা আশা করতে পারি। তৃতীয়ত: যে পার্টসের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা যাতে নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করতে পারি সে জন্য চেষ্টা করছি। যাতে আমরা পার্টস সংগ্রহ করতে পারি তার জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন, আমাদের যেমন পার্টস নেই ঠিক তেমনি ট্রাক ও নেই। টি, আর, টি, সি, এর অনেক ট্রাক অচল হয়ে পড়ে আছে। আমাদের এখানে যে কারখানা আছে সেটাতে ট্রাক ঠিক করা হয়, পার্টস ঠিক করা হয়। একেবারেই কিছু করছে না তা নয়। আমার মনে হয়, মাসে ১।২টা ট্রাক এবং পার্টস মেরামত করে বের করেন। এইভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি, নিজস্ব কারখানা চালু না হওয়া পর্য্যন্ত বাস অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে সেগুলিকে রাস্তায় নামাতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলছি, বাসগুলি ঠিক মত না থাকার ফলে এই অবস্থা হয়েছে। যখন একটা গাড়ী অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে আসার পর হয়ত ড্রাইভার বলল যে, সামান্য মেরামত করতে হবে। সেটা হয়ত আমাদের এখানে করা সম্ভব নয়। এটা এখন হচ্ছে না তা নয়। সেইরকম উন্নতি আমরা করতে পারি নি। তবে এই সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সচেতন। আমরা আশা করছি গাড়ী মেরামত এবং গাড়ীর উন্নতি আমরা করতে পারব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাদের হাতে এখনও যথেষ্ট প্রশ্ন রয়ে গেছে। এটার উপরে আর সময় দেওয়া যাবে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—একটি মাত্র প্রশ্নই এখানে করব। আমি এখানে বলছি যে, যেসমস্ত অচল গাড়ী গুলি গ্যারেজে আছে সে গুলির পার্টস চুরি হচ্ছে। বটতলার গ্যারেজে। সে গুলি পাহাড়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু চিন্তা করছেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পার্টস ওখান থেকে চুরি হচ্ছে এরকম কোন খবর আমাদের কাছে আসে নি। খবর আসলে এ্যানকোয়ারী করে দেখব। তবে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নং ১১৭।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ১১৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। তৈদু স্কুলটিকে মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	যথা সময়ে অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া পরিকল্পনা লওয়া হইবে।
২। থাকিলে, কবে থেকে উহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যেতে পারে ?	প্রশ্ন উঠে না।

মি: স্পীকার :—স্বরাইজাম কামিনি ঠাকুর সিং।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনি ঠাকুর সিং :—কোয়েশ্চান নং ৬৭।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ৬৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন সংকোচন নির্দে'শ এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের কাছ থেকে কেটে রাখা বেতন ও ভাতার যে অংশ বিশেষ সি, ডি, এস, এ জমা পড়ে সেই টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য সরকার কি নির্দেশ দিয়েছেন ?	হ্যাঁ, নির্দে'শ দিয়েছেন ?
২। যদি নির্দে'শ দিয়ে থাকেন তবে তদনুযায়ী সেই টাকা ফেরৎ না দেওয়ার কারণ কি ?	বে-সরকারী স্কুলের কর্ম্মচারীদের সি, ডি, এস, এর জমাকৃত টাকা ফেরৎ দেওয়ার দায়িত্ব রিজিউনেল প্রফিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনার, শিলং এর উপর ন্যস্ত। তিনি উক্ত টাকা কেন ফেরৎ দেন নাই, তাহা জানা নাই
৩। রাজ্য সরকার উক্ত জমাকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?	রিজিউনেল প্রফিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশনারকে উক্ত জমাকৃত সি, ডি, এস, এর টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে এবং বিষয়টি সম্পর্কে আরও কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন সংকোচন এবং নির্দেশ এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের কাছ থেকে কেটে রাখা বেতন ও ভাতার অংশ বিশেষ সি, ডি, এস, এ জমা পড়ে এবং সেই টাকা অযৌক্তিক এবং অন্যায় ভাবে ব্যয়িত হইতেছে এবং তার ফলে শিক্ষকরা অসুবিধায় পড়েছেন, এই সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা ঃ—এই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে নেই, তবে খবর নিয়ে আমি জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১।

প্রশ্ন	উত্তর
৯। সোনামুড়া এন, সি, আই ও মেলাঘর দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস দুইটিতে কতটি আসন আছে ?	সোনামুড়া এন, সি, আই ছাত্রাবাসে ৩০টি এবং মেলাঘর দ্বাদশ স্কুলের ছাত্রাবাসে ৬০টি অনুমোদিত আসন আছে।
ক। গত আর্থিক বছরে এই ছাত্রাবাস দুইটিতে কতজন ছাত্র (তপশীলি জাতি ও উপজাতি) ছিল ?	ক। গত আর্থিক বছরে এন, সি ইনষ্টিটিউশনে তপশীলি জাতির ৬জন ও উপজাতি ৬ জন ছাত্র এবং মেলাঘর দ্বাদশ স্কুলে তপশীলি জাতির ২৩জন ও উপজাতির ৫ জন ছাত্র ছিল
খ। এই বছর কতজন দরখাস্ত করেছে এবং কত জনকে ছাত্রাবাসে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে ?	খ। বর্তমান বৎসর এন,সি, ইনষ্টিটিউশন বোর্ডিং হাউসে ১৫ জন এবং মেলাঘর দ্বাদশ স্কুল বোর্ডিং হাউসে ১৫ জন ভর্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল এবং এন,সি, ইনষ্টিটিউশনে বোর্ডিং হাউসে ১৩ জন এবং মেলাঘর দ্বাদশ স্কুল বোর্ডিং হাউসে ১৫ জন ছাত্র ভর্তি হইয়াছে।
গ। আসন খালি থাকা এবং ছাত্রাবাসে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রের আবেদন থাকা সত্বেও কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য ছাত্ররা ভর্তি হতে পারছেন না এটা কি ঠিক ?	গ। না, ঠিক নয়। ২ জন ছাত্রের আবেদন গ্রহন করা যায় নি কারণ তাদের রিফিউজি সার্টিফিকেট ভুল ছিল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ডাল, তেল, নুন, চিনির মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার জন্য বাফার ষ্টকের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	১। হ্যাঁ, বাফার ষ্টকের পরিকল্পনা সরকারের আছে।
২। না থাকিলে, কারণ কি ?	২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীগোপাল দাস :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ইহা কি সত্য বর্তমানে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এই সব জিনিষ পত্র নিয়ে বাফার ষ্টক করছেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে তাঁরা সুযোগ পেলেই এই ধরনের কাজ করেন।

শ্রীগোপাল দাস :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে বাফার ষ্টক না থাকার জন্যই বর্তমানে কেঃ তৈল এবং লবনের সংকট দেখা দিয়েছে এবং পূজার আগে সাধারণ মানুষকে এর হাত থেকে রেহাই দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ —আমরা এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । এই সব জিনিষের সংকট যত দূর সম্ভব লাঘব করা যায় তার জন্য সরকারের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করছি । মাননীয় স্পীকার মহাশয় যদি অনুমতি দেন তাহলে আজ বিকালে কিংবা কাল সকালে কেঃ তৈল এবং লবন সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেব ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, আজকের এই সংকট সরকারের সৃষ্টি কাজেই এটা কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা সরকার কেন গ্রহণ করলেন না, মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—আমি একটা বিবৃতি দেব তার উপর ইচ্ছা করলে হাউসে আলোচনা করতে পারেন ।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার বিবৃতি কি আজ বিকালে দেবেন না কাল সকালে দেবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—কাল সকালে বললেই ভাল হয়, তবে যদি পারি আজ বিকালেও দিতে পারি ।

মি: স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪ ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪ ।

প্রশ্ন	উত্তর
১ । এ পর্য্যন্ত টি,আর,টি,সি, বাসে যাত্রীদের থেকে ভাড়া আদায় করে টিকিট না দেয়ার ঘটনা কয়টি ঘটেছে ?	১ । ১৫৮টি ।
২ । টিকিট না দেওয়ার জন্য কতজন টি,আর, টি, সি, বাস কণ্ডাকটারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে ?	২ । ৪৪ জন ।
৩ । অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সরকার (কর্পোরেশন) কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন বা নিয়েছেন ?	৩ । ৩৭ জন কর্মীকে সতর্ক করে দেওয়া হয় । ১ জন কর্মীর বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয় এবং ৬ জন কর্মীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় ।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আপনার উত্তর থেকে তো বুঝা যাচ্ছে যে, ৪৪ জন সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিন্তু বাকীদের কি হবে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৫৮টা অভিযোগ আছে কিন্তু একই ব্যক্তির নামে ২টা বা ৩টা অভিযোগ আছে কাজেই টোট্যাল যে অভিযোগ আমরা পেয়েছিলাম তার সংখ্যা হচ্ছে ১৫৮টা এবং তার মধ্যে ৪৪ জনকে আমরা সতর্ক করে দিয়েছি কারণ এই ৪৪ জনের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের নামে ২টা বা ৩টা অভিযোগ আছে এবং যাদের চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আবার তাদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, কি নীতির উপর ভিত্তি করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সব ধরণের অপরাধীকেই শাস্তি দেওয়া হয়, কোন নীতির উপর ভিত্তি করে নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এখানে যারা দোষ করেছে তারা একই অপরাধে অপরাধী কিন্তু এর মধ্যে যারা সমন্বয়ভুক্ত আছে তারা শাস্তি পাবে না, কিন্তু যারা কংগ্রেসীভুক্ত তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, এটা কি ধরণের নীতি আমরা জানতে পারি কি?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অপরাধ এবং তার বিচারের সংগে সমন্বয় ভুক্ত এবং সমন্বয় বহির্ভূতদের কোন সম্পর্কে নেই।

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি টি,,আর টি,সির এই টিকেট গুলি কোথা থেকে ছাপা হয় এবং টিকিট ডুপ্লিকেটেড হচ্ছে এমন কোন দুর্নীতি আছে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :-মাননীয় স্পীকার স্যার, কোথা থেকে ছাপা হচ্ছে, এ সম্পর্কে পরবর্ত্তী সময়ে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেব এবং ডুপ্লিকেট হচ্ছে এমন কোন স্পেসিফিক এলিগেশান যদি মাননীয় সদস্য দিতে পারেন তাহলে আমরা তদন্ত করব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এ সম্পর্কে সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। আমাদের সরকার গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে উক্ত সংস্থা থেকে যে আয় হওয়া উচিং তার থেকে আয় কম হচ্ছে। আমাদের টি,আর,টি সি অফিসের কাউন্টারে কত টিকিট বিক্রি হয়, কত সীট আছে, কত পয়সা জমা হওয়া উচিৎ এই হিসাব থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে এর মধ্যে কারচুপি হচ্ছে এবং সজনা আমরা ওয়ার্নিং দিয়েছি যে যদি কেউ ধরা পড়েন এবং প্রমাণ হয় যে সত্যি সত্যি টিকিট দিয়ে পয়সা নেওয়া হয়নি, তাহলে সরকার তার সম্পর্কে শাস্তি মুলক ব্যবস্থা নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মাননীয় সদস্যরা জনেন যে উক্ত সংস্থা থেকে ৫ লক্ষ টাকা আয় কম হয়েছিল শুধু এই টিকিট বিক্রি না করার জন্য। যদি তারা ঠিক ঠিক ভাবে টিকিট বিক্রি করতেন তাহলে আমাদের আরও ৪।৫ লক্ষ টাকা বেশী আয় হত।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতরনী মোহন সিং ।

শ্রীতরনী মোহন সিং ঃ—কোয়েশ্চান নং ১২২ স্যার ।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নং ১২২ স্যার ।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কোন কোন স্কুলের নামে একুা যার করা অনেক নাল জমি সরকারের কোন কাজে না লাগিয়ে অনেক বৎসর ধরে ফেলে রেখে দিয়েছেন ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে কোথায় কোথায় এবং কোন কোন স্কুলের নামে রাখা হইয়াছে ও তার পরিমাণ কত ?

৩। দীর্ঘদিন কোন কাজে না লাগিয়ে ফেলে রাখার কারণ কি ?

উত্তর

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইতেছে ।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী সুমন্ত কুমার দাস ।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস ঃ—কোয়েশ্চান নং ১২১ স্যার ।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নং ১২১ স্যার ।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কতজনকে সরকারী সাহায্যে লেখা পড়া সুযোগ দেওয়া হয়।	১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের ৫ হাজার ৭০ জন তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে সরকারী সাহায্যে লেখা পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়।
২। হোষ্টেলে এবং হোষ্টেলের বাহিরে পৃথক পৃথক হিসাব, এবং	হোষ্টেলে তপশীল জাতির সংখ্যা ৫৫১ জন। হোষ্টেলের বাইরে ১৬৮৮ জন। হোষ্টেলে তপশীল উপজাতির সংখ্যা ১৬৬৭ জন, হোষ্টেলের বাইরে তপশীল উপজাতির সংখ্যা ১১৬৪ জন। মোট মিলিয়ে হোষ্টেলে তপশীল জাতি এবং উপজাতির সংখ্যা হল ২২৩৯ জন এবং হোষ্টেলের বাইরে তপশীল জাতি এবং উপজাতির সংখ্যা হল ২৮৩১ জন। টোটাল হচ্ছে ৫০৭০ জন।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। বর্তমান আর্থিক বছরে এই দপ্তরে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ?	৩। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে এই দপ্তরে ২৯,২৭,৬০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ?

শ্রীনকুলচন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হায়ার সেকেণ্ডারী এবং হাই স্কুলের সংখ্যা হল প্রায় ৩০০ মত। কাজেই হোষ্টেল সম্পর্কে আমরা দেখেছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বোর্ডিং হাউসের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৫০টি, সিনিয়ার বেসিক স্কুল সহকারে। বিগত ৩০ বৎসর ধরে হায়ার সেকেণ্ডারী এবং হাই স্কুল গুলিতে এই পরিমাণ বোর্ডিং হাউস আছে। যে সমস্ত স্কুলগুলিতে বোর্ডিং হাউস নেই, সে সমস্ত স্কুলগুলিতে বোর্ডিং হাউস করা বর্ত্তমান ত্রিপুরা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এ সম্পর্কে বর্ত্তমান সরকার কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—সিড্যুয়েল কাষ্ট এবং সিড্যুয়েল ট্রাইব ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে, সরকার সেই দিকে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি রাখছেন। তবে শিক্ষা সমস্যাটা শুধু সিড্যুয়েল কাষ্ট এবং সিড্যুয়েল ট্রাইবদেরই নয়, সামগ্রিক ব্যাপী আছে। এই শিক্ষা সমাজকে উন্নততর করার জন্য যে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন ততটা আমাদের নেই। কাজেই সীমাবদ্ধ যে তহবিল আছে, তার মধ্য দিয়ে যাতে বেশী সংখ্যক সিড্যুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবদের বোর্ডিং এ রেখে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যায়, সে দিকে আমাদের পরিকল্পনা আছে এবং আরও কিছু বোর্ডিং হাউস বাড়ানো হবে।

শ্রীসুমন্তকুমার দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কিছু কিছু অউপজাতি তপশীলী জাতি এবং উপজাতির হিসেবে কৃত্রিম সার্টিফিকেট নিয়ে এই হোষ্টেলের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। এটা সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ না এলে এটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের জালিয়াতি ধরা না যাবে, ততক্ষন পর্য্যন্ত কিছু করা যাবে না। কাজেই মাননীয় সদস্য এ রকম কোন তথ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করলে, আমরা নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকামিনী দেববর্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নং ১৩২ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ১৩২ স্যার।

প্রশ্ন

১। ছৈলেংটা স্কুলে ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং খোলা হয়েছিল কি ? খোলা হয়ে থাকলে ঐ বোর্ডিং এ সিট সংখ্যা কত এবং বোর্ডিং এ অবস্থানরত সমস্ত ছাত্রকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কি ?

উত্তর

১। ১.৩.৭৮ তারিখে ছৈলেংটা স্কুলে ১২ জন ট্রাইবেল ছাত্রের জন্য একটি বোর্ডিং খোলা হইয়াছে এবং ঐ তারিখ থেকেই ১২ জন ছাত্রকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তর শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জিরো আওয়ারে একটা গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় এই হাউসের সামনে তুলতে চাই। সেটা হচ্ছে গত ২২/৮/৭৮ইং তারিখে আমাদের মাননীয় সদস্য দ্রাউকুমার রিয়াংকে হত্যা করার জন্য চিঠির মারফতে একটা হুমকি। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বিষয়টা এখানে তুলতে চাই এর একটা পূর্ণ তদন্ত হওয়া দরকার এবং আশা করব যে তদন্তক্রমে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার মাননীয় সদস্য যদি এটা আমাদের দেন, তাহলে আমরা নিশ্চয় সেটার তদন্ত করে দেখব।

বিজনেস্ এ্যাডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট উত্থাপন ও গ্রহণ

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্যগণ, এখনকার আলোচ্য বিষয় হল বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ বিবেচনা ও পাশ করা।

বর্তমান সেশনের ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ইং তারিখে বিধান সভায় বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘণ্টা সুপারিশ করেছেন, সেই রিপোর্ট পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ ইং তারিখে বিভিন্ন কার্যাসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট আমি এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন এই রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব উত্থাপন করছি যে, বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত'।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি—

যারা এই প্রস্তাবটীর পক্ষে আছেন, তাঁরা—'হ্যাঁ' বলবেন :— হ্যাঁ, ধ্বনি।

যারা এই প্রস্তাবটীর বিপক্ষে আছেন, তাঁরা—'না' বলবেন :—

প্রস্তাবটী সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্ন লিখিত সদস্যগণের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি শ্রীরামকুমার নাথ, শ্রীসরাইআম কামিনী ঠাকুর সিং, শ্রীগৌতম দত্ত, শ্রীরাধারমন দেবনাথ, শ্রীমতিলাল সরকার এবং শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা। তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের বিষয়বস্ত হচ্ছেঃ সাম্প্রতিককালে কাঞ্চনপুর ব্লকের লালজুড়ি, মেলাঘর ব্লকের জগতরামপুর এবং অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগে ব্যাপক মৃত্যু সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্যগণ

কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি এবং স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে তিনি একটা পরবর্ত্তী তারিখ আমাকে জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—স্যার, আমি ২২ তারিখে এর উপর একটা বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীরসিরাম দেববর্ম্মার নিকট হইতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের উপর একটী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটীশ পেয়েছি :

"গত ৬—৯—৭৮ তারিখে জিরানিয়ার কলমচড়ার পাড়ায় অগ্নি কুমার দেববর্ম্মা এবং ৯—৯—৭৮ তারিখে শিবজয় জমাদার পাড়ার শ্রীমতি সরজিনী দেববর্ম্মার উপর দুষ্কৃতিকারী-গণ কর্ত্তৃক হামলা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটী উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে তিনি যেন এই বিষয়টীর উপর একটী বিবৃতি দেন। আর তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে তিনি একটা পরবর্ত্তী তারিখ আমাকে জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি ২১ তারিখে এর উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—আমি সর্বশ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা, শ্যামল সাহা, মোহন চাকমা, তরনী মোহন সিং, রুদ্রেশ্বর দাস এবং সুমন্ত দাস প্রভৃতি সদস্যগণের নিকট হইতে নিম্ন বিষয়ে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি :—

সাম্প্রতিক লবন, কেরোসিন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্যগণ কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি এবং মাননীয় ভার প্রাপ্ত বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি পরবর্ত্তী একটা তারিখ আমাকে জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, এই বিষয়ে ২০ তারিখে আমার একটা বিবৃতি দেওয়ার কথা এবং আমার বিবৃতি যদি মাননীয় সদস্যগণ কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবকে কভার না করে তাহলে আমি ২২ তারিখে এই বিষয়ে বিবৃতি দেব। কিন্তু কভার হলে এটার আর প্রয়োজন হবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক ঘোষণা।

মিঃ স্পীকার—হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্নে উল্লেখিত ৫টি বিলে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিল গুলির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাজ্যপালের সম্মতির তারিখ পর্য্যায়ক্রমে জানাচ্ছি :—

১) দি ইউনাইটেড প্রভিন্স পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং) — ১৮/৭/৭৮ ইং

২)	দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ইন্‌কাম ট্যাক্স (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৮)	১১/৮/৭৮ ইং
৩)	দি ত্রিপুরা সেলস্ ট্যাক্স (অ্যামেণ্ড-মেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৭৮)	১১/৮/৭৮ ইং
৪)	দি ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৭৮)	২৪/৭/৭৮ ইং
৫)	দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৭৮ (বিল নং ২ অব ১৯৭৮)	১২/৭/৭৮ ইং

Laying of Report

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে The first annual report and statement of Accouts for the financial year ending 31st March, 1975 of the Tripura Jute Mills Ltd. আমি মাননীয় শিল্প বিভাগের মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহাশয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Anil Sarkar—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay the First Annual Report and Statement of Accounts for the financial year ending 31st March, 1975 of the Tripura Jute Mills Ltd.

Govt. Business (Financial)

Demand For Excess Grants

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে ১৯৭১-৭২ (ষ্টেট পিরিয়ড ২১-১-৭২ ইং তারিখ হইতে ৩১-৩-৭২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত) ১৯৭২-৭৩ ইং এবং ১৯৭৩-৭৪ ইং সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসে উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১৯৭১-৭২ (ষ্টেট পিরিয়ড ২১-১-৭২ ইং তারিখ হইতে ৩১-৩-৭২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত) ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ ইং সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসের সামনে উত্থাপন করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—সেই ডিমাণ্ড আমি এখানে উপস্থিত করছি। তেমনি ১৯৭৩-৭৪ সালের যে একসেস গ্রাণ্ট সম্পর্কিত ত্রিপুরা সরকারের যে ডিমাণ্ড সেটাও আমি এখানে উপস্থিত করছি।

মিঃ স্পীকার—সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা যাচ্ছে 'নোটিশ অফিস' থেকে উপরিউক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত কপি সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

(গভর্ণমেন্ট বিজনেস—লেজিসলেশান)

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল 'দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল', ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৪ অব ১৯৭৮ ইং) উত্থাপন। এখন আমি পূর্ত্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভায় অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি 'দি ত্রিপুরা হাউসিং বোড বিল', ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৪ অব ১৯৭৮ ইং) হাউসের সামনে উত্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় পূর্ত্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভায় উত্থাপিত হয়)

আমি সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি এই বিলের কপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (ফিনানশিয়েল)

মিঃ স্পীকার—সভায় পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল 'দি কন্টিজেন্সী ফাণ্ড অব ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১০ অব ১৯৭৮ ইং) উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য এবং সভার অনুমতি চেয়ে প্রয়োজনীয় মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি 'দি কন্টিজেন্সী ফাণ্ড অব ত্রিপুরা এমেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১০ অব ১৯৭৮ ইং) হাউসের সামনে উত্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(বিলটি সংখ্যা গড়িষ্ঠের ভোটে সভায় উত্থাপিত হয়)

আমি সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি এই বিলের কপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

সভায় পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল 'দি ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৫, ১৯৭৮ ইং) উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য এবং সভার অনুমতি চেয়ে প্রয়োজনীয় মোশান মুভ করার জন্যে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি 'দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সমিতি বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার, ১৫, ১৯৭৮ ইং) হাউসের সামনে উত্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(বিলটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সভায় উত্থাপিত হয়)

হাউস আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ইং বুধবার বেলা ১৮-০০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—A

Admitted Starred Question No. 12

By :—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭৮ ইং সনের জুন মাসে ধর্মনগর স্কুলের ইনস্পেক্টরেট অফিস হইতে ৩১টি ভগ্ন স্কুল গৃহ ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে মেরামত করা হইবে এই মর্মে এ্যাষ্টিমেট তৈরী করে আগরতলা এডুকেশন ডাইরেক্টরেটে মঞ্জুর করার জন্য পাঠানো হইয়াছিল ?

২। সত্য হলে এই এ্যাষ্টিমেটগুলো মঞ্জুর না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। এই এ্যাষ্টিমেটগুলি scrutiny করার সময় কয়েকটিতে ত্রুটি ধরা পড়ায় এইগুলিকে approval দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Starred Question No. 17.

By :—Shri Ram Kr. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জন সাধারণের সময় ও অর্থ বাচানোর জন্য টি আর, টি সি ষ্টপিজ এর স্থান কুমার ঘাট এর পরিবর্ত্তে পাবিয়াছড়াতে করার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কি ?

২। ইহা কি সত্য যে কিছু দিন পূর্ব্বে পাবিয়াছড়াতে টি, আর, টি,সি, ষ্টপিজ করা হয়েছিল ?

৩। যদি সত্য হয় তাহা হইলে উহা পুনরায় স্থানান্তরিত করার কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। কুমারঘাট বুকিং অফিস হওয়ার সাপক্ষে পাবিয়াছড়া বাজারে যাত্রী গণের উঠা ও নামার জন্য গাড়ী থামিত।

৩। কুমারঘাট মনু নদীর উপর পুল না থাকায় কৈলাসহর পথে চলাচল কারী যাত্রীদের সুবিধার্থে।

Admitted Starred Question No. 31

By—শ্রীনকুল দাস

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। চাকুরীতে প্রমোশনের ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি উপজাতিদের জন্য কোন সংরক্ষিত কোটা আছে কিনা।	১। হ্যাঁ।
২। যদি থাকে তবে ১৯৭২-৭৭ সাল পর্য্যন্ত কতজনকে কোটা ভিত্তিক প্রমোশন দেওয়া হয়েছে?	২। চাকুরীতে প্রমোশনের ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কোটার প্রবর্তন ১৯-২-৭৭ হইতে করা হইয়াছে। ১৯টি বিভাগ হইতে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী ১৯৭২-৭৭ সালের মধ্যে ৬৬ জনকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট বিভাগগুলি হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কতজনকে প্রমোশন (কোটা ভিত্তিক) দেওয়া হয়েছে।	৩। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর উক্ত ১৯টি বিভাগে ২৭ জনকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে।
৪। না দেওয়া হয়ে থাকলে সরকার কি ভাবছেন।	৪। ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 35

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যসূচীতে কোন পরিবর্তন আনা হবে কি?

২। যদি আনা হয়, তবে তার রূপরেখা কি হবে?

৩। প্রাথমিক স্তরে সরকার নিজের হাতে পুস্তক প্রহনার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে একটি পুস্তিকা ১৯৭৮ সালে প্রকাশ করেছেন; ঐ পুস্তিকার কপি প্রয়োজন বোধে মাননীয় সদস্যকে দেওয়া যেতে পারে।

৩। প্রাথমিক স্তরে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেছেন। আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ইংরাজী ও অংক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনীর কাজ সরকার হাতে নিয়েছেন। পুস্তক রচনা/মুদ্রন/প্রকাশনার জন্য একটি পুস্তক প্রকাশন পর্ষদ প্রতিষ্ঠার কথা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 36.

By Sri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be peased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে, অনেক বেসরকারী বিদ্যালয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষ সি. পি. এফ ও প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের এর টাকা খরচ করে ফেলেছেন।

২) যদি সত্য হয়, তবে এই সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মচারীদের কোন মতামত নেওয়া হয়েছিল কিনা ?

৩) বর্তমানে কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারীগণ সমস্যায় পরে রয়েছেন ?

৪) এই টাকা পূরণের জন্য বিদ্যালয় গুলিতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

উত্তর

১-৪, সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 53

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ধর্মনগরের দামছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে উন্নীত করার ব্যাপারে এলাকাবাসী শিক্ষা মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন দাবী পেশ করেছে কি না, এবং

২) করে থাকলে ঐ বিদ্যালয়টিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ? এবং

৩) থাকলে তা কতদিনে কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) গত বৎসর শিক্ষাবিভাগ অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত এই প্রস্তাবটিও পরীক্ষা করিয়া দেখেন। কিন্তু এলাকাটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের মাপকাঠি পূরণ করে নাই বলিয়া প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করা হয় নাই। ভবিষ্যতে অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত উহা আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 55

By—Sri Abhiram Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। সদর বিভাগের কয়টি প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মেরামতের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ? এবং

২। ঐ ভগ্ন বিদ্যালয় গৃহগুলি তৈয়ার করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। ৪০টি।

২। ঐ ভগ্ন বিদ্যালয় গৃহগুলি মেরামত করার জন্য আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।

Starred Question No. 56

By—Shri Abhiram Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state—

১। খোয়াই শহরের টি, আর, টি, সির অফিস (দালান) কোন সালে তৈরী হয়েছিল এবং কোন কন্ট্রাক্টার এই অফিস (দালান) নির্ম্মাণ করে ছিলেন।

২। ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমানে এই অফিস গৃহটী ভেঙে পড়েছে ?

৩। যদি সত্য হয় তবে সরকার কি এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। দালান তৈরীর কাজ সমাপ্ত হইয়াছে ১০—১০—১৯৭৬ ইং।

ঠিকদার শ্রীসুখময় দাস, সাং তেলিয়ামুড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 62

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state—

১। টি, আর, টি, সি, দপ্তরে মোট কত জন কর্মচারী আছেন ?

২। এর মধ্যে কত জন তপশীল ভুক্ত জাতি ও উপজাতি কর্ম্মচারী আছেন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। টী, আর, টি, সির কর্মচারীর সংখ্যা সর্বমোট ৭২১ জন।

২। এর মধ্যে তপশীল ভুক্ত জাতি —৩৮ জন

তপশীল ভুক্ত উপজাতি —২৭ জন

মোট—৬৫ জন

ADMITTED STARRED QUESTION No. 83

By—Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'bld Minister-in.charge of the Tribal Welfare Department be please to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। কিল্লা সাব প্রেন অফিস তৈরী করতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছিল ?	১) কিল্লা সাব' প্রেন অফিস তৈরী করতে মোট ১৪,০০০ টাকা খরচ হয়েছিল।
২) বর্ত্তমানে ঐ ঘরে অফিসের কাজকর্ম চলছে কি না ?	২) না।
৩) না চললে তার কারণ কি ?	৩) বর্ত্তমানে কোনো সাব ব্লক করিবার প্রকল্প না থাকায় কিল্লা সাব ব্লকের কাজকর্ম উদয়পুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মাধ্যমেই পরিচালিত হইতেছে।

STARRED QUESTION No. 87

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) শহরাঞ্চলে উপজাতি বাসিন্দাদের জমি হস্তান্তর রোধ করা সরকার প্রয়োজন বোধ করেন কি না ?	১) হঁ্যা।
২) করলে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?	২) উপজাতি বাসিন্দাদের জমি যাহাতে বিনানুমতিতে অন্-উপজাতিদের নিকট হস্তান্তর না হইতে পারে, তজ্জন্য সরকার ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই প্রকার হস্তান্তরের আবেদন প্রতিটি ক্ষেত্রে উপজাতি উপদেষ্টা কমিটিতে উপস্থাপিত হয় এবং কেবল মাত্র কমিটির সদস্যদের অনুমোদনক্রমে এই প্রকার হস্তান্তরের আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

Admitted starred Question No. 116

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ছামনু ব্লক এলাকায় মোট কয়টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে ?

২। ঐ সব কেন্দ্রে মোট কতজন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে ?

৩। তাদের মধ্যে কতজন তপশীলজাতি ও উপজাতি রয়েছেন ?

উত্তর

১। ছামনু ব্লক এলাকায় মোট ১০০ (একশত) টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে।

২। ঐ সব কেন্দ্রে মোট (১০০) জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও ১০০ জন সাহায্যকারী নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। ১০০ শত জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর মধ্যে ১১ (এগার) জন তপশীল জাতি এবং ১৮ (আঠার) জন উপজাতি রয়েছেন। সাহায্যকারীরা প্রায়ই বদল হন বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব হল না।

Admitted Starred Question No. 123

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য, এমন জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে যেখানে প্রতি ৪ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন ;

২। সত্য হইলে কোথায় এবং কোন্ কোন্ স্কুলে এমন অবস্থা আছে ?

উত্তর

১। } জানা নাই। কেউ যদি এ ধরণের স্কুলের নির্দ্দিষ্ট নাম দিতে পারেন তাহলে তদন্ত
২। } করে দেখা হবে।

Admitted Starred Question No. 124

By—Shri Gopal Chandra Das.

Will the Minister-in-chargo of the Education Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরাতে মোট কয়টি মাদ্রাসা আছে ; মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দিতে হবে।

২। মুসলমান ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার মান উন্নীত করার জন্য চলিত এবং আগামী আর্থিক বছরে কোন মাদ্রাসা স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। মাদ্রাসা স্থাপনের পরিকল্পনা থাকিলে তা কোথায় কোথায় এবং না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদিত পাঁচটি মক্তব এবং বারটি মাদ্রাসা আছে · মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	মক্তবের সংখ্যা	মাদ্রাসার সংখ্যা
ধর্মনগর	—	৫ টা
কৈলাসহর	৫টা	৬ টা
সোনামুড়া	—	১ টা

২। না।

৩। মক্তব ও মাদ্রাসা বে-সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। সরকার প্রচলিত অনুদান বিধির নিয়ম অনুসারে এ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাৎসরিক অনুদান দিয়া থাকে।

Admitted Question No. 125

By—Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত মণিপুরীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে কবে থেকে তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যেতে পারে ;

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। এখন সে সম্পর্কে সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। ত্রিপুরার সংখ্যালঘু তাষ ভাষী সম্প্রদায়দের মধ্যে ত্রিপুরীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, তারপর রিয়াংদের। মণিপুরীদের (বিষ্ণুপ্রিয়া ও মেথৈ মিলিয়া) সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথমে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 136

By—Smti. Gouri Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরাতে কয়টি ছাত্রী বোর্ডিং আছে এবং সেগুলি কোথায় কোথায় ?

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরো ছাত্রী বোর্ডিং খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে মোট ৭টি ছাত্রী বোর্ডিং আছে এবং সেইগুলি নিম্নলিখিত স্কুলগুলির সংগে সংশ্লিষ্ট :—

১) এম, টি, গার্লস এইচ, এস, স্কুল, আগরতলা।
২) খোয়াই গার্লস এইচ, এস স্কুল, খোয়াই।
৩) উদয়পুর গার্লস এইচ, এস, স্কুল, উদয়পুর।
৪) বিলোনীয়া গার্লস এইচ, এস স্কুল, বিলোনীয়া।
৫) সাব্রুম গার্লস হাই স্কুল, সাব্রুম।
৬) কে, সি, গার্লস এইচ, এস, স্কুল, কমলপুর।
৭) কৈলাসহর গার্লস এইচ, এস, স্কুল, কৈলাসহর।

২। হ্যাঁ।

By—Harinath Deb Barma

Will the Honb'le Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state —

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কয়টি ফিডিং সেন্টার খোলা হয়েছে ? (১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত) এবং	১। ৫৯টি
২। ইহাদের মধ্যে কয়টি উপজাতি এলাকায় খোলা হয়েছে ?	২। ৪৮টি

Annexure—'B'

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 2

By—Ramkumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে নাথ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা মোট কত ?	১। জানা নাই।
২। কোন সাবডিভিশনে কত ?	২। ও ৩। প্রশ্ন উঠে না।
৩। মহিলা কত এবং পুরুষ কত ?	

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 3

By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর সাবডিভিসনে কতটি স্কুল এই পর্য্যন্ত সরকার করেছেন ?

২। এই স্কুলগুলির মধ্যে কতটি স্কুলঘর ক্লাস করার উপযোগী এবং কতটি অনুপযোগী ?

Answers

১। ধর্মনগর মহকুমায় এপর্য্যন্ত সরকার ২৬৩টি সরকারী স্কুল করিয়াছেন।

২। ২১৯টি স্কুলঘর ক্লাশ করার উপযোগী এবং ৪৪টি ক্লাস করার উপযোগী নয়।

Admitted Unstarred Question No. 5

By—Sree Nakul Das

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য কি কি উন্নয়নমূলক স্কীম তৈরী হয়েছিল তার বছর ভিত্তিক হিসাব।

২। ঐ সব স্কীমগুলির কতটা কার্য্যকরী হয়েছিল এবং কতটার কত অংশ কার্য্যকরী হয় নি ?

৩। কার্য্যকরী না হয়ে থাকলে তার কারণ কি এবং বর্ত্তমানে তাহা কার্য্যকরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। এবং ২। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য যে সব উন্নয়নমূলক স্কীম তৈরী হয়েছিল তার বছর ভিত্তিক হিসাবের বিবরণ এবং ঐ স্কীম (প্রকল্প) গুলির কতটা অংশ কার্য্যকরী হয়েছিল তার বিবরণ এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

৩। যে সব স্কীমের কতকাংশ কার্য্যকরী হয়নি তার অন্যতম কারণ প্রকল্প অনুযায়ী সুবিধা প্রদানের এবং সুবিধা গ্রহণকারীর ঐ সময়ে অভাব ছিল। তবে এগুলিকে সম্ভাব্যস্থলে কার্য্যকরী করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 9

By—Sree Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। "কাজের জন্য খাদ্য" প্রকল্পের মাধ্যমে কয়টি স্কুল ঘর তোলা হয়েছে ?

২। ঐ স্কুলগুলি সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত বছর যাবত গৃহহীন ছিল ?

৩। বর্তমানে গৃহহীন অবস্থায় আর কয়টি বিদ্যালয় রয়েছে ?

৪। এই গৃহহীন বিদ্যালয়গুলির জন্য গৃহের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি, ও করিলে তার রূপরেখা এবং কতদিনে তাহা কার্য্যকরী হবে ?

উত্তর

১। ১৭২টি।

২। সর্বোচ্চ ৩ বছর ও সর্বনিম্ন ১ মাস।

৩। ৮৯টি।

৪। হ্যাঁ। "কাজের জন্য খাদ্য প্রকল্পের" মাধ্যমে বর্তমান আর্থিক বছরে গৃহহীন বিদ্যালয় গুলির গৃহ নির্মানের প্রস্তাব আছে। পূজার ছুটির মধ্যে ঐগুলি মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Admitted Un-Starred Question No. 10.

By—Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ত্রিপুরায় কয়টি প্রতিষ্ঠান ছিল ?

২। ইহা কি সত্য যে, এই প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার্থীর তেমন কোন ভীড় নেই ?

৩। যদি সত্য হয় ইহার কারণ কি ?

৪। এই সকল কারণ দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার জন্য ত্রিপুরায় মোট ১৮৭ টি প্রতিষ্ঠান ছিল।

২। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার্থীর তেমন কোন ভীড় নেই।

৩। ক) দরিদ্রতা খ) অতদিন পর্য্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

৪। ক) সর্বস্তরের সমন্বয় সাধন।

খ) লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা।

গ) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করা।

ঘ) বয়স্ক শিক্ষাকে সার্থক রূপায়ণের জন্য গণ আন্দোলনকে পরিণত করার প্রচেষ্টা।

Admitted Unstarred Question No. 13

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, উত্তর ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ উপশহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র পানিসাগরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই ; এবং

২। যদি সত্য হয় তবে পানিসাগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

৩। থাকিলে কতদিনে কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWERS

১। হ্যাঁ।

২। এই ধরণের অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত যথা সময়ে পরীক্ষা ও বিবেচনা করা হইবে।

৩। যথা সময়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে ।

Admitted Unstarred Question No. 16

By :—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমায় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে আগষ্টমাস পর্য্যন্ত কতটি উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহ মেরামত বা নির্ম্মাণ করা হয়েছে ?

২। এবং কতটি বিদ্যালয় গৃহ আজ পর্য্যন্ত মেরামত বা নির্ম্মাণ করা হয় নি (বিদ্যালয়-গুলির নামসহ) ?

৩। ২নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ বিদ্যালয় গৃহগুলি সংস্কার বা নির্ম্মাণ না করার কারণ কি ?

ANSWERS

১। ২০টা।

২। ১০৯টি (স্কুলের নামগুলি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল)।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থাভাব এবং নিয়ম মাফিক কাজকর্ম্মাদি সম্পাদন যেমন এষ্টিমেট তৈয়ারী, টেকনিকেল অনুমোদন, অর্থমঞ্জুরী ইত্যাদির জন্য উক্ত স্কুলগুলির নির্ম্মাণ বা মেরামতের কাজ সম্পন্ন করিতে দেরী হইতেছে ।

যে সব বিদ্যালয় নির্ম্মাণ অথবা সংস্কার করা যায় নাই তাহাদের তালিকা

১) রাজবাড়ী নি,বু, বিদ্যালয়।

২) রাগনা বালিকা নি, বু, বিদ্যালয়।

৩) জলাইবাসা নি,বু, বিদ্যালয়।

৪) বিরজানগর নি,বু, বিদ্যালয়।
৫) ঝেরঝেরি নি,বু, বিদ্যালয়।
৬) উত্তর কালা গাঙ্গের পাড় ,, ,,
৭) রামদোলা পাড়া নি,বু, বিদ্যালয়।
৮) বিদ্যাধর ,, ,,
৯) থামা ,. ,,
১০) কালাগাঙ্গ প্রাথমিক ,,
১১) কাছাড়ীছেরা ,, ,,
১২) ঝরিহাম পাড়া নি,বু, ,,
১৩) মনিরাম ছিশি ,, ,,
১৪) সুবল পাড়া ,. ,,
১৫) সাথান ল্টান্সাং ,, ,,
১৬) ভৈসাম্ ,, ,,
১৭) মনাছেরা প্রাথমিক ,,
১৮) সাইকার বাড়ী নি,বু, ,,
১৯) বাগিচান্দ সি,পি, ,. ,,
২০) হেলেনপুর নি,বু, ,,
২১) উরিয়াছেরা ., ,,
২২) গাংছেরা ,, ,,
২৩) ল্টাংসাং ,, ,,
২৪) বইরাম নিঃ, বু, বিদ্যালয়।
২৫) গোবিন্দ সি: পিঃ নি:, বু:, বিদ্যালয়।
২৬) লাতুগাং নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।
২৭) ক্ষুদ্রাকান্দি নিঃ বু ,,
২৮) ভাগাপাড়া ,, ,, ,,
২৯) দক্ষিণ বাঘন হরিনাছেরা
নি: বু: বিদ্যালয়।
৩০) আলগাপুর জে, বি, স্কুল।
৩১) বাগবাস ,, ,, ,,
৩২) শতারসি ,, ,, ,,
৩৩) শাব্বাসা এস কে, জে, বি, স্কুল।
৩৪) ধুপিরবন্দ জে, বি, স্কুল।
৩৫) হাফলং ছেড়া টি, ই, জে, বি, স্কুল।
৩৬) কামেশ্বরগণ ,, ,,

৩৭) কালিকাপুর জে, বি, স্কুল
৩৮) পশ্চিম চন্দ্রপুর ,, ,,
৩৯) রাজনগর কলোনী ,, ,,
৪০) সাউথ বরুয়াকান্দি ,, ,,
৪১) সিকুলাল পাড়া ,, ,,
৪২) টঙ্গিবাড়ী ,, ,,
৪৩) ওয়েষ্ট রাধাপুর ,, ,,
৪৪) উপ্তাখালি ,, ,,
৪৫) খানাং বাড়ী ,, ,,
৪৬) আমটিলা ভি, এম ,, ,,
৪৭) ভিতর গোয়াল ,, ,,
৪৮) ইছাই তুলগাঁও ,, ,,
৪৯) খুরেশ্বরী ,, ,,
৫০) নর্থ ওয়েষ্ট হুরুয়া ,, ,,
৫১) সাউথ ইষ্ট হুরুয়া ,, ,,
৫২) ইছাই সোনাপুর ,, ,,
৫৩) বালিছড়া জে, বি, স্কুল।
৫৪) গৌরীপুর জে, বি, স্কুল
৫৫) ভুইয়া ছড়া ,, ,,
৫৬) লুঙ্গাই নরেন্দ্রনগর জে, বি, স্কুল
৫৭) পাইতা গভ: প্রাইমারী স্কুল
৫৮) পিপলাছড়া নর্থ জে, বি, স্কুল
৫৯) চেমগুরা জে, বি, স্কুল
৬০) মুনচোয়াং জে, বি, স্কুল
৬১) মুনপুই ,, ,,
৬২) তুলাকুনী ,, ,,
৬৩) জামারাই সি, পি, ,, ,,
৬৪) বাংলা প্রাইমারী ,,
৬৫) বাললান জয়ন্তি জে, বি, ,,
৬৬) কুরসিং পাড়া জে, বি, স্কুল
৬৭) লুংথ্লিক প্রাইমারী স্কুল
৬৮) বড়ছেড়া জে, বি, ,,
৬৯) বড়হালি জে, বি, ,,
৭০) চণ্ডীচরণ সি: পি: জে, বি, স্কুল
৭১) গুণধর সি: পি: ,, ,, ,,
৭২) গান্ধিরাম বাড়ী ,, ,, ,,

১	২	৩	৪
৭৩)	কর্ণজয় সিঃ পিঃ জেঃ বিঃ ,,		
৭৪)	লক্ষ্মীপুর (নর্থ) ,, ,, ,,		
৭৫)	লক্ষ্মীপুর ,, ,, ,,		
৭৬)	রাজুবাই সিঃ পিঃ ,, ,, ,,		
৭৭)	রাম চরণ ,, ,, ,, ,, ,,		
৭৮)	তিতগুয়রাও ,, ,, ,,		
৭৯)	ঠাকুরচান্দ ,, ,, , ,, ,,		
৮০)	তৈসাম পাড়া ,, ,, ,,		
৮১)	শুকনা চেরী ,, ,, ,,		
৮২)	বগইছড়া সোলোনালা ,, ,,		
৮৩)	বালক মনি জেঃ বিঃ স্কুল।		
৮৪)	ইয়াচিন ছেড়া জেঃ বিঃ স্কুল		
৮৫)	কুঞ্জনগর ,, ,, ,,		
৮৬)	লক্ষ্মীপুর (পেচারথল) ,, ,,		
৮৭)	নয়াদ্রোণ ,, ,, ,,		
৮৮)	নয়া গাঁও ,, ,, ,,		
৮৯)	নবীন ছেড়া ,, ,, ,,		
৯০)	পেকু ছেড়া ,, ,, ,,		
৯১)	তিলথৈ দো-ভাঙ্গা ,, ,, ,,		
৯২)	রোয়া বাড়ী ,, ,, ,,		
৯৩)	শান্তিপুর ,, ,, ,,		
৯৪)	তিল থৈ হালামবস্তী ,, ,,		
৯৫)	উজান বাগাই ছেড়া ,, ,,		
৯৬)	ইষ্ট পদ্মবিল ,, ,, ,,		
৯৭)	কইপাইয়া সিঃ পিঃ ,, ,, ,,		
৯৮)	জয়নগর এস, বি, স্কুল		
৯৯)	কৃষ্ণপুর ,, ,, ,,		
১০০)	প্রত্যোকরায় ,, ,, ,,		
১০১)	শ্রীভূমি বিদ্যাভবন এস, বি, স্কুল		
১০২)	মোন চোয়ান জুনিয়র হাই স্কুল		
১০৩)	হাম্পাই , ,, ,,		
১০৪)	বকবকি এস, বি, স্কুল		
১০৫)	ভাটী মাছমারা আর সি, এস, বি, স্কুল		
১০৬)	চোরাই বাড়ী এস, বি, স্কুল		
১০৭)	সৎসঙ্গম ,, ,, ,,		
১০৮)	তারকপুর ,, ,, ,,		
১০৯)	লাল ছেড়া কলোনী এস, বি, স্কুল		

Admitted Unstarred Question No. 17

By—Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। আগরতলা শহরের কয়টি সিনিয়র বেসিক, হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন তাহার বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব ; এবং

২। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা রাখার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১০টি।	বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব :	অতিরিক্ত হিসাব।
	বোধজং হায়ার সে: স্কুল—	২
	জয়নগর হাই স্কুল—	১৭
	বোধজং সিনিয়র বে: স্কুল—	৯
	৬ নং সি: বে: স্কুল—	১২
	উপেন্দ্র বিদ্যালয়—	১২
	নিউ মডেল ভিলেজ সি: বে: স্কুল—	১১
	বাপুজী বিদ্যামন্দির ,, ,,	৬
	রামনগর সি: বে: স্কুল—	১৪
	হরিগঙ্গা সি: বে: স্কুল—	২২
	নিউ টাউনশিপ্ সি: বে: স্কুল—	১
		মোট—১০৬ জন

২। সুষ্ঠু বদলি নীতির অভাবই এর কারণ।

Admitted Unstarred Question No. 22

By—Shi Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে মোট কয়টি ফিডিং সেন্টার আছে। (গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক—তার হিসেব)

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে মোট ৬২৪টি ফিডিং সেন্টার আছে। তারমধ্যে মেলাঘর, টাকারজলা—জম্পাইজলা উপ-পরিকল্পনা এলাকা এবং বাতারবাড়ী ব্লকের গাঁওসভা ভিত্তিক তালিকা দেওয়া হইল। অমরপুর এম, পি ব্লকে ৫১টি গাঁওসভার মধ্যে ২৪টি গাঁওসভায় ২৫টী কেন্দ্র আছে। খোয়াই ব্লকে ১৭টী গাঁওসভায় ১৮টী কেন্দ্র আছে। অন্যান্য ব্লকগুলির গাঁওসভা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। তারমধ্যে কয়টি চালু এবং কয়টি বন্ধ আছে?	২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩। বন্ধ হয়ে যাওয়া ফিডিং সেন্টারগুলির অবস্থান কোথায় কোথায়?	৩। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৪। এবং তা পুনরায় চালু করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি?	৪। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

গাঁওসভা ভিত্তিক ফিডিং সেন্টারের তালিকা

ব্লকের নাম	ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	ফিডিং সেন্টারের সংখ্যা
১	২	৩	৪
মেলাঘর	১)	নীহার চন্দ্র নগর	১
	২)	কুলুবাড়ী	২
	৩)	মতিনগর	২
	৪)	আনন্দনগর	১
	৫)	কলম চৌরা	১
	৬)	বোসানগর	১
	৭)	ভেলুয়ারচর	১
	৮)	কলসীমুড়া	২
	৯)	রহিমপুর	—
	১০)	পুটীয়া	১
	১১)	আড়ালিয়া	—
	১২)	রাঙ্গামাটী	—
	১৩)	খেদাবাড়ী	১
	১৪)	বড়দোয়াল	১
	১৫)	দুর্লভনারায়ণ	১
	১৬)	তকছা পাড়া	—
	১৭)	শিব নগর	১
	১৮)	চৌমুহনী	১
	১৯)	খাস চৌমুহনী	২
	২০)	তৈজিলিং	১
	২১)	বগাবাসা	—

ব্লকের নাম	ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	ফিডিং সেন্টারের সংখ্যা
১	২	৩	৪
	২২)	জুমেরঢেপা	১
	২৩)	লক্ষ্মণঢেপা	১
	২৪)	পূর্ব্ব নলছর	২
	২৫)	পশ্চিম নলছর	২
	২৬)	কেমতলী	—
	২৭)	চণ্ডীগড়	১
	২৮)	মোহনভোগ	১
	২৯)	কামরাঙ্গাতলী	১
	৩০)	মেলাঘর	৪
	৩১)	রুদিজলা	১
	৩২)	তেলকাজলা	—
	৩৩)	ভ্রানতলী	—
	৩৪)	উরমাই	১
	৩৫)	বেজীমারা	১
	৩৬)	রবীন্দ্রনগর	১
	৩৭)	সোনাপুর	১
	৩৮)	ধনপুর	১
	৩৯)	পাহাড়পুর	১
	৪০)	বাঁশপুকুর	—
	৪১)	নির্ভয়পুর	—
	৪২)	মহেশপুর	১
	৪৩)	কালীকৃষ্ণ নগর	—
	৪৪)	মনাইপাথর	২
	৪৫)	নিদয়া	১
	৪৬)	ভবানীপুর	১
	৪৭)	কাঠালিয়া	১
	৪৮)	জগতরামপুর	৩
	৪৯)	চাঁন্দুল	১
	৫০)	তৈবান্দল	১
			৫১

১	২	৩	৪
মাতারবাড়ী (উদয়পুর)	১)	গোকুলপুর	১
	২)	ধ্বজনগর	২
	৩)	শালগড়া	১
	৪)	বগাবাসা	১
	৫)	আঠারবোলা	৪
	৬)	কাঁচিগাং	১
	৭)	ব্রহ্মছড়া	১
	৮)	রানী	১
	৯)	দক্ষিণ মহারানী	২
	১০)	তৈনানী	৪
	১১)	ফুলকুমারী	১
	১২)	চন্দ্রপুর আর, এফ,	৩
	১৩)	মুরাপাড়া	১
	১৪)	হোলাক্ষেত	১
	১৫)	গঙ্গা ছড়া	১
	১৬)	পূর্ব্ব মগ পুস্করিণী	১
	১৭)	গরজি	২
	১৮)	ছয়ঘরিয়া	১
	১৯)	উত্তর বড়মুড়া	১
	২০)	উদয়পুর টাউন	১
	২১)	কালাবন	২
	২২)	তুলামুড়া	৪
	২৩)	ধুপতলী	১
	২৪)	শামুক ছড়া	১
	২৫)	পূর্ব্ব মির্জ্জা	২
	২৬)	পূর্ব্ব খুপিলং	১
	২৭)	মাতার বাড়ী	১
			৪৩
টাকারজলা জম্পইজলা এলাকা	১)	সানুকুমারবাড়ী	২
	২)	টাকারজলা	২
	৩)	জম্পইজলা	২
	৪)	বেলবাড়ী	১

১	২	৩	৪
	৫)	জয়জয়নগর	১
	৬)	শ্রীনগর	১
	৭)	রাধাপুর	১
	৮)	উত্তান খনিয়ামারা	১
	৯)	কল্যাইছড়া	১
			১২

Admitted Unstarred Question No. 24.

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। শিক্ষা বিভাগে ভোকেশানেল গাইডেন্স উপবিভাগটি কোন্ সনে খোলা হয়েছে?

২। এই বিভাগে কতজন অফিসার ও কর্মচারী কাজ করছেন এবং তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি বাবত সরকারের গত ১৯৭৭—৭৮ আর্থিক বৎসরে কত খরচ হয়েছে?

৩। এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কয়টী বিদ্যালয়ে এই বিভাগ কি কি কাজ করেছে বা প্রকল্প চালু করেছেন?

৪। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ের কতজন ছাত্রছাত্রী এই বিভাগের শিক্ষামূলক ভ্রমণ কর্মসূচীতে ভ্রমণ করেছেন? (সৃষ্টির পর থেকে) ও তাতে কত ব্যয় হয়েছে?

৫। এ পর্য্যন্ত এই বিভাগের কতজন অফিসার কতবার দেশের বিভিন্ন অংশে সেমিনার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছেন? তাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে কত?

উত্তর

১। ১৯৬২ ইং সনে।

২। বর্তমানে (ক) অফিসার ২ (দুই) জন (খ) অন্যান্য কর্মচারী ৪ (চার) জন (কেরাণী ২ ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২) মোট ৬ (ছয় জন)।

১৯৭৭-৭৮ সনে মোট ব্যয় ৫১,৭৬৪·৯৫ পঃ (একান্ন হাজার সাতশত চৌষট্টি টাকা পঁচানব্বই পয়সা)।

৩। এই শাখাটির কার্য্য কোন বিশেষ বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর কার্য্যাবলীর দ্বারা সমগ্র ছাত্র শিক্ষক সমাজ উপকৃত হন। এই শাখাটী এই পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ধরণের কাজ বা প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন ও করছেন।

(১) কেরিয়ার মাষ্টারদের জন্য ৫টি ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে।

(২) কর্ম শিক্ষা সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকদের জন্য একটি Orientation Course করা হয়েছে।

(৩) বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের জন্য ৬টি Orientation Course ও একটি Workshop করা হয়েছে।

(৪) এ শাখাটি এ পর্য্যন্ত ১২টি বিষয়ে সমীক্ষা করেছেন।

(৫) উচ্চশিক্ষা ও জীবিকা সম্পর্কীয় সুযোগ সুবিধা বিষয়ে ১৪টি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কে ১৫টী তালিকাপত্র প্রকাশ করেছেন।

(৭) এই শাখা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ যুব ও ছাত্রকে শিক্ষা ও জীবিকা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৮) এই শাখার উদ্যোগে এ পর্য্যন্ত ১৮টি Psychological test কে স্থানীয় ছাত্র ছাত্রীদের উপযুক্ত করে তৈরী করা হয়েছে।

৪। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ কর্মসূচীর সহিত এই শাখাটি জড়িত নয়। তাই ব্যয়ের প্রশ্নটি উঠেনা।

৫। (ক) গত ১৬ বছরে একজন অফিসার গিয়েছেন ৩ (তিন) বার, আরেকজন অফিসার গিয়েছেন ২ (দুই) বার।

(খ) ব্যয় হয়েছে মোট ২,১২৬·৭৫ পয়সা (দুই হাজার একশত ছাব্বিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা)।

Admitted Unstarred Question No. 26.

By—Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে প্রাইমারী ও জুনিয়ার বেসিক স্কুলের সংখ্যা কত, এবং মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত?

(খ) সিনিয়র বেসিক স্কুলের সংখ্যা কত এবং মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?

(গ) হাইস্কুলের সংখ্যা কত এবং মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত?

(ঘ) দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত এবং মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?

(ঙ) সাধারণ ও টেকনিক্যাল কলেজের সংখ্যা কত এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ? (পৃথক পৃথক ভাবে)

ANSWERS

(ক)—(ঙ)। এই সংক্রান্ত সর্ব্বাধুনিক (সাময়িক) পরিসংখ্যানগুলি এই সঙ্গে প্রদত্ত সারণীতে দেওয়া হইল।

সারণী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকার ভেদ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পড়ুয়ার সংখ্যা			যে তারিখের পরিসংখ্যান
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
প্রাইমারী ও জুনিয়র বেসিক স্কুল	১,৫৪০	৮৬,০৩২	৫৯,৮২৯	১,৪৫,৮৬১	৩১—৩—৭৮
সিনিয়র বেসিক স্কুল	২৮২	৪৩,৪০৯	৩০,০১৯	৭৩,৪২৮	ঐ
হাই স্কুল	১০৯	২৩,৭৯০	১৬,৮৯৪	৪০,৬৮৪	ঐ
দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়	৩০	১১,৭৩৪	৬,৮৮৭	১৮,৬২১	ঐ
সাধারণ কলেজ	৬	২,৮৯৯	২,০৩১	৪,৯৩০	ঐ
টেক্‌নিক্যাল কলেজ	২	৮৭	—	৪৬৭	৩০—৯—৭৭

Admitted Unstarred Question No. 27

By—Smti. Gouri Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বহিরাঞ্চল হইতে আগত মহিলা কর্মচারীদের থাকার জন্য আগরতলা শহরের কোন্ কোন্ অঞ্চলে এবং ত্রিপুরার অন্য কোন্ কোন্ শহরে "মহিলা কর্মচারী হোটেল" আছে ?

উত্তর

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা শহরে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের নিকটে কর্মরতা মহিলাদের জন্য একটি Working Women Hostels নির্মিত হচ্ছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, the 20th September, 1978.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala, at 11 A. M. on Wednesday, 20th .the September 1978.

Present

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker on the Chair, 11 Ministers, Deputy Speaker and—Members.

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামে পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যদের প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগে কতটি গাঁওসভার জন্য গোচারণের ভূমি রেকর্ড করে দেওয়া হয়েছে?

২। ইহা কি সত্য যে দেওছড়া গাঁওসভায় জনসাধারণ অনেকদিন যাবত গরু চড়াইবার জায়গার জন্য আবেদন করিয়া আসিতেছেন?

৩। সত্য হইলে দেওছড়া গাঁওসভার জন্য গোচারণের ভূমি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে কি?

উত্তর

১। ১১টি গাঁওসভার জন্য গোচারণ ভূমি রেকর্ড করা হয়েছে।

২। হ্যাঁ।

৩। দেওছড়া গাঁওসভাসহ আরও অন্যান্য গাঁওসভার জন্য গোচারণ ভূমি দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে দিক থেকে উপযুক্ত জমি গোচারণ ভূমির জন্য রেকর্ড করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর বিভাগে অন্যান্য গাঁওসভা যেগুলি আছে তাদের মধ্যে কোন্ কোন্ গাঁওসভাকে গোচারণ ভূমি দেওয়া হবে সেগুলির নাম কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বর্তমানে দেওপাশা, বারুই কান্দি, হাফলং, রাধাপুর ইত্যাদি কয়টা গাঁওসভার জন্য এক একটি করে গোচারণ ভূমি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরসপুর, কদমতলা, বিষ্ণুপুর, কুত্তি, রাণীর বাড়ী এই এলাকার গাওসভাগুলি জন্য একটা এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নির্ধারণ করে ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে একটা নোটিশ দিতে হয় সেই নোটিশটা দেওয়া হয়েছে। তারপরে সমস্ত ফরমেলিটি অবর্জাব করে দেওয়া হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই গোচারণভূমিগুলির সংরক্ষণের ভার কে নেবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা পঞ্চায়েতের উপরে এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত গাঁওসভাকে গোচারণভূমি রেকর্ড করে দেওয়া হয়নি সেখানে খাস জমি হিসাবে গোচারণভূমি নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইতিমধ্যে ল্যাণ্ড কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি যদি সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সেটা প্রস্তাব আকারে আসলে এটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জায়গা এবং গোচারণ ভূমির যে রেকর্ড করা হয়েছে সেগুলির সীমানা পুনর্বন্যাস করতে সরকার আগ্রহী কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমান সরকার সমস্ত খাসজমিগুলি চিহ্নিত করার পরে ল্যাণ্ড কমিটির অধীনে সেগুলি দেবেন এবং তার ভিতরে কোন কোন জায়গাতে পুনর্বাসন দেওয়া হবে সেই কমিটি নির্দ্দিষ্ট করবে পঞ্চায়েতের সুপারিশে সেটা মঞ্জুর করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ১১টি জায়গা ঠিক করা হয়েছে এটার পরিমাণটা কত?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আলাদা নোটিশ দিলে বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৩, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার. স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৩।

প্রশ্ন

১। ডম্বুর বাঁধের ফলে রাইমা সরমা এলাকার কতটি পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে এবং তাঁদের মোট কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে?

২। একর প্রতি কোন শ্রেণীর জমি কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে এবং ঐ রেট সরকার কিসের ভিত্তিতে দিয়েছেন?

৩। উচ্ছেদপ্রাপ্ত কতটি পরিবারকে পুর্বনাসন দেওয়া হয়েছে এবং যাদের এখনও পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি তারা বর্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে?

উত্তর

১। ২,৮৪৫টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১১৮৩টি পরিবারকে ৮৪,৫০,১৬৪'৬৬ পয়সা ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়েছে।

২। বাস্তু বা ভিটির জন্য প্রতি একর ২,৫০০ টাকা হিসাবে ছড়া, নাল ও পুকুরপারের জন্য প্রতি একর ২০০০টাকা হিসাবে লোংগা জমির জন্য প্রতি একর ১৫০০ টাকা হিসাবে বাগান বা টেপা বা ছনখলার জমির জন্য প্রতিএকর ১০০০ টাকা এবং পুকুরের জন্য ৪০০০ টাকা প্রতিএকর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে।

৩। সরকারী খাস জমি বেআইনী দখল করে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপুরণ দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। ঐ সকল বেআইনী দখলকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশ্ন

৪। উচ্ছেদপ্রাপ্ত কতটি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং যাদের এখনও পুনর্বাসন দেওয়া হয় নি তারা বর্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে?

উত্তর

৪। মোট বেআইনী দখলকার ১৩১২টি উপজাতী পরিবার ও ৩৫০টি অউপজাতি পরিবারের জন্য ১১৫৪টি উপজাতি পরিবার এবং ৩৫০টি অউপজাতি পরিবারকে পুর্নবাসন দেওয় হয়েছে। বাকি ১৫৪টি পরিবারের মধ্যে অধিকাংশই টীলা ভূমি বন্দোবস্ত নিতে আগ্রহী নয়। বিলোনিয়ার পশ্চিম হীলে যে ১৭৫টি অউপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ--আমরা দেখেছি যে, একরে ২,০০০ এর বেশী প্রায় ২,৫০০ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সময়ে নয়, সেই সময়েই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এত কম দামে জমি পাওয়া সম্ভব ছিল না। দেখা গেছে ৫ একরে যে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে তা দিয়ে এক একর জমিও পাওয়া যায় নি। এই ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয়েছিল যাতে উচ্ছেদ প্রাপ্ত লোকেরা সুষ্ঠ ভাবে বসবাস করতে পারে। কিন্তু এটা কি তখনকার সরকারের কোন উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা ছিল যাতে ওরা সুষ্ঠ ভাবে বসবাস না করতে পারে এটা কি সরকার জানেন?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---ক্ষতিপূরণ যখন দেওয়া হয় তখন ক্ষতিপূরণ যারা পান সেই সময়ে তারা যদি মনে করেন যে, এই ক্ষতিপূরণের টাকা যথোপযুক্ত নয়, তাহলে তারা সেটা গ্রহণ না করে ন্যায্য ভাবে দেবার জন্য দাবী জানাতে পারেন কিংবা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন যে সরকার ছিল সেই সরকারের আমলে যে ভাবে পূণর্বাসনের টাকা বন্টন করা হয় তাতে যদি তাদের আপত্তি থাকত তাহলে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তা উপস্থিত করতে পারতেন কিংবা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারতেন। কিন্তু তারা কোনটাই করেন নি। কাজেই বর্ত্তমানে আমাদের এ ধরণের কোন ঘটনা জানা নেই।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, আদালতে তারা যান নাই। কিন্তু আমরা জানি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে বহু কেস রয়েছে। এবং কতকগুলি কেসের রায় হয়েছিল, এই টাকা ন্যায্য নয়। এখনও অনেক কেস পেণ্ডিং আছে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আপনি যে তথ্য এইখানে উপস্থিত করলেন, যদি তা সত্য হয় তার জন্য আমরা সন্ধান করে দেখব এবং বিস্তৃত বিবরণ দেব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---বে-আইনী দখলদার বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তারা কত দিন যাবৎ ঐ জমিতে বসবাস করছেন? এটা কি সত্য দীর্ঘ দিন যাবৎ বসবাস করা সত্ত্বেও ঐ জমিকে খাস জমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এদের কোনসাহায্য আগের সরকারও করেন নি। বর্ত্তমান সরকার তাদের সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা করেছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই সম্পর্কে বলতে চাই যে হাউসকে যে, এই স্কীমটা যখন তৈরী করা হয়, বস্তুত পক্ষে এই এলাকার কত লোক আছে, কত বছর ধরে আছে, তাদের কিরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এই রূপ জরীপ সেই সময়কার সরকার করেন নি। যার ফলে একটা ব্যাপক অংশের এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা যারা, তারা এই ক্ষতি পূরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা অ্যাডভান্সড্ পজেশনে ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন কারণ ৩০ বছর বা তারও বেশী সময় ধরে তারা সেখানে বসবাস করছেন। কিছু আন্দোলনের ফলে এই রকম কেস বহু রিভিউ করা হয়। বস্তুত পক্ষে তখনকার যারা উপজাতি তাদের পক্ষে প্রমাণ পত্র উপস্থিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা জানতেন না যে, তাদের দাখিলা রাখতে হবে। সেই জন্য যারা দীর্ঘকাল ধরে উপস্থিত ছিলেন তারা প্রমাণ পত্র দেখাতে পারেননি। এই বিষয়টি বর্ত্তমান সরকার অবগত আছেন। আমরা দেখছি ওরা ক্ষতিপূরণ পা পেলেও যাতে এরা প্রকৃত পুনর্বাসন পেতে পারেন, এরা যাতে সাহায্য পেতে পারেন, তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এরা যেসব জায়গায় পুনর্বাসন

পেয়েছিলেন তা পুনর্বাসনের পক্ষে যথোপযুক্ত জায়গা নয়। তার ফলে তাদের যে গরু বাছুর দেওয়া হয়েছিল তা তারা বিক্রি করে খেয়ে নিয়েছে। যে টিলা তারা পেয়েছিল, সেই টিলাতে বুলডজার কিনে চাষের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বুলডজার পড়ে আছে। টিলা আবাদ হয় নি। এই সব লোকেরা দুরাবস্থায় আছে। সরকার সাব-প্ল্যান করে সেই সাব-প্ল্যানে এনে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা যায় সে দিক থেকে বিবেচনা করছেন এবং তারা নিশ্রয়া তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। এছাড়াও ডম্বুর এলাকার মধ্যে যারা আছেন, বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কর্মসূচী যেমন ডম্বুরে মৎস্য প্রকল্প সেখানে তাদের আমরা বিভিন্ন কাজ কর্মের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করছি। এছাড়াও রাবার প্ল্যানটেশান বা অন্যান্য প্ল্যানটে-শন যেগুলি আমাদের আছে সেগুলিতে তাদের নিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। এছাড়াও আছেন অ-উপজাত। পশ্চিম পারে তাদের বসবাস। তাদের অবস্থাও একই রকমের শোচনীয়। তারা লাক্ড়ি বিক্রি করেন। তাদেরও কি ভাবে সাহায্য করা যায় সরকার বিবেচনা করে দেখবেন| এবং যা গ্রহণ করার তা করবেন।

মিঃ স্পীকার ---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪০।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪০।

প্রশ্ন

১। এ বছরের জুলাই ও আগষ্ট মাসে কয়টি উপজাতি পরিবারকে হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে?

২। ইহা কি সত্য যে, কোন কোন মহল থেকে অ-উপজাতি জনসাধারণকে এই কাজে বাধা দেওয়ার জন্য উস্কানি দেওয়া হচ্ছে?

৩। সত্যি হইলে সরকার জানেন কি এই উস্কানির পিছনে কাদের হাত রয়েছে এবং এ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ এলাকায় এই উস্কানি মূলক ঘটনা ঘটেছে?

উত্তর

১। মোট ১৮৪টি উপজাতি পরিবারকে হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

২। হ্যাঁ।

৩। কিছু কিছু লোকের এই উস্কানির পিছনে হাত রয়েছে।

৪। এ পর্য্যন্ত বিশালগড় রেভেনিউ সার্কেলের বিশেষ করে আমতলী-প্রমোদ নগরে এবং খোয়াই বিভাগে তেলিয়ামুড়ার হাওয়াই বাড়ী কৃষ্ণপুর এবং মোহরছড়ার এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কিছু কিছু লোক উস্কানীর পেছনে আছে। কিন্তু এটা কি ঠিক কোন কোন লোক নয়, বিশেষ কোন শক্তিও আছে। কোন কোন রাজনৈতিক দলও এই সবের পেছনে রয়েছে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এই প্রশ্নের জবাবটা স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আসা দরকার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে, উপজাতির যে সমস্ত বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি, তা আমরা তাদের ফিরিয়ে দিতে পারছি না। কারণ ১৯৬০ সাল থেকে এই আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সংশোধনী আইনে ১৯৬৯ সাল থেকে সেটাকে বে-আইনী ধরা হয়েছে। ১৯৬৯ থেকে বে-আইনী ধরার পর রেভেনিউ দপ্তর সেই বে-আইনী জমি ফিরিয়ে দিতে হবে এই মর্মে নোটিশ দিয়েছেন। এই যে সংশোধনী প্রস্তাব আইনের মধ্যে আনা হয়েছে, সেটা কংগ্রেসের সময়কার, সুখময় সরকারের সময়ে পাশ হয়েছে। তখন ক্ষতিপুরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না যদিও তখনকার বিরোধীদল

ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস দল সেই ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব মেনে নেন নি, সেই ক্ষতিপূরনের প্রস্তাব কংগ্রেস সরকার কখনও কার্যকরী করেন নি। তারপর দুটি কোয়ালিশান সরকার হয় একটি সি, এফ, ডির সঙ্গে সি, পি, এম-এর কোয়ালিশান। সেখানে এই বে-আইনী জমি হস্তান্তর করার জন্য ১৪ দফা কর্মসূচী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু সি, এফ, ডি সরকার এ কাজ করে যেতে পারেন নি কারণ অল্প সময় তারা ছিলেন। তারপর হয় দ্বিতীয় কোয়ালিশান জনতা এবং সি, পি, এম-এর কোয়ালিশান, যদিও তাঁদের ১৮ দফা কর্মসূচীর মধ্যে এই কর্মসূচীটি অন্তর্ভুক্ত করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্প সময়ের জন্যই হোক বা রাজনৈতিক ইচ্ছা না থাকার জন্যই হোক তাঁরা এই কর্মসূচী রূপায়িত করেন নি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর, আমরা এই কর্মসূচী রূপায়িত করতে সুরু করেছি। যারা গরীব অংশের অ-উপজাতি তারা যদি ভূমিহীন হয়ে যায় তাহলে পরে তারা যাতে পুনর্বাসন পেতে পারে সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্ল্যানিং কমিশনের কাছে এই দাবী উপস্থিত করেন যে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হোক এবং সেই সময়ে অনেক চেষ্টা করে আমরা কিছু টাকা বাড়িয়েছি তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য, সে দিক থেকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন গরীব অংশের অ-উপজাতি, তাদের জমি যদি ২ একরের কম হয়ে যায় জমি হস্তান্তর হওয়ার ফলে, তাহলে তাকে পুর্নবাসন করার ব্যবস্থা করা হবে। জমি হস্তান্তরের কাজ আমরা দু-রকম ভাবে, এক সঙ্গে শুরু করেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটা যখন অধিকাংশ অ-উপজাতিরা মেনে নিয়েছেন এবং সেচ্ছায় সমস্ত জমি হস্তান্তরিত করছেন, তখন কিছু লোক তারা সেই জমিগুলি যাতে হস্তান্তরিত না হয় সে জন্য কতগুলি এলাকায় উস্কানি দিচ্ছেন এবং উস্কানি দিতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের দলের পরিচয় দিচ্ছেন না "আমরা বাঙ্গালী" এই নাম দিয়ে তারা আন্দোলনের মধ্যে নেমেছেন, কেউ কেউ আবার বক্তৃতা দিয়েছেন যে এই ধরণের জমি হস্তান্তরের কোন প্রয়োজন নেই। যারা বিবৃতি দিয়েছেন তাঁরা রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই রাজনীতি বর্জিত এই আন্দোলনটা মনে করার কোন কারণ নেই। রাজনীতির মধ্যে-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যারা পছন্দ করেন, সেই রকম লোক-রাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে এমন নেতা এবং কর্মী আছে যারা সাম্প্রদায়িকতা চান না, তাঁরা এই আন্দলেনের মধ্যে নেই কাজেই আমরা চিহ্নিত করতে পারছি না যে দল হিসাবে সমগ্র দল এই আন্দোলনের মধ্যে আছে, আবার অধিকাংশ হয়তো বা এটা চাচ্ছেন না এবং আজকে এটা এমন একটা সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করেছে যে, বিভিন্ন এলাকাতে যেখানে জমি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল সেখানে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে যাতে সেই হস্তান্তরিত জমি ট্রাইবেলরা দখল করতে না পারেন, এটা সরকার গভীর উদ্বেগের সঙ্গেই লক্ষ্য করছেন এবং আশা করছেন যে ত্রিপুরার সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ এটার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আরো একটা লক্ষনীয় জিনিষ হলো সরকারের কাছে এই রকম রিপোর্ট এসেছে যে, কোন কোন এলাকায় কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদের সাবধান করে দিতে চাই যে, কোন সরকারী কর্মচারী যদি এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ্যা বা পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন, তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। কারণ এটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা, তারা যদি সংগঠিত হয় সংখ্যা লঘিষ্ঠের বিরুদ্ধে, তাহলে সেটাকে আমরা সাংবিধানিক বিরুদ্ধ অপরাধ বলে মনে করি এবং এটা অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে বলে আমি মনে করি। চিন্তা করে দেখুন, আজকে বাংলাদেশের মুসলমানরা একত্রিত হয়ে যদি একটা মুসলিম দল তৈরী করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাহলে হিন্দুদের মনের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আগরতলা শহর বা বিভিন্ন জায়গায় দেওয়ালে যে লিখন হচ্ছে "আমরা সমস্ত বাঙ্গালী একত্রিত হয়ে যাচ্ছি' তাহলে পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে কার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হচ্ছে এবং কি উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে? এই আতংকের সৃষ্টি আমরা করতে দিতে পারি না, আমি আমার সরকারের তরফ থেকে বলছি যে, কোন জায়গায় সরকারী দেওয়ালে যদি এই রকম লেখা থাকে সেগুলি সমস্ত মুছে ফেলে দেওয়া হোক, কোন প্রাইভেট বাড়ীতেও যদি এই ধরণের লেখা থাকে, আমি তাঁদের অনুরোধ করবো যে আপনারা নিজেদের প্রচেষ্টায় সেগুলি মুছে ফেলুন এবং তাঁরা যদি আমাদের সাহায্য চান তাহলে আমরা সেই সমস্ত দেওয়াল লিখন মুছতে সাহায্য করতে পারি কারণ ত্রিপুরার বুকের উপর এই ধরণের একটা সাম্প্রদায়িক অবস্থা আমরা করতে দিতে পারি না, এই কথা আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই. আমরা "লএণ্ড অর্ডার প্রবলেম"

সৃষ্টি করতে চাই না তাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেওয়া এবং এটা হচ্ছে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তারা যে-হেতু জমি পাচ্ছেন না সে জন্য মানুষকে এই সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে তাঁরা ভাবছেন যে তাঁরা মাটি খুঁজে পাবেন, কিন্তু সে মাটি আমরা তাদের পেতে দেব না। ত্রিপুরার জনসাধারণ গত ২টি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সমস্ত অংশের মানুষকে গণতান্ত্রিক ঐক্যের মধ্যে আসতে পেরেছেন এবং তার ফলে আমরা বহু উন্নয়নমূলক কাজ করতে এগিয়ে যাচ্ছি এবং মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো তাঁরা যেন এই কাজে আমাদের সাহায্য করেন এবং বাইরের যারা অগণিত মানুষ রয়েছে তাদের কাছে আবেদন রাখবো যে, তাঁরা যেন আমাদের কাজে সাহায্য করেন। গণতন্ত্রের গরীক্ষা আজকে সমস্ত ভারতবর্ষে চলছে, এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যেন উন্নতি করতে পারি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারি এই কথা বলে আমি মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন, সেই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি এবং মাননীয় সদস্য যে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন এনেছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে, এটা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্য, সেই দিক থেকে আমি এই টুকু বলতে পারি যে, এর পেছনে দল হিসাবে কোন দলই নেই কিন্তু সব দলের লোকই কিছু কিছু আছে। কেউ কেউ বলছেন যে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে একটা মিটিং ডাকা হোক "আমরা বাঙ্গালী আন্দোলনের বিরুদ্ধে" আমি সে কথা বলতে পারি যে আমাদের সরকারের ইচ্ছা আছে জমি হস্তান্তর নীতিকে স্বীকার করে নেব এবং আমরা তাদের ডাকবো, ডেকে বসে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে এই জমি হস্তান্তরের কাজ আমরা করতে পারি, সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। সমস্ত দলের মধ্যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ডেকে আমরা এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে চাই, এ কথা আমি মাননীয় স্পীকারের অনুমতি নিয়ে হাউসের সামনে রাখতে চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---যে ১৮টা কেস ল্যাণ্ড রেষ্টরেশান করা হল, যে অ-উপজাতিদের ভূমি উপ-জাতিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে. সে অ-উপজাতিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে একটা টাকা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করি এবং সে টাকাটা পাওয়ার পর টাকাটা দেওয়ার জন্য একটা পদ্ধতি ঠিক করতে কিছুটা সময় লেগে যায়। প্রত্যেক ডি, এম-এর কাছে সে টাকা আমরা দিয়ে দিয়েছি এবং যারা ইতিমধ্যে জমি ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন, তাদের কে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং তারা আসলে পর ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জমি নেওয়ার আগে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয়, স্পীকার স্যার, যারা জমি হস্তান্তর করেছেন তাদের প্রত্যেকের নামে ব্যাংকে টাকা থাকবে। তারা জমির খোঁজ পেলে পর এস,ডি,ওর পারমিশান নিয়ে সে টাকা তুলে জমি ক্রয় করতে পারবেন। একা সে টাকা তুলতে পারবেন না। তারা এবং এস,ডি,ও জয়েন্টলী সেটা অপারেট করতে পারবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারেননি। আমি বলেছি যে জমি নেওয়ার আগে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমি প্রথমেই তার উত্তর দিয়ে দিয়েছি। জমিতো কংগ্রেস আমল থেকে নেওয়া শুরু হয়েছে। সে সময় তো ক্ষতিপূরণের কোন প্রশ্ন ছিল না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া --অ-উপজাতিদের যে জমি নেওয়া হবে, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে সে ভূমি নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---যাদের জমি হস্তান্তরিত হবে তাদের নামে এবং এস. ডি. র নামে ব্যাংকে টাকা জমা থাকবে। সে টাকা দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল অ-উপজাতি ভূমিহীনদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে উপজাতি এলাকাগুলিতে অপপ্রচার চালাচ্ছে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমাদের কাছে এমন কোন অভিযোগ নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ---প্রশ্ন নং ৪৬ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---প্রশ্ন নং ৪৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠন রয়েছে এবং কি কি?

২। এই সব সংগঠনগুলোর মধ্যে মোট কত শ্রমিক সংগঠিত আছে

৩। এই সব সংগঠনের শ্রমিকরা সরকার আইনে মোতাবেক সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারেন কিনা , এবং

৪। যদি না পারেন তাহলে সে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে ৯০টি রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠন রয়েছে, ঐ সংগঠন গুলির নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

২। এই সব সংগঠন গুলোর মধ্যে মোট ১৫,৭০০ জন শ্রমিক সংগঠিত আছে।

৩। এই সব সংগঠনের শ্রমিকেরা শ্রম আইন মোতাবেক সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করেন। ব্যাতিক্রম হইলে শ্রম দপ্তর হইতে বিহিত ব্যবস্থা করা হয়।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

NAMES OF THE REGISTERED TRADE UNIONS AND THEIR MEMBERSHIP

1.	Tripura Cinema Workers Union	46
2.	Tripura Hawkers Union	61
3.	Sanjukta Dokan Karmachari Samity	46
4.	Tripura Rickshaw Sramik Union	100
5.	Oil & Natural Gas Commission Worker's Union	85
6.	Tripura Motor Karmi Samity	988
7.	Nikhil Tripura Raj-Mistri Sramik Union	1040
8.	Water Supply Worker's Employees Union	83
9.	O.N.G.C. Employees Union	85
10.	Tripura Saw Mill Workers' Union	138
11.	Tripura Govt. Press Workers Association	62
12.	Tripura Kishan Khat Mazdoor Union	23
23.	Tripura Bidyut Sramik Union	40
14.	Tripura P.W.D. Workers' Union	73
15.	Tripura Alluminium Worker's Union	42
16.	Tripura Spun pipe Worker Union	22
17.	Dokan Karmachari Samity	70
18.	Tripura Internal Electrification Workers Union	70
19.	Sri Durga Chowmohani Bybasayee Samity	266

20.	Tripura Rajya Rice Mill Workers Union	71
21.	Tripura Rickshaw Worker's Union	95
22.	Tripura Mechanical Worker's Union	30
23.	Tripura State Co-operative Bank Employees Union	40
24.	Nikhil Tripura Mistanna Dukan Karmachari Samity	140
25.	Tripura Rickshaw Karmi Union	100
26.	Tripura Pradesh Rickshaw Sramik Union	255
27.	Joyhind Hawkers Union	200
28.	T.R.T.C. Workers Union	27
29.	Jamjuri Bazar Byabsayee Samity	60
30.	Lichu Bagan Rickshaw Sramik Union	65
31.	Sadar Purbanchal Rikckshaw Chalak Union	29
32.	Tripura Sarkari Silpa Sramik Sangha	130
33.	Sonamura Upabibhagiya Rickshaw Sramik Union	45
34.	Tripura Bus Sindicate Employees Union	10
35.	Tripura Badya Jantra Karmi Samity	106
36.	Tripura Rickshaw Karmi Samity	17
37.	Tripura Rajya Cha Majur Union	7
38.	Pragatishil Rickshaw Sramik Union	136
30.	Apexmarketing Co-operative Employees Association	20
40.	T.R.T.C. Motor Workers Union	298
41.	Brajapur Tatshilpa Sramik Union	110
42.	Tripura Food Co-operation of India	72
43.	Tripura Mill Sramik Union	100
44.	Tripura Din Mazdoor Union	200
45.	Kamalpur Rickshaw Sramik Union	117
46.	Kamalpur Hawker's Union	123
47.	Tripura Khadi & Gramodyog Parshat Karmachari Samity	70
48.	Agartala Foot-path Hawkers Union	200
49.	Tripura Rabidas Mazdoor Union	150
50.	Nikhil Tripura Rabidas Sramik Union	40
51.	Tripura Raj-Mistri Mazdoor Sangha	109
52.	Tripura Bidyut Karmi Union	400
53.	Tripura Rajya Samabay Union Karmachari Samity	19
54.	Tripura Kath 'O' Bansh Shipla Sramik Union	95
55.	Tripura Co-operative Land Development Bank Employees Association	20
56.	Professional Sales Representatives Union	15
57.	Tripura Cha Mazdoor Union	3701
58.	Tripura Motor Workers Union	965
59.	Tripura Bidi Sramik Sangha	200
60.	Tripura Tea Employees Union	148
61.	Tripura Deen Majur Union	240
62.	Sanjukta Dukan Karmachari Samity	138
63,	Tripura Petroleum Workers Union	172
64.	Tripura Cinema Workers Assoeiation	40
65.	Tripura Wholsale Consumer's Co-operative Stores Karmi Sangha	20
66.	Tripura Municipal Employees Association	236
67,	Tripura Tea Workers Union	845
68.	Tripura Mrit Silpa Sramik Union	22
69,	Tripura Murti Silpi Sangsta	40
70.	All Tripura Book Seller's and Publishers Assoeiation	38
71.	Tripura Consumer's Sramik Union	51
72.	Tripura Bus Syndicate Motor Workers Union	135
73.	Katch Mistry Sramik Sangha	100
74.	Foot-path Kastha Silpa Byabasyee Samity	30
75.	Uttar Tripura Kartha Silpa Samity	75
76.	Tripura Rabidas Foot Wear Union	11

77.	Tripura Jut Mills Workers Union	40
78.	Ttipura Bastukar Sramik Union	13
79.	Ttipura Rajya Din Majur Union	7
80.	Rubber Plantation Workers Union	158
81.	Tripura State Co-operative Bank Officer's Association	13
82.	Tripura Basarkari Bidyut Sramik Union	160
83.	Tripura Raijypat Sramik Union	300
84.	Tripura Kasta Slipa Sramik Union	180
85.	Tripura Road Transport Corporation Karmi Samity	87
86.	Ttipura Small Indusiries Co-operation Limited Employees Association	53
87.	Kailasahar Merchants Association	210
88.	Bhutoria Rolling Mill Workers Union	20
89.	Tripura Hotel Restaurent Sramik Union	200
90.	Tripura Chatkal Karmi Samity	41
	Grand Total :	15 790/

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শ্রম আইনে সংগঠনগুলি সুযোগ সুবিধা গুলি ভোগ করেন। কিন্তু ফেকটরী এবং ইণ্ডাস্ট্রি গুলির অনেক ক্ষেত্রেই এই সব সংগঠনের শ্রমিকরা তাদের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। কারণ ফেকটরী গুলি যেখানে থাকে সেখানে ইনস্ পেকটার থাকে না। কাজেই সে সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---শ্রম দপ্তরগুলি একেবারে অচল অবস্থায় ছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমদপ্তরকে স্ট্রেংদেন করার জন্য ইতিমধ্যেই ৭ জন নূতন ইনসপেকটার এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন করে লেবার অফিসার নিয়োগ করেছি। এবং ফেকটরী আইন চালু করার জন্য ইতিমধ্যেই আমরা পোস্ট ক্রিয়েট করে এক জনকে প্রমোশন দিয়ে সে অধিকার দিয়ে দিয়েছি। ১৯৫২ সাল থেকে ত্রিপুরায় অনেক গুলি এ্যাকট চালু ছিল। সে এ্যাকট গুলি কার্য্যকরী করা হয় নি। আমরা ইতিমধ্যেই নোটিশ দিয়ে দিয়েছি সে সমস্ত এ্যাকট গুলি চালু করার জন্য। আর অন্যান্য যে সমস্ত আইন আছে সে আইনের ধারা গুলি আমরা প্রয়োগ করার জন্য মালিক পক্ষকে সরকারী ভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি। ইতিমধ্যে যদি এসমস্ত আইন অমান্য করা হয়ে থাকে তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। ত্রিপুরাতে ২১টা শ্রম আইন চালু আছে। তার মধ্যে দোকান আইন এটা অতি প্রাথমিক আইন। সে আইনটা কার্য্যকরী করার জন্য সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ইনস্পেক্টার পাঠিয়ে এটা আমরা করতে পারছি না। এবার আমরা বড় বড় সব কয়টি বাজারকে দোকান কর্মচারী আইনের আওতায় আনতে পেরেছি। মাননীয় সদস্যদের যে উদ্বেগ সে সম্পর্কে আমি আশা করি ক্যাবিনেট সদস্যরা আরও ভাল করে এটা অনুভব করবেন এবং শ্রম দপ্তরকে আরও শক্তিশালী করবেন। ১০ জন ইনস্পেক্টার নিয়ে এবং ৩ জন লেবার অফিসার নিয়ে সেটা কার্য্যত রূপ দেওয়া যাবে না। কারণ শ্রম দপ্তরের সীমিত বাজেটের মধ্যে দিয়ে সেটা করতে পারা যাচ্ছে না। আমি আশা করি মাননীয় সদস্যদের সদিচ্ছা নিয়ে আমাদের সরকার এই শ্রম দপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আগামী দিনে আমরা আরও চেষ্টা করব।

শ্রীসুবল চন্দ্র রুদ্র ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শ্রম আইনকে না মেনে বিড়ি এবং মোটর মালিকেরা তাদের রেজিস্ট্রি থাকা সত্বেও, শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি থাকা সত্বেও বেআইনী ভাবে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা গুলি ভোগ করতে দিচ্ছেনা এবং তাদেরকে ছাটাই করছে। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি চিন্তা করছেন?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---বিড়ি শ্রমিকের যে সংখ্যা ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়েছে তার একটা সার্ভে আমরা করেছি এবং তাদের ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের আওতায় আনার জন্য আমরা যথাযথ নোটিশও দিয়েছি। শ্রমিক মালিক দ্বিপাক্ষিক অথবা শ্রম দপ্তর সহ-ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসে আমরা স্থির করেছি যে আইন মাফিক তাদের যে প্রাপ্য সেগুলি শ্রমিকদের দিতে হবে এবং এগুলি কোন বৈঠকের আলোচনার বিষয় নয়, আইন মোতাবেক তারা সে গুলি পাবে। এছাড়া অন্য যেগুলি আছে সেগুলি সম্পর্কে আমি বলে দিয়েছি যে এগুলির সম্পর্কে আলোচনায় বসা যেতে পারে। আইন মাফিক শ্রমিকদের যা কিছু পাওয়ার সেগুলি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বৈঠকে মালিক পক্ষ অঙ্গিকার করেছে। কাজেই এই সম্পর্কে একটি ছাড়া অন্য কোন কমপ্লেইন আমাদের কাছে আসে নি। যে কমপ্লেইনটা এসেছে, সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ওয়ার্কসপ যেগুলি আছে এবং মালিকপক্ষ আমাদের সংগে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসে অঙ্গিকার করেন যে তারা সেগুলি মিটিয়ে দিবেন, কিন্তু কার্যতঃ তারা তাদের অঙ্গিকার রক্ষা করেন নি। তাই আমরা শ্রম দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি যে তারা যেন সেই সব কেস সম্পর্কে মালিকদের বিরুদ্ধে কেস আরম্ভ করেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---কংগ্রেস আমলে ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের আওতায় শ্রমিকদের জন্য যা কিছু করার দরকার ছিল তারা বস্তুতঃ কিছুই করে নি। এখন আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখছি শ্রমিকদের ছুটি, ওভার-টাইম এবং ডিউটি আওয়ার্স মালিকেরা যা ঠিক করে দিয়েছে সেটাই রয়ে গেছে, তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কারণ মালিকেরা আসল এবং নকল দুই রকমের খাতাই রাখেন,. ইনস্পেকটার যখন ইনস্পেকসানে যান তখন তাকে নকল খাতা দেখিয়ে দেওয়া হয়, অথচ কাজ কর্ম যা কিছু হচ্ছে তা তাদের ঐ আসল খাতা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। ফলে অধিকাংশ শ্রমিক তাদের যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছে না। কাজেই শুধু মালিকদের সংগে আলাপ আলোচনা না করে শ্রমিক এবং শ্রম দফতর এক যোগে আইন অনুযায়ী শ্রমিকেরা যাতে তাদের প্রাপ্য সুযোগ পেতে পারে তার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা সরকার চিন্তা করছেন কি? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন পাল্টাবার জন্য পার্লামেন্টে বিল এনেছেন এবং এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে বক্তব্য রয়েছে তাদের যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেটা তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাচ্ছেন কিনা, তার সম্পর্কেও আমরা জানতে চাই।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমাদের কাছে বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে যে অভিযোগটা এসেছে সেটা হচ্ছে মালিক পক্ষ আইন অনুযায়ী যে নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা, সেটা দিচ্ছে না। সেখানে শ্রমিকেরা প্রকৃত কত তারিখ থেকে কাজ করছে, সেটা গোপন রেখে চলার চেষ্টা করছে। এই ব্যাপারে প্রত্যেকটি ঘটনার আমরা শ্রম দপ্তর থেকে যখন মালিক পক্ষের সংগে দেখা করি তখন এই ধরণের নালিশগুলি পাই। তবে এটা স্বীকৃত যে মালিক পক্ষ দুই রকমের খাতা রাখে এবং এখন পর্য্যন্ত তারা আইন অনুযায়ী যে নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা এবং শ্রমিকদের ছুটি ইত্যাদি দেওয়ার কথা, সেগুলি দিয়ে কাজ চালু করতে পারছে না। কিন্তু আমরা সরকার

থেকে সেটুকু করার চেষ্টা করছি যে শ্রমিকেরা যাতে মালিক পক্ষের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা পায়। আমরা আমাদের সরকারের সদইচ্ছার কথা মালিক পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি যে শ্রমিকদের স্বার্থে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই তারা যেন এই সব ব্যবস্থাগুলি চালু করেন। আর তা না হলে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া নিয়ে যখন কোন আন্দোলন হবে, তখন আমরা শ্রমিকদের পক্ষেই থাকব। আজকাল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যদি কোন মিছিল হয় এবং সেই মিছিলে শ্রমিকেরা অংশ গ্রহণ করে, তখন মালিক-পক্ষ তাদের ছাঁটাই করে। কিন্তু সরকারের নজরে যাওয়ার পর, তারা আবার ছাঁটাই কর্মিদের গ্রহণ করে। তারপর শ্রম দপ্তরেরর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, এই দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং ইতিমধ্যে আমাদের শ্রম দপ্তরের একজন কমিশনার বসানো হয়েছে এবং আরও কিছু পরিবর্ত্তনেরও সম্ভাবনা আছে। কাজেই সমস্ত দিক দিয়ে আমাদের সরকার শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আদায় করার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরুন তাঁত শিল্পের শ্রমিকেরা অন্যান্যদের মত এ্যাকসগ্রেসিয়া পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে এবং আরও অন্যান্য যে শ্রমিক আছে, তারাও যাতে এই ধরণের সুযোগ সুবিধা পেতে এবং তাদের দাবী দাওয়া আদায় হতে পারে তার জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যেমন টি, আর টি, সির শ্রমিক সংগঠন, কৃষি স্নাতক সংগঠন এবং আরও অন্যান্য যে সব সংগঠন বাম ফ্রন্টের বিরোধিতা করছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার নাকি আক্রোশমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কাজেই এগুলির সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমি বলতে পারি যে কোন রেজিস্ট্রিভুক্ত ইউনিয়নকে আলোচনা বৈঠকে উপেক্ষা করা হয় নি, তাদের সব ইউনিয়নের সংগেই আলোচনা বৈঠক করা হয়। তবে এখানে যে সংগঠনগুলির নামে অভিযোগ করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে খুব কম সংখ্যক শ্রমিক আছে। তবুও তারা যখনই কোন মন্ত্রীর কাছে তাদের দাবী দাওয়ার মেমোরেণ্ডাম পেশ করেছে, তখনই আমরা সেগুলির যথাযথ জবাব দিয়ে আসছি। কাজেই এ কথা ঠিক নয় যে বামফ্রন্ট সরকার কোন ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ---প্রশ্ন নং ৪৭।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্যার প্রশ্ন নং ৪৭।

১। কেন্দ্রীয় সরকার খোয়াই শহরের ডাকঘর এবং তারঘর দুইটির জন্য কি পরিমাণ ভূমি নিয়েছেন এবং কি ভাবে নিয়েছেন?

২। ইহা কি সত্য যে ডাক তার বিভাগ খোয়াই শহরের ডাকঘর ও তারঘরের জায়গার জন্য রাজ্য সরকারকে কোন ক্ষতিপূরণ দেন নি?

৩। যদি সত্য হয় ক্ষতিপূরণ চাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি?

উত্তর

১। মোট ০'৭৮৫ একর ভূমি দুইটি পোষ্ট অফিসের জন্য ১৯৬৭ সালে ডাক বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২। এস, ডি, ও খোয়াই এই বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন রিপোর্ট দিতে পারেন নাই। যে জায়গাটা দেওয়া হয়েছে, তার সম্পর্কে কোন জোতদার আজ পর্যন্ত কোন আবেদন করেন নাই। তবে ভবিষ্যতে যদি কোন আবেদন আসে, তাহলে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৭৩।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---কোয়েশ্চান নং ৭৩।

প্রশ্ন

১। পেশা কর (প্রফিশনাল টেক্স) থেকে চলতি আর্থিক বছরের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কত টাকা রাজ্য সরকার আয় করেছেন?

২। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন লোক পেশা কর (প্রফিশনাল টেক্স) দিয়ে থাকেন?

৩। ইহা কি সত্য যে অনেকে পেশা কর ফাঁকি দিচ্ছেন?

৪। সত্য হইলে এই ফাঁকি বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে এপ্রিল থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রায় টাঃ ৩,৮৫,০৪৩.০০ সরকার আয় করেছেন।

২। এই ব্যাপারে বিভিন্ন মহকুমার সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব এক্সাইস এবং সার্কেল অফিসারদের কাছ থেকে এখনও খবর এসে পৌঁছায় নাই।

৩। এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই।

৪। তবে এই সম্পর্কে আমরা কিছু অভিযোগ পেয়েছি যে কিছু ব্যবসায়ী এবং কনট্রাকটর যারা এই টেক্সের আওতায় পড়ে কিন্তু তারা এই টেক্স দিচ্ছেন না। এই টেক্স আদায় করার জন্য বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে সেটা অত্যন্ত দুর্বল। এই টেক্স আদায় করার জন্য টেক্স অফিশিয়েলদের দেওয়া হয় না। বর্তমান সরকার দায়িত্বে আসার পর এই টেক্স আদায় করার জন্য মেজিস্ট্রেট এবং কালেক্টারদের হাতে এই টেক্স আদায় করার জন্য ক্ষমতা ন্যাস্ত

করেছেন। সেই কাজে তাঁরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মনোযোগ দিতে পারেছেন না---দেওয়া সম্ভব নয়। সেই দিক থেকে এই প্রফিশনাল টেক্স পরিচালন যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা আমাদের যে ট্যাক্স অর্গানাইজেশান আছে তাদের এই ব্যাপারে তৈরী করার জন্য নূতন প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুবল রুদ্র

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---প্রশ্ন নং ৭৮

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---প্রশ্ন নং ৭৮

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ (আর্থিক বছরে) ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সোনামুড়া ডাকবাংলোতে রাজ্যের মন্ত্রীদের থাকা খাওয়া বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে ?

২। ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুলাই ১৯৭৮ইং পর্য্যন্ত ঐ ডাকবাংলোতে রাজ্যের মন্ত্রীদের থাকা খাওয়া বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৭-৭৮ (আর্থিক বছরে) ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সোনামুড়া ডাকবাংলোতে মন্ত্রীদের থাকা-খাওয়া বাবদ কোন টাকা খরচা হয় নাই।

২। ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুলাই, ১৯৭৮ইং পর্য্যন্ত ঐ ডাকবাংলোতে এই রাজ্যের মন্ত্রীদের থাকা খাওয়া বাবদ কোন টাকা খরচা হয় নাই।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---ইহা কি সত্যি যে '৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুলাই, ১৯৭৮ইং এই সময়ের মধ্যে মন্ত্রীদের থাকা খাওয়া বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী যখন সেখানে গিয়েছিলেন এক দিনের জন্য, তাঁর থাকা খাওয়ার জন্য টাঃ ৪৫০/- একটা বিল করা হয়েছে এবং সেই বিলের টাকা ড্র করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীমশাই সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি? যদি তিনি তদন্ত করে দেখতে চান তাহলে অমি সেই বিলের তারিখ এবং নাম্বার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে পারব।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনাটা ঠিক এই নয়। ডাক বাংলোয় একটা কনফারেন্স হয় সেখানকার অফিসারদের সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর একটা বৈঠক হয়, সেই বৈঠকের জন্য এই টাকা খরচা করা হয়। এবং সেটা সম্পর্কে আমরা তদন্ত করি, তদন্ত করার পর অফিশিয়েল রিপোর্ট এসেছে তাতে বলা হয়েছে বিস্কুট ইত্যাদি বাবদ টাঃ ২১১'২৫ এবং টাঃ ২৩৩'০০ খরচা হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই টাঃ ৪০০'০০ কি কি বাবদ খরচা করা হয়েছে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, প্রত্যেকটি আইটেমের জন্য যদি জানতে চাওয়া হয় তাহলে নোটিশ দিতে হবে এবং সেভাবে আমি তথ্য সংগ্রহ করব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---প্রশ্ন নং ৮৬

শ্রীআরবের রহমান ঃ---প্রশ্ন নং ৮৬

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কত একর ভূমিকে বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে?

২। ঐ ভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের মোট আয়তনের কত ভাগ?

৩। উক্ত বনাঞ্চলের মধ্যে কি পরিমাণ চাষ যোগ্য ভূমি রয়েছে ?

৪। সরকার ঐ সব চাষ যোগ্য ভূমি রিজার্ভ মুক্ত করার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি ?

৫। না নেওয়া হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত মোট ১,৩৯,৩১৭ একর (৫৬,৩৭৯ হেঃ) ভূমিতে বনায়ন করা হইয়াছে।

২। ঐ ভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনের ৫·৩৮ ভাগ।

৩। উক্ত বনায়ন এলাকার মধ্যে কোন চাষ যোগ্য ভূমি আছে বলিয়া জানা নাই।

৪। ৩নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

৫। ৩নং ও ৪নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের অনুরোধ করছি।

বিজনেস এ্যাড-ভাইসারী কমিটির রিপোর্ট উৎথাপন ও গ্রহণ।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যগণ, এখনকার আলোচ্য বিষয় হল বিজনেস অ্যাড-ভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।

বর্তমান সেশনের ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং তারিখ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস অ্যাড-ভাইজারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপ্যাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট আমি এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন এই রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব উৎথাপন করছি যে বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি---এরপর প্রস্তাবটি হাউসে ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সেটা সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর--

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনি আগে একটা নোটিশ দিন। তারপর আলো-চনা করুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের বিজনেসে দেখা গেল আমার নামে যে অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান ছিল সেটা কেঁটে দেওয়া হয়েছে। এটার কারণ বঝতে পারলাম না।

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এটা আপনি আমার চেম্বারে গিয়ে আলোচনা করবেন। আমার চেম্বারে আসুন আমি বলব। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আর্কষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। বিষয়টি হল---সাম্প্রতিক কালে এম,বি,বি কলেজ হোস্টেলে থেকে পুলিশের অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ বিকালে আমি উত্তর দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ বিকালে বিবৃতি দেবেন। আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। এটার বিষয় বস্তু হল--গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং তারিখ রাত্রে হাপানিয়া এলাকার বাগমারা ভূমিহীন কলোনীর বাসিন্দা শ্রীবিষ্ণু দেবনাথ এর স্ত্রী শ্রীমতী পাখী দেবনাথকে এক দল দুষ্কৃতকারীর অপহরণ ও পাশবিক নির্য্যাতন এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আমি আজ বিকালে দিব স্যার,

মিঃ স্পীকার ঃ---আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস, শ্রীমতিলাল সরকার। এটার বিষয় বস্তু হল--খোয়াই উত্তর ঘিলাতলী শ্রীমধুসূদন দেববর্মা কর্তৃক রেসটোরেশন এ প্রাপ্ত জমিতে অ-উপজাতী ব্যাক্তিদের দ্বারা বেদখলের চেষ্টা ও হামলা এবং সমাজ বিরোধী উত্তেজনা ছড়ানো সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ বিকালে আমি জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী আজ বিকালে জবাব দেবেন।

Motion for extention of time for Presentation of Committee Report.

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য আরও সময় চেয়ে প্রস্তাব উৎথাপন। আমি উক্ত কিমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Shri Amarendra Sarma, Chairman, Privilege Committee.

Mr. Speaker Sir, I beg to move that the time for presentation of the reports of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Samar Choudhury, M.L.A. against Shri Mohan Lal Roy, Editor of the "Nagarik" as referred to the Committee on 21.6.78 and also (2) the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Bimal Sinha, M.L.A. against Shri Nagendra Jamatia, M.L.A. as referred to the Committee on 29.6.78 for investigation, examination, and report be extended upto the next Session.

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

এরপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

জেনারেল ডিসকাশন অন দি ডিমাণ্ডস ফর
এ্যাক্সেস গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৭১-৭২
স্টেইট-পিরিয়ড ফ্রম ২১।১।৭২ইং টু
৩১।৩।৭২ইং), ১৯৭২-৭৩ অ্যাণ্ড ১৯৭৩-৭৪ইং

মীঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো ঃ-- "১৯৭১-৭২ স্টেইট পিরিয়ড ২১।১।১৯৭২ ইং তারিখ হইতে ৩১।৩।১৯৭২ইং পর্য্যন্ত) ১৯৭২-৭৩ এবং ৭৩-৭৪ইং সনের অতিরীক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ডিমাণ্ড ফর অ্যাকসসেস গ্র্যান্টস ত্রিপুরা ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ এই ডিমাণ্ড গুলি আমাদের পি,এ,সি, (পাবলিক অ্যাকাউন্টস) কমিটির যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, সরকার একটা আয় ব্যয়ের বরাদ্দ করার পরেও কিছু কিছু ব্যয় আয়ের তুলনায় অর্থাৎ বরাদ্দের তুলনায় বেশী হয়ে যায়। সে দিক থেকে সেগুলি রেগুলারাইজ করার জন্য এই বিল আনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এইখানে মাননীয় সদস্যরা দেখে থাকবেন যে, কি কি বাবদে এই খরচ বেশী হয়েছে। যেমন ১৯৭১-৭২এ ব্যয় বরাদ্দ বেশী হওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, স্কীমের জন্য কিছু বেশী টাকা খরচ হয়েছে। নেচারেল ক্যোলামিটির জন্যও কিছু বেশী টাকা খরচ করতে হয়েছে। আপনারা জানেন ১৯৭১-৭২ সালে একটা যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার জন্যও বেশী টাকা খরচ করতে হয়েছে। তেমনি ১৯৭২-৭৩এ আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইয়ে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল তাতে হয় নি। তার জন্য সেখানে বেশী খরচ হয়েছে। সেই বাবদে এখানে অ্যাক্সেস গ্র্যান্ট দেখানো হয়েছে। তেমনি পারচেজ অব মেডিসিন অ্যাণ্ড আদার ভিটামিন ট্যাবলেটস। খরা এবং অন্যান্য পরিস্থিতির জন্য যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা মোকাবিলা করার জন্য। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে, কিছু শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু হয়েছে, আবার হয়েছে পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকালাচারেল ওয়ার্কের জন্য। তারপরে টি,এ, ডি,এ, এরীয়ারস ইত্যাদি দেওয়ার জন্য এবং অভার টাইম টাকা দেওয়ার জন্যও কিছু কিছু খরচ হয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দের চেয়ে ব্যয়বেশী হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪এ আমরা দেখেছি যে, ইন্টারন্যাল রিলিফ গভর্ণমেন্ট অ্যামপ্লয়ীদের দিতে হয়েছে। তার জন্য কিছু বেশী খরচ হয়েছে। তারপরে জেলের বাবদ কিছু হয়েছে, রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য কিছু টাকা বেশী খরচ হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা ঠিক যে, আমাদের বরাদ্দের বেশী খরচ করা খুব একটা ভাল লক্ষণ নয়। এবং আমরা আশা করছি যে, বর্ত্তমান সরকার এই বিষয়ে সচেতন থাকবেন যাতে ব্যায় বরাদ্দের মধ্যে খরচ সীমাবদ্ধ আমরা রাখতে পারি। এবং অ্যাক্সেস গ্র্যান্টের জন্য হাউসের কাছে আসতে না হয়। এই বলে আমি বিল তিনটি হাউসের সামনে উপস্থিত করছি এবং আশা করছি হাউস সমর্থন করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---আপনারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চাইলে করতে পারেন। নয়ত আমি অন্য বিজনেসে চলে যাব।

কন্সিডারেশন অ্যাণ্ড পাশিং অব দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল, ১৯৭৮

ত্রিপুরা বিলনাম্বার ১৪ অব ১৯৭৮-৭৯)

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো ঃ--"দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৪ অব ১৯৭৮) এর বিবেচনার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে" দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল ১৯৭৮ইং হাউসে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে দি ত্রিপুরা হাউ সিং বোর্ড বিল ১৯৭৮ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৭৮) বিবেচনা করা হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা জানা কথা যে, সারা ত্রিপুরাতে গৃহের সংকট আছে। আগরতলা শহরের এবং বিভিন্ন সাব-ডিভিশন্যাল সহরে ভাড়ার জন্য ঘর পাওয়া যায় না। বিশেষ করে যারা সরকারী কর্মচারী আছেন তাদের কাছে গৃহ সমস্যা একটাবিরাট সমস্যা। আমাদের সরকার এই সমস্যা উপলব্ধি করেন, আমরা চেণ্টা করছি, গৃহ সমস্যা সমাধান করার। বিভিন্ন সোর্স থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই বোর্ড গঠন করে আমরা বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষের যে গৃহ সমস্যা তা সামাধান করার উদ্দেশ্যে আমরা এই বিলটা এনেছি। এবং এইটার অনুমোদন চাই। অতএব হাউসের কাছে বিবেচনা করার জন্য এবং সমর্থন করার জন্য এই বিলটি আমি রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---কেউ আলোচনা করতে আগ্রহী থাকলে করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল, ১৯৭৮ইং মাননীয় পূর্ত্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় এখানে পেশ করেছেন। এইটার উপর আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে চাই। একটা হাউসিং বোর্ড গঠন করা হবে এটা ভাল কথা। কিন্তু আমরা চাই, এই হাউসিং বোর্ড এমন ভাবে গঠন করা হউক যাতে করে এইখানে সমস্ত জন প্রতিনিধি, সমস্ত ত্রিপুরার লোক এইখানে স্থান পায়। যাতে করে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক হাউসিং বোর্ড গঠন করা হবে তার মধ্যে দিয়ে একটা দলীয় স্বার্থের ব্যাপার না হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এইখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটার চেয়্যায়ম্যান মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাতে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং মাননীয় সদস্য কিছু থাকবেন, সেই সমস্ত সদস্যারা যেন শুধু সরকারের মনোনীত সদস্য, সরকারের বাছাই করা বা তার দলীয় কোন লোক না হন এবং সেটা যেন সর্ব দলীয় ভিত্তিতে হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি এবং তার উপর যেন একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট করা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যারা যদি এর উপর কোন আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে চান, তাহলে আমার কাছে নাম দিতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আলোচনাটা কিসের উপর হবে। জেনারেল ডিসকাশন না কি এমেণ্ডমেন্টরে উপর হবে?

মিঃ স্পীকার ঃ---আলোচনা এক সংগে দুইটাই করতে পারেন। যদি কেউ আলোচনা করতে চান করতে পারেন।

(কোন মাননীয় সদস্য আলোচনা করেন নি।)

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় পূর্ত্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো ঃ--"দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৪ অব ১৯৭৮ইং)" বিবেচনা করা হউক।

যারা মোশানের পক্ষে আছেন তারা 'হ্যাঁ' বলবেন, যারা মোশানের বিপক্ষে আছেন তারা 'না' বলবেন।

প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হলো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে এমেণ্ডমেন্ট প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা কি আজকে হাউসে উঠবে, নাকি উঠবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---উঠবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---প্রত্যেক সেকশানে ধারা গুলি যখন আলোচনা হবে, যে সেকশানের এমেণ্ডমেন্ট আসবে, সেটা সরকার পক্ষ যদি গ্রহণ করেন করবেন, আর যদি না করেন, তাহলে ভোটাভুটি হবে। এখন মাননীয় স্পীকার মহোদয় প্রত্যেকটি ধারা ভোটে দিচ্ছেন এবং সেই হিসাবে যে ধারার উপর এমেণ্ডমেন্ট আসবে, তার উপর বক্তব্য রাখবেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি ঃ---

বিলের অন্তর্গত ১নং ধারা হইতে ৪নং ধারা পর্য্যন্ত এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---ক্লজ ৫' এর উপর মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল দেবনাথ এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে হাউসের সামনে এ্যামেণ্ডমেন্ট উৎথাপন করার জন্য জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল অব ১৯৭৮' এর মধ্যে আমি কিছু সংশোধন প্রস্তাব এনেছি সেগুলো হল--

1. In sub-clause (1) of cl. 5 of the Tripura Housing Board 1978 (herein after referred to as the principal Bill)—

i) the mark full stop shall be omitted ; and

ii) after the said sub-clause so amended the following shall be added, namely—

"Out of the non-official members at least one shall be belonging to the Scheduled Castes and one belonging to the Scheduled Tribes."

Explanation

In this sub-section the words—"Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them under Clause (24) and (25) of Artical 366 of the Constitution of India.

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভারতীয় সংবিধানে আমরা দেখেছি যে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সংরক্ষিত হয়েছে এবং সেই হিসেবে এই ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ডের মেম্বারদের মধ্যে একজন সিডিউল্ড কাস্ট এবং একজন সিডিউল্ড ট্রাইব সদস্যের প্রভিশান এই বিলে থাকা বাঞ্চনীয় বলে আমি মনে করি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন আমি বা আমার সরকারের পক্ষ থেকে সেটা গ্রহণ করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনারা যদি এর উপর আলোচনা করতে চান তাহলে করতে পারেন।

আমি এখন এ্যামেণ্ডমেন্ট টু ক্লজ ৫ ভোটে দিচ্ছি।

Amendment to Clause 5 হচ্ছে—

1. In sub-clause (1) of the Tripura Housing Board Bill. 1978 (herein after referred to as the Principal Bill)

i) the mark full stop shall be omitted ; and

ii) after the said sub-clause so amended the folling shall be added, namely—

"Out of the non-dfficial' members al least one shall be belonging to the Scheduled Castes and cne belonging to the Scheduled Tribes."

Explanation—

In this sub-section the words "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning ar are assigned to them under Clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution of India."

Amendments were put to voice vote and passed.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই ধারার উপর আলোচনা করতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্য, এর উপর আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। আরও একটা রীডিং আছে তখন আলোচনা করতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, থার্ড রীডিং যখন হবে তখন আপনি আপনার বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন। আমি এখন এ্যামেণ্ডেমেণ্ড ক্লজ ৫ ভোটে দিচ্ছি।

(এ্যামেণ্ডেড ক্লজ ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়।)।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ক্লজ ৬ টু ক্লজ ৩১ ভোটে দিচ্ছি।

(বিলের ক্লজ ৬ থেকে ক্লজ ৩১ ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়।)

Mr. Speaker :—There is another amendment to Clause 32. আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল দেবনাথকে তার এ্যামেণ্ডমেন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল, ১৯৭৮' এর Clause 32, sub-clause 5' এ আমার এ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে—

In sub-clause (5) of Clause 32 of the Principal Bill after the words "Nationalized Bank" the words "or the Gramin Bank," shall be inserted.

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই গ্রামীণ ব্যাংকের অংশীদার ত্রিপুরা সরকারও, কাজেই এই বিলে গ্রামীণ ব্যাংকের উল্লেখ থাকা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন এই এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর যে কোন সদস্য আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, আমি এই এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর আর একটি এ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে চাই। যেখানে সিডিউল্ড ট্রাইবেলের একজন প্রতিনিধি রাখার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ১ জনের জায়গাতে ৩ জন সিডিউল্ড ট্রাইবস রাখার ব্যবস্থা করা হোক। তাছাড়া আগে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট ছিল, তার উপরও আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি তো আলোচনা করার জন্য আহবান করেছিলাম, কিন্তু আপনারা কেউ আলোচনা করেননি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--স্যার, মাননীয় সদস্য, এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর আর একটা এ্যামেণ্ড-মেন্ট আনতে চাইছেন, কিন্তু তার জন্য তিনি আগে থেকে কোন নোটিশ দেননি। কাজেই এ-স্টেজে তিনি কোন এ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে পারনে না। তবে আলোচনা করতে চাইলে, আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, আমি তো আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---স্যার,, আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি ঠিক নয়। কারণ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আলোচনা করার জন্য সবাইকে আহবান করেছিলেন কিন্তু সেই আলোচনায় কেউ অংশ গ্রহণ করতে চাননি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন এ্যামেণ্ডমেন্ট টু ক্লজ ৩২ ভোটে দিচ্ছি। এ্যামেণ্ডমেন্ট হল-

In sub-clause (5) of Clause 32 of the Principal Bill after the words "Nationalised Bank" the woids "or the Gramin Bauk," shall be inserted.

(সংশোধনিটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন ক্লজ ৩২ এ্যাজ এ্যামেণ্ডেড ভোটে দিচ্ছি।

(এ্যামেণ্ডেড ৩২ ক্লজ ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সৰ্ব্ব সম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ৩৩নং থেকে ৫৬নং ধারা পৰ্য্যন্ত ভোটে দিচ্ছি।

(উক্ত ধারাগুলি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সৰ্ব্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল---

বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের শিরোনামাটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে অংশরূপে গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল---

দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল্, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৭৮ইং) পাশ করার প্রস্তাব। আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহোদয়কে-দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৭৮ইং) পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে---দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৭৮ইং) যেভাবে হাউসে স্থিরিকৃত হয়েছে সেভাবে পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার---এখন আপনারা যে কেউ আলোচনা করতে চান তো আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---স্যার, আপনি একটু এ্যালাউ করেন তো আমি আলোচনা করতে পারি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য অত্যন্ত গরীব রাজ্য এবং ঘরবাড়ী করার মতো সুযোগ সুবিধা অনেকেরই নাই। কারণ এখানকার লোকেরা খুব অভাবেই আছে। তাই আমাদের বাম ফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন যাতে একটা হাউসিং বোর্ড করে কিছু লোককে সাহায্য করা যায় কিনা, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের গরীব অংশের লোকদের। তারা তো সরাসরি ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা নিতে পারবে না। কিন্তু এই ধরনের একটা বোর্ড হলে, এখানে যে সব আথিক সংস্থান করার মতো প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের থেকে টাকা সংগ্রহ করার একটা সুযোগ আছে। যেমন নেশান্যালাইজড ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়া যেতে পারে, অথবা লাইফ ইন্সুরেন্স থেকেও টাকা নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া এমন আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলির থেকে টাকা নেওয়া যেতে পারে। এখনই ১ কোটি টাকার মত ঋণ পাওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই বোর্ড হলে তাদের থেকে টাকা নিয়ে আমরা সমাজের গরীব অংশের ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য কিছুটা সাহায্য করতে পারি। এই বোর্ডের মধ্যে টেক্নিক্যাল হ্যাণ্ড সবচেয়ে বেশী দরকার, এই বোর্ডে যারা থাকবেন, তাদের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে যারা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে, যেমন সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস, তাদের বিষয়টা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিনিধি নেওয়ার দরকার আছে। এবং সেই অনুযায়ী আমরা এই বিলে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের থেকে একজন সিডিউল্ড কাষ্ট এবং একজন সিডিউল্ড ট্রাইবস্ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদের প্রতিনিধি থাকলে তাদের বিষয়টা রিপ্রেজেন্ট করতে সুবিধা হবে। কাজেই বাম ফ্রন্ট সরকার এই যে বিল পাশ করতে চাইছে, তার মাধ্যমে গরীব অংশের জনসাধারণকে সাহায্য ও সহযোগিতা দেওয়া হিসেবে কাজ করবে। ত্রিপুরার মানুষ বাম ফ্রন্ট সরকার এই যে প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ শুরু করছে, তাকে সবাই স্বাগত জানাবে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল যেটা এনেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। কারণ আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, কি ছোট শহর, কি বড় শহর, তার উন্নতি করতে হলে এই ধরনের একটা বোর্ডের প্রয়োজন আছে। সমুদ্রের পাড়ে বা নদীর পাড়ে অনেক জেলেরা সঙ্গবদ্ধভাবে বসবাস করে, অথচ তারা তাদের প্রয়োজনীয় ঘর বাড়ী ভাল ভাবে তৈরী

করতে পারে না। সেখানে তাদেরকে ছোট ছোট ঘর বাড়ী তৈরী করে দেওয়ার জন্য এই বোর্ড একটা দায়িত্ব নিতে পারে। তেমনি আমাদের পাহাড়ে কন্দরে যে সব লোক বসবাস করে তার জন্য এই বোর্ড বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করে তাদের ঘর বাড়ী নির্মাণের ব্যপারে সাহায্য এবং সহায়তা করতে পারে। গরীব শ্রেণীর লোককে তাদের উন্নয়নমূলক কাজে এই হাউসিং বোর্ড নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন আমাদের ত্রিপুরাতে অনেক রিক্সা চালক আছেন, বা তাঁত শিল্পীরা আছেন, বা ক্ষেত মুজুরেরা আছেন, তারা এক সঙ্গে ২।৩ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারেন না যাতে করে তাদের ঘর বাড়ী তৈরী করা যায় এবং তাহাদের পক্ষে করাও সম্ভব নয়। কাজেই আজকে যদি তারা এই বোর্ড থেকে ইন্‌ষ্টলমেন্টে তাদের বাড়ী ঘর তৈরী করার জন্য সাহায্য পায়, তাহলে গরীব অংশের এই লোকগুলি উপকৃত হতে পারে। আগে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে হাউসিং বোর্ড হয় নাই। শুধু ধনীদের স্বার্থেই এটা করা হয় নাই। ধনীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারে, কিন্তু রিক্সা শ্রমিকেরা বিশেষ করে ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করা হয়েছে। কাজেই আজকে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই যে আইন করেছে তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার---এখন আমি মাননীয় পূর্ত্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৭৮ ইং) যেভাবে হাউসে স্থিরীকৃত হয়েছে সেভাবে পাশ করা হোক।"

(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে সভায় গৃহীত হয়)

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল 'দি কন্টিজেন্সি ফান্ড অব ত্রিপুরা এমেন্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১০ অব ১৯৭৮ ইং) এর বিবেচনা। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে 'দি কন্টিজেন্সী ফান্ড অব ত্রিপুরা এমেন্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৮ ইং(ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১০ অব ১৯৭৮ ইং) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে 'দি কন্টিজেন্সী ফান্ড অব ত্রিপুরা এমেন্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১০ অব ১৯৭৮ ইং) বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার---এই বিলের উপর যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান তাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে বিলটি উপস্থাপিত করেছি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কন্টিজেন্সী ফাণ্ড---এটা একটা আনফর্সিন যা আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না এই রকম খরচার জন্য এটা রাখা হয়েছে। '৭২ সালে প্রথম এই জন্য ১০ লাখ টাকা রাখা হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে এমন কতকগুলি খরচা আসে যা আগে থেকে অনুমান করা কঠিন। যেমন এই বছর আমরা ক্ষমতায় আসার পর আসাম ফিনান্স কর্পোরেশনের একটা শেয়ার আমাদের কিনতে হয়েছে। যা আমাদের বাজেটে আগে থেকে ছিল না তেমনি পঞ্চায়েতের কাজের জন্য বরাদ্দ আমার রাখতে হয়েছে। তেমনি লবন, সর্ষের তেলের সাবসিডি বা আমাদের খাদ্য এবং কাপড়ের বদলে কাজের যে প্রকল্প আমরা করেছি তার জন্যও অতিরিক্ত খরচা আমাদের করতে হয়েছে। এই ধরনের খরচাগুলিই আমরা কন্টিজেন্সী ফাণ্ড থেকে খরচা করতে বাধ্য হই সেজন্য আমরা কিছু বাড়তি বরাদ্দ রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আশা করব যে হাউস সর্বসম্মতিক্রমে আমার এই বিলটি সমর্থন করবেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক আনিত যে কন্টিজেন্সী ফাণ্ড এবং প্রস্তাব সেটাকে আমি সমর্থন করছি। এবং তার উপর আমি দু'একটা বক্তব্য রাখছি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ৮ মাসে আমরা একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে আসছি সেটা হচ্ছে যে---যারা বামফ্রন্টকে পুরোপুরি সমর্থন করবে, তারাই এর সুযোগ পায় আর যারা সমর্থন করে না তারা পুরোপুরি সুযোগ পাবে না, কিছু কিছু

সুযোগ পাবে। (ইন্টারাপশান) তবে আমার ভয় হয় শুধু কমিউনিষ্টরা পাবে, আর যারা কংগ্রেস বা যুব সমিতি তারা পাবে না (ইন্টারাপশান) সবাই সমান ভাবে পেতে পারে। আমার অভিযোগ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম যে যুব সমিতির প্রধানদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু বামফ্রন্টএর প্রধানদের কাজ দেওয়া হচ্ছে। সেছন্য আমি আশা করব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই দিকে দৃষ্টি রাখবেন যাতে সবাই সমান ভাবে কাজ পেতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খুশী হয়েছি যে বিরোধী দলে মাননীয় সদস্য এই বিলটাকে সমর্থন করতে গিয়ে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তার জবাবে আমি মাননীয় সদস্যকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে অতীতেও আমরা এই ধরণের ডিস্‌ক্রিমিনেশান করি নাই এবং ভবিষ্যতেও করা হবে না। এই বামফ্রন্ট সরকার কাপড় এবং অন্যান্য জিনিষের বিলি বন্টনের ক্ষেত্রেও মাননীয় সদস্য স্বীকার করবেন যে সেগুলি সমান ভাবেই করা হয়, এই ব্যাপারে কোন ডিস্‌ক্রিমিনেশান করা হয় না। বিভিন্ন আনফর্সিন ঘটনার জন্য যদি আমাদের ব্যয় করতে হয় তাহলে এবং সেজন্য আমাদের যাতে অপেক্ষা করে না থাকতে হয় দ্রুত আমরা যাতে করতে পারি সেজন্য আমাদের হাতে কিছু টাকা রাখতে চাইছি। আমি আবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই সব কাজে সমান ভাবেই বিলি বন্টন করা হবে। তবে কোন জায়গায় যদি ব্যাতিক্রম মাননীয় সদস্য লক্ষ্য করে থাকেন এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তবে অবশ্যই বিচার পাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন আমি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল--দি কন্টিজেন্সী ফাণ্ড অব ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৮ইং) "বিবেচনা করা হউক"।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি—

বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ২নং ধারা ২টি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।'

(বিলের ১নং এবং ২নং ধারা দু টি সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে বিলের অংশ-রূপে গৃহীত হয় ।)

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন বিলের শিরোনামাটি ভোটে দিচ্ছি—

বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।'

(বিলের শিরোনামাটি হাউসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভায় পরবর্তী কার্যাসূচী হলো—"দি কন্টিজেন্সী ফাণ্ড অব্ ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৮ইং) পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমি প্রস্তাব করছি যে "দি কন্টিজেন্সী ফাণ্ড অব ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৮ইং)" পাশ করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক লিখিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি—

প্রস্তাবটি হলো—"দি কন্টিজেন্সী ফাণ্ড অব ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৮ইং)" পাশ করা হোক।

(বিলটি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়);

সভার কাজ অদ্য বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(আফটার রিসেস)

Statement made by the Food Minister.

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং কর্ত্তৃক উত্থাপিত সাম্প্রতিক লবণ ও কেরোসিনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল আমি বলেছিলাম যে লবণ এবং কেরোসিন সংকটের উপর একটা বিবৃতি দেব এবং সেইটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব হিসাবে মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং, সর্বশ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা, শ্যামল সাহা, মোহন লাল চাকমা, তরণী মোহন সিংহ, রুদ্রেশ্বর দাস ও সমন্ত দাস প্রভৃতি সদস্যগণ একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন এবং এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের আগেও সরকার থেকে লবণ এবং কেরোসিনের বর্তমান অবস্থা হাউসকে অবগত রাখার উদ্দেশ্য ছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে লবণের সরবরাহ এতদিন যাবত খোলাবাজারে স্বাভাবিক ছিল। ত্রিপুরার জন্য প্রয়োজনীয় লবণ ভারতের পশ্চিম উপকুল থেকে আমদানী করতে হয়। চলতি বছরে এগারো হাজার সাতশ টন লবণ ত্রিপুরায় আমদানী করার জন্য ভারত সরকার ৭৩০টি ওয়াগণ বরাদ্দ করেছেন। প্রতিমাসের বরাদ্দ যদি প্রতিমাসেই বুক করা যায় তা হলে এরাজ্যে লবণের অভাব থাকার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু বিগত কিছুকাল রেল দপ্তর মাসিক বরাদ্দ অনুযায়ী সময়মত ওয়াগন সরবরাহ করছেন না। এই পরিস্থিতিতে গত মে মাসে ত্রিপুরা সরকারের একজন প্রতিনিধিকে পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলওয়ের সদর দপ্তর বোম্বেতে পাঠানো হয়। উক্ত প্রতিনিধি পশ্চিম রেলের অফিসার এবং সল্ট কমিশনারের সংগে যোগাযোগ ক্রমে এপ্রিল ও মে মাসের বরাদ্দকৃত বকেয়া ৮৭টি ওয়াগণ একই সংগে বিশেষ ট্রেনে পরিবহনের ব্যবস্থা করেন। জুনমাসের প্রথম সপ্তাহে পাঠানো উপরোক্ত ওয়াগণের মধ্যে ১৫টি ওয়াগনে আনুমানিক ২৫০ টন লবণ এখনো ত্রিপুরায় এসে পেঁাছে নি। জুন, জুলাই এবং আগষ্টের জন্য বরাদ্দকৃত ওয়াগণও রেলওয়ে কর্ত্তৃক সময়মত সরবরাহ করা হয়নি। তদুপরি বরাদ্দকৃত ওয়াগনও সময়মত ত্রিপুরায় এসে পেঁাছছে না। ওয়াগণের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গত আগষ্ট মাসে বোম্বেতে প্রতিনিধি পাঠানো হয়। ফল স্বরূপ বর্তমানে আনুমানিক ১৮০০ মেট্রিক টন লবণ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রেলপথে পরিবহনরত রয়েছে। পশ্চিম উপকূলে রেলওয়ে ষ্টেশান থেকে পাঠানো লবণ সাধারণতঃ তিন সপ্তাহের মধ্যে ধর্মনগরে পেঁাছে থাকে। কিন্তু বিগত কয়েকমাস যাবত যথা সময়ে এ রাজ্যে লবণ না পেঁাছনোই লবণ সংকটের অন্যতম কারণ। অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে এ আশংকায় রাজ্য সরকার আগে ভাগেই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের লামডিং, গৌহাটি, নিউবঙ্গাইগাঁও এবং পূর্ব রেলের ফারাক্কা এবং অন্যান্য ষ্টেশানে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন যাতে তারা সরবরাহকৃত লবণ ও ওয়াগণগুলি কোথায় কি অবস্থায় কিভাবে পড়ে রয়েছে তা অনুসন্ধান করে সত্তর গন্তব্যস্থলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। উক্ত ব্যবস্থার ফলে কিছু কিছু ওয়াগণ ধর্মনগরে এসে পেঁাছেছে। কিন্তু এর দ্বারা রাজ্যব্যাপী খোলাবাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব নয়। কাজেই পেঁাছানো লবণ সুষ্ঠুভাবে বন্টনের জন্যে সাময়িকভাবে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তর ভারতের সাম্প্রতিক বন্যার ফলে রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা দারুন ভাবে ব্যাহত হয়েছে এটা মাননীয় সদস্যরা অবগত রয়েছেন। কাজেই ত্রিপুরার জন্য পাঠানো লবণের ওয়াগণগুলিও হয়তো সাময়িকভাবে কোথা ও না কোথাও আটকে আছে। ঐ ওয়াগণগুলির খোঁজ করে সত্বর যাতে এ রাজ্যে নিয়ে আসা হয় এ নিমিত্ত রেল মন্ত্রীকে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে পর্য্যায় ক্রমে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে এবং হচ্ছে। তথাপি অনিশ্চয়তা কিছু মাত্রায় থেকে যাওয়ার জন্য আসাম সরকারকে ৩০০০ বস্তা লবণ সরবরাহের অনুরোধ জানানো হয়। সে রাজ্যেও লবণের মজুদ অপ্রতুল। তাই আমরা দুই দফায় মোট ৪০০ বস্তা লবণ আসাম থেকে পেয়েছি। তদুপরি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সংগে যোগাযোগ করে রেলওয়ের অধীনে

নীলামমুক্ত চার ওয়াগণ লবণসহ ইতিমধ্যেই আরো দুই ওয়াগণে ৪৫০ বস্তা লবণ খরিদ করা হয়েছে।

তদুপরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় ৫০০ টন লবণ কলকাতা থেকে জলপথে করিমগঞ্জ পাঠানো হয়েছে। এর বাইরে ট্রাক যোগে আসছে ২০০ টন লবণ। ট্রাক যোগে পাঠানো লবণ কোলকাতা থেকে ৩।৪ দিনের ভেতর এবং জলপথে পাঠানো লবণ এ মাসের শেষ ভাগে আগরতলা এসে পৌঁছুবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই খোলা বাজারে লবণের সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে আমরা আশা করছি।

রেলওয়ে ওয়াগনে ইদানিং যেসব লবণ এসে পেঁীছুছে সে সবে অস্বাভাবিক ঘাটতি ঘটায় সম্প্রতি লবণের পাইকারী ও খুচরা মূল্য কিছুটা বেড়েছে। তাছাড়া, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানীকৃত লবণের পরিবহন খরচ তুলনামলক ভাবে অত্যাধিক হওয়ায় লবনের দাম কিছুটা বাড়বে। অবশ্য পশ্চিম উপকুল থেকে পরিবহনরত লবণ ঘাটতিহীন অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার পর লবণের মূল্য আবার কমতে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সঙ্গে আমি সভাকে জানাতে চাই যে, পশ্চিম-উপকূল থেকে পূর্বে প্রেরীত ওয়াগনের মধ্যে ছয় ওয়াগন লবণ গতকাল ১৯,৯,৭৮ তারিখে ধর্মনগর এসে পোঁছুচ্ছে বলে খরব পাওয়া গেছে।

কেরোসিন তৈল ঃ---

ভারত সরকার অন্যান্য মাসের মতো চলতি মাসের জন্যেও ত্রিপুরার জন্যে এক হাজার দু'শ পঞ্চাশ কিলোলিটার তৈল বরাদ্দ করেছেন। তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ কিলোলিটার তেল ত্রিপুরায় এসে পৌঁছেছে। ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত তৈল সরবরাহ করেন আসাম অয়েল কোম্পানি এবং ইণ্ডিয়ান ওয়েল কোম্পানী। এই তৈল সাধারণতঃ আসামের তিনসুকিয়া ও গৌহাটি থেকে রেল যোগে ধর্মনগরে পাঠানো হয়। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে অয়েল কোম্পানীর ১৩টি ওয়াগন পরিবহনরতঃ থাকা সত্বেও ধর্মনগরে এসে না পৌছানেরা দরুন কেরোসিন তেলের স্বাভাবিক সরবরাহের কিছুটা ঘাটতি অনুভূত হয়। গত সপ্তাহে করিমগঞ্জের নিকট কয়েকটি ওয়াগণ লাইনচ্যুত হওয়ায় এবং করিমগঞ্জস্থিত রেল কর্মচারী ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে রেল পরিবহন বিশেষ ভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

এ অবস্থার মোকাবিলার জন্য সরকার তেল কোম্পানী, এদের এজেন্ট এবং রেলওয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন এবং প্রতিনিধি প্রেরণ করে পরিবহনরত তেল যথা শীঘ্র ধর্মনগরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এদিকে খবর পাওয়া গেছে যে গতকাল ১৯,৯,৭৮ তারিখে তিনটি ওয়াগনে মোট ১২০ কিলোলিটার তেল ধর্মনগরে পেঁীছেছে এবং তেল কোম্পানীর এজেন্টগণ স্ব স্ব এলাকায় এই তেল পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জহরলাল ঘোষ নামক একজন তেল ব্যবসায়ী কমলপুরে এবং আগরতলায় তার এজেন্সী হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় কমলপুরে অন্য এজেন্টের মারফৎ তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আশা করা যায় আগামী কয়েকদিনের ভেতর কেরোসিন তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে এবং সরবরাহের কোন ঘাটতি থাকবে না। কেরোসিন তেলের মূল্যবৃদ্ধির কোন খবর সরকার অবগত নন।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

খোলাবাজারে লবণ ও কেরোসিন তেল ব্যাতীত অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ স্বাভাবিক ভাবেই বজায় আছে এবং ইতিমধ্যে কোন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি। ত্রিপুরায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমান সব সময়ই উৎস স্থলের পাইকারী মূল্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক কালে সরষের তেল ও ডালের দাম উৎস স্থলে বেড়েছে। উত্তর ভারতের সাম্প্রতিক বন্যাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী।

ত্রিপুরায় নিম্নলিখিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবান স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে তেল, ডাল ও লবনের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন।

ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীগণকে নিম্নোক্ত পরিমাণ জিনিস সরবরাহের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ—

(১) সরষের তেল ৬০ মেট্রিক টন। (তন্মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪০ মেট্রিক টন গুদামে পৌঁছে গেছে।)

(২) লবণ ১০০০ মেট্রিক টন।

(৩) ডাল ২০০ মেট্রিক টন।

আশা করা যায়, উপরোক্ত মজুদ ভাণ্ডারের ফলে খোলাবাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম স্থিতিশীল থাকবে।

ARRIVAL AND DISTRIBUTION OF SALT IN THE , NORTH OF SEPTEMBER 1978 UPTO 19-9-78.

ARRIVAL

1.	Prafulla Chandra Saha	728 bags.
2.	Budhai Saha and Co.	1083 bags.
3.	Champa Traders	610 bags.
4.	Palash Paul	210 bags.
5.	Apex Marketing	749 bags.
6.	Mahim Stores	57 bags.
7.	Haradhan Saha	50 bags.
8.	Eastern Fibres	251 bags.
	Total	4028 bags.

DISTRIBUTION

Sadar	1258 bags.
Sonamura	220 bags.
Amarpur	340 bags.
Udaipur	300 bags.
Belonia	430 bags.
Sabroom	125 bags.
Khowai	120 bags.
Agartala	1005 bags.
Institutions	50 bags.
Total	3848 bags.

NORTH

এটা সরাসরি ধর্মনগর থেকে চলে যায়, এটা আর আগরতলা আসে না।

Mohanlal Pareckh	1,296 bags.
Dharmanagar	696 bags.
Kailasahar	350 bags.
Kamalpur	250 bags.
Total	1296 bags.

Stock at the end of 19.9.1978 76 bags.

Arrival at Dharmanagar—6 wagons (Approximate-1300 bags).

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী যে বিবৃতি রেখেছেন তার উপর কিছু যোগ করতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য ক্লারিফিকেশান চাইতে পারেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের রিপ্লাইয়ের উপর বক্তৃতা দেওয়া যায় না।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় সদস্যরা যদি ক্লারিফিকেশান চান, কিংবা কিছু কিছু বক্তব্য রাখতে চান, তাহলে তাদের সে সুযোগ দেওয়া হউক। এতে সরকার উপকৃত হবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---ঠিক আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---থ্যাঙ্ক ইউ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন আমি এক কথায় বলতে পারি তা হতাশাব্যঞ্জক। বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তারা দ্রব্য মূল্য স্থিতিশীল রাখবেন। মূল্য বৃদ্ধি তারা কিছুতেই হতে দেবেন না। তাঁদের এই প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ বাম ফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখছি, এর আগেও লবণ, কেরোসিন সংকট হয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমরা দেখলাম। আমরা স্পষ্ট জানি, এই সরকার বিষয়টি চেপে যাচ্ছেন। এই যে সংকট এটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সরকার বলতে চাইছেন, বিষয়টি স্বাভাবিক। আমরা সেটা ঠিক মানতে পারি না। এর পেছনে কারণ রয়েছে। এবং সেটা হচ্ছে, কালোবাজারী এবং মজুতদার। সেটাকে সরকার যদি আইনসঙ্গত বলছেন কিনা জানি না। তবে সাধারণ মানুষ বে-আইনী বলবে। আজকে সরকার এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি রেখেছেন। সরকার আজকে এ ব্যাপারে ট্রেনে গণ্ডগোল, ওয়াগনে গণ্ডগোল, এবং জনতার উচ্ছৃঙ্খলতাকে দায়ী করে বিবৃতি রেখেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি, রাজ্যে গত তিন মাস ধরে লবণ এবং কেরোসিনের সংকট চলছে। সাউথ সাব-ডিভিশনের সব জায়গাতেই আমি তা দেখেছি। লবনের কেজি সেখানে ১।২ টাকা। এবং কোন কোন জায়গায়--চড়িলামে ২ টাকা থেকে ২·৫০ টাকা। আমার এলাকা অম্পিতে লবনের কেজি ৩ টাকা। না পাওয়া গেলে একটা কথা ছিল। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে বেশী দাম দিয়ে। আমরা জানি সরকারের কাছে এ ব্যাপারে রিপোর্ট রয়েছে। কিন্তু সরকারের প্রশাসন, পুলিশ এ ব্যাপারে নিস্ক্রিয় রয়েছে। কাজেই আমরা দেখছি সংকট দিনের পর দিন বাড়ছে এবং এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিতে বামফ্রন্ট সরকার গুরুত্ব দিচ্ছেন না, বরং নীরব দর্শক হয়ে রয়েছেন, সেটা সরকারের বিবৃতি-তে প্রকাশ পাচ্ছে। ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্ররাজ্য। লোক সংখ্যা মাত্র ১৭ লক্ষ। এত স্বল্প লোকের জন্য একটা বাফার ষ্টক করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য একটি তিন মাসের বাফার স্টক করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু আমরা দেখছি, সংকট শুরু হলে সেটা মেটাতে সরকার অপারগ হয়ে যান। কালোবাজারীরা সরকারের মদৎ নিয়ে মুনাফা লুটে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ কেরোসিনের জন্য খুবই অসুবিধায় পড়ছে। শহরের মানুষের জন্য অবশ্য ইলেকট্রিসিটি আছে। তবে তাও ঘন্টায় ঘন্টায় বিঘ্নিত হচ্ছে। এবং জন নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করছে। যেখানে ইলেকট্রিফিকেশনের ব্যবস্থা নেই, সেখানে সারা রাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে জায়গায় সাধারণ মানুষকে বলা হচ্ছে ওয়াগন গণ্ডগোল এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতার কথা। এই সমস্ত ডিফিকালটিস্ আমাদের দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং এটাকে মেনে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব, তাঁরা যেন এই সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসুন। অন্ততঃ প্রশাসনিক এবং পুলিশ শক্তিকে অন্ততঃ সক্রিয় করুন। আমরা গত কয়েক দিনে দেখেছি যে বাম ফ্রন্ট সরকার কর আরোপ করেছেন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--লবন এবং কেরোসিনের উপর আলোচনা না করে কোথায় করা হচ্ছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---রেফারেন্স টানা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমরা গত বাজেটে দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার গোলমরিচ এবং মশলার উপর কর আরোপ করেছেন, তারা বলেছেন এইগুলি সাধারণ মানুষ এবং ত্রিপুরার জনগণের কাজে লাগবে না।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি রেফারেন্স টানছি মশলা আমরা বাদ দিয়েছি, কিন্তু লবন বাদ দিতে পারবো না। আমরা মনে করি সরকার বোধহয় এখন একটা রেজোলিউশান আনবেন যে, লবন ছাড়া আমাদের চলতে হবে এবং কেরোসিন ছাড়া আমাদের

চলতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিবৃতি রেখেছিলেন এটা অত্যন্ত হাতাশা ব্যঞ্জক তাই আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং জনগণের যে দুর্ভোগ শুরু হয়েছে তার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারকে আহশন জানাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রী খগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বিধানসভার সদস্য থাকার সাথে সাথে নর্থ ফ্রন্টইয়ার রেলওয়ের ত্রিপুরার কনসালটেড কমিটিরও সদস্য এবং এটার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার লবন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানির ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টের যে অসুবিধা, সে জিনিষটা আমি একটু তুলে ধরছি। গত বিধানসভার সেশানে আমাদের খাদ্য মন্ত্রী বলেছেন যে, আমরা ক্ষমতায় আসার পর এক শ্রেণীর কালোবাজারী এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সংকট সৃষ্টি করেছেন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন যে ত্রিপুরার মানুষ যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব অনুভব না করতে পারেন তার জন্য সরকার বাফার ষ্টক তৈরী করার চেষ্টা করছেন। গত মে মাসে আমি যখন গৌহাটিতে মিটিং-এ যাই তখন খাদ্য বিভাগ থেকে আমাকে একটা রিপোর্ট দেওয়া হয় যে, তিন মাস আগে ত্রিপুরা সরকার এবং কিছু কিছু ব্যবসায়ী লবনের জন্য ইনডেন্ট পাঠিয়েছে এবং সেটা পশ্চিম রেলওয়ের গোলকপুরে বুক করা হয়েছে। আমাকে প্রায় ১৫০ ওয়াগনের নাম্বার দিয়ে দেন যেগুলির কোন হদিশ পশ্চিম রেলওয়েতে পাওয়া যায় নি এবং নর্থ ফ্রন্টইয়ার রেলওয়েতেও পাওয়া যায় নি। মিটিং-এ যখন আমি চেয়ারম্যানকে বললাম যে আপনি তো জানেন ত্রিপুরাতে আমাদের কমুনিকেশানের খুব অসুবিধা। সুতরাং চেয়ারম্যান হিসাবে ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাবার দায়িত্ব আপনারও আছে। আপনি যেখানে ১৫০ ওয়াগন নুন ভর্তি আছে এবং লেভি কাউন্সিলের চিনি ভর্তি আছে, দয়া করে আপনি খুঁজে তাড়াতাড়ি ত্রিপুরায় সেটা ডাইভারট করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখন এটা করার পর দেখা গেল ১৫।২০ দিন আগে লবন সংকটের আগে আমার মনে হয় হয়তো খাদ্য মন্ত্রী বলেছেন যে, খাদ্য বিভাগ থেকে উত্তর দিকে একজন অফিসার এবং পশ্চিম দিকে একজন অফিসারকে পাঠানো হয়েছে কিন্তু নর্থ ফ্রন্টইয়ার রেলওয়ে এবং ওয়েষ্টার্ন রেলওয়ে এই সমস্ত ওয়াগনগুলি ট্রেস করার জন্য কোন রকম ব্যবস্থা তারা অবলম্বন করেন নি আর ইদানিং কালে যখন এই সংকট চলছে তখন বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং তিনিও আমার সাথে ছিলেন। এই সংকটের মুহূর্তে ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এবং খাদ্য বিভাগের পক্ষ থেকে একজন অফিসারকে কলকাতায় পাঠানো হয় তাড়াতাড়ি ত্রিপুরা রাজ্যে লবন পাঠানোর জন্য,আমরা তখন ত্রিপুরা ভবনে ছিলাম এবং দেখলাম যে ওখানকার কন্ট্রোলার অব ষ্টোর এবং ত্রিপুরার কন্ট্রোলার অব ষ্টোর সকালে বেরিয়ে গেলেন এবং সারা দিন তারা ক্যালকাটা ডকে একটা জাহাজ লবন ভর্ত্তি করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করলেন,ফিরে এলেন সন্ধ্যা বেলা এবং বললেন যে আগের দিন একটা লোক মারা গেছে তাই পরের দিন কোন রকম বুকিং এবং লোডিং হবে না। এটা তো মানুষের হাতের বাইরে। লোক মারা যেতে পারে এবং এক্সিডেন্ট হতে পারে সে জন্য তো এই সংকটের মধ্যে মুহূর্তে লোডিং বন্ধ হয়ে থাকা উচিত নয়। খাদ্যমন্ত্রী এবং সেক্রেটারী ট্রাংকল করে বললেন যে ওখানে ষ্টীমার বুকিং-এর যখন এত অসুবিধা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি ওখানে থেকে যতগুলি ট্রাক পাওয়া যায় ততগুলি ট্রাক দিয়ে লবন তাড়াতাড়ি পাঠানোর বন্দোবস্ত করুন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া জানেন এবার পশ্চিম বাংলায় বন্যা হয়েছে, সেখানে মালদহের রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে প্রায় দু পক্ষে দু দিকে কয়েক হাজার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে. পশ্চিম বাংলায় কোন ট্রাক যায় না। আমাদের খাদ্য বিভাগের দুজন অফিসার অধিকন্তু আমাদের ত্রিপুরা ভবনের কন্ট্রোলার সারা দিন খুঁজে তারা ত্রিপুরার জন্য ২৮টা ট্রাক সংগ্রহ করেছেন এবং আটটা ট্রাকে ৬০০ টন লবন ভর্ত্তি করে তাড়াতাড়ি ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন, এটা আমি ভাল করে জানি, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াংকে আমি বলছি যে, তখন উপরোক্ত অসুবিধাগুলি ছিল যেগুলির উপর সরকার বা মানুষের কোন হাত নেই ন্যাচারেল ক্যালামিটি উপর সে জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথা বলেছেন, তার বিরোধীতা আমি করছি, করে আমি এই কথা বলছি যে সরকারের পক্ষ থেকে কোন রকম আন্তরিকতার অভাব

হয়নি এবং ত্রিপুরার গরীব মানুষকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেওয়ার চেষ্টা সরকার করছেন। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষেত্রে যদি কোন বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় অথবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, সেটা সরকারের হাতের বাইরে। সুতরাং সরকারের আন্তরিকতা থাকা সত্বেও আজকে সরকার যে চেষ্টা করছেন এবং নেচারেল ক্যালামিটিজের জন্য যে অভাবের সৃষ্টি হয়েছে, আমার মনে হয় আমি কলকাতা থেকে যেটা অনুভব করছি তাঁরা আমাকে বলেছে যে ৭।৮ দিন, হয়তো বা ১০ দিনের মধ্যে লবন সংকট ত্রিপুরায় থাকবে না কাজেই এই সংকট শেষ হয়ে যাবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত আট মাস ধরে বামফ্রন্ট সরকারের একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি যে, একটা কিছু হলেই উনারা ভাগ্যকে দোষ দেন, রেলগাড়ীকে দোষ দেন, মোটরগাড়ীকে দোষ দেন, ওয়াগনকে দোষ দেন, তাছাড়া জাহাজ ষ্টিমারতো আছেই এবং ভূমিকম্প আছেই যখন সংকট নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন বলেন বাফার ষ্টক করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে আমার একটা গল্প জানা আছে, গল্পটা হল-- বানররা বৃষ্টি হলে নাকি ঘর বাঁনায় কারণ বৃষ্টির হাত থেকেতো রক্ষা পেতে হবে। বৃষ্টি যখন এলো বানররা ঠিক করলো যে কালকে ঘর বানাবে। কিন্তু যখন বৃষ্টি থেমে গেল তখন আর তারা ঘড় বানায় না, আবার তারা ছুটাছুটি আরম্ভ করে দেয়। সংকট একদিনে সৃষ্টি হয় না, এটা আমরাও জানি এবং সরকারও জানেন। সরকার জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে কত টন লবন লাগবে, এটা তো আর চিনি নয় বা মোটর গাড়ীও নয় যে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করতে হবে, লবন তো কম দামে ক্রয় করা যায় অথচ উনারা এই সংকট কাটাতে চান না। গতবার যখন লবন সংকট দেখা দিয়েছিল তখন খাদ্য মন্ত্রী বলেছিলেন যে গুজরাট থেকে লবন আসছে, কংগ্রেস আমলে ওয়াগনটা ছোট ছিল সেটা ষ্টেশনে ঢুকতে পারত। কিন্তু এখন ওয়াগনটা একটু বড় হয়েছে সেটা ষ্টেশনে ঢুকতে পারে না— এই যে কথাগুলি আমাদের যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে—

(গন্ডগোল)

শ্রীদশরথ দেব—খাদ্যমন্ত্রী এই কথা কখনও বলেন নি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— এগুলির কোন ভিত্তি নেই। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। রেশনে যে ধরনের লবন দেওয়া হচ্ছে সেগুলি এতো ময়লা যে খাওয়ার উপযুক্ত নয়। এই সমস্ত অখাদ্য লবন উনারা পরিবেশন করছেন। বামফ্রন্ট সরকার কি এই কার্য্যকলাপর মাধ্যমে কংগ্রেস সরকারকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। একটা সংকট সৃষ্টি হলে উনারা বলছেন যে অফিসাররা দৌড়াদৌড়ি করছেন, ওয়াগন পাচ্ছি না, ষ্টীমার এসেছে এবং সেটা তুলতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, এই সমস্ত অযৌক্তিক কথাগুলি আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমাদের মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই একটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে লবনের দামকে বাড়ানো হচ্ছে। কারণ ৪০ পয়সা কে, জি, দরের লবন ৫ টাকা দিলে পাওয়া যায়। এই বামফ্রন্ট সরকার কালো বাজারীদের সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সরকারের কাছে আমার আবেদন ভবিষ্যতে যাতে আর লবনের সংকট সৃষ্টি না হয়, অন্য জিনিষের কথাতো আমি বলছি না, এই ৪০ পয়সা কে,জি, দরে লবন যদি এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাবাসীকে খাওয়াতে না পারে, তাহলে তাদের কাছ থেকে আমরা আর কি আশা করতে পারি? তাই এই বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমি আবেদন করছি ভবিষ্যতে যাতে লবনের সংকট আর সৃষ্টি হতে না পারে সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা——

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান, এখানে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী লবন সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন

যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ , বন্যা ইত্যাদির জন্যই লবন এখানে ঠিক মত এসে পৌঁছাতে পারে নি। কিন্তু আমার বক্তব্য হল এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি শুধু ত্রিপুরার জন্যই? পশ্চিম বাংলা, বিহার উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয়, মনিপুর ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের জন্যইতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু কই সে সমস্ত দেশে তো এই লবন সংকট সৃষ্টি হয় নি? কাজেই এই প্রস্তাব আমি সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারি না। এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে একবার এবং তার ৪।৫ মাস পরেই আবার লবন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এটার কারণ কি? এটার কারণ আমরা এটাই মনে করব যে এই বামফ্রন্ট সরকার পর পর তিনটি নির্বাচনে ---বিধানসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং পৌর নির্বাচনে যে সমস্ত কালোবাজারীরা তাদেরকে অর্থ জুগিয়ে ছিল, তাদের সেই ক্ষতিপূরণটাকে পুষিয়ে দেবার জন্য লবনের এই কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করা হয়েছে। ৪০ পয়সা কেজি দরের লবন ৪।৫ টাকা দরে বিক্রি করার সুযোগ দিয়ে তাদের মুনাফা করার সুযোগ দিচ্ছেন। এটাই হচ্ছে তাদের বিকল্প পন্থা। কেননা বামফ্রন্ট ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, পর পর দুইবার এই লবন সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তারপরেও উনারা সতর্ক হন নি, তার কারণ একটাই, ঐ কালোবাজারীদের মুনাফা করার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন। তা যদি না হয়, তাহলে কেন উনারা এখানে বাফার ষ্টক গড়ে তুলেন নি। আমি নিজে ৪।৫ টাকা দরে লবন কিনে খেয়েছি। লালসাংমুড়ায় আমার বাসস্থানের নিকট একটা দোকান থেকে আমি ৪।৫ টাকা দরে লবন কিনে খেয়েছি। এই কালোবাজারীরা লবনের একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে প্রচুর মুনাফা লুটে নিচ্ছে। অথচ এই বামফ্রন্ট সরকার এই কালোবাজারীদের উপর হাত দিতে পারছেন না। এই বামফ্রন্ট সরকার জানেন যে কিছু সংখ্যক কালোবাজারী এই লবনের দাম বাড়াচ্ছে। জিনিষের সরবরাহ অপ্রতুল হতে পারে, কিন্তু দাম বাড়বে কেন? ৪০ পয়সা দরের লবন ৪।৫ টাকা দরে পাওয়া যায়, ১'৩০ টাকা দরের কেরোসিন ২'৫০ টাকায় পাওয়া যায়। তাহলে আমরা বুঝব যে জিনিষ আছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নেই। টাকা দিলেই জিনিষ পাওয়া যায়। ত্রিপুরাতো ছোট রাজ্য বিশাল কোন রাজ্য নয়। তাহলে যারা এখানে কৃত্রিম লবনের সংকট সৃষ্টি করছে, সে গোপন চক্রকে ধরতে সরকারের তো বিশেষ কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে আর লবনের সংকট সৃষ্টি না হয়, সেই দিকে এই বামফ্রন্ট সরকার মনোযোগী হবেন, এই বিশ্বাস রেখেই আমির আমা বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে রীতিমতন যাতে লবন কেরোসিন, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায়, এটাই বামফ্রন্ট সরকারের মূল লক্ষ্য। এই লবনের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে আমরা চেষ্টা করছি। এই লবন সংকটের কারণ আমি আমার বিবৃতিতে পরিস্কার করেছি। যে পরিমাণ লবনের বরাদ্দ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করেছি এবং যে পরিমাণ ওয়াগন বাড়ানো হয়েছে সেগুলি যদি রীতিমত এসে পড়ে তাহলে ত্রিপুরাতে লবনের সংকট ঘটার কোন কারণ থাকতে পারে না। এটা আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি, এই মাল গাড়ী গুলির উপর ত্রিপুরা সরকারের পুরোপুরি কন্ট্রোল নেই, বিভিন্ন রাজ্য হয়ে সেগুলি আসে। এটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন এবং ত্রিপুরার জনসাধারণও জানেন। আমাদের দিক থেকে আমরা সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যাতে ভবিষ্যতে এই সমস্ত ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আমরা মাল কিনেছি, বুক করেছি। কিন্তু ঠিক সময় মত এসে পৌঁছেনি। মাননীয় সদস্যরা যে বলেছেন আমরা ওয়াগনের উপর দোষ দিয়েছি রেলের উপর দোষ দিয়েছি এবং এই যে লবন সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কোন চেতনা নেই কথাটা ঠিক নয়। এটা

মাননীয় সদস্যদের জানা উচিত যে এটা রেল গাড়ী দিয়ে আসতে হয়। (এ মেম্বার অব অপজিশান বেঞ্চ---এগুলি হেলিকপ্টার দিয়ে আনা উচিত) হেলিকপ্টার দিয়ে লবন আসলে যে দাম পরবে তা আর মানুষ খেতে পারবে না। আমরা এই সরকার চালাচ্ছি , আমাদের এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ এই ধরণের ঘটনা ভবিষ্যতে কোন দিন ঘটবে না, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমাদের দেখতে হবে যে এগুলির যেন অভাব না ঘটে এবং কোথায় কি ত্রুটি হচ্ছে, সেটাও আমরা খুঁজে দেখছি। আসাম থেকে ২০০ টন লবন আনার চেষ্টা হচ্ছে, তারা এর বেশী দিতে পারছে না এবং কলকাতা থেকে ৫০০ টন সিমেন্ট আনার যে কথা ছিল, তার জায়গাতে আমরা ৫০০ টন লবন

বুক করে দিয়েছি। এবং এটা পোঁছেতে যে ১৫।২০ দিন সময় লাগবে, তাও সদস্যদের অজানা কথা নয়। তারপরেও যাতে আরও ২০০ টন ট্রাকে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তার জন্যও আমরা ব্যবস্থা করেছি। কাজেই লবনের সংকট কিছুদিনের জন্য থাকবে এবং পূজার আগে যাতে এই সংকট সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায়, সেদিক দিয়ে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। এটা জানা দরকার যে সরকার লবনের ব্যবসা করছে না, কারণ এখন লবনের কোন কন্ট্রোল নেই। লবনের ব্যবসায়ী যারা তাদের হাতে লবন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভারতের কোথাও এই ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য হয় না যে সরকার সেগুলিকে কন্ট্রোল করবে। তবে আমরা চিন্তা করছি যে লবনের ব্যাপারটা একেবারে ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না, অন্ততঃ সরকারের হাতে যাতে কিছুটা কন্ট্রোল থাকে সেটা আমরা ভেবে দেখছি। তাছাড়া আমাদের কি স্টক আছে না আছে তা বিবেচনা না করে বাফার স্টক করা যায় না। আর কেরোসিনের সংকট হঠাৎ হয়েছে, এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোথাও এই সংকট হয় নি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ব্যবসায়ী বা যাদের এজেন্সী আছে, তারাই কেরোসিনটা নিয়ে আসে। তারা ব্যাংকের মাধ্যমে এই ব্যবসাটা করে। তারা আগে কোম্পানির থেকে তেল এনে সেটা বিক্রি করে তারপর কোম্পানিকে চেক মারফত ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু যখন কোম্পানি বলে দিল যে আমরা ক্যাশ অথবা ড্রাফট্ ছাড়া আর কেরোসিন দেব না, আমরা ব্যাংকের চেক আর নেব না, তখন আমরা কোম্পানির সংগে যোগাযোগ করি যাতে করে কোম্পানি যারা কেরোসিন আনে, তাদের এজন্য কিছু কিছু সময় দেয়। কোম্পানি বলেছিল যে ৭ দিনের মধ্যে দিলেই চলবে। কিন্তু মাঝখানে যারা কেরোসিন আনে, তারা ব্যাংকের মাধ্যমে চেক দিয়ে ব্যবসা চালাতে চায়। কিন্তু কোম্পানি হঠাৎ করে এত টাকার ব্যবসা বাকীতে চালাতে রাজী হল না। কাজেই আমরা দেখছি যে এর মধ্যে কোথাও একটা গোলমাল আছে। আর যে কোন কাজ তো একটা নূতন এজেন্সী দিয়ে চালানো যায় না। তা সত্বেও যাতে এই বিষয়টা তাড়াতাড়ি করে একটা ব্যবস্থা করা যায়, তারজন্য সরকার চেষ্টা করছে। তারপরে মাননীয় সদস্যরা যে কথা বলেছেন—যে সমস্ত কিছু কন্ট্রোল হবে না কেন? কিন্তু এটাতো মাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেই বা কমিউনিষ্ট দেশেই হতে পারে, অন্য দেশে তো এটা হতে পারে না। তা ছাড়া আমাদের বিরোধীদলের সদস্যরা তো কমিউনিষ্টের নাম শুনলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কাজেই এটা সোস্যাল সীষ্টেম ছাড়া, ক্যাপিটেলীষ্ট সীষ্টেমে চালু করা সম্ভব নয়, এটা তাদের জানা দরকার। তবে আমি বলছি যে লবনের সংকট আর বেশী দিন থাকবে না, এই সংকট আমরা পূজার আগেই সমাধান করার চেষ্টা করছি। আর এই ধরণের সংকট যাতে পুনঃ পুনঃ না ঘটতে পারে তার জন্য আমরা পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করছি। আর সেজন্যই এই সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য শীঘ্রই ৫০০ টন লবন আসছে এবং আশা করব যে আমাদের লবনের সংকট শীঘ্রই মিটে যাবে।

দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশ

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ---এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য, শ্রীসমর চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে—এম,বি,বি, কলেজ হোষ্টেল থেকে পুলিশের অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে।

'এম,বি,বি, কলেজ হোষ্টেল থেকে পুলিশের অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে' ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এম,বি,বি, কলেজের দুইটি হোষ্টেলের বিবাদমান দুই দল ছাত্রদের মধ্যে গত ৯ই আগষ্ট এবং ১৯শে আগষ্ট কলেজ চৌহদ্দির মধ্যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মারা-মারি ঘটে যায়। এই দুইটি ঘটনাই পূর্ব আগরতলা থানায় নথিভুক্ত করা হইয়াছে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং বিবাদমান গোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য কলেজ প্রাংগণে একটি পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হইয়াছিল প্রথম ঘটনার দিন হইতেই। কলেজ হোষ্টেল দুইটির দূরত্ব অর্দ্ধ কিলোমিটার হইবে।

গত ২৫শে আগষ্ট এম,বি,বি, কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় বিবাদমান দুই দল ছাত্রের মত পার্থক্য দূর করার জন্য একটি বৈঠকের চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ দুই দল ছাত্রের মধ্যেই ঐ দিনই পুনরায় সংঘর্ষ হওয়ায় সেই চেষ্টা ফলপ্রসু হয় নাই।

গত ২৬শে আগষ্ট ভোরবেলা পুলিশ উভয় হোষ্টেলে যুগপৎ অভিযান চালাইয়া উক্ত দুই হোষ্টেল হইতে নিম্নলিখিত অস্ত্রসস্ত্র উদ্ধার করে।

১নং হোষ্টেল হইতে

১। ৬টি বোমা
২। ২টি রাম দাও
৩। ১২টি বিভিন্ন ধরণের বর্শা
৪। কতকগুলি লোহার রড
৫। ১জোড়া তীর ধনুক
৬। ১টি দেশী পাইপগান

২নং হোষ্টেল হইতে

১। ৩টি রাম দাও
২। বেশ কয়েকটি লোহার রড
৩। ২টি ডেগার
৪। কতকগুলি বিভিন্ন ধরণের বর্শা
৫। বিপুল পরিমাণ চোখা বাঁশ
৬। ২টি এ্যাসিড বাল্ব
৭। সাইকেলের চেইন

গত ৯, ১৯ এবং ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ইং তারিখে সংগঠিত ৩টি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব আগরতলা থানায় ৩টি মামলা নথিভূক্ত করা হয়। প্রথম ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫।৩৭৯ ধারার ৩১(৮)৭৮নং মামলা নথিভূক্ত হয়। দ্বিতীয় ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫ ধারার ৫৬(৮)৭৮নং মামলা নথিভূক্ত করা হয় এবং তৃতীয় ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫।৪২৭ ধারা এবং বিস্ফোরক আইনের ৩নং ধারার ৭৪(৮)৭৮নং মামলা নথিভূক্ত হয়।

উভয় হোষ্টেল হইতে নিম্নলিখিত অভিযুক্ত ছাত্রগণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১নং হোষ্টেল হইতে

১। শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন পাল, পিতা শ্রীপ্রফুল্ল পাল
২। শ্রীপঙ্কজ সাহা, পিতা শ্রীঅরুন সাহা
৩। শ্রীচিত্ত চাকমা, পিতা শ্রীমদন চাকমা
৪। শ্রীবিকাশ দেববর্মা, পিতা শ্রীধর্মরায় দেববর্মা
৫। শ্রীমানিক দেব, পিতা শ্রীঅনিল দেব
৬। শ্রীঠাকুরদাস পাল, পিতা শ্রীসুরেন্দ্র পাল
৭। শ্রীহিমাদ্রী চৌধুরী, পিতা শ্রীবিজয় চৌধুরী
৮। শ্রীসুশান্ত সিন্‌হা, পিতা শ্রীবাবুচাঁদ সিন্‌হা
৯। শ্রীকেশব বিশ্বাস, পিতা শ্রীপ্রসন্ন বিশ্বাস
১০। শ্রীসোনাতন তালুকদার, পিতা শ্রীবিপিন চন্দ্র তালুকদার
১১। শ্রীশঙ্কর সিংহ রায়, পিতা শ্রীকালিপদ সিংহরায়
১২। শ্রীজগদীশ পাল, পিতা শ্রীনিদান পাল

শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাল ১নং হোষ্টেলের গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করে পরিচয় দেয়।

২নং হোষ্টেল হইতে নিম্নলিখতি ১০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়

১। শ্রীমানবেন্দ্র বনিক, পিতা শ্রীনরোত্তম বনিক
২। শ্রীগৌতম দাস, পিতা শ্রী সদানন্দ দাস
৩। শ্রীটুকুন মজুমদার, পিতা শ্রীসন্তোষ মজুমদার
৪। শ্রীপরিমল দেবনাথ, পিতা শ্রীসীতানাথ দেবনাথ
৫। শ্রীনান্টু রঞ্জন লস্কর, পিতা শ্রীগোপাল চন্দ্র লস্কর

৬। শ্রীবিধান সাহা, পিতা শ্রীচিন্তাহরণ সাহা
৭। শ্রীনারায়ণ সাহা, পিতা শ্রীক্ষিতীশ সাহা
৮। শ্রীমাণিক সাহা, পিতা শ্রী নগেন্দ্র সাহা
৯। শ্রীরামমূর্তী বনিক পিতা, শ্রীনরোত্তম বনিক
১০। শ্রীদুলাল উড়িয়া, পিতা শ্রীঅরুণ উড়িয়া

পুলিশ অভিযানে ৬টি বোমা ও ১টি দেশী বন্দুক পুলিশ হস্তগত করার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ অস্ত্র আইনের ২৫ ধারা এবং বিস্ফোবক পদার্থ আইনের ৩নং ধারায় পূর্ব আগরতলা থানায় গত ২৬শে আগষ্ট ১৯৭৮ইং তারিখে একটি মামলা নথিভূক্ত করে।

১নং হোষ্টেল হইতে ধৃত ছাত্রদের গত ২৮শে আগষ্ট জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ২নং হোষ্টেল হইতে ধৃত ছাত্রদেরও গত ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ইং তারিখে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ঘটনা সমূহ বর্তমানে তদন্তাধীন আছে। মোকদ্দমার স্বার্থে এই সম্পর্কে অধিক বিবরণ দেওয়া সমীচীন হবে না।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান--মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী জানাবেন কি ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকা সত্বেও যে ধরণের হামলা বোমাবাজী ঘটেছে তাতে পুলিশের এই রকম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল--যার জন্য এই ধরণের ঘটনার একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা কলুষিত করেছে। সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণ ভাবে বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশের, বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করাটা সমীচীন মনে করে না। তবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ নিশ্চয় সাহায্য করবে। তবে সেখানে কলেজের অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করাটা প্রয়োজন মনে করে নাই।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---কিন্তু আমরা দেখছি যে যখন বোমা ছুড়াছুড়ি হয় পুলিশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যারা বোমা ছোড়াছুড়ি করেছে তারা পুলিশকে হুমকি দিয়েছে তা সত্বেও পুলিশ কোন এক্যাশান নেয় নাই---এটাই জানতে চাইছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্য লক্ষ্য করেন নাই আমার বিবৃতিতে আছে যে সেখানে অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউ পুলিশের সাহায্য চাননি--চাইলে নিশ্চয় সাহায্য দেওয়া হত।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পর আমি শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত কলিং এ এটেনশান-এর জবাব দিচ্ছি।

'খোয়াই উত্তর ঘিলাতলীর শ্রী মধুসূদন দেববর্মা কর্তৃক রেষ্টোরেশনে প্রাপ্ত জমিতে উগ্রপন্থী ব্যক্তিদের দ্বারা বেদখলের চেষ্টা ও হামলা এবং সমাজ বিরোধী উত্তেজনা ছড়ানো সম্পর্কে'

তদন্তে প্রকাশ যে দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রামের অধিবাসী কৃষ্ণমোহন দেবনাথের পুত্র শ্রীদুর্যোধন দেবনাথের নামে কল্যাণপুর থানা অন্তর্গত উত্তর ঘিলাতলীতে ১.৩৮ একর জমি ছিল। গত ১৮.৮.৭৮ইং তারিখে উক্ত ভূমির মালিকানা রাজস্ব দপ্তরের সার্কেল অফিসার উত্তর ঘিলাতলী গ্রামের শ্রীমধুসূদন দেববর্মাকে হস্তান্তর করেন। উক্ত হস্তান্তরএর নম্বর 870/REST/KH/76 শ্রীদুর্যোধন দেবনাথ জমি হস্তান্তরের জন্য ৭ দিনের সময় প্রার্থনা করে। কিন্তু সার্কেল অফিসার উহা মঞ্জুর করে নাই। ইহাতে শ্রীদেবনাথের খোয়াই মুনসেফ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক মামলা দায়ের করে এবং মধুসূদন দেববর্মা যাহাতে উক্ত জমিতে প্রবেশ না করে সেই মূলে তাহার উপর একটি নোটিশ জারি করা হয়।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ইং তারিখে ভোর বেলায় শ্রীদুর্যোধন দেবনাথ উক্ত জমি চাষ করার জন্য তাহার মেয়ের জামাই শ্রীমহেশ দেবনাথ এবং ভৃত্য নারায়ণ দেবনাথকে নিযুক্ত করে। ঐ সময় সে যোগেশ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির সহিত নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল।

ঐ সময়ে মধুসূদন দেববর্মা তাহার ছেলে এবং দশরথ দেববর্মা উত্তর ঘিলাতলী গ্রামের ২০ জন উপজাতি লোককে নিয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ উক্ত জমির উত্তর পূর্ব দিকে একটি

টিলার উপর সমবেত হয়। দশরথ দেববর্মা তখন একটি গাদা বন্দুক হইতে দুর্যোধন দেবনাথকে লক্ষ্য করিয়া তিন রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। একটি গুলি যোগেশ দেবনাথের হাটুর নীচে আঘাত করে। ইহাতে দুর্যোধন দেবনাথ চিৎকার করিতে থাকিলে সেখানে অন্যান্য লোকজন আসিয়া সমবেত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়া যায়।

উক্ত ঘটনার পর দুর্যোধন দেবনাথ এবং অপর ব্যক্তিগণ আহত যোগেশ দেবনাথকে নিয়া কল্যাণপুর থানায় হাজির হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৬। ৩০৭ ধারা মতে ২(৯)৭৮ইং মামলা নথিভুক্ত করা হয়।

উক্ত মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১। অতীশ চন্দ্র দেববর্মা, পিতা মৃত বিয়ারাই দেববর্মা
২। ভিকারাই দেববর্মা, পিতা শ্রীমধুসূদন দেববর্মা
৩। অনিল দেববর্মা, পিতা মধুসূদন দেববর্মা
৪। অমৃত দেববর্মা, পিতা শ্রীমধুসূদন দেববর্মা
৫। হরিচরণ দেববর্মা, পিতা মৃত নবিনচন্দ্র দেববর্মা
৬। সান্যাল দেববর্মা, পিতা শ্রীআনকোলে দেববর্মা
৭। সানকোলে দেববর্মা, পিতা মৃত নিরঞ্জন দেববর্মা

জানা যায় যে যোগেশ দেবনাথ বর্তমানে ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছে এবং বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। আইন শৃঙ্খলার অবনতি রোধে উক্ত এলাকায় নিয়মিত পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত জেলা শাসক, খোয়াইর মহকুমা শাসক এবং মহকুমা পুলিশ অফিসারকে সংগে নিয়া উত্তর ঘিলাতলী পরিদর্শন করেন এবং শান্তি সংস্থাপনের জন্য একটি সভার অনুষ্ঠান করেন। উক্ত সভায় ৪জন গাঁও প্রধান সহ নিকটস্থ গ্রামের প্রায় ৩০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। ইহাছাড়া স্থানীয় এম,এল,এ, মাখন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে গাঁও সভা শান্তি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কোন সমস্যা দেখা দিলে তাহা শান্তি কমিটির গোচরে আনা হইবে এবং শান্তি কমিটি উপযুক্ত কতৃপক্ষের নিকট বিহিত ব্যবস্থার জন্য যোগাযোগ করিবেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যে কেউ ক্লারিফিকেশান চাইতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এখন এই জমিটা কার দখলে আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা এখন কারোর দখলে নেই। হস্তান্তরটা বৈধ হয়েছে কি অবৈধ হয়েছে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সে দিক থেকে সরকারের যে প্রয়োজনীয় কর্তব্য সেটা সরকার করছেন। আমি আশা করছি যে এটা ক্লীয়ার করতে পারব, দেবনাথকে যে আদেশটা দেওয়া হয়েছিল যে হস্তান্তরিত আদেশটা স্থগিত থাক, সেই আদেশটা আদালত পরীক্ষা করে দেখছেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার ঃ---পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যা দেখেছি, তাতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, এই যে ঘটনা ঘটল তার পেছনে প্রকৃত পক্ষে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এরকম কোন খবর সরকারের কাছে নেই।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এনেছেন সেটা হল গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং রাত্রে হাপানীয়া এলাকার বাগমারা ভূমিহীন কলোনীর বাসিন্দা শ্রীবিষ্ণু দেবনাথের স্ত্রী শ্রীমতী পাখী দেবনাথকে একদল দুস্কৃতকারী অপহরণ ও পাশবিক নির্যাতন এবং পুলিশী নিস্ক্রীয়তা সম্পর্কে।

সরকারের বিবৃতি গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং সকাল সাড়ে আট ঘটিকায় পশ্চিম আগরতলা থানার অধীন বাগমারা গ্রামের শ্রীফণী ভূষণ দেব পিত মৃত সুরেশচন্দ্র দেব পশ্চিম আগরতলা থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে গত ১৩।১৪ই সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ২-৩০ মিঃ এর সময় ৪।৫ জন দুবৃর্ত্ত তাহারই গ্রামের শ্রীবিষ্ণু দেবনাথের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামী শ্রীবিষ্ণু দেবনাথের স্ত্রী শ্রীমতি আরতি বালা দেবনাথ ওরফে

পাখী দেবনাথকে অসৎ উদ্দেশ্যে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণকালে দুস্কৃত কারীরা শ্রীবিষ্ণু দেবনাথকে মারধর করে। অপহৃতা শ্রীবিষ্ণু দেবনাথর স্ত্রী বাঁচাও বাঁচাও বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল এবং সেই চিৎকার অধিকাংশ গ্রামবাসী শুনিতে পাইয়াছিল অসুস্থতা হেতু শ্রীবিষ্ণু দেবনাথ তাহারই প্রতিবেশী শ্রীফণী ভূষণ দেবের মারফত পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করিয়া তদন্ত প্রার্থনা করেন। অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮।৩৬৩। ।৩২৩ ধারায় পশ্চিম আগরতলা থানায় ৩৭(৯)৭৮ইং মামলা নথিভুক্ত করে থানায় ভারপ্রাপ্ত দারোগা তদন্তের জন্য একজন এস.আই. শ্রী জে. দেবরায়কে নির্দেশ দেন। ঘটনা স্থলটি পশ্চিম আগরতলা থানা হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। তদন্তকালে দুর্বৃত্তদের অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুলিশ কুকুরের সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল। এই তদন্তের ফলে আসল আসামী বলিয়া কথিত শ্রীঠাকুরধন রায়কে গত ১৪-৯-৭৮ইং তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত শ্রীঠাকুরধন রায় পুলিশের নিকট তাহারা দোষ স্বীকার করে। তাহাকে গত ১৫-৯-৭৮ইং তারিখে মেজিস্ট্রেট সম্মুখে হাজির করা হইয়াছিল। তাহার বিবৃতি অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাহাকে দুই দিন পুলিশ হেপাজতে রাখা হয়। তাহার স্বীকৃতি অনুসারে তাহার চার সহযোগী দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা হল শ্রীঅরুন সরকার গ্রাম মাধবপুর বাংলাদেশের নাগরিক শ্রীমতিলাল, নয়াহাটি সূর্য্যমণি নগরের শ্রীস্বপন চৌধুরী এবং কিসমতপুর নিবাসী শ্রীহরলাল সরকার। লাঞ্চিতা মহিলা একমাত্র শ্রীঠাকুরধন রায় এবং শ্রীস্বপন চৌধুরীর নাম পুলিশের নিকট প্রকাশ করে। অপহৃতা শ্রীমতি দেবনাথকে গত ১৫।৯।৭৮ইং তারিখে সকাল বেলায় আমতলী হইতে উদ্ধার করা হয়। তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে এই অভিযোগ করায় তাহাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তারপর সেই দিনই অর্থাৎ ১৫।৯।৭৮ইং তাহাকে মেজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তাহার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য। মাননীয় জুডিসিয়েল মেজিস্ট্রেট তাহাকে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং তারিখ পর্যন্ত বিচার বিভাগের হেপাজতে রাখেন এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর তাহার বিবৃতি নথিভুক্ত করেন। পুলিশ ধৃত শ্রীঠাকুরধন রায়কে সাথে নিয়ে তাহার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের জন্য সহযোগীদের বাড়ীতে হানা দেয় এবং অপহৃতা মহিলাকে কোথায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছে জানার চেষ্টা করে। পুলিশ দুইবার গ্রেপ্তারের নিমিত্ত প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। শ্রীঠাকুরধন রায়কে পুনরায় ১৭-৯-৭৮ইং তারিখ মেজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করে তাহাকে পুলিশ আরও দুইদিন পুলিশ হাজতে রাখার প্রার্থনা করেন কিন্তু মাননীয় মেজিস্ট্রেট মহোদয় পুলিশের প্রার্থনা নামঞ্জুর করেন।

পুলিশ তখন এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬নং ধারাটি যুক্ত করার জন্য আবেদন করেন। শ্রীঠাকুরধন রায়কে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে। তাহার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার জন্য ২২-৯-৭৮ইং তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে।

এই ঘটনায় অপহৃতা স্ত্রীর স্বামী শ্রীবিষ্ণু দেবনাথ শরীরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ আঘাত পাইয়াছিল। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার শ্রীবিষ্ণু দেবনাথকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ভি.এম. হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ভি.এম. হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাহাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেন। চিকিৎসক মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন যে আঘাত সাধারণ ধরণের।

অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যাহাদের এখনো গ্রেপ্তার করা যায় নাই তাহাদের নিমিত্ত ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য্য চালানো হইতেছে। এই এলাকার উপর পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে।

কাজেই এই কথা ঠিক নয় যে, পুলিশ নিস্ক্রিয় ছিল। পুলিশ সম্পূর্ণ সক্রিয় এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং অন্যান্য অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করছে। স্থানীয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে ভাবে বলা হয়েছে, যে এলাকার প্রধানরা নিস্ক্রিয় তাও ঠিক নয়। তারা সম্পূর্ণ সচেতন। এবং এই ব্যাপারে তারা লক্ষ্য করেছেন যে, কিছু সমাজবিরোধী এই এলাকায় আছে এবং তারাই উৎপাত করছে। কাজেই সরকার সেই সব সমাজ বিরোধীদের উপর যথেষ্ট নজর রাখছেন। এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য চেষ্টা করছেন। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আরো জানাতে চাই, এরা সব ঐ চটকলের সংলগ্ন জমিতে বে-আইনী দখলদার ছিল। সেই জন্য ঐ খাস জমিতে

তাদের বসানো হয়েছে। এর ফলে কিছু জমিদারওয়ালা, লোক যারা এতদিন খাস জমি দখল করে ছিলেন এবং এলাকার মধ্যে যেসব বড় বড় জোতদার ছিলেন তারা মুষ্টিমেয় কায়েমী শক্তির লোকচক্রান্ত করেছেন। সরকার সেই সব লোকদের উপর লক্ষ্য রাখছেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---পয়েন্ট অব ক্লেয়ারিফিকেশান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কয়েকজন জমিদার গোষ্ঠীর লোক আছেন, যারা এই অসামাজিক কাজের মদৎ দিচ্ছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই ওরা কোন পার্টির লোক ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোন পার্টির লোক তারা আমাদের জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---কতজন অপরাধী ছিল এবং তাদের নাম কি এবং কে কে ধরা পড়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আমি আগেই বলেছি। একজন মাত্র ধরা পড়েছে। নাম ঠাকুরধন রায়। মাননীয় সদস্যরা জানেন এটা বর্ডার এলাকা। এই রাস্তা ব্ল্যাকের রাস্তা বলে পরিচিত। যাদের সরকার এখনও ধরতে পারেননি তারা হচ্ছে, (১) শ্রীতরুন সরকার। গ্রাম ঃ-মাধবপুর, (২) বাংলা দেশের নাগরিক শ্রীমতিলাল, (৩) নয়াহাটি সূর্য্যমণি নগরের শ্রীস্বপন চৌধুরী এবং (৪) কিসমৎপুর নিবাসী শ্রীহরলাল সরকার।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা---থানার দূরত্ব অনুযায়ী ঘটনার কত ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং---দিল্লীতে শ্রীঅশ্বিনী কুমারের নেতৃত্বে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তি অনুযায়ী সরকারের তরফ থেকে কি অনুরোধ করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ--এখানে কি এ প্রশ্ন আসে ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---যেহেতু এখানে বাংলাদেশের নাগরিকের কথা বলা হয়েছে সে জন্য জানতে চাইছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ--ঘটনাটা যেহেতু এখানে এসেছে সেজন্য আমি বলছি, এই রকম কোন চুক্তির কথা আমাদের সরকারের জানা নেই। সরকারী ভাবে আসলে আমরা বলব। তবে এখানে আমি একটা কথা বলতে পারি যে, ঘটনাটা খুবই দুঃখ জনক। এবং যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতি সরকারের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এবং পুলিশ চেষ্টা করবে অপরাধীদের ধরতে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি এও বলছি যে, পুলিশ এ ব্যাপারে সক্রিয় থাকবে যাতে এ ধরণের ঘটনা আর না ঘটতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ--আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ইং সনের বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য-সূচী মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—A

STARRED QUESTION NO. 43

By :—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে বিশালগড়ের হরিশনগর চা-বাগানের সংলগ্ন এলাকার বসবাসরত কয়েক শত পরিবার ঐ বাগানের মালিক উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করিতেছেন ? এবং

২) সত্য হইলে ঐ সকল পরিবারেরকে ঘড়বাড়ী ও ভূমি রক্ষার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

ANSWER

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 48

By Shri Swaraijam Kamini Thakur Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Revenue Department be pleased to state—

১) খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে প্রতি আর্থিক বৎসরে কত টাকা রেভিনিউ সংগৃহীত হয়?

২) ইহা কি সত্য বাজারটি সংস্কারের অভাবে পূর্বের মত জমজমাট হয় না এবং ইহার ফলে সরকার যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি ঐ বাজারের ছোট বড় সমস্ত ব্যবসায়ী সহ পার্শ্ববর্তী জনপদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে অভাবনীয় এক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে?

৩) বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে সরকার উক্ত বাজারটির সংস্কারের এবং দোকান ঘর নির্মাণের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন কি?

ANSWERS

১) ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ৫৩১ টাকা ও ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে ৫৫১ টাকা নীলাম ডাকে সংগৃহীত হয়।

২) ইহা যথাযথ নহে। ইতিমধ্যে সরকার দুইটি সেড (Shed) ঐ বাজারে তৈয়ারী করেছেন। বাজারে আরও উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা আছে।

৩) সরকার এ ব্যাপারে সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা করছেন।

STARRED QUESTION NO. 77

By Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) সোনামুড়া বিভাগের রাংগা মাটিয়া গাঁওসভার অন্তর্গত ওয়ালি ঢেপার (ডেড্ রিভার) এর প্রকৃত মালিক কে?

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত ডেড্ রিভারের জোতদার স্থানীয় গরীব ও মাঝারী কৃষকদের উপর মিথ্যা মামলা সহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়রানি করছেন?

৩। সত্য হইলে এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

৪। এই জোতদার কি একজন সরকারী কর্মচারী?

৫। এই জলাশয়কে (ডেড্ রিভার) সরকারের হাতে নিয়ে স্থানীয় মৎসজীবিদের কো-অপরেটিভের হাতে দেয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

ANSWERS

১। ওয়ালি ঢেপার প্রকৃত মালিক (১) শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার লস্কর (২) শ্রীকাশিনাথ লস্কর (৩) শ্রীরবীন্দ্রনাথ লস্কর (৪) শ্রীফুলু লস্কর, পিতা মৃত শ্রীশচন্দ্র লস্কর।

২। সরকারের নিকট তথ্য নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। উপরোক্ত ৪ জন জোতদার সরকারী কর্মচারী।

৫। না কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Statred Question No. 107

By Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self Govt. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে জন্ম মৃত্যু রেজেষ্ট্রি করণের আইন কবে থেকে চালু হয়?

২। এ পর্য্যন্ত কত সংখক জন্ম মৃত্যু রেজেষ্ট্রিতে নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে?

উত্তর

১। ১লা এপ্রিল, ১৯৭২ইং সন।

২। জন্ম---৭৫৩১৭টি
মৃত্যু---২৫৩১০টি

STARRED QUESTION NO. 115

By Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। সরকার কি অবগত আছেন সোনামুড়া পুঁটিয়া গাঁও সভার অন্তর্গত পুঁটিয়া গ্রামের ভূমিহীনদের মধ্যে যে জমি বন্টন করা হয়েছিল তাহা ঐ এলাকার বড় জোতদার হাফিজুদ্দিন জবর দখল করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন?

২। যদি অবগত থাকেন, তাহলে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

৩। উক্ত ভূমিহীনদের ভূমি বন্টন সংক্রান্ত কাগজ পত্র দেওয়া হয়েছে কি?

উত্তর

১। পুঁটিয়া গ্রামের ভূমিহীনদের মধ্যে কোন ভূমি এলট্‌মেন্ট দেওয়া হয় নাই। অতএব ভূমিহীনদের জমি জবর দখলের প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না, ভূমি বন্টন সংক্রান্ত কাগজ পত্র দেওয়া হয় নাই।

Admitted starred question No. 126.

By Sri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased be state:—

১। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে রাবার চাষের উন্নয়নের জন্য এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন?

ANSWERS

১। ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যান্টেসন কর্পোরেশন লিমিটেড এর আওতায় ১৯৭৬-৭৭ইং সন হইতে ১৯৮৫-৮৬ইং সন এই ১০ বৎসর সময়ের মধ্যে ৫০০০ হেক্টর ভূমিতে রাবার বাগান করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

ত্রিপুরায় বেসরকারী উদ্যোগে রাবার চাষের জন্য এখন পর্য্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই। তবে বে-সরকারী উদ্যোগে রাবার চাষের উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়া বেসরকারী উদ্যোগে রাবার চাষের জন্য "সাহায্য ভিত্তিক ঋণ প্রকল্প" অনুমোদনের জন্য ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে যাহার অনুমোদন এখনও আসে নাই।

STARRED QUESTION NO. 128

By Shri Bidhu Bhushan Malakar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে কুমারঘাটে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর অফিস স্থাপনের জন্য ২৯টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল?

২। সত্য হইলে ঐ পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি? এবং

৩। অবগত থাকলে তাদের পুনর্বাসণের কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন?

ANSWERS

১। হ্যাঁ। ঐ পরিবারবর্গ খাস জমির উপর বে-আইনী দখলদার ছিল।

২,৩। ঐ পরিবারবর্গ এখন অন্যত্র খাস জমি অনুমতি নিয়ে দখল করছেন। অন্যান্য ভূমিহীনদের সঙ্গে এদেরকেও জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

STARRED QUESTION NO. 134

By Shri Kamini Deb Barma.

Will the Han'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pl eased to state—

১। (ক) মনুঘাট বাজারের জন্য জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে কি না ?
(খ) হয়ে থাকলে কবে নাগাদ বাজারের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?
(গ) বাজার তৈরী করতে সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে ?
(ঘ) নুতন করে বাজার খাস করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

ANSWER

১। (ক),(খ) (গ) এবং(ঘ)খাস জমির উপর এক ধরণের বাজার মনুঘাটে চালু আছে। সেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন কোন বাজার পরিচালনা করবার সিদ্ধান্ত সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted starred question No. 148

By Sri Harinath Debbarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ফরেষ্ট রিজার্ভের ভেতর এ পর্য্যন্ত কত পরিবার ভূমিহীন উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং কত সেন্টারে দেওয়া হয়েছে ? এবং

২। ঐ রকম পুনর্বাসন প্রাপ্ত উপজাতিরা সকলেই কি এখনও আছে না ইহাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে ?

উত্তর

১। ফরেষ্ট রিজার্ভের ভিতর এখন পর্য্যন্ত ৫৩৪টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ১৪টি সেন্টারে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের মধ্যে একটি সেন্টারে ২৫টি উপজাতি পরিবারকে এবং রক্ষিত বনে ৪টি সেন্টারে মোট

১। ১৭৪টি উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সর্বমোট ৭৩১টি ভূমিহীন উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২। রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতরে পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবার গুলির মধ্যে ১৮টি পরিবার ও রক্ষিত বনে পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারগুলির মধ্যে ১৯টি পরিবার, সর্বমোট ৩৭টি পরিবার স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 151

By Shri Harinata Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কর্মনিয়োগ কেন্দ্র সমূহে নথিভুক্ত বেকারদের চাকুরীর ইন্টারভিউতে নাম পাঠানোর নীতি কি ? এবং

২। যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর অভাবে উপজাতি ও তপশীল জাতির জন্য সংরক্ষিত কোন পদে কর্মনিয়োগ কেন্দ্র হতে প্রার্থীর নাম পাঠানো যায় নাই এমন নজির আছে কি ?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে নাম পাঠানো হয়।
(ক) নিয়োগকর্তার নিয়োগের শর্তানুযায়ী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে রেজিষ্ট্রিকৃত কর্ম প্রার্থীর মেধা ও যোগ্যতানুসারে নাম পাঠানো হয়।
(খ) কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোন শ্রেণীকে অগ্রাধিকার দেবার উল্লেখ থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তাহা করা হয়।

(গ) যদি সমযোগ্যতা আধিকারী অনেক কর্মপ্রার্থী নথিভুক্ত থাকে তবে সে ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থীর নাম নথিভুক্ত করার প্রাচীনত্ব বিচার করা হয়।

(ঘ) অধিক সংখ্যক সমযোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে রোটেশান প্রথায় নাম পাঠানো হয়।

(ঙ) বর্তমান রাজ্য সরকারের নিয়োগ নীতি অনুসারে কর্মপ্রার্থীর ম্যাট্রিক বা তদূর্ধ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের বৎসরকে এবং ম্যাট্রিক থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মপ্রার্থীর ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থীর নাম নথিভুক্ত করার তারিখকে প্রাচীনত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়।

(চ) তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি প্রাক্তন সৈনিক ও বিকলাঙ্গ কর্মপ্রার্থীর ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম শিথিলি করে নাম পাঠানো হয়ে থাকে।

(ছ) নাম পাঠাবার সময় সমস্ত জেলা ও মহকুমার রেজিষ্ট্রিকৃত কর্মপ্রার্থীর এবং সংখ্যালঘু ও বিভিন্ন ভাষাভাষির লোকেরা যাতে সুযোগ পায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে নাম পাঠানো হয়।

২। হ্যাঁ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—B

UNSTARRED QUESTION NO. 12

By Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১। বিশালগড় ব্লক এলাকায় খাস জমির পরিমাণ কত ?

২। এই এলাকায় ভূমিহীনের সংখ্যা কত ?

৩। এ পর্য্যন্ত এই এলাকায় কত ভূমিহীনকে এলট্মেন্ট দেয়া হয়েছে (বিগত তিন মাসের হিসাব)

ANSWERS

১। মোট খাস জমির পরিমাণ ১৫৬৪৮২৯ একর।

২। মোট ভূমিহীনের সংখ্যা ৫২২৯ জন।

৩। বিগত তিন মাসে একজনকে ও এলটমেন্ট দেওয়া হয় নাই। তবে কিছু সংখ্যক বন্দোবস্তের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট গাঁও পঞ্চায়েত এবং কমিটির বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 14.

By Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১। ধর্মনগরের উত্তর পদ্মবিল "শব্দকর কলোনীতে" কবে কত পরিবার ভূমিহীনের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ?

২। পুনর্বাসন প্রদত্ত ঐ ভূমিহীনদের সহিত অপর ভূমিহীনদের কোন বিরোধ আছে কি ?

৩। বিরোধ থাকিলে সরকার তা প্রতিকারের কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

ANSWERS

১। ১৯৭২ইং সনে মোট ৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

২। হ্যাঁ।

৩। উচ্ছেদের মামলা দায়ের করে জবর দখল কারী ভূমিহীনদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admittee Unstarred Question No. 18

By Sri Keshab Majumdar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pieased to state :—

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্য্যন্ত কত পরিমাণ ভূমি ফরেণ্ট রিজার্ভ মুক্ত করা হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)। এবং

২। কোন বিভাগে আরো কত পরিমাণ ভূমি ফরেণ্ট রিজার্ভ মুক্ত করা যাবে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

৩। রিজার্ভ মুক্ত ভূমিতে এ পর্য্যন্ত কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মহকুমায় নিম্নলিখিত পরিমাণ বনভূমি পার্শ্বলিখিত উদ্দেশ্যে রিজার্ভমুক্ত করা হইয়াছে।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	বনভূমির পরিমান	যে উদ্দেশ্যে ভূমি ছাড়া হইয়াছে।
১।	বিলোনিয়া	ক) ১·২৫৫ হেঃ অর্থাৎ ৩·১০ একর	মুহুরিপুর উচ্চ বিদ্যালয় বর্দ্ধিত করনোর জন্য।
		(খ) ১·৩২৪ হেঃ অর্থাৎ ৩·২৭ একর।	চাষাবাদ করার জন্য সামরিক বিভাগে কর্মরত লাউগাছের শ্রীহরেন্দ্র কুমার ভৌমিকের অনুকূলে।
		(গ) ৫.৯৫৫ হেঃ অর্থাৎ ১৪·৭১ একর।	জগন্নাথ দীঘি রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিলেজারদের জন্য।
		মোট ৮·৫৩৪ হেঃ অর্থাৎ ২১·০৮ একর।	
২।	সোনামুড়া	২৪৭·৬৩৫ হেঃ অর্থাৎ ৬১১·৬৬ একর	উপজাতি ও তপশিলী ভূক্ত সম্প্রদায় ব্যাতীত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য।
৩।	উদয়পুর	০·২০২ হেঃ অর্থাৎ ০·৫০ একর।	গ্রাম সেবকের বাসগৃহ ও গুদাম করার জন্য কৃষি দপ্তরের অনুকূলে।
৪।	কমলপুর	(ক) ০·৪০৪ হেঃ অর্থাৎ ১ একর	গঙ্গানগরে পুলিশ আউট পোষ্ট করার জন্য।
		(খ) ৩৪·৬৭২ হেঃ অর্থাৎ ৮৫·৬৪ একর	লংথরাই সংরক্ষিত বনের ৯৭ পরিবার উপজাতি ও জুমিয়াদের জন্য।
		মোট ৩৫·০৭৬ হেঃ অর্থাৎ ৮৬·৬৪ একর	

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	বনভূমির পরিমান	যে উদ্দেশ্যে ভূমি ছাড়া হইয়াছে
৫।	সদর	৭.৩৬৪ হে: অর্থাৎ ১৮.১৯ একর।	চড়িলাম সংরক্ষিত বনের ফরেষ্ট ভিলেজারদের অনুকুলে।
	সর্ব্বমোট	২৯৮.৮১১ হে: অর্থাৎ ৭৩৮.০৭ একর	

এতদব্যাতিত সোনামুড়া মহকুমায় প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ বনভূমি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে মুক্ত করা হইয়াছে।

ক) ০.৮০৯ হে: অর্থাৎ ২.০০ একর	বালোয়ারী বিদ্যালয় করার জন্য বাণ পুকুরের শ্রীবঙ্ক চন্দ্র পালের অনুকুলে।
খ) ১৯১ ৫৩৮ হে: অর্থাৎ ৪৭৩.১০ একর	উপজাতি ও তপশীল ভুক্ত সম্প্রদায় ব্যাতিত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য।

মোট ১৯২.৩৪৭ হে: অর্থাৎ ৪৭৫.১০ একর

২। এইরূপ কোন তদন্ত করা হয় নাই।

৩। ১নং উত্তরের ১(গ) ২,৪ (খ) ৫ এবং ২য় স্তবকের (খ) এ বর্ণিত রিজার্ভ মুক্ত ভূমিতে কত সংখ্যক পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে সে সম্পর্কে রাজস্ব দপ্তরের বিভিন্ন শাখা হইতে তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 21

By Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ১৯৭৭ইং হইতে এ পর্য্যন্ত কতজন গৃহহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে? তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব?

২। ঐ পুনর্বাসনের জন্য প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের মোট পরিমাণ কত ?

৩। যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহারা পুনর্বাসন প্রাপ্ত জায়গায় আছে কি ? যাহারা জায়গায় নাই তাহাদের সংখ্যা কত ? বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

৪। না থাকিলে তাহারা কি কারণে জায়গা ত্যাগ করিয়াছেন?

ANSWERS

১। কোন গৃহহীনকে রাজস্ব বিভাগ হইতে পুনর্বাসন দেওয়া হয় না। রাজস্ব বিভাগ থেকে গৃহহীনদের বাড়ী করার ০.২০ একর ভূমি এলট (allot) করা হয়। সেইজন্য

প্রত্যেক এলটীকে কোন আথিক সাহায্য দেওয়ার স্কিম (scheme) নাই। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক এলটিদের সংখ্যা ও ভূমির মোট পরিমাণ দেওয়া হল ঃ-

মহকুমার নাম	নম্বর	পরিমাণ
সদর	৬৬৪	২৪৩.২৮
সোনামুড়া	২৩৯	১৯৮.২২
খোয়াই	২১	৩.৭৬
কৈলাশহর	৩৫	৮.৬৪
কমলপুর	০	০
ধর্মনগর	২২২	৪২.২০
উদয়পুর	—	—
অমরপুর	—	—
বিলোনিয়া	২	০.৫০
সাব্রুম	—	—
	১১৮৩	৪৯৬.৬০

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

এলটিদের মধ্যে কতজন তাদের জায়গায় আছে সে হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট নিয়মাবলীর ১৫(৭) ধারা অনুযায়ী এলর্টমেন্টর দু'বছরের মধ্যে এলটি সেই জমি ব্যবহার না করলে সরকার সেই জমি নিয়ে নিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে ১৯৭৯ইং সালে সরকার বিহিত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪। প্রশ্ন উঠে না।
তবে এলটীদের বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করার জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

STARRED QUESTION NO, 156

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 23

By Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Govt. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়াতে টাউন ডেভেলাপমেন্টের জন্য কি কি স্কীম সরকার নিয়েছেন ?

২। এ ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত কত টাকা কোন্ কোন্ খাতে খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। সরকার কোনও scheme নেন না তবে উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নিম্নবর্ণিত স্কীম সমূহ বর্ত্তমান বৎসরে কার্য্যকরি করার প্রস্তাব করিয়াছেন।

(ক)	রাস্তায় আলো দেওয়ার জন্য (পুরোনো লাইন মেরামত ও নূতন লাইন বসানো বাবত)	১৭৫০০.০০
(খ)	বিদ্যুৎ ব্যবহারের খরচ বাবত	১৫০০০.০০
(গ)	বৃষ্টির জল অপসারণের ব্যাপারে সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য	৭৫০০.০০
(ঘ)	সহরের গুরুত্বপূর্ণএলাকায় ডাষ্টবিন দেওয়া বাবত	৫০০০.০০
(ঙ)	সহরের ময়লা অপসারণের জন্য গাড়ীভাড়া ও মজুরী বাবত	১০০০০.০০

(চ)	২জন ঝাড়ুদারের বেতন বাবত	৪৮০০.০০
(ছ)	১জন কেরাণী ও ১জন পিওনের বেতন বাবত	৪৮০০.০০
(জ)	অফিসের নানাবিধ খরচ বাবত	৫৪০০.০০
(ঝ)	অফিসের আসবাব পত্র	৫০০০.০০
(ঞ)	২টি রিকসা স্টেণ্ড তৈরী বাবত	৫০০০,০০
(ট)	সহর এলাকায় ৪টি পাকা পায়খানা সহ প্রশ্রাবাগার তৈরী বাবত	২০,০০০,০০
	মোট	১০০০০০,০০

২। বৃষ্টির জল অপসারণের জন্য এ পর্য্যন্ত মোট ১৬০৭ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 25

By Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। সোনামুড়া বিভাগে রেজিস্টার্ড বর্গাদার কতজন আছেন? (জুলাই ১৯৭৮ পর্য্যন্ত)

(ক) ইহাকি সত্য যে উক্ত বিভাগের বিভিন্ন বর্গাদারদের বিরুদ্ধে জোতদাররা বিভিন্ন মামলা দায়ের করেছে?

(খ) সত্য হইলে বর্গাদারদের আর্থিক ও আইনগত কোন সাহায্য দেয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

ANSWER

১। ৪৮ জন বর্গাদার আছেন?

(ক) হ্যাঁ, ৩৯টি মামলা দায়ের করেছে।

(খ) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের বাজেটে বর্গাদারদের আইন সংক্রান্ত ব্যয়ের সরকারী সাহায্য দেওয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, 21st September, 1978

The House met in the Assembly House (Ujjayanta palace) Agartala, at 11 A. M. Thursday, the 21st September, 1978.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, 9 (Nine) Ministers, Deputy Speaker and 46 (Forty six) Members.

QUESTION

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম বলিবেন। শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

শ্রীব্রজগোপাল রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজনগর (ধর্মনগর) কলোনীতে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ?	১। ১৪১টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।
২। বর্ত্তমানে ঐ কলোনীতে পুনর্বাসন প্রাপ্ত কত পরিবার আছে ?	২। বর্ত্তমানে পুনর্বাসন প্রাপ্ত ১০৪টি পরিবার সেখানে বসবাস করিতেছে।
৩। এই পরিবারগুলিকে পরিবার পিছু কত টাকা করে পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হয়েছে ?	৩। পরিবার পিছু ৯৫৫ টাকা হারে পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীরাম কুমার নাথ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি ওখানে দেখছি অনেক পরিবারকে বিভিন্ন হারে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং অনেকে সম্পূর্ণ টাকা পাননি এটা কি পূরণ করা হবে ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়—এই রকম কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই, যদি নির্দ্দিষ্ট কোন তথ্য পাই তাহলে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—সাপ্লিমেন্ট্যারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ১৪১টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে এখন ১০৪টা পরিবার আছে। যে ৩৬টা পরিবার চলে গেল তারা কি কলোনীর জল বা আনুসাঙ্গিক জিনিষের ব্যবস্থা না থকোর জন্য চলে গেল, সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়—এই ধরণের কোন খবর আমাদের জানা নেই, তবে যারা চলে গেছে তারা বিভিন্ন কারণে অন্যত্র চলে গেছে এবং সেই কারণগুলি সম্পর্কে কোন কিছু তাঁরা লিপিবদ্ধ করে নি কাজেই আমরা জানি না কি কারণে তারা চলে গেছে। মোটামুটি-ভাবে সেখানে জলের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কি কারণে এই উদ্বাস্তুরা চলে গেছে?

শ্রীব্রজগোপাল রায়—যতটুকু আমরা অনুমান করতে পারি; মনে হয় তারা জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোথায় চলে গেছে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায়—না, এই রকম কোন তথ্য আমাদের দিয়ে যান নি, কাজেই আমরা বলতে পারছি না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্ব নেবেন কি?

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, কলোনীগুলিতো আর জেলখানা নয় যে, সেখান থেকে বেড়ুতে হলে ঢোকার জন্য নাম লিখে যেতে হয়। পুনর্বাসনের কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতো হয়েছিল, তাঁরা বলেছেন সেই কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই সমস্ত কলোনীতে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয় নি যার জন্য তারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা না হওয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়। এটা নিশ্চিত-ভাবে বলতে পারি যে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়নি বলেই তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের জীবিকারও ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের সরকার সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার অনুরোধ করেছেন যে, তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য যেন আরো অর্থ দেওয়া হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয় নি। কি কি হলে সরকারের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়; সেটা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা কুটির শিল্পের দ্বারা হতে পারে, বড় বড় শিল্পের দ্বারা হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্মের মাধমেও হতে পারে। প্রত্যেক জায়গায় এক রকম হবে তা নয়। কাজেই বিভিন্ন জায়গায় কি ধরনের কাজ-কর্মের মধ্যে তাদের পুনর্বাসন করা যেতে পারে, সেটা সরকার পরে ভেবে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫।

শ্রী অনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি তথ্যকেন্দ্র ও পল্লীবেতার গোষ্ঠী ছিল?	১। ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন উপ-তথ্যকেন্দ্র ছিল না। উক্ত সময়ে ত্রিপুরায় মোট ৭৩৫টি পল্লী বেতার গোষ্ঠী ছিল।

২। বর্ত্তমানে সারা ত্রিপুরায় এগুলির সংখ্যা কত ?	২। বর্ত্তমানে সারা ত্রিপুরায় উপ-তথ্যকেন্দ্র ৭৭টি এবং পল্লী বেতার গোষ্ঠী ৭৬০টি।
৩। ত্রিপুরায় মোট কয়টি লোক-রঞ্জন শাখা স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও কয়টি স্থাপনের কাজ বিবেচনাধীন রয়েছে ?	৩। ত্রিপুরায় মোট ৭৬টি লোক-রঞ্জন শাখা খোলা হইয়াছে এবং ১৯৭৮-৭৯ইং সনে আরও ৭৫টি লোকরঞ্জন শাখা খোলার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী মতিলাল সরকার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এর পূর্বে উপ-তথ্যকেন্দ্র ছিল না, তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপ-তথ্যকেন্দ্রের পরিবর্তে পূর্বে কি কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল ?

শ্রীঅনিল সরকার—পূর্বে এর দায়িত্ব সরকারের হাতে ছিল না। তবে যতটুকু জানা যায় সম্ভবতঃ তহশীল অফিস, গাঁও প্রধান এবং ক্লাবে সরকারী প্রকাশনার কিছু কাগজ-পত্র যেত।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আগে যেখানে উপতথ্য কেন্দ্র করা হত, আমি যতটুকু জানি সেগুলি বড় বড় বাড়ীতে করা হত এবং সংঘবদ্ধ ভাবে জনসমষ্টির ব্যবহারের কোন সুযোগ ছিল না। এখন সেই সমস্ত তথ্যকেন্দ্রগুলি ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ ব্যবহার করতে পারছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—পূর্বে এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এগুলি দূর করে, নূতন করে পল্লী বেতার গোষ্ঠী, তথ্যকেন্দ্র প্রভৃতি যাতে প্রপার ডিস্ট্রিবিউশান হয়, সেজন্য প্রত্যেক মাননীয় এম. এল. এ মহোদয়দেরকে তাদের বিভিন্ন এলাকায় তিনটি করে পল্লী বেতার গোষ্ঠী এবং তিনটি করে উপ-তথ্যকেন্দ্র তিনটি করে লোকরঞ্জন শাখার স্থান নির্বাচন করে দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা সবগুলি এ বছরের মধ্যে করতে পারব না। তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এগুলি পূরণ করার। এর মধ্যে কিছু কিছু পূরণ হয়েও গেছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এ সমস্ত উপ-তথ্যকেন্দ্রগুলিতে ত্রিপুরার পত্রপত্রিকা ছাড়া সর্ব ভারতীয় কোন পত্রপত্রিকা দেওয়া হয় না। কাজেই এ সমস্ত উপ-তথ্যকেন্দ্রগুলিতে সর্ব ভারতীয় পত্রপত্রিকা দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—আমাদের যে আর্থিক অবস্থা তাতে সর্ব ভারতীয় পত্রপত্রিকা দেবার মত অবস্থা আমাদের নেই। তবে সর্ব-ভারতীয় পত্রপত্রিকা দেওয়া উচিৎ এবং তজ্জন্য পরবর্তী সময়ে আমরা চিন্তা করব।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন পল্লী বেতার গোষ্ঠীর সেণ্টারগুলিতে বেটারীর অভাবে রেডিও চলত না। এখনও সেই বেটারীর অভাব রয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—ব্যাটারীর অভাব আগে সবসময়ই ছিল। এখন যাতে এটা আর না হয়, সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং এখনও পুরোপুরি সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, আগে যে লোক রঞ্জন শাখা, উপ তথ্যকেন্দ্রগুলি ছিল, সে সব কেন্দ্রে যে বাদ্য যন্ত্র---তবলা, হারমোনিয়ম ইত্যাদি দেওয়া হত, সেগুলি সে সব কেন্দ্রে থাকেনি, অন্যদের ঘরে চলে গিয়েছে, নতুবা বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---এগুলি আগে সবসময়েই হত। এখন যাতে এই সমস্ত বাদ্য যন্ত্র প্রপারলী ব্যবহৃত হয় সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস :---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পল্লী বেতার গোষ্ঠীর অনেক রেডিও, তৎকালীন কংগ্রেস প্রধানদের বাড়ীতে চলে যায়। সেগুলি আনার জন্য বর্ত্তমান সরকার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---প্রাক্তন গাঁও প্রধান বলে কথা নয়, এই সব জিনিষ নিয়ে যে দুর্নীতি করা হয়েছে, সেগুলি তদন্ত করার ব্যবস্থা আমরা করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগে উপ তথ্যকেন্দ্রের ঢোল, ইত্যাদি বাজনা কংগ্রেসী প্রধানদের বাড়ীতে ছিল, সেগুলি সব উদ্ধার করা হয়েছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় সদস্য যদি তথ্য দিতে পারেন যে এই সমস্ত বাদ্য যন্ত্রগুলি সর্ব সাধারণকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি, তথ্য কেন্দ্র থেকে নিয়ে গেছে, তাহলে আমরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক বাম প্রধানদের বাড়ীতেও রেডিও আছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---আমি যতদূর জানি কোন বাম প্রধানদের বাড়ীতে উপ তথ্য কেন্দ্রের রেডিও নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত উপতথ্য কেন্দ্রে এই সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করা হয়েছে, সেই হিসেব থেকে কত জিনিষ ফিরে এসেছে, কত জিনিষ আসে নি এবং যেগুলি আসেনি, সেগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা যখন এই দপ্তরের দায়িত্ব নেই এবং যারা আগেকার কর্মকর্ত্তা ছিলেন, তারা এই দপ্তরের জিনিষপত্রের কোন হিসেব দিতে পারেন নি এবং আমি কোয়ালিশন সরকারের আমলেও এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলাম। তখন দুর্ভাগ্য বসতই হোক, আর যাই হোক, আমি এর কোন হিসেব বের করতে পারিনি। আমি যতটুকু জানি, তখনকার যাঁরা কর্মকর্ত্তা ছিলেন, তাঁরা নিজেরা নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এই দপ্তরের জিনিষপত্র বিলি বন্টন করে দিয়েছেন। এমন কি তখনকার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে যে রেডিওটা ছিল, সেটা আজও এসেছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। তৎকালীন

স্পেশাল সেক্রেটারী---তাঁর বাড়ীতে যে সমস্ত টেপ রেকর্ডার এবং অন্যান্য জিনিষপত্র ছিল, সেগুলি আজকে ফিরে এসেছে কিনা জানিনা। তথ্য দপ্তরের হাজার হাজার টাকার জিনিষ লুট হয়েছে। সে সমস্ত জিনিষপত্রের টাকা পয়সা আজকে আমাদের দিতে হচ্ছে। আজকে আমরা যেভাবে বিলি বন্টন করছি, সমস্ত জিনিষের লিষ্ট আমাদের কাছে আছে। কেউ যদি তথ্য দিতে পারেন যে কোন জিনিষ অপব্যয় হচ্ছে, তাহলে আমরা তদন্ত করব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৫৮ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---কোয়েশ্চান নং ৫৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জেলা হাসপাতালগুলোতে কোন প্রকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নাই ? (চক্ষু, দন্ত, বক্ষ, স্ত্রী রোগ ইত্যাদি)

২) যদি সত্য হয় তাহলে এ ধরণের চিকিৎসক দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার এর আছে কিনা ?

৩) যতদিন পর্যন্ত উপযুক্ত চিকিৎসক দেওয়ার ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততদিন অন্ততঃ সপ্তাহে দুই দিন জেলা হাসপাতালগুলোতে চক্ষু, দন্ত, বক্ষ ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাঠাবার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ এই ব্যবস্থা চালু করা হবে ?

উত্তর

১) জেলা হাসপাতালগুলোতে কোন প্রকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নাই ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

২) যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জেলা হাসপাতালগুলিতে এখনও নিয়োগ করা যায় নাই সে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পরিকল্পা আছে।

৩) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলকে আগরতলা হইতে জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্য মাঝে মাঝে পাঠানো হইতেছে।

৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগোপাল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে, জেলা হাসপাতালগুলিতে চক্ষু দন্ত, বক্ষ এবং স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আছেন, একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে কোন জেলা কোন হাসপাতালগুলিতে এই ধরণের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আছেন ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে দন্ত, বক্ষ এবং স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন এবং উদয়পুর জেলা হাসপাতালে দন্ত রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন।

শ্রীগোপাল দাস---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে কৈলাশহর এবং উদয়পুর হাসপাতালে একজন করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন। কিন্তু আরো জানতে চাইছি যে ঐ হাসপাতালগুলিতে সমস্ত রকম বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---সব হাসপাতালে সব রকমের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ করা সম্ভব নয়। তবে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন, তাদের সেখানে পাঠানো হয়ে থাকে।

শ্রীগোপাল দাস---মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে আগরতলা থেকে মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সেই সব হাসপাতালগুলিতে পাঠানো হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই সব বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে পাঠানো হয়, তখন জনসাধারণকে এই বিষয়ে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে অবহিত করা হয় কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---তখন ঐ সব হাসপাতাল অথরিটিকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে অমুক অমুক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য অমুক তারিখে আসছে এবং জনসাধারণকে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য জানিয়ে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার---সরাইজাম কামিনি ঠাকুর সিং।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং---প্রশ্ন নং ৬৬।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---স্যার, প্রশ্ন নং ৬৬,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, খোয়াই বিভাগীয় হাসপাতালে দীর্ঘদিন যাবত এক্সরে প্লেইট নাই।

২) যদি সত্য হয়, তাহলে কেন প্লেটের যোগান বন্ধ আছে? এবং

৩) রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে ১৯৭৭ ইং সনের আগষ্ট মাস থেকে এক্সরে প্লেট নাই।

২) বিভিন্ন এক্সরে প্লেট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে অর্ডার দিয়েও যোগান সম্ভব হয় নাই।

৩) ডাইরেক্টার জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস, নিউ দিল্লী এবং এ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টার অব সাপ্লাইজ এণ্ড ডিস্পোজ্যাল, নিউ দিল্লী উভয়কে ত্রিপুরা রাজ্যে এক্সরে প্লেটের নিদারুণ অভাবের কথা জানিয়ে কোথা হইতে এক্সরে প্লেট পাওয়া সম্ভব জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---উদয়পুর হস্পিটালেও দীর্ঘ দিন ধরে এক্সরে প্লেট নেই, এই সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---উদয়পুর হস্পিটালে এক্সরে প্লেট আছে, কি নেই জানতে হলে নূতন করে প্রশ্ন চাই। তবে আমি বলেছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই এক্সরে প্লেটের অভাব আছে এবং আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এক্সরে প্লেট ইউজ করতে দিচ্ছি না। আমরা চেষ্টা করছি যে বিভিন্ন প্রস্তুত কারক সংস্থার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে

পারি কিনা। তাই সর্বশেষ আমরা যে চিঠি পেয়েছি, তাতে আমাদেরকে জানানো হয়েছে (চিঠির তাং ২৫/৮/৭৮ ইং) যে এক্‌সরে প্লেটের জন্য হিন্দুস্থান ফটো ফিল্মের সংগে যোগাযোগ করার জন্য, যাতে আমরা তাদের কাছ থেকে এক্‌সরে প্লেট পেতে পারি। আমরা ইতিমধ্যেই তাদের কাছে আমাদের প্রয়োজনীয় অর্ডার প্লেস করে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার --শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী---প্রশ্ন নং ৭৬।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক---স্যার, প্রশ্ন নং ৭৬।

প্রশ্ন

১) এই বৎসরে ১লা জুলাই থেকে ৩১শে অগাস্ট পর্যন্ত রাজ্যে কতজন লোক ম্যালেরিয়াতে মারা গেছেন ?

২) এই রাজ্যে ম্যালেরিয়া রোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কি ভূমিকা পালন করে থাকেন ? এবং

৩) ম্যালেরিয়া রোধে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) মোট ৭ জন।

২) ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু নিবারণ কল্পে মডিফাইড প্লেন এর অঙ্গ হিসাবে পি পাল্‌সিপেরা, কনটেইন্‌মেন্ট মেজার এর জন্য ডবলিউ, এইচ, ও হইতে দুইজন কর্মি ত্রিপুরা সরকারকে নানাভাবে টেক্‌নিক্যাল গাইডেন্স দিচ্ছেন।

৩) জাতীয় ম্যালেরিয়া রোধ প্রকল্পে রিভাইজড স্ট্রেটেজি অনযায়ী সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী---মন্ত্রী মহোদয়, এই যে বিশ্ব স্বাস্থ্য, সংস্থা রাজ্য সরকারকে ম্যালেরিয়া রোধ প্রকল্পে টেক্‌নিক্যাল গাইডেন্স দিচ্ছেন, তার সমস্ত খরচই কি বিশ্ব স্বাস্থ্য বহন করছেন ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক---হ্যাঁ, তার সমস্ত খরচই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বহন করছেন।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং---ম্যালেরিয়া রোধ প্রকল্পে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে বল্লেন, সেগুলি কি কি ধরনের প্রচেষ্টা আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---ম্যালেরিয়া নিরোধ প্রকল্পে আমরা তিনটি পরিবর্ত্তীত পরিকল্পনা নিয়েছি। সেগুলি হল---(১) ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু নিবারণ, (২) শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতি যাহাতে ব্যহত না হয়, তার জন্য প্রগাঢ় ম্যালেরিয়া রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং (৩) এখন পর্যন্ত ম্যালেরিয়া রোধের যে সমস্ত সুফল পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিকে স্থিতিশীল করা।

এই প্লেন অনুযায়ী ম্যালেরিয়া সংক্রমণ রোধে গত ১৫ই মে হইতে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত প্রথম দফায় ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজ সর্ব নিম্ন ১৭ পার্সেন্ট হইতে সর্বোচ্চ ৮১

পার্সেন্ট পর্যন্ত গড়ে প্রায় ৫০ পার্সেন্ট সম্পন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় দফায় ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজ শুরু হইয়াছে, ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত চলিবে। তদুপরী সক্রিয় এবং পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া রোগের উপর কড়া নজর রাখা হইতেছে। সার্ভেলিয়ান্স ওয়ার্কার্সগণ নিজ নিজ এলাকার প্রথা অনুযায়ী জ্বরাক্রান্ত ব্যাক্তিদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিষেধক টেবলেট বিতরণ করেন। হাসপাতাল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ডিস্পেন্সারিগুলিতে রাক্রান্ত

ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রিজাম্পটিভ ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা আছে। তদুপরি, জনসাধারণের সহযোগিতায় ২০৭টি জ্বর-চিকিৎসাকেন্দ্র এবং ৩০৬টি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন এলাকায় এখন পর্যন্ত ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয় নি, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব।

শ্রীগোপাল দাস—এটা কি ঠিক যে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন এলাকায় ম্যালেরিয়া নিরোধ কাজে নিযুক্ত কর্মিরা সরকারী ডাইরেকশন মানছেন না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---এই ধরণের কোন অভিযোগ আমাদের কাছে নাই। তবে আমরা চেষ্টা করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র যেন ম্যালেরিয়ার রোগের জীবাণু ছড়িয়ে না পড়তে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বেশী, সেখানে ম্যালেরিয়া রোধ করার যে সমস্ত আইটেম রয়েছে, সেগুলি কার্যকর করতে আর কত সময় লাগবে জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— স্যার আমার হাতে এই ধরনের কোন তথ্য আপাততঃ নাই। তবে যেখানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিক না কেন, আমরা সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ— মন্ত্রী মহোদয়, যেখানে ম্যালেরিয়া রোগ দূর হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আবার এই রোগ বেড়ে যাওয়ার কারণ কি ? এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই পর্যন্ত কতজন ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত লোককে চিকিৎসাধীনে আনা হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আপনি যদি এ্যালাউ করেন তো আমি এই সম্পর্কে দুই চারটি কথা বলতে পারি। কারণ মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এক সময়েতে এই ম্যালেরিয়া রোগ এই দেশ থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর শুধু আমাদের এখানেই নয়, ভারতের অন্যান্য জায়গায় ও এই ম্যালেরিয়া রোগ আবার নুতন করে দেখা দিয়েছে। আমাদের এখানে একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় চারদিক থেকে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। এখন বাংলা দেশে যদি ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয়, তাহলে অতি সহজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই রোগ জীবানু আসতে পারে এবং সেটা একবার আসলে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। কাজেই এই দিক থেকে ভারত এবং বাংলাদেশ

এক যোগে এই রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারি কিনা ? আর দ্বিতীয়তঃ যে সময়টায় ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয়, তখন বর্ষাকাল থাকে এবং বর্ষাকালে ডি, ডি টি ছড়ানো অনেক সময় সম্ভব হয়না বা সম্ভব হলেও সেটা ততটা কার্যকরী হয়না। কাজেই বর্ষার সময় আমরা ডি, ডি, টি. স্প্রে করতে পারিনাই। এখন বর্ষা শেষ হয়েছে এখন আমরা ষ্টাফ ট্রেংনিন করেছি। এবং মাননীয় সদস্যরা অনেকেই জানেন যে এখনও আমরা সব জায়গায় পৌঁছাতে পারিনাই। আমরা আশা করছি যে আমরা সব জায়গায় পৌঁছাতে পারব। ম্যালেরিয়ায় মৃতের সংখ্যা যা আমরা রেকর্ড করেছি—আমি এই কথা বলছি না যে আমরা মৃতের সংখ্যা সঠিক ভাবে রেকর্ড করেছি। এমনও হতে পারে যে মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হবে। এই সব দেখে, আমাদের সরকার ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল করে কি ভাবে তাকে রিমুভ করা যায়, সেজন্য ব্যাপক কর্মসূচী যাতে চালু থাকে, সেই সম্পর্কে খুবই আগ্রহী।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশ থেকে এই সংক্রামক রোগ আসছে। বাংলাদেশে কোন্ কোন্ এলাকায় এই রোগে বেশী এ্যাফেকট করেছে (ইন্টারাপশান)

মি ঃ স্পিকার ঃ— অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ (ইন্টারাপশান)

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মিঃ স্পিকার স্যার, কোন্ কোন্ এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রসার হয়েছে, আমি সেই সব এলাকার নাম বলছি। আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে দেখা যায় ১লা জুলাই, ১৯৭৮ইং থেকে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ম্যালেরিয়া মৃতের সংখ্যা হলঃ- উদয়পুর ১, অমরপুর ৫, বিলোনীয়া ১—মোট ৭ জন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া ঃ— প্রশ্ন নং ৮৯।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ— প্রশ্ন নং ৮৯

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে দণ্ডকত্যাগী উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে ?	হ্যাঁ
২। যদি সত্য হয় তাহলে ওদের সংখ্যা কত ?	৭ পরিবার—৩৭ জন।
৩। ওরা এখন কোথায় রয়েছে ?	জ্ঞাত নই

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ৭ পরিবারে ৩৭ জন ত্রিপুরায় এসেছে—ওরা কি উদ্দেশ্যে ত্রিপুরায় এসেছে জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, যাঁরা এসেছেন তাঁরা যদি আমাদের তাঁদের ত্রিপুরায় আসার উদ্দেশ্য জানান, তা হলেই আমরা সেটা জানাতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— এই খবরটা জানার দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকারের, এটা স্বীকার করেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ--- মিঃ স্বীকার স্যার, ওরা দণ্ডকে ছিলেন এমন নয় যে ওরা ত্রিপুরায় আসতে পারবেন না ওরা ওদের আত্মীয়ের বাড়ীতেও আসতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া ঃ- আমি জানি যে ওরা এখানে বসবাস করতে এসেছে। এখানে প্রায় দুই লক্ষ উদ্বাস্তু রয়েছে। এই অবস্থায় এখানে আরও উদ্বাস্তুর ব্যবস্থা করা যাবে কি না, জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ--- ওরা যখন ভারতীয়, তখন ওরা ভারতীয় এলাকায় যে কোন যায়গায় থাকতে পারেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :-- মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই ৭ পরিবারের ৩৭ জনকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা সরকার থেকে করবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, যদি তারা সরকারের নিকট আবেদন করেন, তাহলে নিশ্চয় আমরা ব্যবস্থা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- পশ্চিম বাংলার সরকার দণ্ডকের উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সেই অবস্থায় ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গী কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা চাই ওরা ফিরে যান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- ত্রিপুরা সরকার এই ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রী ব্রজগোপাল রায় ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি যে ওরা চাইলে নিশ্চয় আমরা সেই ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পিকার ঃ--- শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ-- প্রশ্ন নং ১৩৮।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- প্রশ্ন নং ১৩৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধ্বজনগর Industrial Estate এর Saw Mill টি কবে থেকে বন্ধ হয়ে আছে ?	এই মিলটি কোন দিনই চালু হয় নাই।
২। বন্ধ হওয়ার কারন কি ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩। ঐ মিলে কত লোক কাজ করিত ?	প্রশ্ন উঠে না।
৪। Saw Millটি কবে নাগাদ আবার চালু হবে ঃ	এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি, সেখানে একটি প্লাই উড মেসিন ছিল কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মিঃ স্পীকার এই তথ্য জানতে হলে আলাদা নোটিশ দিতে হবে।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই মিলের জন্য এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এই মেসিনটি মুহুরীপুর ফরেস্ট লেবার কোঅপারেটিভ সোসাইটি থেকে '৬৪-৬৫ সালে এখানে আনা হয়েছিল তখন থেকেই এটা এখানে আছে এবং কোন দিনও চালু হয় নাই। এই জন্য টাকা খরচের প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ ---শ্রীকামিনী দেববর্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্মা ঃ---প্রশ্ন নং ১৩০ ।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---প্রশ্ন নং ১৩০ ।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ছাউমনুতে যে ছয়টি আসনবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাধারণত মাসে কত রোগী থাকে?	এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মাসে গড়ে ৯৫০ জন রোগী দেখা হয়।
২। বর্তমান আর্থিক বছরে নূতন ডিসপেনসারী খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	রাজ্য সরকারের বর্তমান আর্থিক বছরে ২৫টি ডিসপেন্সারী খোলার পরিকল্পনা আছে।
৩। থাকিলে উঃ ত্রিপুরার চিচিংছড়া দেও রিজার্ভ এলাকায় কোন ডিসপেনসারী খোলা হইবে কি?	না
৪। উত্তর ত্রিপুরার করমছড়া ডিসপেন-সারী এ বছর চালু হবে কি?	আশা করা যায়।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছয় শয্যা-বিশিষ্ট হাসপাতাল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তিনগুণ বা ৪ গুণ রোগী সেখানে দেখা হয়। সেই সব রোগীদের ঔষধ দেওয়া হয় কি? রোগীর সংখ্যানুসারে ঔষধপত্র ও নার্স দেওয়া হবে, না শয্যানুপাতে ঔষধ ও খাওযার দেওয়া হবে?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সাধারণতঃ ছয় শয্যা-বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য বছরে ৯৩ হাজার টাকা এবং পাঁচ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য ৯০ হাজার টাকা মঞ্জুর করে থাকি। তবে তার বেশী যদি খরচ হয় তাহলে সেটা রাজ্য সরকার দিয়ে দেন।

শ্রীতরনীমোহন সিংহ ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জি, বি, হাসপাতালের ৯নং ওয়ার্ডে ৪০টি সীট আছে। অথচ সেখানে রোগী আছে ৯০ জনের উপর। ফলে সেখানে রোগী-দের ঠিকমত ঔষধ এবং নার্সিং এর সুবিধা নাই। ত্রিপুরার সর্বত্র এই ঘটনা ঘটছে।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংখ্যা অত্যধিক এটা ঠিক। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার কোন ত্রুটি নেই। যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরাতে যে ২৫টি ডিসপেনসারী খোলার পরিকল্পনা আছে, সেগুলি কোন্ কোন্ জায়গায় খোলা হবে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমান অর্থিক বৎসরে এই ২৫টি ডিসপেনসারী যে সমস্ত জায়গায় খোলার চেষ্টা হচ্ছে তার মধ্যে ছয়টি এলাকা হচ্ছে যথা---কড়মছড়া, মাইক্রম, রশ্যাবাড়ী, গাওছড়া, জগন্নাথপুর, কেংছা। এগারটি হবে বেহালাবাড়ী, রাজনগর, চাম্পাহাওর, আমপুড়া, লালছড়ি, শান্তির বাজার, কমলছড়া, জারৈল, উত্তর মহারাণী ইত্যাদি জায়গায়। সদর এবং সাব্রুম মহকুমায় স্থান নির্বাচনের কাজ শেষ হয় নাই।

মিঃ স্পীকার---শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোশ্চান নং ১৩৭ (হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিকঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোশ্চয়েন নং ১৩৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ত্রিপুরার কোন্ কোন্ অঞ্চলে শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে এবং সর্বমোট কতগুলো আছে ?	ত্রিপুরায় শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র বলিয়া কিছু নাই।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে চিন্তা করছেন কি না, এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে সেটা কবে নাগাদ খোলা হবে, জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগে শিশুদের চিকিৎসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকলেও মফঃস্বল হাসপাতালগুলিতে প্রসবিনী বা গর্ভবতী নারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এবং ভি এম হাসপাতালে শিশু-দিগকে প্রিভেনটিভ ট্রিটমেন্ট করার ব্যবস্থা চালু আছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভবিষ্যতে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা এখন নেই। তবে আমরা এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরার হাসপাতালগুলিতে শিশুদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ভি-এম হাসপাতালে আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলার বাইরের হাসপাতাল-গুলিতে শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি স্বীকার করি কি না এটা প্রশ্ন নয়। প্রত্যেকটি শিশু সুস্থ থাকুক, ভাল থাকুক, সেদিকে আমার সরকারের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় আমরা সে ব্যবস্থা করতে পারছি না। তবে এটার সাপ্লিমেন্টারী ব্যবস্থা হিসাবে আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন এলাকায় ডাক্তার পাঠাই চিকিৎসার জন্য এবং সেখানে তারা শিশুদের দেখে আসছেন।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সদরের বাইরে সাবডিভিশনগুলিতে কি শিশু নেই ? বর্তমানে শিশু স্পেশিয়ালিষ্ট আছে কিনা এবং তার ব্যবস্থা করছেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা প্রতিটি মহকুমায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে স্থায়ীভাবে শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৪২।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কয়েক বৎসর পূর্বে কুমারঘাটে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এস্টেটে কয়েকটি ঘর নির্মাণ করা হইয়াছিল কি এবং কিসের জন্য করা হইয়াছিল সরকার জানাবেন কি ?	হ্যাঁ, ৬টি সেড তৈরী করা হয়েছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপন করার জন্য সেডগুলি তৈরী করা হয়েছে।
২। ঐ ঘরগুলি সরকারী খরচায় তৈরী হয়েছিল কি এবং বর্তমানে কি অবস্থায় ঘরগুলি আছে ?	হ্যাঁ। বর্তমানে ত্রিপুরার খাদি ও গ্রামোদ্যগ শিল্প সংস্থাকে ২টি সেড দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনেল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্টারপ্রাইজকে ২টি সেড দেওয়া হয়েছে। এবং বাকী ২টি সেড খালি আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—কোন্ কোন্ উদ্যোক্তা এই ঘরগুলি ব্যবহার করছেন, মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—ন্যাশনেল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্টার প্রাইজ দু'টি সেড পেয়েছে। ন্যাশনেল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্টারপ্রাইজ নামে একটি বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্টেট ব্যাঙ্কের প্ল্যানিং স্কীমে ২,১০,০০০ টাকা লোন নিয়ে ১৯৭২ সালে এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র তৈরীর কারখানা কুমারঘাটে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এস্টেটে আরম্ভ করে। এই কারখানায় মোট ৪০ জন শ্রমিক কাজ করত। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে কারখানার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। অদ্যাবধি সে কারখানা চালু করা হয় নাই। এছাড়া খাদি গ্রামোদ্যগ ইদানিং দু'টি সেড নিয়েছে। সেখানে তারা তাদের স্পিনিং সেন্টার এবং তেল উৎপাদন করবে।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, নাশনেল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্টারপ্রাইজ কর্পোরেশনকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের কারখানা বন্ধ আছে। কিন্তু ওরা ঘর ছাড়ে নি। ওরা এই ঘর আটকে রাখার জন্য ভাড়া দিচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—ওরা ভাড়া দিচ্ছে না। ওদের কাছ থেকে কবে ভাড়া পাব এটাই আমাদের কাছে বড় সমস্যা। ওরা কাজও কিছু করছে না, ঘরও ছাড়ছে না। তার উপরে ওরা সরকারী খরচে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে আগরতলা এসে ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য আরো টাকা পয়সা চাইছে।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—সেই ভাড়া আদায় করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী তা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—আইনগত যে ব্যবস্থা আছে তা অত্যন্ত জটিল। এবং আইনগত ব্যবস্থা ক্রস করেও কিছু করা যাবে না। এখন আমাদের দিক থেকে আইনগত যা করার আছে তা করা হচ্ছে। কিন্তু এটা আমিও বিশ্বাস করি না, এর দ্বারা এখনই কোন ফল পাওয়া যাবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ—আইনগত ব্যবস্থা জটিল থাকার জন্য কিছু করা যাচ্ছে না, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন। এখানে গভর্ণর-এর অর্ডার আছে, যেখানে কোন ব্যক্তি ইণ্ডাষ্ট্রি করার নাম নিয়ে লোন নেবে এবং তারপরে যদি সে ইণ্ডাষ্ট্রি না করে তাহলে সার্টি-ফিকেট কেস ছাড়াও গভর্ণর স্প্যাশাল অর্ডার দিয়ে তার সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য দাবী করতে পারবেন। কিন্তু কিছু কিছু আমলার জন্য সেই সম্পত্তি উদ্ধার করা হচ্ছে না। সে সম্পর্কে কোন ষ্টেপ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—ন্যাশনেল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্টারপ্রাইজ, ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লোন নিয়েছিল। এ ব্যাপারে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এখন মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন, তা আমি খতিয়ে দেখব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, ঘরটা ছাড়ছেন না। এই ব্যাপারে সরকারী তরফে কোন কিছু করার কথা চিন্তা করছেন কি ? কারণ এই ঘরটা ছাড়ার ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, আইনগত অসুবিধা আছে। আবার একথাও বলেছেন, উক্ত কর্পোরেশন আগরতলায় নুতন করে বাসা ভাড়ার কথা বলছেন। ঐ ঘরটা ছাড়ার জন্য সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, আইন অনেক বেশী কঠিন। আরো কঠিন আইন করে এই ঘরটা ছাড়াবার চেষ্টা করবেন কিনা, এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা পাশাপাশি এই ধরণের প্রশ্নে সাজেশন্ রেখেছেন গভর্ণর প্রেস আউটে অর্ডার আছে। সেই জন্য যেটা কার্য্যকরী বেশী হবে সেইটাই গ্রহণ করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা অভিযোগ করেছেন, আমলাদের বিরুদ্ধে। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এর উপরে কোন তদন্ত করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়-এর উপর তদন্ত করবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—সেটা আমরা এখন পর্য্যন্ত বুঝতে পারছি না যে, কতটুকু আমরা পারছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং ২৬।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরায় কেলেণ্ডারিং প্ল্যান্ট কবে থেকে স্থাপন কার্য্য শুরু হয়েছে ?	১৯৬৭ইং সনের শেষের দিকে কেলেণ্ডারিং প্ল্যান্ট এর স্থাপন কার্য্য শুরু হয়েছে।
২। কবে পর্য্যন্ত কেলেণ্ডারিং প্ল্যান্ট কাপড় কেলেণ্ডারিং করা শুরু হবে ?	কেলেণ্ডারিং প্ল্যান্ট এর স্থাপন কার্য্য শেষ হইলে পর কেলেণ্ডারিং এর কাজ শুরু করা যাইতে পারে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—এই ১১ বছর পর্য্যন্ত কেলেণ্ডারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়নি? কি কারণে এখন পর্য্যন্ত তার কাজ শেষ হলো না জানতে পারি কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—১৯৬৭ইং সালের মে মাসে, অক্টোবর মাসে পর্য্যায়ক্রমে কেলেণ্ডারিং মেসিনের বয়লার ক্রয় করা হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যে সমস্ত কিছু অনুপযুক্ততা লক্ষ্য করে ভারত সরকার এর হ্যাণ্ডলুম বোর্ড ত্রিপুরা সরকারকে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর স্থাপন কার্য্য বন্ধ রাখার নির্দ্দেশ দেন। তারপর ১৯৭১ সালে ভারত সরকারের অনুমোদন এর জন্য রাজ্য সরকার ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। ভারত সরকার বলেন, যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য বর্ত্তমানে পূর্ণ রাজ্য, সেহেতু রাজ্য সরকার সরকারী উদ্যোগে ব্যবস্থা নিতে পারেন। তদনুসারে রাজ্য সরকার তার কার্য্য রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন এটা মোটামুটি আশাপ্রদ। আসামের বয়লার পরিদর্শক কর্তৃক নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে ঃ—

(১) সর্বশেষ তাপের মহড়া এবং মেসিন হস্তান্তরিত হবে। তারা এটা বলেছেন, ত্রিপুরা সরকারের শিল্প বিভাগ কর্তৃক বয়লারের চতুর্দিকে কাঠের প্ল্যান্ট ফর্ম এবং বয়লারের এটেণ্ডিং নিযুক্তিকরণ।

(২) এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতার ভিক্স কটন কোম্পানী কর্তৃক ওয়াটার ফিডিং পাম্প মেরামতি, মাঝারী শিল্প ইত্যাদি এবং বয়স গ্ল্যাস পূর্ণ স্থাপন করতে হবে।

৩) উল্লেখ করার বিষয় যে, ভিক্স কটন কোম্পানী পরবর্তী সময়ে উভয় মেসিনগুলির কার্যক্রম করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ চালিত তাঁতবস্ত্র উৎপাদন ব্যতীত কেলেণ্ডারিং প্ল্যান্টের চালু হওয়া লাভজনক নাও হতে পারে। বে-সরকারী উদ্যোগে বিদ্যুৎ চালিত তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন আপাতত সরকারের না থাকায় কেলেণ্ডারিং প্ল্যান্টের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—যে সমস্ত আমলার পরামর্শে, টেক্‌নিক্যাল অ্যাডভাইসে, এত বড় কেলেণ্ডারিং প্ল্যান স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছিল, এবং ত্রিপুরা সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার—সেই আমলে তো অনেক পরিকল্পনা ছিল, তাঁরা কিভাবে পরামর্শ দিয়েছেন সেটা আমি জানি না, তবে আমি এখানে একটা তথ্য দিলে আরো পরিস্কার হয়ে যাবে, এটা হলো অনেকটা হাতী পাওয়ার আগে মাহুতকে চাকুরী দেওয়ার মতো। কারণ এখন আমাদের যে ক্যালেণ্ডারিং মেসিন আছে, প্রতি মিনিটে এটা প্রায় ৮০ মিটার কাপড় ক্যালেণ্ডারিং করতে পারে। তাতে দেখা যায় আমাদের ক্যালেণ্ডারিং মেশিনটাকে ফিট করার জন্য ৮৬ লক্ষ, ৪০ হাজার মিটার কাপড় দরকার এবং সে জন্য ত্রিপুরাতে অন্ততঃপক্ষে ৫০০টি পাওয়ার লুম থাকার দরকার ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারী হেফাজতে ২৪টি পাওয়ার লুম চালু হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালের পর থেকে এই মেশিন চালু হয় না। একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে মেশিন দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, কারণ এই মেশিনগুলি এমন একটা অবস্থায় আছে যে, এইগুলি চালু করা খুব কঠিন। যারা এই ক্যালেণ্ডারিং মেশিনগুলি স্থাপন করার দায়িত্ব বা কন্ট্রাক্‌ট নিয়েছিলেন; তাদের ৯০ পারসেন্ট টাকা দেওয়া হয়ে গেছে সে টাকার পরিমান হলো ৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আর বাকী ১০ পারসেন্ট সরকারী হিসাবে দিতে হবে কাজেই এই সম্পর্কে এখন আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। এরজন্য প্রাক্তন সরকারই পুরোপুরি দায়ী, কারণ যেখানে পাওয়ার লুম একটিও নেই, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ক্যালেণ্ডারিং মেশিন করা, এটা এখন পর্যন্ত আমার ধারণায় অত্যন্ত অবাস্তব পরিকল্পনা বলে মনে হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস —সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আমি জানতে চাই যেহেতু এই ক্যালেণ্ডারিং মেশিন ত্রিপুরায় চলছে না তার চেয়ে ছোট আকারের কোন কেলেণ্ডারিং প্ল্যান্ট বর্তমানে স্থাপন করার সরকারের প্রচেষ্টা আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ সেটা হবে?

শ্রীঅনিল সরকার—ক্যালেণ্ডারিং মেশিন ফিট করতে হলে; পাওয়ার লুমের প্রয়োজন। কারণ কাপড়টাতে কন্টিনিউয়াস লেংথের দরকার হয়, সেই অর্থে আমার এখানে কোন পাওয়ার লুম নেই।

যে সমস্ত কাপড় তৈরী হয় তার কতগুলি সমস্যা আছে, কাজেই সমস্ত বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কি করা যায় এটা নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কংগ্রেস সরকার ৯১ বছরে ক্যালেণ্ডারিং প্ল্যান্ট বসাতে পারেন নি, সে জায়গায় আমরা কি আশা করতে পারি বামফ্রন্ট সরকার এই ৫ বছরের মধ্যে ক্যালেণ্ডারিং প্ল্যান্ট বসাতে পারবেন?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-এর মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বারের উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

জিরো আওয়ার ডিসকাশন

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জিরো আওয়ারে আমি একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে

আমি বিবৃতি দাবী করছি। দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় যে সংবাদ বেড়িয়েছিল যে, অধিকাংশ কোয়াটার টাউনশিপ নাম্বার ৭, প্লট নাম্বার ৬, ১,০১৩, ৬.১১৪, ৬,১১৬, ৬,১১৭ এবং ৬,১১৮ প্রায় এক কানি জায়গার মধ্যে ১০ গণ্ডা জায়গা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেবীর নামে এ্যলট করা হয়েছে কিন্তু এই জমি ব্যবহারের জন্য শিশু বিহার, হোলি ক্রস, ত্রিপুরা সুয়িমিং ক্লাব, অফিসার রিক্রেয়েশানে ক্লাব এবং মহিলা সমিতি আবেদন জানিয়ে পান নি কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের স্ত্রীর নামে যে এ্যলটমেন্ট নেওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত বে-আইনী হয়েছে আমি মনে করি কারণ জায়গাটা টি. আর, টি. সির কাজের জন্য এক্যোয়ার করে নেওয়া হয়েছিল।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য, আপনি যে বিষয়ে জানতে চান, সে বিষয়ে বক্তব্য না রেখে বিষয়টা বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এটা জনস্বার্থের পরিপন্থী কাজেই এ বিষয়ে হাউসে বিবৃতি দেওয়া হোক। আর একটা বিষয় হচ্ছে এসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅজয় চক্রবর্তী তিনি ৩ (তিন) মাস বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে কেরালায় চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে পুনরায় কাজে বহাল করা হয়েছে কিন্তু—

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সরকার জনসাধরণের কাছ থেকে কোন জিনিস গোপন করে না, মাননীয় সদস্যরা জেনে রাখুন জনসাধারণ আমাদের বসিয়েছে এবং তাদের কাছথেকে কোন তথ্য আমাদের সরকার গোপন করবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথম যে বিষয়টা তিনি তুলেছেন সেটা হলো---মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব অনেক কষ্টে একটা বাড়ী করেছিলেন, তাঁদের কোন সম্পত্তি ছিল না।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের এটা ধৈর্য্য সহকারে শুনা দরকার। সেই বাড়ীটা টি, আর, টি, সির প্রয়োজনে এই সরকারের অনেক আগে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আমরা যতটুকু জানি সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে এই সিদ্ধান্ত হয় এবং তখনকার যিনি রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন তিনি শ্রী দশরথ দেবকে বলেন যে এই পুকুরটা আছে ওখানে আপনি জায়গা নিতে পারেন। কিন্তু তখন তিনি সে জায়গা নেন নি, এর পর দ্বিতীয় কোয়ালিশনের সময় তখনকার যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি আবার বলেন যে টি,আর,টি,সির জন্য জায়গাটা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আপনি ঐ জায়গাটা নিন। কিন্তু তখনও সে জায়গা নেওয়া আর হয়ে উঠেনি। এখন যখন এই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে টি আর টি সি'র জন্য এই জায়গা নেবেন শুধু শ্রীদশরথ দেবের জায়গা নয়, আরো অনেকের জায়গা হয়তো নিতে হতে পারে, তখন শ্রীদশরথ দেবের পক্ষ থেকে একটা বাড়ীর জায়গা বের করা হয় এবং সেখানে একটা বাড়ী করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং তার জন্য শ্রীদেবের স্ত্রী একটা আবেদন করেন, সেই আবেদনের ভিত্তিতে শহরে জায়গা এ্যালটমেন্টের যে রুলস আছে, সেই এলোটমেন্ট রুলস মেনে এই জমি দেওয়া হয়। এই জমির জন্য আইনগত যে প্রিমিয়াম, সেই প্রিমিয়ামও শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেবীর দিতে হবে এবং এর সঙ্গে এই বাড়ীর ক্ষতিপূরণের কোন সম্পর্ক নেই,

যেভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম আছে, সেভাবেই দেওয়া হবে কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার মনে করেন এই পরিবারটি ত্রিপুরার জন্য যে কাজ করেছে, তাতে আগরতলা শহরে তাদের একটা বাড়ী থাকার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সে জন্য আমরা শ্রী দেবকে এই বাড়ীটা দিয়েছি। এ ছাড়া যে সমস্ত কথা তাঁরা বলেছেন যে জমি পাবেন না এটা ঠিক নয়, জমি তাঁরা পাবেন, যেখানে জমি আছে তারা যদি আবেদন করেন, তাহলে আমাদের সরকার দেখবেন কোন্ জায়গায় তাদের জমি দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে, শ্রীঅজয় চক্রবর্তী একজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার যিনি ১৫ (পনর) বছরের বেশী কাজ করেছেন; তিনি যখন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন তখন টি পি এস সিতে তাঁকে যেতে দেওয়া হয় নি, যাতে তিনি রেগুলার হতে না পারেন। এটা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক আক্রোশবশতঃ তখনকার সরকার তাঁকে টি পি এস সিতে এপ্লাই করতে দেন নি, তখন এই সরকারের অনুমতি নিয়ে তিনি একটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে কেরালায় চলে যান এবং সে প্রতিষ্ঠানে তিন মাস কাজ করার পর তিনি আবার এখানে ফিরে আসেন এবং এই সরকারের কাজ করতে থাকেন এবং এখনও করছেন। আমাদের সরকার যেটা করেছেন সেটা তার অনুমোদনক্রমে এবং তার দপ্তরের সুপারিশক্রমে করেছেন কিন্তু ৩ (তিন) মাসের যে ব্রেক সেটাকে কনডোন বা ক্ষমা করেছেন তার অর্থ এই নয় যে কোন বেতন বা সুযোগ সুবিধা তিনি পাবেন, তা তিনি পাবেন না, পরিষ্কার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু কন্টিনিউয়িটি অব সার্ভিস যেহেতু তিনি আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন এবং ত্রিপুরা সরকারের অনুমতি নিয়ে গেছেন; পূর্বের সরকারের কাছ থেকে যেহেতু তিনি কোন সুযোগ সুবিধা পান নি, এই জন্য এই সরকার মনে করছে যে ন্যায় বিচারের জন্য তার কর্মচারীর প্রতি এই যে মনোভাব, এটা তার নেওয়া উচিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার; মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার উপর আমি আলোচনা করতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, এই বিবৃতির উপর আর কোন আলোচা চলে না।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আপনারা আগে প্রস্তাব আনুন, তারপর ডিসকাস করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি আগে নোটিশ আনুন, তাহলে পর আলোচনার সুযোগ দিতে পারি। এইভাবে আমি আলোচনা করতে দিতে পারি না। আপনি বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিবৃতির উপর আমি বক্তব্য রাখতে চাই, আমাকে বলবার সুযোগ দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনি চেয়ারকে অপমান করছেন। আপনি বসুন; নাহলে আমি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- (Expunged by order of the chair)

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনি এই যে কথাগুলি বলেছেন, সেগুলি অদ্যকার কার্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হবে।

(At this stage the Opposition Group staged walk out for the Period up to recess.)

দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ (Calling Attention)

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ। আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি।

১) শ্রীকেশব মজুমদার।
২) শ্রীসুবল চন্দ্র রুদ্র।

নোটিশগুলির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

নদীয়াপুর, খেরেংবুরি, ইচাই, লালবুরি প্রভৃতি অঞ্চলে নকশাল পন্থীদের সমাজ বিরোধী কাজকর্ম সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এবং শ্রীসুবল রুদ্র কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামীকলে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই বিষয়ের উপর আগামীকাল বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এবং শ্রীগৌতম দত্ত কর্তৃক আনীত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো ঃ---

সর্বহারা সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে আগরতলা শহরে আইন ও শৃঙ্খলা নিয়মিত ভংগ করা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এবং শ্রীগৌতম দত্ত কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আমি আগামীকাল বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই বিষয়ের উপর আগামীকাল বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য এর নিকট থেকে আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হল ঃ—

'গত ১০ এবং ১১ সেপ্টেম্বর আগরতলা নন্দননগরের শ্রীমতি শাহদা খাতুন নাম্নি একজন গৃহ বধুর উপর পাশবিক অত্যাচার সম্পর্কে ।

আমি মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি । যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আমি আগামীকাল বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় স্বয়াষ্ট্র মন্ত্রী এ বিষয়ে আগামীকাল বিবৃতি দেবেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরশিরাম দেববর্মা কর্তৃক আমীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ-

গত ৬-৯-৭৮ ইং তারিখে জিরানীয়ার কলম কবড়া পাড়ার অগ্নি কুমার দেববর্মা এবং ৯-৯-৭৮ ইং তারিখে শিবজয় জমাদার পাড়ার শ্রীমতি সরজিনী দেববর্মার উপর দুষ্কৃতকারীগণ কর্তৃক হামলা সম্পর্কে ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরশিরাম দেববর্মা এম এল এ যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এনেছেন সেটা হলো ঃ-

গত ৬-৯-৭৮ ইং তারিখে জিরাণীয়ার কলম কবড়া পাড়ার শ্রীঅগ্নি কুমার দেববর্মা এবং ৯-৯-৭৮ ইং তারিখে শিজয় জমাদার পাড়ার শ্রীমতি সরোজনী দেববর্মার উপর দুষ্কৃতিকারীগণ কর্তৃক হামলা সম্পর্কে ।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ ইং তারিখে বেলা ২টাঃ ৫ মিঃ এর সময় কাঁথিরাম গ্রামের শ্রীঅগ্নি কুমার দেববর্মা কাঁথিরাম গাঁওসভার গাঁও প্রধান শ্রীবিধু চন্দ্র দেববর্মা এবং দীনবন্ধু নগর গাঁও প্রধান শ্রীমঙ্গল দেববর্মা সমভিব্যাহারে জিরানীয়া থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ প্রদান করেন। অভিযোগে প্রকাশ, গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বেলা ৪ ঘটিকায় এক গ্রাম্য বৈঠকে শ্রীঅগ্নি কুমার দেববর্মার সহিত ভূবন চন্তাই এর শ্রীলাভ কুমার দেববর্মা এবং মহিম সর্দার পাড়ার শ্রীবিশু দেববর্মার সহিত কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটি হইতে উভয়ের মধ্যে মারামারি বেধে যায়। ফলে শ্রীঅগ্নি দেববর্মা আহত হয়। থানা হইতে তাহাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীদেববর্মা জিরাণীয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে যাইতে অস্বীকার করেন। কারণ স্বরূপ জানায় সে পূর্ব্বেই উক্ত প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছে। জিরানীয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে প্রদত্ত ব্যবস্থা পত্রে দেখা যায় শ্রীঅগ্নি কুমার দেববর্মা গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ইং তারিখ রাত ৭টা ২০মি এর সময় জিরানীয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ইমারজেন্সী বিভাগে চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। সে তথায় চিকিৎসিত হয় এবং উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে তাহাকে ১২ ঘণ্টা

পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। ব্যবস্থা পত্রে দেখা যায় শ্রী দেববর্মা বলেছেন যে, কোন একজন তাহাকে মারধর করে।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ইং তারিখ বেলা ৪টা ২০ মিঃ এর সময় উক্ত শ্রীঅগ্নি কুমার দেববর্মা শ্রীবুধু দেববর্মা সহ একত্রে জিরানীয়া থানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীবুধু দেববর্মা থানায় অভিযোগ প্রদান করেন যে, গত ১৩-৯-৭৮ ইং তারিখ বেলা ১টায় তাহার বাড়ীতে একটি গ্রাম্য বৈঠক আহ্বান করিয়া ছিলেন যাতে শ্রী অগ্নি দেববর্মা ও শ্রীবিশু দেববর্মা এবং শ্রীচৈত্র দেববর্মার মধ্যে কলহ মিটমাট করা যায়। শ্রীলাভ দেববর্মা বৈঠক হইতে শ্রীবিশু দেববর্মা এবং শ্রীচৈত্র দেববর্মাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং বলে যে, এই বৈঠক তাহারা মানে না। শ্রীলাভ কুমার দেববর্মা এই বলিয়া তাহাদিগকে শাসায় যে, যদি আর কোন বৈঠকের জন্য পীড়াপিড়ি করা হয় তবে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া হবে। শ্রীবুধু দেববর্মা আরও প্রকাশ করে যে, শ্রীঅগ্নি দেববর্মা গত ১৩-৯-৭৮ ইং তারিখে স্বাক্ষর বিহীন একটি পত্রে পাইয়াছে। উক্ত পত্রে তাহাকে ভয় দেখানো হইয়াছে। এই অভিযোগটিও জিয়াণীয়া থানায় নথিভুক্ত করা হয়। থানা হইতে উক্ত ঘটনার তদন্ত করা হয়। তদন্তে প্রকাশ পায় সর্ব্বশ্রী লাভ কুমার দেববর্মা, বিশু কুমার দেববর্মা, চৈত্র মোহন দেববর্মা এবং তাহার সহযোগী লোকেরা জঘন্য চরিত্রের লোক। তাহারা অভিযোগকারীকে যে কোন সময় আক্রমণ করিতে পারে। শান্তি ভংগের আশংকায় তদন্তকারী দারোগী ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭।১১৩।১১৬ ধারা অনুযায়ী আদেশ জারী করিয়াছেন এবং ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করেন। বর্ত্তমান ইহা আদালত মুলতুবী আছে।

২। শিবজয় কারবারী পাড়ায় শ্রীমতি সরোজিনী দেববর্মার উপর হামলা সম্পর্কে রাণীর বাজার আউট পোষ্টে গত ৯-৯-৭৮ ইং তারিখে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। গত ৯-৯-৭৮ ইং তারিখে রাত ৯টাঃ ৩০মিঃ এর সময় শ্রীরাজকুমার দেববর্মা এবং সুকুমার দেববর্মা শিবজয় কারবারী পাড়ার শ্রীসুকুমার দেববববর্মার স্ত্রী শ্রীমতি সরোজনী দেববর্মাকে নিয়ে রাণীর বাজার পুলিশ আউট পোষ্টে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ প্রদান করে যে, গত ৮-৯-৭৮ ইং তারিখ বেলা অনুমানিক ২।৩ টার সময় তাহাদের বাড়ীতে তাহাদের আত্মীয়দের সহিত আহার করিতেছিল তখন সর্ব্বশ্রী বিশু দেববর্মা, বুদ্ধি দেববর্মা, রাজেন্দ্র দেববর্মা, রবি দেববর্মা এবং মুসক রায় দেববর্মা (সবাই শিবজয় কারবারী পাড়ার লোক) তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া শ্রীরাজকুমার দেববার্মাকে ডেকে নিয়ে যায়। যখন শ্রীরাজকুমার দেববর্মা বাড়ীর বাহিরে আসে তখন তাহারা তাহাকে কঠোর ফলভোগ করিতে হইবে বলিয়া শাসায় এবং বলে যে, যদি সে এবং তাহার বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা উপজাতি যুব সমিতির সভাগুলিতে যোগদান না করে তবে তাহাদিগকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া হবে। পরদিন সকাল আটটায় সময় শ্রীমতি সরোজিনী দেববর্মা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য বাড়ীর বাহিরে আসিলে শ্রীবিশু দেববর্মা পুনরায় তাহাকে এই বলিয়া শাসায় যে, যদি তাহার স্বামী তাহার পিতা এবং তাহার ভাই উপজাতি যুব সমিতিতে যোগদান না করে তবে তাহারা কেহই বাড়ীর বাহিরে আসিতে পারিবে না। অভিযোগকারিনী এবং তাহার বাড়ীর অন্যান্যরা আশংকা করে যে, তাহারা যে কোন সময় উক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

এই অভিযোগটিও গত ৯-৯-৭৮ ইং তারিখ রাণীর বাজার আউট পোস্টে নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্ত কালে ইহা প্রকাশ পায় যে, ঐ লোকগুলি বেপরোয়া প্রকৃতির এবং কোন সময় তাহারা শান্তি ভংগ করিতে পারে। তদন্তকারী অফিসার শান্তিভংগের আশংকায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে আদালতে উক্ত ব্যাক্তিদের সম্বন্ধে অভিযোগ প্রদান করে তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। উক্ত আবেদন আদালতে মুলতুবী আছে।

গভার্ণমেন্ট বিজনেন্স (ফিনানসিয়েল)

(সরকারী বিল উত্থাপন)

মিঃ স্পীকার ঃ- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো---

'দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৮ অব ১৯৭৮ ইং) উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়টি সভায় উত্থাপন করার জন্য এবং সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস বিল ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ ইং) 'হাউসের সামনে উত্থাপন কশছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশান টি আমি ভোটে দিচ্ছি ঃ---

যারা এই মোশানের পক্ষে আছেন তারা 'হ্যাঁ' বলবেন।

যারা এই মোশানের বিপক্ষে আছেন তারা 'না' বলবেন।

আমি মনে করি যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।)

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ যারা এমেণ্ডমেন্ট দিতে চান তারা আগামীকাল দিতে পারেন।

Mr. Speaker—Tho figure ".6%" be substituted by figure ".6%" shown against the sl. no. (d) of the Schedule at page 7 under column "Rate and Tax" of the Tripura Land Tax Bill, 1978.

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী যচ্ছে--১৯৭১-৭২ (স্টেটপিরিয়ড ২১-১-৭২ ইং তারিখ হইতে ৩১-৩-৭২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত) ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ ইং সনের অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কিত প্রস্তাবের অনুলিপি অদ্যকার কার্য্যসূচীর সহিত মাননীয় সদস্যদের নিকট দেওয়া হয়েছে উক্ত প্রস্তাবগুলির উপর এখন আলোচনা হবে এবং আলোচনা শেষে প্রস্তাবগুলিকে ভোটে দেওয়া হবে।

এখন আমি উক্ত প্রস্তাবগুলি হাউসের সামনে পেশ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,01,535/- excluding the Charged Expenditure of Rs. 1,95,36,459/- be granted on account for or towards defraying the charges for the following services and purposes in respect of Demand for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1972 (State period from 21/1/72 to 31/3/72) : -

Demand No.	Servivces & purposes	Sums not exceeding.
4.	Taxes on Vehicles	2,790/-
27.	Public Works	1,27,753/-
29.	Famine Relief	67,497/-
41.	Capital Outlay on Public Works	9,03,495/-
	Total :—	11,01,535/-

Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 56,57,299/- excluding the charged expenditure of Rs. 4,21,690/- be granted on account for or towards defraying the charges for the following services and purposes, in respect of Demand for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1973, namely :—

Demand No.	Services & purposes	Sums not exceeding.
6.	Stamps	1,29036/-
11.	Jails	33,502/-
15.	Medical	2,85,619--
18.	Agriculture	9,43,563/-
21.	Industries	90,479/-
25.	Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial)	1,69,337/-
27.	Public Works	8,67,776/-
28.	Capital Outlay on Public Works (within the Revenue Account)	7,74,002/-
43.	Capital Outlay on Schemes of Government Tradings.	23,64,185/-
	Total :—	56,57,299/-

Mr. Speaker, Sir, I beg move that a sum not exceedihg Rs. 28,34,782/- excluding Charged expenditure of Rs. 63,526/- be granted on account for or towards defraying the charges for the following services and purposes in respect of Demand for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ending on the 31st March, 1974, namely :

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding.
6.	Stamps	10.796/-
7.	Registration Fees	2,177/-
9.	General Administration	2,08,576/-

11.	Jails	47,497/-
27.	Public Works	2,51,955/-
30.	Pension & Other retirement	2,66,766/-
45	Loans & Advances by the Union Territory Governments.	21,46,915/-
	Total :—	28,34,782/-

মিঃ স্পীকার—অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে, এখন আমি প্রস্তাবগুলি একে একে ভোটে দিচ্ছি।

The question before the House is 'That a sum not exceediug Rs. 11,01,535/- excluding the Charged Expenditure of Rs. 1,95,36,459/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes in respect of Demand for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1972 (State period from 21-1-1972 to 31-3-1972).

Demand No.	Service & Purposes	Sum Not Exceeding.
4	Taxes on Vehicles	2,790/-
27	Public Works	1,27,753/-
29	Famine Relief	67,497/-
41	Capital outlay on Public Works	9,03,495/-
	Grand Total :	11,01,535/-

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়)

Next question before the House is 'That a sum not exceeding Rs. 56,57,299/- excluding the charged expenditure of Rs. 4,21,690/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes, in respect of Demand for Excess Grants for the Expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1973, viz.

Demand No.	Services & Purposes	Sum not exceeding
6	Stamps	1,29,036/-
11	Jails	33,302/-
15	Medical	2,85,619/-
18	Agriculture	9,43,563/-
21	Industries	90,479/-
25	Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-commercial)	1,69,337/-
27	Public Works	8,67,776/-

28	Capital outlay on Public Works (within the revenue account)	7,74,002/-
43	Capital outlay on Schemes of Government Trading.	23,64,185/-
	Total :	56,57,299/-

(অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়)

Next question before the House is 'That a sum not exceeding Rs. 28,34,782/- excluding Charged Expenditure of Rs. 63,526/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes in respect of Demand for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1974, viz.

Demand No.	Services & purposes	Sum not exceeding
6	Stamps	10,796/-
7	Registration Fees	2,177/-
9	General Administration	2,08,676/-
11	Jails	47,497/-
27	Public Works	1,51,955/-
30	Pension & other Retirement	2,66,766/-
45	Loans & Advances by the Union Territory Government.	21,46,915/-
	Grand Total :	28,34,782/-

(অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়)

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (ফিনানশিয়েল)

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো 'দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহেবিটেন্টস (হাউস ট্যাক্স) ল রিপিল বিল, ১৯৭৮ ইং উত্থাপন।

এখন আমি মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য এবং সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবতা কার্যসূচী হল—সরকারী বিল উত্থাপন। দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহেবিটেন্টস্ (হাউস ট্যাক্স) ল' রিপিল বিল ১৯৭৮ইং উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্যে এবং সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Sri Biren Dutta :—Mr, Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Tribal Inhabitants (House Tax) Law

Repeal bill, 1978.

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি ঃ--

এরপর বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং উত্থাপিত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ--- আমি সদস্য মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি এই বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ- "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ইং)" এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য এবং সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৩) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ইং)" হাউসের সামনে উত্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি উত্থাপিত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি এই বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ--- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (নাম্বার ৩) বিল ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ইং)" এর বিবেচনা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৩) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ইং)" হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৩) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ইং)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ--- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কতৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো : "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৩) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ইং)" বিবেচনা করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি সভা কতৃক বিবেচিত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ--- আমি বিলের ধারাগুলি এখন ভোটে দিচ্ছী ঃ---

বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ--- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ---

বিলের শিডিউল এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে শিডিউল বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ--- এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হলো ঃ---

বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ঃ

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৩) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৩) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৯৯৭৮ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৩) বিল, ৯৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৯৯ অব ৯৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত সভা কর্তৃক পাশ করার জন্য প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি ঃ—

প্রস্তাবটি হলো ঃ—"দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৩) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি সভা কর্তৃক পাশ হল।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—

"দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য এবং সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নামার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" হাউসের সামনে উত্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- -এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি উত্থাপিত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি এই বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :---এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :--

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" এর বিবেচনা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে "দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" হাউসে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" বিবেচনা করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি ঃ -

বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন আমি বিলের শেডিউল ভোটে দিচ্ছি।

বিলের অন্তর্গত শিডিউল বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত বিলের শিডিউল বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ---

বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ--

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক পাশ করার জন্য। প্রস্তাবটি হলো ঃ

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশাল (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১২ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি সভা কর্তৃক পাশ হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" উথাপন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উথাপন করা এবং সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" হাউসের সামনে উথাপন করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি ঃ--

সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি উথাপিত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি এই বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" এর বিবেচনা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" হাউসে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—

"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" বিবেচনা করা হউক।

সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক বিবেচিত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি বিলের ধারাগুলি এখন ভোটে দিচ্ছি ঃ—

বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি বিলের শিডিউল এখন ভোটে দিচ্ছি ঃ---

বিলের শিডিউল এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিলের শিডিউল উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার---এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হলো ঃ---

বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

সৰ্ব্বসম্মতিক্রমে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ--- "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রো-প্রিয়েশন (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৫) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক পাশ করার জন্য। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ--- "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৫) বিল, ১৮৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৩ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

সৰ্ব্বসম্মতিক্রমে বিলটি সভা কর্ত্তৃক পাশ হলো।

সভার কার্য্যসূচী বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

আফটার রিসেস্

কন্সিডারেশান এ্যাণ্ড পাশিং অব দি ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিস্ বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৫ অব ১৯৭৮ ইং)

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---

"দি ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিস্ বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৫ অব ১৯৭৮)" এর বিবেচনা। আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে "দি ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিস্ বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৫ অব ১৯৭৮ ইং)" হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, I beg to move that the Tripura Block Panchayat Samitis Bill, 1978 (Tripura Bill No. 15 of 1978) be taken into consideration.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তর প্রদেশ পঞ্চায়েত এক্ট অনুসারে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত একতলা ছিল এবং বিভিন্ন রাজ্যে, অবস্থা বিবেচনা করে ২।৩ তলা করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার মনে করেন এই ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হলে একটা অভূতপূর্ব ঘটনার সৃষ্টি হবে, অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, সেই কর্মসূচীগুলি আমরা যাতে আরো বিকেন্দ্রীকরণ করতে পারি এবং আরো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যাতে সে নীতি নির্ধারণ করতে পারি এবং সেই নীতি-গুলি যাতে পুরো ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে করতে পারি, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই আজকে এই ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের বহু কর্মসূচী ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত আছে, কিন্তু সেখানে যদি কার্যকরী ক্ষমতা দিতে না পারা যায় এবং সুযোগ

দিতে না পারা যায়, তাহলে সঠিকভাবে সেই কার্যসূচী রূপায়ন করা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না, এটা বুঝতে পেরে, আজকে আমরা ব্লক পঞ্চায়েত গঠন করে, তার হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করতে চলেছি। যে সমস্ত কর্মসূচী বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন, সেই সমস্ত কর্মসূচী যাতে যথাযথভাবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা যায় এবং আরো বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই বামফ্রন্ট সরকার ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের কথা বলছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---এখন এই বিলের উপর যারা আলোচনা করবেন তাঁরা নাম দিতে পারেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে "দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সমিতিস্ বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৫ অব ১৯৭৮)" আনা হয়েছে, এই বিলকে আমি স্বাগত জানাই। কারণ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যতটুকু সম্ভব সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা পৌঁছে দেবেন এবং তারই একটা প্রতিশ্রুতি আজকে এই বিলের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার পালন করতে যাচ্ছেন। বিগত দিনে পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত কি রকম এবং কিভাবে কাজ করবে, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী তার মধ্যে ছিল না। সেই কারণেই সেখানে গ্রামের মানুষের কথা এবং সাধারণ মানুষের কথা কেউ শুনতেন না। যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে, আমরা আশা রাখি এই বিলের দ্বারা আগামী দিনের সরকার আরও সুন্দরভাবে অগ্রসর হতে পারবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম কি হবে সেটা নির্দিষ্ট করে দিতে পারবে। পঞ্চায়েত সমিতি আগে যেটা বি, ডি সি ছিল, আজকে সেখানে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা হবে এবং তার যে গঠন ও ক্ষমতা সমস্ত কিছুই এই বিলের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই বি, ডি, সি গঠন করার নামে সেখানে দেখা যেত, প্রধানরা থাকতেন, এম, এল, এ সাহেবরা থাকতেন এবং কমিটি মেম্বাররাও থাকতেন, তাঁরা নিজের ইচ্ছামত কাজ-কর্ম পরিচালনা করতেন, এক কথায় শাসকগোষ্ঠীই সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু আজকে সেখানে সুস্পষ্টভাবে নিয়ম-কানুন তৈরী করা হয়েছে। এই ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধানরা থাকবেন, কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানরা যদি না থাকেন তাহলে নির্বাচিত এম,এল,এ'রা সেখানে থাকবেন, কিন্তু তাঁরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ম-কানন মেনে কাজ-কর্ম করবেন। বামফ্রন্ট সরকার বলেছিলেন যে গ্রামের মানুষের হাতে, সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা পৌঁছে দেবেন, সেটা এই পঞ্চায়েত সমিতি বিলের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামে যাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, তাঁরা পরিকল্পনা তৈরী করবেন এবং সেখানে পরিকল্পনা কিভাবে তৈরী করা হবে, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে কিভাবে কাজ করা হবে, গ্রামের মানুষের দীর্ঘ দিনের যে চাহিদা, গ্রামের কৃষকের যে চাহিদা এবং সাধারণ মানুষের যে চাহিদা, কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, তার জন্য ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি কাজ করবে এবং পঞ্চায়েত সমিতি তার কাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য আজকে বিভিন্ন পরিকল্পনার উপর, গ্রামের মানুষের চাহিদার উপর যেমন জলসেচ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার উপর গ্রামের মানুষের যে চাহিদা, আজকে গ্রামের মানুষ যাতে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, সুন্দরভাবে সমাজ জীবন গড়ে তুলতে পারে, সেই পরিকল্পনা আজকে রূপায়িত করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। গ্রামের প্রতিটি মানুষের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কাজকর্ম যাতে

এই পঞ্চায়েত সমিতি রূপায়িত করতে পারে, সেই জন্য তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করে, সেই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি যাতে প্রত্যেকটি জিনিষের উপর গুরুত্ব দিয়ে সেটা বিচার বিবেচনা করতে পারেন, বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন, তজ্জন্য আজকে পঞ্চায়েত সমিতি বিলের মধ্যে তার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই পঞ্চায়েত সমিতির যারা সদস্য হবেন, তারা গ্রামের মানুষ। যেহেতু তারা গ্রামের মানুষ সেই হেতু তারা গ্রামের সাধারণ মানুষের সমস্যাটা কি সেটা বেশ ভাল করেই জানেন। গ্রামের সেই সমস্যাগুলি সামনে রেখে, তারা যাতে পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন এবং সেটা বাস্তবায়িত করতে পারেন, তজ্জন্য রাজ্যের পরিকল্পনা পর্ষদ তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন। আজকে গ্রামের গরীব অংশের মানুষের দুঃখ লাঘবে বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন এই পঞ্চায়েত সমিতি বিলের মাধ্যমে, সেটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পূর্বে পঞ্চায়েতের কর্মধারা কি হবে তার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিলনা। আমরা জানি বিগত দিনে বি, ডি, সিরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। কেননা সেই সম্পর্কে তাদের কোন ক্ষমতা ছিলনা। তাদের কর্মধারায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত ছিলনা। কিন্তু আজকে এই বিলের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি তার কাজকর্ম যাতে সুন্দর এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারেন তার সংস্থান রাখা হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটা গবেষণাগার রয়েছে। সেখানেও কর্মধারা স্থিরীকৃত করতে পারা যাচ্ছেনা। তাই কোথাও পঞ্চায়েত, কোথাও ডিষ্ট্রিক্ট, কোথাও ব্লক করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যেই প্রথম যেখানে এই পঞ্চায়েতের কাজের ধারা কি হবে এই বিলের মধ্যে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নীচের তলার সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই পঞ্চায়েত সমিতি পরিকল্পনা তৈরী করবে এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা বিলের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়েছে। বিগত দিনে আমরা অনেক অভিযোগ শুনেছি, যে নির্বাচন হত --এসেম্বলী ইলেকশান, লোকসভা ইলেকশান, তাতে ভোটার লিষ্ট ঠিক মত তৈরী হতনা। এই ভোটার লিষ্ট কারা তৈরী করবেন, তার কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বিগত দিনের সরকার রাখতে পারেন নি। সেখানে তারা নিজের খেয়াল খুশি মত ভোটার লিষ্ট তৈরী করতেন। কিন্তু আজকে এই পঞ্চায়েত সমিতির যে বিল এখানে এসেছে, সে বিলে পঞ্চায়েতের হাতে, কি বিধান সভা, কি লোকসভা নির্বাচনে ভোটার লিষ্ট তৈরী করার জন্য তার কর্মধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত মানুষ, যাদের ভোটাধিকার আছে, তাদের নাম যাতে ভোটার লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হয়--কারণ গ্রামের মানুষের সংগে তাদের সম্পর্কে আছে, কাজেই তারা বলতে পারবে কাদের ভোটার হওয়া উচিৎ। যদি কোন কারচুপি থাকে, তবে সেটা তারা ধরতে পারবেন। সেইদিক থেকে আগামী দিনে যাতে তারা এই কাজটা সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে পারেন, তারজন্য এই বিলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্বাগত জানাচ্ছি এই জন্য যে, এতদিন তো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিল এবং সেই সমস্ত সংগঠনগুলিকে বিগত দিনের সরকারগুলি দলবাজী করার জন্য ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষ, যারা এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংঠন গড়ে তুলেছিলেন, তাদের কাছ থেকে কোন পরামর্শ নেওয়া হতনা, তাদের মতামতের কোন দাম দেওয়া হত না। কিন্তু আজকে সেই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, সে সংস্থান এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। পূর্বে আমরা দেখেছি

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়িত করার পথে আমলা এবং এক অংশের কর্মচারী প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। এবং আমরা দেখেছি বি, ডি, সির চেয়ারম্যান যারা হতেন, তাদের নির্দিষ্ট কোন ক্ষমতা ছিল না এবং বি, ডি, সির সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুনির্দিষ্ট কোন মানষিকতা ছিল না। আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা প্রতিটি কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। কিন্তু আজকে এই বিলের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য সংস্থার মধ্যে যেভাবে স্ট্যাটুটরি বোর্ড হিসাবে কাজ করে, পঞ্চায়েত সমিতিকে, সেই দৃষ্টিতে সমস্ত কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বার্থে আগামী দিনের কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে এবং আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা যেগুলি আছে, সেগুলি দূর করতে এই বিল গ্রামের ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড সাড়া যোগাবে। তাই আমি মনে করি গ্রামের গরীব মানষ, তথা সমগ্র অংশের মানুষ এই বিলকে স্বাগত জানাবেন। এই বিলের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতিকে শুধু পরিকল্পনা রূপায়িত করার দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, সে পরিকল্পনা রূপায়িত করতে গিয়ে টাকাটা কোথা থেকে আসবে, সে পরিকল্পনাটা কিভাবে রূপ পাবে, সমস্ত কিছুর একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। সে কারণেই আমি এই বিলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পঞ্চায়েত মিনিস্টার কর্তৃক এখানে যে পঞ্চায়েত রাজ বিল আনা হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে যে অনেক জায়গায় এমন কতগুলি বিষয় আছে, যেগুলি ক্ষমতার অপব্যবহারের নমুনা ছাড়া আর কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। যেমন এই বিলের ৯ পাতায় কলজ সিক্সটিন-পাওয়ার্স এ্যাণ্ড ফাংশান অব দি চেয়ারম্যান--তাতে ক্ষমতাগুলিকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে—চেয়ারম্যানের ক্ষমতাকে যার ফলে পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্য যারা থাকবেন, তাদের মিটিং-এ হাজিরা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই থাকবে না, অর্থাৎ তাদের সাক্ষীগোপালের মত করে রাখা হয়েছে। সমস্ত বিষয়ের তদারকি করা বা সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করা, সবই চেয়ারম্যানের উপর থাকছে। আর পঞ্চায়েতের অন্যান্য যে সব সদস্য আছে, তাদের যেন কোন ক্ষমতাই থাকতে পারেনা। অর্থাৎ চেয়ারম্যানকে ব্যক্তি কেন্দ্রীক করে সমস্ত ক্ষমতাই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে মন্ত্রী সভায় কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স যারা আছেন তাদের নিজ নিজ দপ্তরের কাজ কর্মের উপর তদারকি করার একটা সুযোগ আছে, কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতিতে অন্যান্য সদস্য যারা থাকবেন, তাদের সেই রকম কোন ক্ষমতাই থাকবেনা। এখানে 'Cluase 16, sub-clause 2(a) (ii) inspect the works undertaken and the records maintained by the Gaon Panchayats in the Block and generally the workings thereof: with a view to guiding and tendering advice to the Goan Panchayats their Pradhans, Panchayat Secretary, Chief of the Village Volunter Force thereof so that healthy relations may develop among them as well as between the Panchayat Samiti and Goan Panchayats.

এখানে ভিলেজ ভলিন্টিয়ার ফোর্সের কথা আছে। আমার মনে হয় পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে এটা থাকার প্রয়োজন নাই। বিশেষ করে ব্লক পঞ্চায়েত অথবা গাঁও

সভা, এগুলি হল সরকারের এক একটা বডি, তার সাথে ভিলেজ ভলিন্টিয়ার ফোর্স যেটা বে-সরকারীভাবেও রাজনৈতিক দলগুলি গড়ে তুলতে পারে। বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, জনতা অথবা সি, এফ, ডি ইত্যাদি যে কোন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থ, তাদের নিজস্ব সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই ধরণের স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গঠন করতে পারেন। কিন্তু সরকারের বা প্রশাসনের একটা অঙ্গ হিসাবে এটাকে যেভাবে এখানে রাখা হয়েছে, আমি বলব যে এটাকে আমরা একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির হিসাবে মনে করতে পারিনা। আর অপরদিকে এই বিলের ১২ পাতায় ক্লজ ২০তে আছে—"Creation of posts of officers and other employees of Panchayat Samiti and appointments thereto" এখানে আছে পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে অর্থাৎ ব্লকের অধীনে--আমার মনে হয় যে বি, ডি, সি থেকে যখন পঞ্চায়েত সমিতিতে রূপান্তরিত হবে এবং বি, ডি, সির যে সমস্ত ফাংশান পঞ্চায়েত সমিতি করবে, আমরা বুঝব যে অফিসার বলতে ব্লকের মধ্যে যে সমস্ত কর্মচারী আছে, তাদেরকেই বুঝানো হবে এবং তাদের নিয়োগ, তাদের জন্য পোস্ট ক্রিয়েশান করে নূতনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করার ক্ষমতা, এই পঞ্চায়েত সমিতির হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু যেখানে সরকারী প্রশাসন চালাবার জন্য বিভিন্ন রকমের দপ্তর রয়েছে এবং তাদের যেখানে বিভিন্ন রকম পোস্ট ক্রিয়েট করার ক্ষমতা রয়েছে, সেটা যদি এভাবে পঞ্চায়েত সমিতির উপর ন্যস্ত করা হয়, তাহলে আমরা বলব যে এতেও ক্ষমতার অপব্যবহার করা হবে। তারপর আছে এডুকেশান--এখানে এডুকেশানের ব্যাপারে ইলিমেন্টারী স্কুল স্থাপন করা, স্কুল ঘর তৈরী করা, এই সমস্তগুলিই পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু এখানেও একটা জিনিস হচ্ছে যে ইলিমেন্টারী স্কুলের হেড মাস্টার, এ্যাসিস্টেন্ট মাস্টার, তাদের নিয়োগ করা এবং তাদের ট্রেনসফার করা, অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ সমিতির অধীনে যে সমস্ত স্কুল আছে এবং সেই সব স্কুলে যে সমস্ত শিক্ষক আছে, তাদের উপর যে হস্তক্ষেপ হবে, এতেও আমরা ধরে নিতে পারি যে এটাও একটা ক্ষমতার অপব্যবহার। কারণ সমস্ত এডুকেশানটাকে পরিচালনা করার জন্য উপর থেকে নীচু স্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন রকমের দপ্তরে রয়েছে, যেমন ডাইরেকটার, ডেপুটি ডাইরেকটার, ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টার অব স্কুলস, ইন্সপেক্টার এবং সাব-ইন্স্পেক্টার অব স্কুলস ইত্যাদি আছে। কাজেই সমস্ত এডুকেশানটাকে দেখাশোনার জন্য যখন সব কিছুই আছে, তারপর যদি পঞ্চায়েৎ সমিতির হাতে এই ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, পঞ্চায়েৎ সমিতিতে খুব বেশী লেখাপড়া জানা সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেনা, এবং তাদের হাতে যদি এভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে আমরা সেটাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারিনা। স্কুল ঘর তৈরী করা, অথবা স্কুলের জন্য সাইট সিলেকশান করা এগুলি হয়তো পঞ্চায়েৎ সমিতির হাতে থাকতে পারে, কারণ তারা গ্রামের মানুষ, গ্রামের কোথায় খালি জায়গা আছে, তা গ্রামের মানুষ সহজে বলতে পারে এবং কোথায় স্কুল ঘর তৈরী করলে ভাল হয়, তাও তারা বলতে পারে, কাজেই এসমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতে থাকতে পারে, কিন্তু মাস্টার নিয়োগ করা অথবা তাদের ট্রেনসফার করা, এগুলি নির্বাচিত গ্রামের মানুষেরা করতে পারবেনা আর পারলেও সেটা ঠিকঠিক বিচার হবেনা। তারপরে এই বিলের ২২ পাতায় আছে clause 47-Allowances to members etc. of Panchayat Smiti. এখানে মেম্বার্স অব দি পঞ্চায়েত সমিতি এ্যাণ্ড its স্টেণ্ডিং কমিটি এবং পঞ্চায়েৎ সমিতির চেয়ারম্যান এবং স্টেণ্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্টের ভাতা দেওয়ার

ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যারা গাঁও সভার মেম্বার, তারাও নির্বাচিত, তাদেরকে কোন এ্যালাউন্স দেওয়া হবেনা বা কোন ভাতা দেওয়া হবে না। আমরা জানিনা এই বামফ্রন্ট সরকারের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির থেকে তারা কেন বাদ পড়ে গেল, তবে ভবিষ্যতে তাদের দেওয়া হবে কিনা, তার কোন ইঙ্গিতই আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। কাজেই আমরা মনে করছি, যেভাবে বিলটাকে এখানে উত্থাপন করা হয়েছে গণতন্ত্রকে তুলে ধরার জন্য, তারই সাথে সাথে আমার মনে পড়ে যায় প্রশাসনকে গণমুখী করে তোলার বামফ্রন্টের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। আমরা এই বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার ৮ মাসের মধ্যে সেই রকম কোন প্রচেষ্টাই দেখতে পাচ্ছিনা এবং এই পঞ্চায়েত বিলের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতেও প্রশাসনকে গণমুখী করে তোলা যাবে বলে, আমাদের মনে হয়না। তারপর আর একটা জিনিস সরকার পক্ষ থেকে বলে গিয়েছেন, সেটা হল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বিদ্যুতকে গ্রামে গ্রামে সম্প্রসারণের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত লাইন টানা হয়েছিল, সেগুলি আমরা দেখছি যে এখন অচল হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এই দিক থেকে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে রাজ্যের মধ্যে কেরোসিনের একটা সংকট দেখা দিয়েছে এবং এই সংকট দেখা দেওয়ার ফলে গ্রামের মানুষগুলি আজ অন্ধকারে পড়ে আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা কেরোসিনের অভাবে পড়াশুনা করতে পারছেনা। অন্যদিকে শহরে যে সব মানুষ আছে, তারা এবং তাদের ছেলেমেয়েরা সেই বিদ্যুতের সাহায্যে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। এখানে বামফ্রন্ট সরকারের কিছু সদস্য বলেছেন যে এমন স্কুল আছে যেখানে ৭২ জন ছাত্র আছে, অথচ তাদের জন্য ১৯ জন শিক্ষক আছেন। তেমনি ভাবে আমি বলতে পারি যে বিশালগড় এলাকায়ও এমন একটা স্কুল আছে যেখানে ছাত্রের সংখ্যা ৩২ কিন্তু শিক্ষক হচ্ছেন ১৩ জন। শুধু তাই নয়, যেখানে গ্রামের মধ্যে সিঙ্গল টিচার আছে, সেখানে গত ৮ মাসের মধ্যেও শিক্ষক নিয়োগ করে অতিরিক্ত শিক্ষক দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই তারা যে গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করছেন, সেই চেষ্টা আমরা তাদের কাজকর্মের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিনা।

কাজেই আজকে সমস্ত বিলের মধ্যে যে-সমস্ত অসামঞ্জস্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত অসামঞ্জস্য এর জন্য আমরা এই বিলকে পুরাপুরি সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—আর কেউ বলবেন আপনাদের তরফ থেকে ?

শ্রীসমর চৌধুরী---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে এটাকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন জানাচ্ছি এবং তার ভিতর দুই একটা এমেণ্ডমেন্ট মুভ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য এখন নয়, যখন ক্লজগুলি আরম্ভ হবে তখন।

শ্রীসমর চৌধুরী---আচ্ছা সামগ্রিক ভাবে সমর্থন জানিয়ে আমি বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় একটার পর একটা পদক্ষেপ এগিয়ে এসে আর একটা পদক্ষেপে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছেন---ত্রিপুরা রাজ্যে নির্বাচন বন্ধ হয়ে

যাবার উপক্রম হয়েছিল। মানুষ ভুলে গিয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোন দিন নির্বাচনের সুযোগ পাওয়া যাবে কি না। মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটি শুধু চলছেই নয়, প্রত্যেকটি মহকুমা সহরে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করার চেষ্টা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার কি ভাবে এগুচ্ছেন হয়ত আগামী কিছুদিনের মধ্যে দেখা যাবে---তার ঘোষণা অনুযায়ী সেখানে নির্বাচন হবে, এবং গণতান্ত্রিক কমিটি---ডেমোক্রেটিক ফোরাম---গণতান্ত্রিক প্রশাসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সমগ্র ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে, ৭০/৮০ জন যেখানে কৃষকের বাস, সমগ্র অঞ্চলকে অগ্রসর করার প্রশ্ন এর সংগে জড়িত। ত্রিপুরা রাজ্য পরিকল্পনা আরও হয়েছে অতীতে---সারা ভারতের পরিকল্পনা, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি আমরা দেখেছি, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জীবনে এর কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারে নাই। বামফ্রন্ট সরকার যে কায়দায়, যে পদ্ধতিতে এই বিলের মধ্য দিয়ে সমস্ত সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন---অত্যন্ত সাহসে ভর করে, সাহসের সংগে, সাধারণ মানুষ, যারা অল্প কিছু অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, সেই সমস্ত লোকদের হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব কিছু কিছু তুলে দিচ্ছেন। এই যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থা, সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই ফুটে উঠেছে এই বিলের মধ্য দিয়ে। ডিসেনট্রালাইজেশান---আমরা লক্ষ্য করছি এই বিলের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ---এবং সেটা শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতায় নয়, উন্নয়ণমূলক সমস্ত কিছুতে রূপ দেওয়ার জন্য, সাধারণ ভাবে কিছু কিছু কাজ নয়, আর্থিক ক্ষমতার পুরোপুরি দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভাল পরিমাণ অর্থ, এমন কি এই পঞ্চায়েত বিলের মধ্য দিয়ে এমন ধরণের ক্ষমতা ব্লক কমিটি পঞ্চায়েত কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে তাঁরা যে কোন সরকারী ফিনান্সীয়েল ইনস্টিট্রিটিউশান থেকে এই সমিতিগুলি টাকা সংগ্রহ করতে পারেন এবং ব্লক অঞ্চলের মধ্যে নূতন নূতন পরিকল্পনা, জল সেচের পরিকল্পনা, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে পারেন এই ব্লক কমিটি। এই ধরনের ক্ষমতা এই বিলের মধ্য দিয়ে এসেছে। স্যার, এর চেয়ে বড় গণতন্ত্র আর কি হতে পারে! গত ৩০ বছরের রাজত্বে---আমি ইমার্জেন্সীর কথা বাদ দিচ্ছি---কোন দিন ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ দেখতে পেয়েছে? নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গাঁওসভার প্রধান এবং সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল হাত তুলে ভোট দিয়ে। সেই নির্বাচন তারা খারাপ লোক কি ভাল লোক, সেই প্রশ্ন বাদ দিলেও, তাদের কোন ক্ষমতা ছিল? তাঁরা কোন মিটিং কোন বৈঠক করেছিল, তারা কোন রিজোলিউশান নিয়েছিল? দেয়ার ওয়াজ নো রিজোলিউশান বুক। তাদের দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসের মহান নেতাদের হুকুম পালন করা। পাঁচ বছর পর যে সব নেতারা নির্বাচিত হতে চান, তাদের জন্য তেরংগা ঝাণ্ডা নিয়ে প্রচার করা। আর কিছু উচ্ছিষ্ট ছিটিয়ে দেবেন, সেই নিয়েই তারা বেঁচে থাকবেন। সেটাকে ভেংগে এই প্রথম বামফ্রন্ট সরকার সুস্থ আইনগত ব্যবস্থার মধ্যে যাচ্ছেন।

সাধারণ কৃষকের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে। বামফ্রন্ট সরকার, এই যে ভূমিকা সেই ভূমিকা সেই ভূমিকার মধ্য দিয়ে কি সুন্দর একটা নীতি এর ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে যে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ পঞ্চায়েত এর সদস্য

হতে পারবে না। কোন সদস্য যদি বিশ্বাসঘাতকতা, করেন, তাহলে তাদের সরিয়ে আবার নির্বাচন হবে, আবার নূতন প্রতিনিধি ঠিক করা হবে। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া কোন সময়েই আর কেউ পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারবে না। এবং সমগ্র ব্লক এরিয়ার মধ্যে এম, এল, এ, হচ্ছেন একমাত্র জন প্রতিনিধি তিনি শুধুমাত্র এ্যাসেম্বলীতে যোগদান করার জন্যই নয়, জনসাধারণ-এর স্বার্থে সেই অঞ্চলের মধ্যে পরিকল্পনা---বিভিন্ন গাঁওসভার মধ্যে সংগতি রেখে, বিভিন্ন পরিকল্পনার ছক কাটবেন---এবং পাশাপাশি বিভিন্ন গাঁও সভাগুলির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করে সামঞ্জস্য রক্ষা করা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিলের মধ্য দিয়ে সেই সব দায়িত্ব তাদের হাতে আসবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বামফ্রন্ট সরকারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, তিনি স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান, তিনি ঘোষণা করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের পরিকল্পনার নীতি, সেই নীতির ভিত্তিতেই এই বিলের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রত্যেকের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা গড়ে উঠবে। সেই সুযোগ-এ গাঁও সভাগুলি সমস্ত পরিকল্পনা দেবে তারা প্রস্তাব দেবে তাদের এরিয়ার সমস্যা সমাধানের নানা অভিজ্ঞতা সেগুলি এসে জমা হবে পঞ্চায়েতের হাতে। তারা সেগুলি আবার গোছ গাছ করে পাঠিয়ে দেবে স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের কাছে। এই ভাবে অত্যন্ত নীচের স্তর থেকে---গ্রামের মাঠ থেকে, গ্রামের বন থেকে, গ্রামের পুকুর থেকে সেই সব জায়গা থেকে পরিকল্পনা আসবে স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডে। যেখানে সমগ্র ত্রিপুরার জন্য একটা সুন্দর পরিকল্পনা গড়ে উঠতে পারে। বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে---সারা ভারতে এই ব্যবস্থা হয় নাই---পশ্চিমবংগে বামফ্রন্ট সরকার এই দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, আর একটা রাজ্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আজ এই দিকে এগিয়ে যাচেছন। তা এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, তাই এই বিলকে আমি পুরোপুরি সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, শুধু পঞ্চায়েত সমিতিই নয়, পৌর সংস্থার মধ্যেও আমরা দেখছি মিউনিসিপালিটির এলাকার মধ্যে কি ভাবে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য পরিকল্পনা হচ্ছে। ঠিক একই কায়দায় কি ভাবে গ্রামাঞ্চলে সে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার সাহস এই সরকারের হতে পারে---তার কারণ তাঁরা জনগণের সরকার। তাই যারা সব চেয়ে গরীব মানুষ তাদের দায়িত্ব তাদেরই হাতে তুলে দিচ্ছে---এবং এই ধরণের ভূমিকা এই প্রথম। আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, বিরোধী আসনে যাঁরা বসেছেন তাঁদের দুই একটা কথা আমি শুনেছি। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এত ভয় কেন? চেয়ারম্যানের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। সেই চেয়ারম্যানকে, নির্বাচিত প্রতিনিধি---এবং এই সমিতি এক সংগে বসে--- পঞ্চায়েত কমিটিতে বসে প্রত্যেক গাঁওসভার প্রধানরা এবং এম, এল, এ, এবং সকলে মিলে বসে সেখানে ভোট দিয়ে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান ঠিক করবেন। সেই চেয়ারম্যান পঞ্চায়েতে বসে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্ত পরিকল্পনা করবেন। ভি, ডি, সি,--ব্লক অফিস-গুলি আগে ব্লক অফিসগুলির কি ভূমিকা ছিল? কোনটার সংগে কোনটার সম্পর্ক ছিল না। বি. ডি. ও থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা অফিসের কাজ ছিল এজেন্সিগিরি করা। আজকে সেই এজেন্সিগিরি নয়। আজকে সমস্ত অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে

পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হবে। পঞ্চায়েত সমিতি সিদ্ধান্ত নেবে কিভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বি. ডি. ও একজন সেক্রেটারী হিসাবে সেই ব্লক কমিটি কাজ করবেন। একটা সম্মেলন। সরকারী প্রশাসন এবং জনগণের মধ্যে একটা বিরাট সম্মেলন হবে, একটা নূতন সমাজ গড়ে উঠবে। ওরা ভয় পাচ্ছেন কেন? ভয় পাচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা কায়েমী স্বার্থের পক্ষে কাজ করছেন। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আপনারা এই কায়েমী স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে আসুন আমাদের সাথে। আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজ এই সমিতির মধ্যে দিয়ে এবং এই বিলের মধ্যে যে আইনের ব্যবস্থা আছে জনগণের স্বক্রির ভূমিকা নেওয়ার, এই জনগণ এবং প্রশাসনকে নিয়ে আমরা একটা গণমুখী প্রশাসন গড়ে তুলি এবং এই বিলের মধ্যে যে আইনের সুযোগগুলি আছে, আপনারা আসুন সেগুলি গ্রহণ করে আমরা গ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সমস্ত সমস্যার সমাধান করি। যেমন বর্গাদার—সমস্ত গরীব মেহনতি মানুষ, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করি। আপনারা তো তা চান না। আপনারা চান ঐ একজন আমীন বসে বসে অথবা আরও কাছে গিয়ে টাকা পকেটে নিয়ে কায়েমী স্বার্থে হাতে তুলে দিক, অতীত আবার ফিরে আসুক, সেটা ত্রিপুরার মানুষ চান না। বর্তমান সরকার সমগ্র সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন। ঐ উপজাতী ও বঙ্গালী হাতে হাত মিলিয়ে আসুন ঐ খাস জায়গা যে সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভোগ করে আসছেন, আমরা নূতনভাবে সেই জমি ডিস্ট্রিবিউশন করি। বর্তমান সরকার উপজাতীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল চান এবং এটা যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব হবে, যে অবস্থার মধ্যে সম্ভব হবে, তার জন্য চাই ঐক্য। গ্রামের মেহনতি মানুষের ঐক্যের দরকার। এই আইনের বলে নূতনভাবে ক্ষমতা অর্জন করে আমরা একটা গণমুখি প্রশাসন গড়ে তুলি এবং সেটার অগ্রগতির জন্য আরও শক্তি জোগাই।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

ককবরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মানগানাও অধ্যক্ষ কতয়, অর চিনি পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী "ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েৎ সমিতিস বিল, ১৯৭৮" হিনয় যে বিল তুবুমানি, বন আও গছি না-ই মায়া। বনি প্রথম কারণ অওখা পঞ্চায়েৎ থনির্বাচন অও থাওকা থাওনাই মে এবং জুন তাল। আর, ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েৎ সমিতিস বিল তুবুখা তাবুক, অর্থাৎ তালরুইনি পরে। বিল তুবুনানি সরকারনি কোন চাপমানি ছামুও তওখা হিনাকেই, তাম হিনয় পুইলা ছায়া অও? পুইলা-ন ছানানি তওমানি। জতন ছিনা অওথন, জতন বুর্চনা অওথন। জতন কক চাবয় অওখরিধাম। কিন্তু তাবুক তালরুইনি পরে, হঠাৎ খে বিল তুবুখা পঞ্চায়েৎ ব্লক সমিতি গঠন খাইনানি। তামলে অবতুই অওখা? চুও নুগয় ফাইঅ, যে এমন, যারা গাঁও প্রধান হিনয় তওনাইরগ, বরগ C.P.M নি কীবাও অও থাওকা। বাম ফ্রন্টনি কীবাও অও থাওকা। কাজেই, তাবুক-খে তাইব ক্ষমতা রীনানি প্রশ্ন ছুকফাইকা। যদি ভোট-অ তিকি মায়া হিনকাই? ব্লক লেভেল পঞ্চায়েৎ-নি কক কা-ছে কাছায়া অওখাম। কিন্তু তাবুক যখন বামফ্রন্ট-ছও কীবাও ভোট মানখা হিনকেই তাবুক বরগ ব্লক লেভেল পঞ্চায়েৎ-নি কক তিছাখা। কাজেই, আব অওছিনাই-ন। যে বিল খাইনা

নাইমানি, আব পুইলা ছাখা হিনকেই, চুঙ জতন হামজাক-খাম। কিন্তু সরকার পুইলা৹ থাইকা-ন আব বুতিঅয়-ন আবতুই-খে ছায়া তঙগ। হিনকে বুইখে খা কা-লিয়া, বরগ-খে বা তাবুক কাহামখে চানানি ব্যবস্থা অঙনা না-ই তঙখা। তাবুক কীচার তাম অঙখা? অ যে লামানি, যে খয়রাতি, Food for work, যে ছামুঙ আঙনানি আব হিনকে যুব সমিতি হিনকে মায়া। বরগ বাদে অন্য পার্টি মায়া, ও গ্রাম প্রধান-রগনি বিছিঙগ ছাব ছাব বামফ্রন্ট-নি, বরগ-ন ছিমি রৗছি-নাই। যে খুতুঙ-রগ হিনয় রীমানি, আব বরগনি বিছিঙগ থাঙছি-নাই, যুব সমিতি হিনকে আব মায়া। বাজার ছানাম-নানি, আর-ব আহাই-ন। আনি যেহেতু অম্পিনগর constituency, আব যুব সমিতিনি কাজেই, তুইদু, অম্পি, চেচুয়ার, তেনতুই---আর-রগ বাইফান চালা কুছুফান ছানাম-জাক-ইয়া। আর, আয়াঙ দিকি হিনকে, মানগানাঙ সদস্য অর শ্যামল সাহা, বিনি হিনকে বামফ্রন্টনি, নতুন বাজার হিনদি, চেলাগাঙ হিনদি ছানামজাক-ছিনাই। অমতুই খে জত চানানি তঙমানি জতন চালাইছি নাই। আবন তৗই-ব কাহামখে চানানি নাই-অ। অমতুই-খে চুঙ নুগ। খয়রাতি সাহায্যে হিনমানি, তাবুক প্রত্যেকটা ডিবিসান থাঙনয় নাইদি। ছাব মান অ খয়রাতি সাহায্য? জতন বরগনি কীচাক বিছিঙগ যারা তঙনাই-রগ বরগ ছিমি মানছিনাই। আর গর্জনমুড়া এলাকাঅ, যেহেতু গণতান্ত্রিক ফ্রন্টনি প্রধান জিতিখা, আব বিনি আর সরকারী নোটিশ ছুদুন ছুগয়-ইয়া। আর-অ বামফ্রন্টনি বাচা-নাই জগৎমোহন জমাতিয়া, অরনি-অ অজামা তঙনাই বিনি-ক বিকি-চিঙ, কাজেই, বন-খে সমস্ত নোটিশ বিনি আর ছায়-অ। এবং আর-অ Food for work নি ছামুঙ তাঙমানি, আব অানি তিনি সদস্য তঙগ গোপাল দাস ব ছাথুন, যে ছাব তাঙ? জতন জগৎমোহন জমাতিয়া ছামঙ তাঙগর তঙগ। আব তাম? আর যুব সমিতি, তাই অন্যান্য পার্টি খালাই-নাই-রগ, বরগ হিনকে ছামুঙ পর্যন্ত মা তাঙইয়া। ছামুঙ মা তাঙইয়া হিনয় ফিরগ রহজাগ, লামানি ছামুঙ মা তাঙইয়া অমতুই-খে সমস্ত সুযোগ-ন কীচাক-রগ ছিমি না-ই তঙবাই-অ। এবং তাবুক block panchayat অর-ব চুঙ কিরি-অ। যে ক্ষমতা রীনানি চুঙ নাই-অ, জনগন ক্ষমতা মাননা অঙথুন। তেব কাহাম-খে অ ক্ষমতা বাগজাক-থুন। কিন্তু ও ক্ষমতা-ন যদি ছুদুমাত্র কীচাকনি-মাঙ, এবং তাবুক যে বামফ্রন্ট তঙমানি, আবনি বাগয় ছিমি যদি ব্যবস্থা অঙখা হিনকাই, আবন চুঙ মানি নাই-মায়া। আর আঙ খা কা-অ, সরকারনি বিছিঙগ-ব কেব কেব মন মা-নি নাই মায়া। নিশ্চয়ই তঙগ নরগনি বিছিঙগ-ব মানি না-ই মায়া। কিন্তু তাবুক ছারাকলিয়া তা। কিরিজাক-বাই-অ। বিছিঙ বিছিঙ বরগ নিশ্চয় সমর্থন খায়া। তঙগ, অম আঙ বুচিঅ। তারপর, প্রধান-রগ-ন বরগ-ন-খে বেতন ভাতা তৗই রা-নুই রীনানি হিনয় ছাকা। ও সদস্য, বরগ-ন হিনকে কিছুঘান রীয়া। প্রধানরগ-ন হিনকে কুচুক তিছাই রহকা, তাই জতন-ন সর্বহারা-খে তননানি নাইখা। অমনি, বরগ-ব ছামুঙ তাঙ তঙগ। কিন্তু মেম্বার-রগ তামনি হিনয় রীয়া বা? অন্ততঃ দুইশ-নি জাগা বরগ-ন একশখাম রীদি। দুইশনি বিছিঙগ অন্ততঃ একশ রীদি। কিন্তু আব কোন রীখা। কাজেই, এই যে একদল বরকনি বিছিঙগ খরকছান কুচুক তিছাই তালাঙ নাই, তে খরকছান-খে তলা নারিক তননাই, আবন চুঙ সমর্থন খালাই মায়া। তাই, অবিল, অবিল বাই তাম অঙনাই বা? যে একজন সদস্য অনেক কিছু ছামুঙ তাঙগয় তঙগ, নকনি হুকনি ছামুঙ দুয়াইন

ছামুঙ তাঙ তঙগ। আবছে ব-ন লেপছা পুইছা-খান নরগ রাঁয়া। আবতুই-ছে গণতন্ত্র হিনয় অরনি-অ ছালাই তঙগ। কাজেই এই যে, মন্ত্রী যে ছামানি, আবন চুঙ গচ্ছি না-ই মায়া, রাঁদি বরগ-ন ব অন্ততঃ ৫০ টাকা। অন্ততঃ রা-ছা জরা রাঁদি। অমনি রাঁয়া অঙনাইবা বরগ-ন? আমনি বরগনি মান সম্মান রাঁয়া অঙনাই? আমনি বরগনি মূল্য রাঁয়া অঙনাই? আবন-ব দাম রাঁদি, কিন্তু দাম রাঁয়া। কাজেই এই জিনিষ-ন চুঙ গ্রহণ খালাই মায়া। আর ওই প্রধান, বরগনি অম ক্ষমতা কাঁবাঙ রাঁখা? অই যে বাংলাদেশ, অই অন্যান্য ফাতারনি বরগ ফাই অয় মুছুক খক তঙ-ফাই বাইঅ। এমনকি বুরুইরগ খগয় তালাঙ তঙবাই-অ। এবং অরমান গঠনাঙ মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার খাইকা, কমলপুর গঙ্গানগর যে ঘটনা অঙমানি, আব বাংলাদেশনি বরকরগ খলাইঅ। আর সেই বরকরগ-ন ছে প্রধানরগ রময় রময় সিটিজেনসীপ কার্ড রি-অ। আনি অরনি-অ আনন্দবাজার পত্রিকা তঙগ, অরনি-অ নাই নাইদি। মানগীনাও অধ্যক্ষ কতয়নি অনুমতি নাঅয় পরিঅ—"বাংলাদেশী নাগরিকের ভারতীয় পাশপোরট—"। হিনকে অরনি অ কাছাকা "আগরতলা ১লা সেপ্টেম্বর, দুজন বাংলা-দেশী নাগরিক সম্প্রতি কাছাড়ের করিমগঞ্জ স্টেশনে নেমে পুলিশকে বড় ধন্ধে ফেলে দেয়। পুলিশ তাদের ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা দুটি ভারতীয় নাগরিকের সার্টিফিকেট দাখিল করে। সার্টিফিকেট দুটি ত্রিপুরার জনৈক গ্রাম প্রধানের স্বাক্ষরযুক্ত। তারা স্বীকার করেছে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। অথচ, ভারতীয় নাগরিকের পাশপোরটও আছে। পুলিশ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছে। ত্রিপুরা সরকার বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক সার্টিফিকেট দেবার ব্যাপারে গ্রাম প্রধানদের দায়িত্ব দিয়েছেন। এতদিন জেলা কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট দেবার মালিক ছিলেন।" কাজেই, খারা মুছুক খকনাই, খারা বুরুইরগ খগয় তালাঙনাই, তাবুক ডাকাতি ফাকাতি খালাই তঙনাই, ছালাই চবা খালাই তাঙনাই, বরগ বাংলাদেশ খারঅয় থাঁওগ। আর এই প্রধানরগ বরগ-ন সার্টিফিকেট রিঅ। তাবুক চিনি অর দুই লক্ষ উদ্বাস্তুনি কোন জাগা, বরগ-ন কোন রাও রিঅয় মায়া। তাবুক-ব ফাই-অয় তঙগ। বরগ রিঙহরমা বাগয় ফাই-অ কারণ ফাইকা হিনকালাই অরনি-অ সিটিজেনসিপ মান। ফাইকা হিনকালাই অরনি বামফ্রন্ট সরকার জাগা রিঅয় রিঅ। কাজেই আর অরনি-অ যে তাঙনাই-রগ, অর অচাই-নাইরগ, মুইয়া চানাই-রগ, এবং অরনি-অ ফারা ওয়ানছা তাঙনাইরগ—কোন ছে অলিকি থালাইজাকইয়া। নরগ তাবুক খোঁজ-দা না-নাই-বাই-খা অরনি যে বেকার ৫৮ হাজার তঙনাই, বরগনি বাগয় তাম খালাইজাক-খা? ওয়ানছক নাইবাইছি—তামনি ছে ফাতারনি তুবুঅয় সিটিজেনসিপ রাঁনানি ব্যবস্থা খাইকা? আর সিটিজেনসিপ অমন হিন? যারা অরনি কুবুই কুবুই আচাইনাই, কুবুই কুবুই অরনি অ তঙনাই বরগনি বাগয়-ছে। ১৯৭১ সালনি পরে খারা ফাইনাই বরগ মাননানি-ছে কক কাঁরুই কিন্তু এই যে গাঁও প্রধানরগ পাইকারী হারে তাবুক রিঅয় রি-অ। আনন্দ বাজার পত্রিকা-অ মনি একটা প্রমাণ অও তওগ, কাজেই নরগ Inquiry খাইনা খালাইদি। কাজেই এইভাবে একটা-নি পরে একটা খালাই তঙমানি, এবং অরনি-অ পঞ্চায়েৎ বিল -অ তে কাইছা তঙগ তাবুক যে Village Force, not volunteer, but force আহাই হিনয়ছে তওনি-কন। ছাবন বু-না নাই, ছাবন তকনাই, অবন চুঙ কিরি-অ। এমনি -ছে বুজাক তন্তবাইখা, তকজাক তন্তবাইখা। পুলিশ কিছু-য়া, Force ছাবন জানি বুকুরু

বু-অয় রি-ন। ছাবন জানি তগয় রিন। আর চুত্ত কিরিঅ। কাজেই এই সম্পর্কে অম Security ? চুও security, ful খালটি মায়া, আর, অরনি-অ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবার ছাকা-- য়ে, যুব সমিতি ছও-রগ ছৗলাই তৗয়-অয় কামান তৗই-অয়, বরগ আমেরিকা বাই মিলি-অয় অম জানি বিপ্লব খালাই মান-নাই কন। ওয়ানছারগ-ছে কিরিজাক থাওবাঙ্গ-খা কাজেই, বরগ-ব "আমরা বাঙ্গালী" হিনয় অর মি, লি, এমনি প্রধানরগ মিলিঅয় তাবুক তাল খালাই-ওখা। অমতুই অবস্থা চুও নুগয় তওগ। তাবুক Force হিনয় ছৗনাময় তনজাক খা। কাজেই অম বাই অম অবস্থা অওনাই, আব ত্রিপুরানি বরক-রগ চাবয় মান-লিয়া। অ Force-নি ইয়াগ বা ছৗলাই-ছে তওনাই, কামান-দে তওনাই, বুমা-দে তওনাই, আব কাহান-খে ছৗইছাক-ইয়া। কিন্তু Force হিনকা, Force হিনকাই চুও বুচি-অ যে, নিশ্চয়ই কামান---ছৗলাই তওগান। কাজেই, আব সম্পর্কে চুও Clarification নাই-অ। তারপর, এই যে, পঞ্চায়েৎ সমিতি, ব্লক লেভেল পঞ্চায়েৎ সমিতি অব অওখা বামফ্রন্ট ক্ষমতা অচুক তওনা বাগয় বরগ শাসন ক্ষমতা-ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যঅ গঠন খাইনা বাগয়। বনি বাগয় বরগ Force এপ্লাই খাইনাই। কাজেই অকবন চুও মানি না-ই মায়া।

বঙ্গানুবাদ

--------o--------

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী "ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিস বিল, ১৯৭৮" নামে যে বিলটা এনেছেন, এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এর প্রথম কারণ হলো, পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে, গত মে এবং জুন মাসে, আর ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিস বিল আনা হলো এখন, অর্থাৎ চার মাস পরে। বিলটি আনার জন্য যদি সরকারী কোন সিদ্ধান্তই হয়ে থাকে তাহলে আগে কেন বলা হয়নি ? আগেই জানানো প্রয়োজন ছিল। সবাইকে জানতে দেওয়া হোক, সবাইকে বুঝতে দেওয়া হোক। সবাই একসঙ্গে আলোচনা করে বের করা যেত। কিন্তু এখন চার মাস পরে হঠাৎ করে বিল আনা হলো, পঞ্চায়েত ব্লক সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্যে। কেন এমন হলো ? আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে যারা গাঁওপ্রধান আছেন, তাদের মধ্যে C.P.M-এর লোক বেশী। বামফ্রন্টের লোক বেশী। কাজেই এখন আরো ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে। যদি তারা ভোটে হেরে যেতেন তাহলে কি হতো ? তাহলে ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত-এর কথা উঠত-ই না। কিন্তু যেহেতু বামফ্রন্ট বেশী ভোট পেয়েছেন, এখন তারা ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত-এর প্রশ্ন তুলেছেন। কাজেই, এরকম হবেই। যে বিলটি আনা হচ্ছে, সেটাকে যদি আগে জানানো হতো, তাহলে আমরা সবাই খুশী হতে পারতাম। কিন্তু সরকার আগেই ধারণা করতে পেরেছেন বলেই এইভাবে প্রকাশ হতে দেননি। যার ফলে অন্য কেউ বুঝতে পারেনি, আর এখন তারা নিজেদের গোছানোর কাজ করতে যাচ্ছেন। এর মধ্যে আবার কি হয়ে গেলো ? এই যে রাস্তার কাজ, খয়রাতি, Food for Work-এর মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, সে কাজ যুব সমিতির সমর্থক হলে পায়না। নিজেদের পার্টির লোক ছাড়া অন্যরা পায়না। ঐ গ্রাম প্রধানদের মধ্যে কে কে বামফ্রন্টের লোক, তাদের মধ্যে কাজ দেওয়া হয়। যে সুতা বিলি করা হচ্ছে, সেটাও তাদের কাছেই যায়। সে যুব সমিতি পায়না। বাজার সংস্কারের কাজ, সেখানেও তাই। আমার যেহেতু অম্পিনগর Constituency, সেটা যুব সমিতি

এলাকা, কাজেই, তেদু, অম্পি, চেচুয়ার, তেনতুই---এই সমস্ত জায়গার একটা ভাঙ্গা চালাও সংস্কার হয়নি। অথচ, অপর দিকে, এখানের মাননীয় সদস্য শ্যামল সাহা, তার এলাকা যেহেতু বামফ্রন্টের, কাজেই নতুন বাজার বলুন, চেলাগাও বলুন---সবটাই সংস্কার হচ্ছে। এইভাবে আখেরে গোছানোর সমস্ত কাজকর্ম চলছে। আরো ভালোভাবে গোছানোর কাজ করতে চাইছেন--'এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। খয়রাতি সাহায্য যেটা বলা হচ্ছে, এখন প্রত্যেকটা ডিভিশানে গিয়ে দেখুন---কি চলছে।

এই খয়রাতি সাহায্য কারা পায়? যারা তাদের "লাল"--এর মধ্যে আছে, শুধুমাত্র তারা-ই পায়। সেখানে গর্জনমুড়া এলাকাতে যেহেতু গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রধান জিতেছেন, তার কাছে সরকারী কোন নোটিশও পৌছে না। সেখানকার বামফ্রন্টের প্রার্থী জগৎমোহন জমাতিয়া, তিনি এখানের একজন মাননীয় সদস্যের বন্ধু ব্যক্তি, সমস্ত সরকারী নোটিশ ইত্যাদি তার কাছে যায়। এবং সেখানে যে Food for work এর কাজ চলছে, এখানে মাননীয় সদস্য গোপাল দাস আছেন তিনি বলুন, সেখানে কার মাধ্যমে কাজ হচ্ছে? সমস্ত কাজই জগৎ মোহন জমাতীয়ার মাধ্যমে হচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? সেখানে যুবসমিতি এবং অন্যান্য পার্টি যারা করছে, তাদের কাজ পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছেনা। কাজ করানো হবে না বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, রাস্তার কাজ করতে দেওয়া হয় না, এই ভাবে সমস্ত সুযোগ "লাল"-এর সমর্থক যারা, তারা নিয়ে নিচ্ছে। এবং এখন যে Block পঞ্চায়েৎ বলা হচ্ছে। এখানেও আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে! ক্ষমতা আমরাও দিতে চাই, জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হোক। আরো সুষ্ঠভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হোক। কিন্তু ঐ ক্ষমতা যদি শুধুমাত্র লালদের জন্য হয় এবং এখন যে বামফ্রন্ট আছে, শুধু তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা যদি করা হয়, তাহলে আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারিনা। আর আমি মনে করি, সরকারের মধ্যে যারা আছেন, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। আপনাদের ভেতরেও নিশ্চয়ই আছেন, যারা এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। কিন্তু এখন মুখ খুলছেন না, ভয় পাচ্ছেন, ভেতরে ভেতরে তারা নিশ্চয় বিরোধীতা করছেন আমি এটা বুঝাতে পারছি। তারপর, যারা প্রধান, তাদেরকে বেতন-ভাতা বাবত দুই'শ টাকা মাস্যে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই যে, যারা সদস্য আছেন, তাদের কিছুই দেওয়া হচেছ না। প্রধানদের উপরে তোলা হচ্ছে, আর সদস্যদের সর্বহারা করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। কেন? তারাও কাজ করছেন। কাজেই মেম্বারদের কেন দেওয়া হবেনা? দুই শ'র জায়গায় অন্ততঃ এক'শ দিন। কিন্তু দেওয়া হবেনা। কাজেই একই দলের মানুষের মধ্যে একজনকে উপরে তোলা হচ্ছে, আর অন্য অন্যান্যদের নীচে ফেলা হচ্ছে এই নীতি আমরা সমর্থন করতে পারিনা! তাই, এই যে বিল আনা হচ্ছে, এই বিলের মাধ্যমে কি করতে চান? যে, একজন সদস্য অনেক কিছু কাজ কর্ম করছেন, ঘর-সংসারের কাজকর্ম কামাই করে কাজ করছেন। অথচ, তাদেরকে একটা পয়সাও দেওয়া হচ্ছেনা। এই করেই গণতন্ত্রের কথা এখানে বলা হচ্ছে। কাজেই, এই যে মন্ত্রীর বক্তব্য এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা। তাদেরকেও দিন অন্ততঃ ৫০ টাকা হলেও। অন্ততঃ একশ টাকা দিন। কেন তাদের দেওয়া হবে না? কেন তাদের মানসম্মান দেওয়া হবেনা? কেন তাদের মূল্য দেওয়া হবেনা? তাদেরও

দাম দেওয়া হোক্। কিন্তু দাম দেওয়া হয়নি। কাজেই, এই জিনিষটা আমরা গ্রহণ করতে পারিনা। আর, ঐ প্রধান তাদের কি ক্ষমতা বেশী দেওয়া হয়েছে? ঐ যে বাংলাদেশ, এবং অন্যান্য যারা বাহির থেকে এসে গরু চুরি করছে, এমন কি কয়েকজন মেয়েও চুরি করে নিয়ে গেছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, কমলপুর গঙ্গানগরে যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা বাংলাদেশের লোকেরা করেছে। আর সেই মানুষদের প্রধানরা ধরে ধরে সিটিজেনশিপ কার্ড দেয়। আমার কাছে আনন্দ বাজার পত্রিকা আছে, এখানে দেখুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে পড়ছি—"বাংলাদেশী নাগরিকের ভারতীয় পর্শপোর্ট। এখানে বলা হয়েছে—"আগরতলা ১লা সেপ্টেম্বর, দুজন বাংলাদেশী নাগরিক সম্প্রতি কাছাড়ের করিমগঞ্জ ষ্টেশনে নেমে পুলিশকে বড় দ্বন্দে ফেলে দেয়। পুলিশ তাদের ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা দুটি ভারতীয় নাগরিকের সার্টিফিকেট দাখিল করে। সার্টিফিকেট দু'টি ত্রিপুরার জনেক গ্রাম প্রধানের স্বাক্ষরযুক্ত। তারা স্বীকার করেছে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। অথচ, ভারতীয় নাগরিকের পাশপোর্ট ও আছে। পুলিশ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছে। ত্রিপুরা সরকার বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক সার্টিফিকেট দেবার ব্যাপারে গ্রাম প্রধানদের দায়িত্ব দিয়েছেন। এতদিন জেলা কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট দেবার মালিক ছিলেন।" কাজেই, যারা গরু চোর, মেয়ে চোর, এখন যারা চুরি ডাকাতি করছে, বন্দুক দিয়ে খুন জখম করছেন, তারা বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। আর এই প্রধানরা তাদেরকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। এখন আমাদের এখানে দুই লক্ষ উদ্বাস্তু রয়ে গেছে, তাদের কোন জায়গা, টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। হাল চাষ করে বাঁচার মত কোন জায়গা তাদের দেওয়া যাচ্ছে না। এখনো উদ্বাস্তু আসছে। তাদের ডাকা হয় বলেই তারা আসে। কারণ, এলেই এখানকার সিটিজেনশিপ পাওয়া যায়। এখানে এলেই বামফ্রন্ট সরকার তাদের জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর এখানকার যারা মানুষ, এখানে যাদের জন্ম, আদিবাসী যারা এবং বাঙ্গালী যারা আছে তাদের জন্য কোন তদ্বির করা হচ্ছে না। আপনারা এখন খোঁজ নিয়ে দেখছেন কি যে, এখানকার যে ৫৮ হাজার বেকার আছে তাদের জন্য কি করা হয়েছে? চিন্তা করে দেখুন, কেন বাইরের লোক এনে সিটিজেনশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন? আর সিটিজেনশিপের অর্থ কি? সত্যিকারে যারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, সত্যিকারে যারা এখানে বসবাস করে-তাদের জন্যই সিটিজেনশিপের ব্যবস্থা। ১৯৭১ সালের পরে যারা এসেছে তারা এটা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এই সমস্ত গাঁও প্রধানরা পাইকারী হারে এটা দিয়ে চলেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় এর একটা প্রমাণ হয়ে আছে। কাজেই আপনার 'Inquiry' করে দেখুন। এই যে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে—এইটা সমর্থন করা যায় না, এবং এখানে পঞ্চায়েত বিলে আর একটা দেখতে পাচ্ছি-যে, Village force, not volunteer, but force,—এই কথা আছে। কাকে মারধোর করতে চায়---এইটা আমাদের আশঙ্কা হয়। এমনিতেই মারধোর সমানে চলছে। পুলিশ নয় Force, কাকে কখন মার ধোর করবে ঠিক নেই, এতে আমাদের ভয় হয়। কাজেই এই সম্পর্কে Security কি? আমরা Security feel করতে পারি না। আর এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবার বলেছেন যে যুব সমিতির লোকেরা বন্দুক নিয়ে কামান নিয়ে

আমেরিকার সাথে মিলে কি রকম একটা বিপ্লব করতে পারে। এতে বাঙ্গালী জনসাধারণ ভয় পেয়েছেন। কাজেই তারাও সি পি এম প্রধানদের সহযোগিতায় 'আমরা বাঙ্গালী' নামে একটা দল গঠন করেছেন, এই অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন আবার Force তৈরী হচ্ছে। কাজেই, এই করে কি অবস্থা হবে ত্রিপুরার মানুষ চিন্তা করতে পারছে না। এই Force এর হাতে কি বন্দুক থাকবে, কি কামান থাকবে, কি বোমা থাকবে, এটা ভালো করে লেখা নেই। কিন্তু বলা হয়েছে Force, Force বলতে আমরা বুঝি নিশ্চয়ই তার হাতে কামান-বন্দুক থাকবে। কাজেই এই সম্পর্কে আমরা Clarification চাই। তারপর, এই যে পঞ্চায়েৎ সমিতি, ব্লক লেভেল পঞ্চায়েৎ সমিতি, এটা করার উদ্দেশ্য হলো বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসে থাকার জন্যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের শাসন ক্ষমতা আরো শক্ত করার জন্য। এই উদ্দ্যেশ্যে তারা Force এপ্লাই করবেন। কাজেই, এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিলটি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, এটা সত্যি সত্যি একটা দুঃসাহসিক বিল। ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এই ধরণের একটি বিল এসেছে বলে আমাদের জানা নেই। দুঃসাহসিক এই জন্য বলছি, যে কথাটা বর্ত্তমানে সারা ভারতবর্ষে একটি জাতীয় ডিবেটে পরিণত হয়েছে, সেটা হচ্ছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। জনতা সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। অশোক মেহতা কমিটি। সেই কমিটির রায় প্রকাশিত হয়েছে, অল্প কয়েকদিন আগে। সেই রায় প্রকাশিত হবার আগেই এই বিলটি প্রকাশিত করা হয়েছে। আমরা খুশী হয়েছি, আমাদের বিলে আমরা যে রীতি অনুসরণ করেছি, এই কমিটি সেই রীতিটিকে সমর্থন করেছেন। যদিও আমরা কমিটির রায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নই। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের জন্য এটা স্বীকৃত হয়েছে। যে বিষয়ে অশোক মেহতা কমিটির সঙ্গে আমাদের মতান্তর আছে সেটা হচ্ছে ওরা অর্ধেক পথ যেতে চান, আমরা বহু পথ যেতে চাই। যদিও আমাদের বিলে তা পুরোপুরি আনা যায়নি তথাপি কিছুটা আনা হয়েছে। একটা প্রাথমিক স্তর হিসাবে, একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে এটা সার্থক করতে পারব আমরা আশা করছি। এবং সেই সঙ্গে আমরা এও আশা করছি, আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সংগঠনটিকে পুরোপুরি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সাফল্যমণ্ডিত করতে পারব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটাকে বলা হয়, দু'তলা। যেমন একতলা, দু'তালা, তিনতলা থাকে। পঞ্চায়েতে কোন কোন রাজ্যে একতলা, কোন কোন রাজ্যে দু'তলা, কোন কোন রাজ্যে তিনতলা আছে। এতদিন আমাদের রাজ্যে একতলা পঞ্চায়েৎ ছিল। অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েৎ ছিল। গ্রামের উপরে ছিল না। কেরালাতে দু'তলা পঞ্চায়েৎ, আর পশ্চিম বঙ্গে তাঁরা তিন তলা পঞ্চায়েৎ করার চেষ্টা করছেন। কেরালার জনপ্রতিনিধিরা বলছেন যে, তাদের দু'তলা পঞ্চায়েৎ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। আমাদের রাজ্য অতি ছোট। এই ছোট রাজ্যে দু'তলা পঞ্চায়েৎ করার আমরা চেষ্টা করছি। এই পঞ্চায়েৎ, যা আমরা এখানে গঠন করব সেটা হবে ব্লক পঞ্চায়েৎ। বিগত দিনেও এই রকম ছিল। যার নাম ছিল বি, ডি, সি, অর্থাৎ ব্লক ডেভলাপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই ব্লক ডেভলাপমেন্ট কমিটির চেহারা কি ছিল? চেহারা ছিল কিছু পঞ্চায়েত প্রধান অধিকাংশ হচ্ছে হয় আমলা-কর্মচারী নতুবা ঐ শাসক গোষ্ঠীর পেয়ারের

লোক নমিনেটেড কারণ ভোটে তাঁরা আসেননি এবং কাজ ছিল রাবার ষ্ট্যাম্প করা অর্থাৎ আমলা কর্মচারীরা যা লিখে নিয়ে যেত সেটার উপরে বি, ডি, সির একটা রাবার ষ্ট্যাম্প বা ছাপ মেরে দিতে হবে তারপর ঐ সমস্ত আমলা-কর্মচারী বা পেয়ারের লোকরা গিয়ে বলতেন যে এটা বি, ডি, সি থেকে পাশ হয়ে এসেছে। কয়টা জলের কল হবে সেটা বি, ডি, সি ঠিক করবে না, জলের কল এলো দিল্লী থেকে, কোথায় বসবে তাও এই বি, ডি, সি ঠিক করলো না, সেটা ঠিক করলেন বি, ডি, ও, সায়েব এবং বি, ডি, ও, সায়েব বি, ডি, সিকে গিয়ে বললেন যে এই আমরা ঠিক করেছি আপনারা পাশ করে দিন, সেই সময়ে মেম্বাররা উপস্থিত না থাকলে আমলা-কর্মচারীরা অনেক সময় লিখে দিতেন যে এটা বি, ডি, সি, থেকে অনুমোদিত। সেই বি, ডি, সি'ও আতংকে তারা অনেক জায়গায় গড়ে তোলেন নি। যেখানে দেখেছেন শাসক-গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা নেই, বি, ডি, সি'র হাতে থাকবে, অধিকাংশ পঞ্চায়েত শাসক গোষ্ঠীর হাতে নেই, সেখানে তাঁরা পঞ্চায়েত গঠন করেন নি। যেমন তেলিয়া-মুড়াতে কোন পঞ্চায়েত গঠিত হয় নি। কাজেই পুরানো দিনের সেই নিয়ম-কানুন থেকে আমরা ফিরে আসতে চাচ্ছি, আমরা এমন একটা কমিটি করবো যেখানে মনোনীত মেম্বারদের চিহ্নমাত্র নেই, আমলা-কর্মচারীদের চিহ্নমাত্র নেই, প্রত্যেকটা মেম্বার নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এখানে আমি অনুমান করেছিলাম হয়তো এই সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব আসবে যে, বি, ডি, সি'র ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মধ্যে যদিও তপশীলি উপজাতির লোক অনেক আসবে কিন্তু তপশীলি জাতির লোক নাও আসতে পারে তার জন্য একটা প্রভিশান থাকা দরকার এবং সেই বিষয়টা এই রকম হওয়া উচিত যে, যদি দেখা গেল প্রধানদের মধ্যে কেউ তপশীল প্রধান নেই, তপশীলি জাতির লোক নেই বা তপশীলি উপজাতির লোক নেই, তাহলে পর যাতে কমপক্ষে অন্ততঃ দু'জন তারা আসতে পারে এই রকম একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। কোথা থেকে আসবে? তখন প্রধানরা মেম্বারের মধ্যে থাকবে কারণ তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে কাজেই সেই সংরক্ষিত আসন থেকে তপশীলি জাতি এবং উপজাতির মেম্বাররা পঞ্চায়েত সমিতিতে আসতে পারে সে জন্য একটা ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন আমরা অনুভব করছি বলে হয়তো এই সম্পর্কে একটা সংশোধনী প্রস্তাব আসবে আমরা আশা করেছিলাম। এই যে ডিসেন্ট্রেলাইজেশান বা বিকেন্দ্রীকরণ; তার কাজ হচ্ছে এক দিকে প্ল্যানিং এটাকে বলে মাইক্রো প্ল্যানিং, মাইক্রো মানে ছোট। প্রথমে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েতের পর একটা এলাকা ভিত্তিক তারপর হচ্ছে রাজ্য ভিত্তিক তাহলে হচ্ছে পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্ল্যানিং, রাজ্য ভিত্তিক প্ল্যানিং এবং এলাকা ভিত্তিক প্ল্যানিং ঠিক তেমনি ইম্প্লিমেন্টেশ্যান অব প্ল্যান সেটা রাজ্য এবং ব্লকের মাধ্যমে ব্লক, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পঞ্চায়েত এর নামই হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা। আমরা এটা যেন মনে রাখি যে, এর যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে আগেকার কাজ করা আর এখনকার কাজ করার মধ্যে পার্থক্য হবে, যা কিছু সুযোগ সুবিধা আগে দেওয়া হতো সেটা সমাজের অল্পকিছু লোক পেত কারণ তখন কোন গণতন্ত্র ছিল না বা সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র যাকে বলে সেটা ছিল তার ফলে গ্রামের মধ্যে গরীব অংশের যে লোক তারা সংখ্যায় বেশী হলেও তাদের মত কার্য্যে পরিণত হত না। মাননীয় সদস্য হয়তো এই জন্যই আতংকিত যে তারা সংখ্যায় বেশী, তারা কথা বলতে গেলে তাদের মুখ দিয়ে কথা

বলতে হবে কারণ তারা তো বি, এ, পাশ না বি, ডি, ও, সায়েবের মতো। কাজেই যদি তারা গণতন্ত্র মানে তাহলে তাদের কথা যাতে বি, ডি, ও সায়েব শুনেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে এই জন্য যে এ দেশে তারা নিরক্ষর লোক তাদের কথা মত বি. ডি, ও সায়েবকে কাজ করতে হবে। তাতে আতংকিত হচ্ছেন কারা? ঐ ৫/৭ জন লোক যারা বি, ডি, ও, সায়েবকে পকেটে রেখে চলছিলেন এবং সমস্ত টাকা পয়সা খাচ্ছিলেন তাঁদের ভয় যে, সর্বনাশ হয়ে গেল বি. ডি, ও সায়েবের কথা শুনবেন না, এখন তো বলকের সিদ্ধান্ত মতো কাজ হবে। হ্যাঁ তা তো হবে, তাহলে কি করা যায়! কারণ দিনের পরিবর্তন হয়ে গেছে, ওখানে বলা আছে যে এই বি, ডি, ও, সায়েব চেয়ারম্যানের কথা মতো চলতে হবে, ভারতবর্ষের কোথাও এই রকম নিয়ম নেই, এতো দেখছি ইংরেজ আমলের মতো কথা বলছেন যে তোমরা "শিক্ষিত হও নি" তাই আমরা রাজত্ব করবো, মাননীয় সদস্য হরিনাথ বাবু কি এই রকম কথাই বলছেন, ইংরাজরা যেমন বলতেন যে ভারতবর্ষের লোক মূর্খ তাই আমাদের শ্বেতাঙ্গদের রাখতে হবে কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের রাখারতো দরকার নেই কারণ আমরা মূর্খ কাজেই মূর্খ হয়েই চলবো। গণতন্ত্র কি? আপনি চেয়ারম্যানকে সরাতে পারেন কারণ চেয়ারম্যানকে সরাবার ব্যবস্থা এখানে আছে, যদি চেয়ারম্যান জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এখানে কথা বলেন তাহলে পরের দিনই চেয়ারম্যানকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে কিন্তু সবাই মিলে চিৎকার করলেও বি, ডি. ও সায়েবকে সরাতে পারবেন না। বি, ডি, ও সায়েবকে কেন? একটা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকেও সরাতে পারবেন না, এমনকি একটা চৌকিদারকেও সরাতে পারবেন না কারণ গণতন্ত্র কি সেটা তো বুঝতে হবে? গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া, আমলা কর্মচারী-দের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে যারা গরীব অংশের মানুষ, শতকরা ৮০ জন তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া এই জন্যই আমরা বলছি একটা দুঃসাহসিক কাজ আমরা করতে যাচ্ছি কারণ এটাই আগামী দিনের কাজ গণতন্ত্রের মধ্যে সেই ক্ষমতাগুলির ব্যবহার গরীব মানুষ করতে পারবে। যতদিন দেশের মধ্যে ধনতন্ত্র থাকবে ততদিন এত সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করার পরও গরীব মানুষ তাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না সে কথাও আমরা জানি তবে তাদের সাহস সঞ্চার হবে। তখনই তারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারবে। সেজন্য আমরা মনে করি যে, সোসালজাস্টিস্ যেটা পাওয়া দরকার তার ব্যবস্থা এর মধ্যে আছে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে. পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কিভাবে আমরা বিকেন্দ্রীকরণ করবো তার জন্য আলাদা বিল আসবে, তাই এই সম্পর্কে আমরা কিছু বলছি না, কিন্তু এখানে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে তার দু একটি আমি বলছি। আমি দেখছি মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত নেই, ফোর্স তো এখানেই লেখা আছে তখন তো চিৎকার করেন নি? কারণ তখন তো কংগ্রেসের হাতে ফোর্স ছিল কাজেই কংগ্রেসের হাতে যতক্ষণ ফোর্স ছিল ততক্ষণ ওটা খুব ভাল ছিল। এই আইনটা পড়ে দেখুন, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য আশা করি পড়ছেন, ত্রিপুরা পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট বিল ইত্যাদি ফোর্স তো কোন নূতন কথা নয়। ফোর্স করতে তো বলা হয়নি, নাও করতে হতে পারে কিন্তু ধরুন বর্ডার এলাকায় একটা পঞ্চায়েত এলাকা আছে এবং সেখানে গরু চুরি হচ্ছে তার জন্য আমি সেখানে একটা ভলেনটিয়ার বাহিনী তৈরী করে গরু চোরদের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম, তাতে কি কারও আপত্তি থাকবে?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— খুব ভাল কথা, এটার দরকার আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমি শুনে খুশী হলাম যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলছেন এটার দরকার আছে। কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, কিভাবে দেওয়া হবে। মাননীয় সদস্য বলছেন যে গ্রামের মেম্বারদের দেওয়া হচ্ছে না, ব্লকের মেম্বারদের দেওয়া হচ্ছে কেন দেওয়া হবে না? আমি তো গ্রামের মধ্যে কাজ করছি। ব্লকের তো একটা আলাদা এলাকা, তার জন্য হয়তো আমাকে যানবাহন ব্যবহার করতে হবে এবং ঘুরাঘুরি করে কাজ করতে হবে।

তারপর মাননীয় সদস্যরা সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা বলেছেন। পঞ্চায়েত প্রধান তো নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দিতে পারেন না। নাগরিক সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের একটা আইন আছে। সেই আইনানুযায়ী পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে মেজিস্ট্রেট নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দিতে পারেন। একটা ছাত্র ক্লাশ নাইনে ভর্তি হবে, তার নাগরিকত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। অথচ তাকে ঘুরতে হয় একটা সার্টিফিকেটের জন্য। উনারা কি চান যে সে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াক কোথায় একজন গেজেটেড অফিসার আছেন, কোথায় একজন এম. এল. এ. আছেন? তার ঘুরে বেড়াবার দরকার নাই। তার গাঁও প্রধানই বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমি দায়িত্ব নিলাম, এই লোকটি এই দেশের নাগরিক। একটা লোক যদি চাকরি পায়, তাহলে পর নাগরিক সার্টিফিকেট এম. এল. এ. থেকে আনতে হবে। এই সব আইন কানুন যত কম করা যায়, ততই ভাল। এ সম্পর্কে আমরা ক্যাবিনেটে আলোচনা করছি এবং আমরা বলেছি—যত কম সার্টিফিকেট দিয়ে করা যায়, তার চেষ্টা করা হউক। এবং তার জন্য একটা কমিটিও করা হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে কত পরিমাণ সার্টিফিকেট দিতে হয়। পরিবারে কত আয় আছে, সে নাগরিক কিনা ইত্যাদি। গ্রামের প্রধানরা এই সব সার্টিফিকেট দিতে পারেন, এতে কোন অন্যায় নাই। কিন্তু নাগরিক তারা দিতে পারেন না। নাগরিকত্ব দিতে হলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ইনকোয়ারী করতে হবে। এবং এই ব্যাপারে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে একমত যে—অত্যন্ত কড়াকরি করা দরকার যাতে বাইরে থেকে যারা প্রতিনিয়ত আসছেন তারা যেন নাগরিকত্ব না পেতে পারে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আশা করব, এই যে নূতন প্রচেষ্টা চালিয়েছি তাতে মাননীয় বিরোধী দলের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা পাব এবং আর একটি সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। সেটা হচ্ছে—গণ সংগঠনের সহযোগিতা আমরা গ্রহণ করব। পঞ্চায়েত একটি নির্বাচিত কমিটি। যেমন—মিউনিসিপ্যালিটি একটি কমিটি, বিধানসভা একটি কমিটি। তার নীচে অনেক শত শত লোক আছে, যারা পঞ্চায়েতের মেম্বার না, কিন্তু পঞ্চায়েতকে সাহায্য করতে আগ্রহী। সে সমস্ত ভূমিহীন কৃষক, জুমিয়া, উপজাতি কৃষক, অউপজাতি যুবক, ছাত্র যুবক এই সমস্ত যে সংগঠন আছে, তাদের সহযোগিতা যাতে আমরা পাই, তারও একটা ব্যবস্থা এর মধ্যে থাকা দরকার। এবং আশা করি সংশোধনের প্রস্তাবের মধ্যে সে বিষয় থাকবে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য পঞ্চায়েতই যথেষ্ট নয়, পঞ্চায়েতের নীচে আরও গণ সংগঠন রয়েছে, সে সমস্ত সংগঠনের

সহযোগিতা আমরা চাই, এই পঞ্চায়েত কর্মসূচীকে রূপায়ণ করার জন্য। আমি আবার এই হাউসের বিরোধী দলের সদস্য এবং হাউসের বাইরে যে সমস্ত দল আছে, যে সমস্ত মতের লোক আছেন, তাদের কাছে আমি আবেদন করছি, এই পঞ্চায়েত রাজ আইন কার্য্যকরী করতে এবং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিকে সক্রিয় করতে তাদের সকলের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার এই পঞ্চায়েত বিলের উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। সুতরাং আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না। ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট একটা মূল লক্ষ্য নিয়ে সরকার গঠন করেছেন। সেই লক্ষ্য হচ্ছে অধিকার, মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানুষের মৌলিক অধিকার কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। সেই সমস্ত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে কার্য্যে রূপ দিতে হলে, তার মিনিমাম একটা কর্মসূচী নিশ্চয়ই থাকা প্রয়োজন এবং সে কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে গেলে তার একটা সংস্থান থাকা চাই। যেমন---আমরা এই বামফ্রন্ট সরকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজে, অনেক সৃষ্টিমূলক কাজ করার জন্য অগ্রসর হয়েছি। সে কাজগুলি আমরা কিভাবে পরিচালিত করব, কিভাবে রূপায়িত করব তার একটা মিনিমাম প্রোগ্রাম আছে। আমরা নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমরা বামফ্রন্ট সরকারে গেলে, অন্ততঃ পক্ষে সম্যক সমস্যার সমাধান না করতে পারি, ধীরে ধীরে আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে এই সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। কারণ আমরা জানি বর্ত্তমান বোর্জোয়া শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, দেশের মূল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই বলে কি আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব ? কাজেই আজকে বামফ্রন্ট সরকার চায় যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যায়। শিক্ষার ভিতর দিয়ে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ভিতর দিয়ে, তার জীবন জীবিকার ভিতর দিয়ে যাতে মোটামোটি একটা গেরান্টি আমরা সৃষ্টি করতে পারি, যেখানে সে তার অধিকারকে প্রয়োগ করতে পারবে, তার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। কারণ সে তো আর দৈনন্দিন মন্ত্রীদের কাছে, এম. এল, এ, দের কাছে, এস. ডি. ও, বি, ডি. দের কাছে যেতে পারবে না, কাজেই তার বক্তব্য বলার ক্ষেত্র হচ্ছে পঞ্চায়েত। যে পঞ্চায়েতকে জনসাধারণ নির্বাচন করেছে। যে ৯।১০।১১ জন মেম্বার নিয়ে আমরা পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করছি, তার পরিচালনায় থাকছে প্রধান। বিগত দিনে যারা পঞ্চায়েত প্রধান হতেন তারা কি করতেন ? সে খয়রাতি সাহায্যই হোক, টেষ্ট রিলিফের কাজই হোক, দাদনের কাজই হোক সেগুলি বাটোয়ারার হিসাবে আগে হোত প্রধান, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, পঞ্চায়েত একস্টেনশান অফিসার, বি. ডি. ও ইত্যাদির মধ্যে।

এস, ডি, ও বাটোয়ারা করার পর, গ্রামের মানুষকে দাদন, খয়রাতি ইত্যাদি যে দেওয়া হত, তার কোন হিসাব নাই। কিন্তু আজকে সেই রকম অবস্থা করার একটু মুস্কিল আছে। আমি এই কথা বলতে পারি যে কাজের পরিবর্ত্তে যে কাপড় আমরা

দিচ্ছি, সেখানে আমরা ৫০টা শাড়ী আর ৫০টা ধূতি বিলি করব, আজকে যাদের স্বাভাবিক ভাবে শাড়ী অথবা ধূতি ব্যবহার করার মতো অবস্থা নেই, তাদের জন্য আমরা এই প্রভিশনটা করেছি। আমরা ত্রিপুরার মানুষের জন্য ১ লক্ষ টাকা একটা প্রভিশন করেছি, যাতে তাদের মার্কিন কাপড় দেওয়া যায়। সেখানে চুরি করার কোন ব্যবস্থা আছে কি? আর যদি কেউ চুরি করে, তাহলে আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে তার একটা হিসাব আছে, আবার বি, ডি, ওর কাছেও একটা হিসাব আছে, তাছাড়া আমাদের যে গ্রাম প্রধান আছে, তার কাছেও হিসাব আছে। কাজেই হিসাবের মধ্যে কোন গড়মিল হবে না। আর আমরা যে টাকাটা প্রভিশন করেছি, তার মধ্যে হিসাবের গড়মিল করার কোন ব্যবস্থা আছে কি? নেই। কিন্তু আগে এটা হত, আগে গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যরা জানতো না, যে গ্রামের মধ্যে কোথায় কি হচ্ছে। টিউব-ওয়েলের পাইপ চুরি করেছে, কিন্তু সেই চোর ধরবার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আজকে আমরা সেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে সেই ক্ষমতা দিয়েছি। আর তাই আমরা বলতে পারি যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী প্রতিফলিত হবে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে। কাজেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্য সরকারের মধ্যে একটা যুগসূত্র গড়ে তুলতে হবে, আর এই যুগসূত্রের নাম আমরা রেখেছি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি। এখানে এই বিলে অনেকগুলি ধারা উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং সেই ধারাগুলিকে আমরা পুঙখানোপুঙখরূপে বিচার করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের জন্য যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ আছে, সেগুলিকে নিয়ে অগ্রসর হতে পারি, তারই একটা চেষ্টা এই বিলের আসল উদ্দেশ্য। কারণ আমরা জানতাম এবং আমরা আগের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে গ্রামের মধ্যে একটা ভিলেজ ডিফেন্স কমিটি পর্য্যন্ত গঠন করার কোন অধিকার ছিল না। এখন পর্যন্ত কোন কোন সাব ডিভিশন এলাকায় এস, ডি, এমের কাছে তাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি কেস পেণ্ডিং পড়ে আছে। তারা কি করেছিল? না তারা চোর ধরেছিল এবং এই চোর ধরার সংগে যোগসাজস করে যারা ভিলেজ কমিটিতে ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আসামীর কেস বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বলতে গেলে উল্টো ডিফেন্স কমিটির লোকদের হয়রাণি করা হয়েছে। কিন্তু আজকে যদি ভিলেজ ডিফেন্স কমিটি হয় বা ভিলেজ ভলিনটিয়ার্স ফোর্স হয় এবং যদি আমরা তাকে আইনতঃ বিচার করি, তাহলে নিশ্চয় তাদেরকে আর চোর ধরে দেওয়ার জন্য হয়রাণি হতে হবে না। আর সে জন্যই আজকে আমরা এই প্রভিশনটা রেখেছি যে ভিলেজ ভলিনটিয়ার্স ফোর্স থাকার দরকার আছে। এটা আজকে শুধু ব্লক এলাকায় কেন, বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যদি কোন নাশকতামূলক কাজ হয় বা সমাজদ্রোহী মূলক কাজ হয় তাহলে সেগুলি কে দেখবে, আর কে বা দমন করবে? কারণ এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে আপনারা ফোর্স তৈরী করে কি করবেন? তাতে আমার মনে হয় তারা ফোর্সের কথা শুনে যেন একটু আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি বলব, বন্ধুগণ, আপনাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই। আমি বলতে পারি এই যে আমাদের ফোর্স, এটা শুধু সি, পি, এমকে মাথায় তুলে নাচবে না এবং তা যদি হয়, তাহলে আমরা এটাকে কোন মতেই সমর্থন করব না। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আমি এই কথা বলতে পারি যে যারা উপজাতি উন্নয়নের নামে

নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত বা সমাজদ্রোহী কাজে লিপ্ত হবেন, তাদেরকে নিশ্চয় আমাদের গ্রামের মধ্যে যে ভলিনটিয়ার্স বাহিনী রয়েছে, তারা বরদাস্ত করবে না। (অপজিশান বেঞ্চ—আমপুরায় কি হয়েছিল ?) আমপুরায় কি হয়েছিল, আমি জানি না। আমপুরা সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছেন। যা হউক আমি অতীতের ইতিহাস এখানে টেনে আনতে চাই না। বর্তমান সময়ে যে কাজ হচ্ছে, সেটাই আমি এখানে বলতে চাই। কাজেই আমি মনে করি আমাদের ছোট ছোট গ্রামগুলিতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে যে শিক্ষক রয়েছেন তাদের আমরা সরকার থেকে বেতন দিচ্ছি এবং সেই বেতন দিয়ে তারা শুধু সিনেমাই দেখবে না বা তাসই খেলবে না, গ্রামের ছেলেদের প্রকৃত ভাবে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং সেটা পরিচালনা করবেন, আমাদের ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত। তাই আমি আবারও অনুরোধ করি আমার যে বিলটা হাউসের সামনে আছে, সেটা গৃহীত হউক।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য, সমর চৌধুরী মহাশয়কে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী —স্যার, আমার ৩টি এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে। আমি এখন সেগুলি এক এক করে হাউসের সামনে মুভ করছি।

I beg to move the amendments noted separately, in clause 5 of the Tripura Block Panchayat Samity Bill, 1978 (Tripura Bill No. 15 of 1978):

Amendment :— (1) In section 5 of the Bill No. 15 of 1978 after (ii) add a new sub-section as sub-section (iii) which runs thus :—

"A Block Panchayat Samity shall coopt a maximum of two members, from among the Scheduled Tribe and Scheduled Caste members of the Gram Panchayats under that Block Panchayat Samity Area, in a manner prescribed, if Scheduled Tribes and Scheduled Castes remain unrepresented in the Samity. The status, rights and privileges of such coopted members will be the same as are enjoyed by other members of the Samity under the Act."

(2) In sub-section (c) of the Section 15 of the Schedule of the Tripura Block Panchayat Samity, Bill, 1978 ;—

after the word "tribes" in the second line, the words "and Scheduled Castes" be added.

(3) In section 16 after the sub-section 5 under the Schedule (Section 10) of the Tripura Block Panchayat Samity Bill, 1978 add a new sub-section as sub-section (c) which runs thus :—

"(6) Promotion of cooperation from voluntary organisations for implementation of plans and programmes" and the sub-section (c) be renumbered as section (7).

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। ১ নং ধারা থেকে ৪ নং ধারার উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব নাই, কাজেই আমি এখন এই ধারা-গুলি ভোটে দিচ্ছি।

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হল যে বিলের অন্তর্গত ১ নং থেকে ৪ নং ধারা পর্যন্ত বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি সর্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গণ্য হল)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হল যে বিলের অন্তর্গত ৫ নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক---সংশোধিত ধারাটি নিম্নরূপ :---

5. "(iii) A Block Panchayat Samity shall coopt a maximum of two members, from among the Scheduled Tribe and Scheduled Caste members of the Gram Panchayats under that Block Panchayat Samity Area, in a manner prescribed, if Scheduled Tribes and Scheduled Castes remain unrepresented in the Samity. The status, rights and privileges of such coopted members will be the same as are enjoyed by other members of the Samity under the Act."

(উক্ত সংশোধিত ধারাটি সর্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গণ্য হল)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হল যে বিলের অন্তর্গত সিডিউল এর ১৫ নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক—সংশোধিত ধারাটি নিম্নরূপ :-

15. "(c) Protection of interest of the Scheduled Tribes & Scheduled Castes."

(উক্ত সংশোধিত ধারাটি সর্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গণ্য হল।)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হল যে বিলের অন্তর্গত সিডিউল এর ১৬ নং ধারাটি

সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক--সংশোধিত ধারাটি নিম্নরূপ ঃ-

16. "(6) Promotion of cooperation from voluntary organisations for imple entation of plans and programmes", and the sub-section (7).

(উক্ত সংশোধিত ধারাটি সর্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গণ্য হল।)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হল যে বিলের অন্তর্গত ৫ নং থেকে ৪৭ নং ধারা পর্যন্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি সর্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গণ্য হল)

এখন হাউসের সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের অনুসূচীটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের অনুসূচীটি সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত বিলের অংশরূপে গণ্য হল)

এখন হাউসের সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত বিলের অংশরূপে গণ্য হল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো 'ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নম্বার অব ১৫ অব ১৯৭৮ ইং) পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি 'দি ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৫ অব ১৯৭৮ ইং)' পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, দি 'ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিস বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৫ অব ১৯৭৮ ইং) পাশ করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি পাশ করা। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো 'দি ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিস বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৫ অব ১৯৭৮ ইং) (বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়)

GOVERNMENT RESOLUTION
MOVING OF A RESOLUTION FOR ESTABLISHMENT OF SEPARATE HIGH COURT

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো সরকারী প্রস্তাব। প্রস্তাবটি হলো "That this House resolves that a separate High Court be established for the State of Tripura and till such a High Court is established a permanent Bench of the Gauhati High Court be established at Agartala immediately and that the Government of India may take necessary steps in this regard". আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হলো "That this House resolves that a sepaiate High Court be established for the

State of Tripura and till such a High Court is established a permanent Bench of the Gauhati High Court be established at Agartala immediately and that the Government of India may take necessary steps in this regard". মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমি যে প্রস্তাবটি এনেছি সেটি ত্রিপুরার জনসাধারনের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে দাবী উঠেছে সেই দাবীটিই এখানে প্রতিফলিত করতে চাইছি। আমাদের এখানে হাই কোর্ট না থাকার ফলে ছোট ছোট কাজের জন্য আমাদেরকে গৌহাটিতে যেতে হয়। যেমন একটা রিট পিটিশন, একটা স্টে অর্ডার, একটা ইনজাংশান জারি করা ইত্যাদি এই ছোট ছোট কাজের জন্য গৌহাটিতে প্লেনে যেতে হয়। সেখানে থাকার জায়গা নেই। হোটেলের খরচ যথেষ্ট ব্যয় সাধ্য। আমাদের দেশে এই অঞ্চলের গরীব মানুষের পক্ষে এটা যথেষ্ট অসুবিধার কারণ। এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে আমাদের ত্রিপুরার মানুষ মুক্তি চায়। এটা সংবিধানের ব্যবস্থা যে বিচারের সুযোগ আমাদের মানুষকে দিতে হবে এবং সে দিক থেকে দীর্ঘদিন যাবত সরকারী পর্যায়ে বলা হচ্ছে, কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী-তাঁর সংগে দেখা করেছি এবং এর আগেও দেখা করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত এ সব দেখা সাক্ষাত ফলপ্রসূ হয় নি। সে জন্য মন্ত্রীসভা প্রয়োজন মনে করছে এই বিধান সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে এবং সেটা পরে চলে যাবে ১৭ লক্ষ মানুষের কাছে। কাজেই ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সরকারের উচিত এখানে হাইকোর্টের ব্যবস্থা যাতে হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া। মাননীয় ডিপুটি স্পিকার স্যার, এখানে হাই কোর্টে যে মামলা জমে আছে, তার সংখ্যা হল ৫৪৪টি। যার মধ্যে ৪০৭টি সিভিল এবং ১৩৭ টি ক্রিমিনেল। এই মামলাগুলি দীর্ঘকাল যাবত ঝুলছে। গৌহাটি কোর্টের কাজের সময়, এত অল্প সময়ে এখানকার অ্যাডভোকেটরা প্রস্তুত হতে পারেন না, যার ফলে অনেক মামলার যে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য যে প্রস্তুতির দরকার, সে প্রস্তুতি তারা নিতে পারেন না। এতে মামলা কম শেষ হচ্ছে। আমাদের এখান থেকে যারা গৌহাটিতে যান এমন কি অ্যাডভোকেট জেনারেল, তাঁর মত লোকও সারকিট হাউসে জায়গা পান নি। হোটেলে ব্যয় সাধ্য এবং আমাদের সরকারের পক্ষেও ব্যয় সাধ্য। আমার বক্তব্য বাড়াব না। আমি আশা করছি এই প্রস্তাব সম্পর্কে হাউসের সমর্থন পাব। নর্থ ইস্টার্ণ এরিয়ার রিঅর্গেনাইজেশন যে অ্যাকট, যে সব ধারা সেখানে আছে, প্রয়োজনে সেগুলি সংশোধন করে এখানে আলাদা একটা হাই কোর্টের প্রয়োজন। সিকিমের মত রাজ্য যদি হাই কোর্ট পেতে পারে, তাহলে এখানেও হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেপারেট হাইকোর্ট হচ্ছে, অন্ততঃ এখানে একটা স্পেশিয়েল বেঞ্চ গঠিত হোক এবং সেজন্যই এই প্রস্তাব আমাদের এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে চায়। আমি আশা করি এটাকে এই হাউস সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াং :--- মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমরা সে প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :-- মাননীয় ডিপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই প্রস্তবকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ

মানুষ এতদিন ধরে হাই কোর্টের বিচার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। কারণ সামান্য কাজের জন্য-যেমন একটা রিট পিটিশন, একটা স্টে অর্ডার করার জন্য আমাদেরকে গৌহাটি যেতে হয়। এটা একমাত্র সম্ভব হয় যারা ধনী লোক তাদের পক্ষেই। এখন পর্যন্ত দেখা গেছে হাই কোর্টে পেনডিং আছে ত্রিপুরার ৫৪৪ টি কেস্। তার মধ্যে ৪০৭ টি সিভিল আর ১০৭ টি ক্রিমিনেল কেস। আজকে পর্যন্ত সে নম্বার হয়তো সাতশোতে পৌঁছে গেছে। এতদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার যেসব অজুহাত দেখিয়ে এসেছেন যে সেখানে কেস্ কম, কিন্তু সিকিমে যেখানে এখানের চেয়ে কেস্ কম আছে অথচ তারা হাই কোর্ট পেয়েছে। স্বাধীন দেশে বিচার পাওয়াটা মানুষের মৌলিক অধিকার। সংবিধানের আর্টিকেল ৩৯ এ অনুসারে ভারতবর্ষের মানুষ বিচার পাবে। নর্থ ইস্টার্ণ রিঅর্গেনাইজেশন অ্যাকট, এটা বিগত কংগ্রেস সরকার তৈরী করেছিলেন। তারা ৫টা states কে একটা হাই কোর্ট দিয়েছেন। যার জন্য আজকে ত্রিপুরার মানুষ নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার মানুষ বিচারের সুযোগ পায় নি। আইনগত দিক থেকে তাদের যে অধিকার, সেটা তারা ভোগ করতে পারেনা। গৌহাটি যেতে হলে প্লেনে চড়ে যেতে হয়, আর ট্রেনে দুইদিন লাগে। ধর্মনগরে যেতে একদিন। সব মিলিয়ে লাগে তিন দিন। সুতরাং সেখানে থাকার সমস্যা দেখা দেয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই প্রস্তাব বিচারের ব্যাপারে ত্রিপুরার মানুষ যাতে আরো সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তারই জন্য, কাজেই আমি সর্বন্তকরণে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি এখন মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত "that this House resolves that a separate High Court be established for the State of Tripura and till such a High Court is established, a permanent Bench of the Gauhati High Court be established at Agartala immediately and that the Government of India may take necessary steps in this regard. "প্রস্তাবটি আমি পাশের জন্য ভোটে দিচ্ছি।

(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল।)

কন্সিডারেশন অফ দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড—

ট্যাক্স বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১৮ অব ১৯৭৮ ইং)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল :— "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিলনম্বার ১৮ অব ১৯৭৮ ইং)" এর বিবেচনা। আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নম্বার ১৮ অব ১৯৭৮ ইং) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "দি ত্রিপুরা লাণ্ড ট্যাক্স বিল ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১৮ অব ১৯৭৮ ইং)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় মন্ত্রীকে এই বিলটির উপর আলোচনার কিছু থাকলে করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ--- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বিলটিকে উত্থাপন করতে গিয়ে বিলের কতকগুলি বিশেষ দিক উল্লেখ করতে চাই এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে এই বিল আনা হয়েছে তারও উল্লেখ করতে চাই। আপনারা জানেন, ত্রিপুরা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রাজস্ব ধার্য্যের যে প্রসেস, তা দীর্ঘ কাল থেকে চলে এসেছে। ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সেই মান্ধাতা আমলের যে সিদ্ধান্ত, তা আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে এই রাজস্ব প্রথা সংশোধন করার জন্য প্রগতিশীল কোন কোন রাজ্য সরকার কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। ঐতিহাসিক কারণে ভূমি রাজস্ব ট্যাক্স হলেও, তা ট্যাক্স বলে গণ্য হয় নাই। ভূমির মালিক ও কৃষক সম্প্রদায়েব-এর উপর এই ভূমি রাজস্ব যে ভাবে ধায্য হয়েছে সে সম্পর্কে প্রগতিশীল দুনিয়ায় যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এক কথায় বলতে গেলে বর্ত্তমানে যে ভূমি রাজস্বের ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা হল, এই রাজস্ব হারটা সমভাবে প্রযোয্য প্রতি কাণি থেকে। এক জন লোকের যদি এক কাণি জমি থাকে, তার রাজস্ব আয় ধার্য্য হয়েছে ভূমি আয় করের একটি হিসাব ভিত্তি করে। কিন্তু সেই হিসাবের ভিত্তিতে একজন এক কাণি জমির মালিক তাকে যদি এক টাকা দিতে হয় কাণি প্রতি, আর একজন, যিনি দ্রোন জমির মালিক, তাকে দিতে হয় ১৫ টাকা এইখানে যে এক টাকা ধার্য্য হয়েছে, তার আয়ের উপর ভিত্তি করে। আর ১৫ কাণি জমি যার আছে তার আয়ের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নাই। এইজন্য এই বিলটি কার্য্যকরী করা উচিত। কারণ, সমাজে সমাজতান্ত্রিক প্রভাব আজ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। গ্রামের যারা বড়লোক, জমিদা,র জোতদার, বিভিন্ন বিধানসভার বলে, কেন্দ্রের পার্লামেন্টের সেখানে সর্বদাই বড় বড় ভূস্বামীসের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। অনেকদিন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমান পরিস্থিতির মাধ্যমে পুঁজিপতিদের চাপে সময়ে সময়ে এই অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন করার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু সেই সুপারিশ কার্য্যকরী করা হয় নি। আজকে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার হওয়ায় ফলে যদিও আমরা জনসংখ্যা হিসাবে খুবই কম, কিন্তু যে শক্তি আজকে এইখানে রাজ্য সরকারের পরিচালনায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তারা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটু আগে একটা বিল পাশ হয়ে গেল পঞ্চায়েত সম্পর্কে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টতই বলেছেন, এই বিলকে বলা যায় সম্পূর্ণ নূতন এবং সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আইনগত ভাবে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত সেটা সর্বপ্রথম। আমরা এতখানি আশা করতে পারি না। কারণ, আমাদের এই বিলটি হওয়ার আগে এই ধরণের একটি বিল পার্লামেন্টে হয়েছে। রাজস্বের হার কম বলে ভূমির মালিক ও কৃষক সম্প্রদায়কে অন্য ভিত্তিতে যুক্ত রাখার তুলনায় কম পরিমাণ রাজস্ব দিতে হয়। রাজস্বের হার সমভাবে প্রযোয্য নয় বর্ত্তমান ব্যবস্থার মধ্যে। উপরোক্ত কারণে বিভিন্ন রাজ্যে জমির উপর নানা ধরণের ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়েছে।

কোথাও খাজনা, কোথাও ট্যাকস্, কোথাও বা কৃষি ইনকাম ট্যাকস্ প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। এইরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থার অনেক সমস্যা আছে যেমন কৃষি ইনকাম ট্যাকস্ শুধু মাত্র অল্পসংখ্যকসম্পন্ন কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই ট্যাকসের ব্যবস্থা এইরূপ যে তা সমস্ত প্রকার হোল্ডিং এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। ইনকাম ট্যাকস্ নিরূপণ বিষয়টিও জটিল, এই সমস্ত বিবেচনা করার পর ছোট্ট ত্রিপুরা

রাজ্যে ভূমির উপর ট্যাকস্ ধার্য্য করার নিমিত্ত এই বিল সভায় পেশ করা হয়েছে। এই বিলে জোতদারগণের সামর্থের উপর লক্ষ্য রেখে সমস্ত প্রকার প্রয়োজনকেই এর আওতায় রাখা হয়েছে। অধিকন্তু ট্যাকসের বোঝা রাজ্যবাসীর পক্ষে বেশী হবে না বলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। কারণ সমস্ত ট্যাকস্ ধার্য্য হলে পর এইরূপ বিলে আমরা অনুমান করেছি মাত্র ২০ লাখ টাকা আদায় করতে পারবো। যে টাকা আদায় হবে তার চেয়ে এই টাকা কিছু কম, টাকার অঙ্কে। এটা যদিও কম, কিন্তু এই কর ধার্য্যের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা আবশ্যক। কারণ ত্রিপুরার ভূমিরাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইনের বিধান মতে ভূমি রাজস্ব হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষি আইনকে ভিত্তি করা হয়েছিল এবং বাজার প্রভৃতি এলাকায় শহরাঞ্চলে একটা ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। গত জরীপের সময় যে পদ্ধতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে খাজনা ধার্য্য হয় আমরা সেই পদ্ধতি থেকে সরে যায় নি তাকে ভিত্তি করে আমরা বর্ত্তমানে কর ধার্য্য নির্ধারণের দিকে অগ্রসর হয়েছি। আমরা নির্বাচনের পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছিলাম সে জন্য বিভিন্ন কাগজে আমাদের সমালোচনা হয়েছে যে সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমি মুকুব করার কথা ছিল কিন্তু সে জায়গায় আমরা ৫ (পাঁচ) কাণি জমি পয্যন্ত মুকুব করেছি, কেন এটা হলো তারই জন্য আমাদের সমালোচনা হয়েছে। কর প্রথা প্রবর্ত্তনের পরে খাজনা আদায়ের যে কথা সেই খাজনা এখন কেন আদায় করা হবে না? এখন কর প্রথা আরোপ করার সময় এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে আমরা কাদের উপর এই কর আরোপ করবো, আমি সর্বদাই বলেছি ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে সরকার এসেছেন সেই ধনিক সম্প্রদায়ের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর এই সরকার নির্ভর করেন না। ধনীক সম্প্রদায়, জোতদার, সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে যারা ছিলেন তারা দীর্ঘ দিন ধরে আমরা যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারি তারজন্য আইনী বে-আইনী সর্বপ্রকার পন্থায় অবলম্বন করে আমাদের আটকে রেখেছিলেন কিন্তু গত নির্বাচনে দেখা গেল দরিদ্র সম্প্রদায় ধনীক সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বাধা ছিন্ন করার পর আমাদের এই সরকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এই দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বাস গ্রামাঞ্চলে, আজ আমাদের সরকারের একটা দায়িত্ব আছে সেটা হলো গ্রামাঞ্চলে সর্বাধিক সংখ্যক দরিদ্র এবং মাঝারি যে কৃষক আছে তাদের জীবনের উপর থেকে একটা জগৎ-দ্দল পাথর সরিয়ে নিয়ে তাদের কিছু বোঝা লাঘব করা যায় কিনা এবং তাদের জীবন প্রতিষ্ঠার পথে খাজনারূপ যে একটা পাথর বসে আছে সেই পাথরকে অপসারণ করে তাদের মুক্ত করা যায় কিনা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা এই বিলটিকে আজকে সভার সম্মুখে উপস্থিত করেছি। বিলের বিভিন্ন ধারাগুলি সদস্যগণ নিশ্চয়ই মনোযোগ সহকারে পড়েছেন এবং দেখেছেন, এই বিলটাকে আইনে পরিণত করার পর বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য অর্থাৎ খাজনা প্রথার পরিবর্ত্তে এই ট্যাকস্ প্রথা প্রবর্ত্তনের যে পদ্ধতি সে পদ্ধতিতে কৃষকদের যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেটাই আমাদের এই বিলের উদ্দেশ্য এবং এটার সাথে সাথে অতি দ্রুত নূতন যে বিষয় সেটা তারা বুঝে নিতে পারে এবং সেই বিষয়ের অধীনে যে কর সেটা তারা পরিশোধ যাতে করতে পারে তার জন্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই আইনটাকে আজকে হয়তো এই সভায় আলোচনা করা হবে, কালকেও হতে পারে এবং এই আইন যদি পাশ হয়ে যায় তাহলে এটাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে দেব। আমরা যে ট্যাকস্ ধার্য্য করার কথা বলছি সেই ট্যাকস্ আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি যেটা বছরে

দু'বার কৃষকরা সুযোগ পাবে। কৃষক এবং ভূমি মালিকদের প্রতি যতদূর সম্ভব নজর দেওয়া হচ্ছে, যদি কোন ভুল-ত্রুটি থাকে তাহলে সদস্যগণ নিশ্চয় তার উপর আলোচনা করবেন। আমরা লক্ষ্য রাখবো এখানে আমাদের সকলের জানা আছে লুঙ্গা, নালা এবং সমতল যে সমস্ত জমি আছে তার উৎপাদন বেশী হয়, তার একটা হার আমরা ধার্য্য করেছি এবং তাছাড়া টিলাতে আমাদের প্রচুর কৃষক বসবাস করছে কারণ টিলা জমিতে কৃষি জমি হিসাবে টিলা জমি রয়েছে, সেই টিলা জমির খাজনা নালা, লুঙ্গা এবং সমতলের তুলনায় আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হলো এক তৃতীয়াংশ হিসাবে আমরা দেখেছি। আপনাদের সহজে ট্যাকস্ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য খাজনা উঠে গেলে যে ব্যবস্থা হবে সেটা আমরা আগেই বলেছিলাম, পূর্বে খাজনার যে নিয়ম ছিল তাতে যার ১০০ কানি জমি থাকতো তাকেও ২ টাকা হারে খাজনা দিতে হতো কিন্তু সেই পদ্ধতি এখন আর থাকছে না। এখন যে হার হবে এটা নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বিলের উপর আপনাদের সুনিশ্চিত আলোচনা রাখা অত্যন্তঃ প্রয়োজন কারণ এই বিলটা ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। আমি আশা করছি এই বিল সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপনারা আলোচনা করবেন। আমরা যে ট্যাক্সের হার ধার্য্য করার কথা চিন্তা করছি এবং যে প্রস্তাব রেখেছি এই বিলে সেটা হলো এক একর বা সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত যাদের জমি তাদের কৃষি আয়ের ১ (এক) শতাংশ একর প্রতি ২৫ পয়সার বেশী হবে না অর্থাৎ আমি বুঝার জন্য বলছি উদাহরণস্বরূপ এক একরে সর্বোচ্চ ২৫ পয়সা ট্যাক্স যদি হয় তাহলে এখানে কাণি প্রতি ট্যাক্স হবে ১০ (দশ) পয়সা। সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত যাদের জমি আছে, তাদের কাণি প্রতি খাজনা পড়বে ১০ পয়সা। তারপর ৩ একর থেকে ৫ একর পর্যন্ত অর্থাৎ সাড়ে সাত কাণি থেকে বার কাণি পর্যন্ত যাদের জমি আছে, তাদের কৃষি আয় ৪ শতাংশ, অর্থাৎ যদি এই সব জমির মালিকের বাৎসরিক ৪ হাজার টাকা আয় হয়, তবে একরে তারা ৪ টাকা খাজনা দেবেন। অর্থাৎ প্রতি কাণিতে ১·৬০ টাকা খাজনা দেবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের এই শ্রেণীর কৃষকেয় সংখ্যা শতকরা ৯০ জন। বা এর বেশীও হতে পারে। এরপর আর একটা স্ল্যাপ আমরা করেছি ৫ একর থেকে ১০ একর পর্যন্ত যাদের জমি আছে, তাদের কৃষি আয় যদি ৬ শতাংশ ধরা যায়, তবে তাদের বাৎসরিক আয় হবে ৬ হাজার টাকা। একর প্রতি তাদের ল্যাণ্ড ট্যাকস্ হবে ৬ টাকা অর্থাৎ কাণি প্রতি ট্যাকস্ হবে ২·৪০ পয়সা। তার পরের হারটা হলো ১০ একর থেকে ১৫ একর পর্যন্ত, অর্থাৎ ২৫ কাণি থেকে সাড়ে পাইত্রিশ কাণি পর্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের আয়ের ৮ শতাংশ। অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নেই যে তাদের আয় ৮ হাজার টাকা হয়, তবে একর প্রতি তাদের ট্যাকস্ পড়বে ৮ টাকা, কাণি প্রতি পড়বে ৩·২০ টাকা। আর ১৫ একরের উর্দ্ধে যাদের জমি আছে—শিল্প বা চা বাগানের মালিক তাদের ক্ষেত্রে আয়ের শতকরা ১২ শতাংশ। এই হল আমাদের জমির বর্ত্তমান ট্যাকস্-এর হার। আমি আগেই বলেছি যে কৃষি জমির ক্ষেত্রে এই হার এক শতাংশ হবে। আর টিলা জমিতেও যদি কৃষি কাজ করা হয়, একজন পাঁচ কাণির জমির মালিক সে যদি টিলাতে চাষ করে, যেখানে ২৫ পয়সা আছে একরে, সেখানে তাকে এক শতাংশ হারে ট্যাকস্ দিতে হবে। কারণ টিলাতে কৃষি আয় কম হয়। এ ছাড়া আমাদের ভূমি রাজস্ব আইনে দুই ধরনের জমি দেখা যায়। মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফাইড এরিয়া। নোটিফাইড এবং

মিউনিসিপ্যাল অন্তর্ভুক্ত যে জমি, তার ট্যাকস্ কিসের উপর ধরা হবে ? তার ট্যাকস্‌টা ধরতে হবে জমির মূল্যের উপর। এখানে আমরা জমির মূল্য ধরেছি—যদি এক একরের ১০ ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত একজন জমির মালিক হয় শহরাঞ্চলে, সেই ৫ গণ্ডা জমির দাম যদি ৫ হাজার টাকা হয়, এখানে তার ট্যাকস্ পড়বে '০৫ পার্সেন্ট। এটাকে আরও পরিষ্কার ভাবে যদি আমরা বলতে চাই, তার এই জমির দাম যদি হয় ৫ হাজার টাকা, তবে তার ট্যাকস্ পড়বে ২'৫০ পয়সা। যদি এক দশমাংশ একর, আর্থাৎ ৫ গণ্ডার উপর এবং ১০ গণ্ডা পর্য্যন্ত জমির মালিক হয়, তার ট্যাকস্ হবে '১ পার্সেন্ট। অর্থাৎ ১০ গণ্ডা জমির দাম যদি ১০ হাজার টাকা হয়, তবে তার ট্যাকস্ দিতে হবে ১০ টাকা। তারপর ১০ গণ্ডার উপর থেকে ১ কাণি ৫ গণ্ডা পর্য্যন্ত যাদের জমির হোল্ডিং আছে শহরাঞ্চলে, তার ট্যাকস্ পড়বে '৪ পার্সেন্ট। অর্থাৎ ১ কানি ৫গণ্ডা ভূমির দাম যদি ২৫ হাজার টাকা হয়, তবে তার ট্যাকস্ হবে ১০০ টাকা। আধা একর বা এক একর পর্য্যন্ত যদি শহরে জমি থাকে তার ট্যাকস্ পড়বে '৬ পার্সেন্ট। অর্থাৎ ২ কাণি ১০ গণ্ডা জমির দাম যদি ৫০ হাজার টাকা হয় তবে তার ট্যাকস্ হবে ৩০০ টাকা। আর এক একরের উপর যদি জমির হোল্ডিং হয়. তার ট্যাকস্ পড়বে '৮ পার্সেন্ট। অর্থাৎ ৩ কানি জমির দাম যদি ৬০ হাজার টাকা হয়, তবে তার ট্যাকস্ পড়বে ৪৮০ টাকা। এই যে এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে, অর্থাৎ ক্রমাগত নীচের যে অংশের মানুষ আছে, তাদের ট্যাকসের পরিমাণটা কমানো হয়েছে।

অর্থাৎ ক্রমাগত নীচের দিকে যে অংশের মানুষ আছে, তাদের পরিমাণটা কমানো হয়েছে জমির বাজার মূল্য অনুযায়ী। বাজার দর হিসাবে খাজনা নিতে গেলেও কম জমির মালিকের যা হবে, বেশী জমির মালিকেরও তাই হবে। কিন্তু আমরা এই ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু পরিবর্তন করতে চাই, সেটা হচ্ছে কম জমির মালিকেরা কম ট্যাক্স দিবেন, আর বেশী জমির মালিকরা বেশী দিবেন যার ফলে একটা সমতা আসে। অর্থাৎ আমরা চাই যে একটা মান দণ্ডকে খাজনা ব্যবস্থাটা প্রবর্তিত হউক। এ ছাড়া আমার এই বিলে আর একটা বিষয় হল যে জমি মিউনিসিপ্যালিটিরভিতরে নেই,আবার কোন নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যেও নেই, যে জমিটাকে ঠিক কৃষি জমি হিসাবে গ্রাহ্য করা হয় না, যেমন ধরুণ বাজারে কারো ভিটি আছে বা কারো হোলডিং আছে যেগুলি কৃষি ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়, যেগুলি মিউনিসিপ্যালিটি বা নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যে নেই, সেই জমির জন্য আমরা একটা প্রস্তাব রেখেছি যে ২০ শতক বা ১০ গণ্ডা পর্যন্ত যে জমির মালিক, অবশ্য এখন যে খাজনার হার আছে, যার কম জমি আছে তাকে যা দিতে হয়, বেশী জমির মালিককেও সেই হারেই দিতে হয়। কিন্তু এখন থেকে যার বেশী জমি আছে, তার বেশী হারে ট্যাক্স দিতে হবে, আর যার কম জমি আছে, তাকে কম হারে ট্যাক্স দিতে হবে। আবার বেশী-টাও পূর্বের তুলনায় এমন কিছু বেশী নয়। এটা আপনারা কম্পেয়ার করলে দেখতে পাবেন যে ২০ শতক বা ১০ গণ্ডা পর্যন্ত যাদের হোলডিং তাদের '০১ পার্সেন্ট দিতে হবে।' অর্থাৎ ১০ গণ্ডা জমির দাম যদি ১ হাজার টাকা হয়, তাহলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে ১০ টাকা, আর ১০ গণ্ডা থেকে আরম্ভ করে ১ কানি ৫ গণ্ডা পর্যন্ত যদি একজন মালিকের জমি থাকে তাহলে তার ট্যাক্স দিতে হবে '২ পার্সেন্ট, অর্থাৎ ১ কানি ৫ গণ্ডা জমির দাম যদি ২॥ হাজার টাকা হয়, তাহলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে ৫ টাকা। তারপর আর একটা শ্লেব করা হয়েছে সেটা হল আধা একর বা দেড় কানি থেকে আড়াই কানি পর্যন্ত যাদের জমি

আছে তাদের '৪ পার্সেন্ট হিসাবে ট্যাক্স দিতে হবে। অর্থাৎ আড়াই কানি জমির দাম যদি ৫ হাজার টাকা হয় তাহলে তার ট্যাক্স দিতে হবে ২০ টাকা। আর কারো যদি ১ একরের উপর জমি থাকে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে '৮ পার্সেন্ট, অর্থাৎ ৩ কানি জমির দাম যদি ৬ হাজার টাকা হয়, তাহলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে ৪৮ টাকা। তবে মনে রাখতে হবে যে এই জমি কৃষি কাজে ব্যবহার করেন না, অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়, যেমন ধরুন বাজারে ভিটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই ট্যাক্সের হারটা ধার্য্য করা হয়েছে। আমরা খাজনা প্রথাকে রদ করে দিয়ে, এই প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স চালু করার মধ্য দিয়ে, নির্বাচনের সময়ে আমরা যেটা বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের স্বার্থে বর্তমানে যেসব আইন কানুন আছে, সেগুলিকে সংশোধন করব, আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আজকে এই হাউসের সামনে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল, ১৯৭৮ উত্থাপন করেছি। আমার খুবই বিশ্বাস বর্তমান বিধানসভায় যারা এসেছেন, তারা বিগত দিনের যে সব শ্রেণীর প্রতিনিধিরা এই সভাতে উপবেশন করতেন, তাদের থেকে একটু ভিন্ন ধরণের। তাদের চেহারা আজ আর এখানে নেই, সারা ভারতের মধ্যে মাত্র ২।১টি জায়গাতেই কংগ্রেসী, কংগ্রেস ভেঙ্গে সি এফ ডি, আবার সি এফ ডি ভেঙ্গে জনতা, আবার জনতা ভেঙ্গে অন্য কিছু, যারা দীর্ঘদিন ধরে জমিদার এবং পুঁজি-বাদের স্বার্থে দেশকে শোষণ করেছিলেন, তাদের কোন প্রতিনিধিই বর্তমান এই বিধান সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি, কারণ ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে এখানে নির্বাচিত করে পাঠান নি। ত্রিপুরার মানুষ, দরিদ্র উপজাতি কৃষক, অন্যান্য দরিদ্রতম বিভিন্ন অংশের কৃষক তারা অন্ততঃ বিশ্বাস করেছিল যে তাদের স্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হবে, আর তারই জন্য তারা আমাদেরকে এখানে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন। তাই আমি আশা করব যে এই বিলটাকে তারা সমর্থন করে তাদের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তারা পালন করবার চেষ্টা করবেন।

শ্রীউমেশ নাথ --- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই সভায় মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল উত্থাপন করেছেন এবং উত্থাপন করতে গিয়ে তার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণনা থেকে আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে এই বিলটা অন্ততঃপক্ষে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। আর শুধু গ্রহণযোগ্য বলেই হচ্ছে না, তাকে আমরা কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি সেটাই আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরতে চাই।

এই ত্রিপুরার মাটিতে আমরা একদিন দেখেছিলাম যে কংগ্রেস সরকার কাণি প্রতি জমির খাজনা ৩ টাকা করে দিয়েছিলেন, আর তা করে তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উপর একটা অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। আজকের দিনে আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ যারা গরীব মানুষ, তারা সেই চাপিয়ে দেওয়া খাজনার হার থেকে রেহাই পাচ্ছে। বর্তমান ত্রিপুরা সরকার, তাদের সেই খাজনার থেকে রেহাই দিয়ে কাণি প্রতি ১০ পয়সা ট্যাক্স বসাতে চাইছে। কাজেই ত্রিপুরার মানুষ কোন দিন ভাবতেই পারে নি যে তাদের জমির খাজনা কাণি প্রতি মাত্র ১০ পয়সা হবে। সে দিক থেকেই আমরা আজ এই বিলকে সমর্থন করতে যাচ্ছি এবং তার সাথে সাথে আরও বলতে চাই যে সম্ভবতঃ গত সেশানে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা বলেছিলেন ত্রিপুরা

বামফ্রন্ট সরকার আগেই ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দিবেন, কিন্তু তারা মাত্র ৫ কাণি নাল জমি এবং ১৫ কাণি টিলা জমির খাজনা মাফ করতে পেরেছে, তাই তারা জনসাধারণকে এভাবে ফাঁকি দেওয়ার একটা চেষ্টা করছে। তারা এই ধরণের মন্তব্য তখন করেছিলেন। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে এই বিলের দ্বারা বামফ্রন্ট সরকার আগে যেটা ঘোষণা করেছিল, সেটাকে রূপ দেওয়ার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। কারণ আমরা দেখছি যে আড়াই কাণি জমিতে মাত্র ২৫ পয়সা ট্যাক্স দিতে হবে এবং সেই হিসাবে সাড়ে সাত কাণিতে মাত্র ৭৫ পয়সা ট্যাক্স দিতে হবে। কাজেই এই যে ৭৫ পয়সা ট্যাক্স, এটাকে আমরা অন্ততঃ খাজনা হিসাবে মনে করতে পারি না। আবার কোন কোন সদস্য বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়ে বলতে পারেন যে জমির যদি কিছু একটা খাজনা না থাকে বা কিছু ট্যাক্স না থাকে, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে বামফ্রন্ট সরকার তাদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিতে পারে। কারণ খাজনা দেওয়ার জন্য সাধারণ ভাবে জনসাধারণের একটা ঝোক থাকে, তারা মনে করে যে খাজনা না দিলে কেউ মালিক হতে পারে না বা তাদের মালিকানা থাকে না। আর আমাদের বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের এই ঝোকটা লক্ষ্য করে সাধারণ মানুষকে তাদের জমির খাজনা থেকে রেহাই দিয়েছে এবং তার পরিবর্তে খুব নগণ্য একটা ট্যাক্স, কাণি প্রতি ১০ পয়সা ট্যাক্স বসাইতে চাইছে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার, তার পূর্বের দেওয়ার ঘোষণা অনুযায়ী সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছে। আর তার সাথে সাথে ঐ খাজনার বিকল্প ১ কাণি থেকে ৩ কানি পর্যন্ত, ৩ কাণি থেকে ৫ কাণি পর্যন্ত আবার ৫ কাণি থেকে ৭ কাণি পর্যন্ত যে ট্যাক্স বসানোর কথা মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী এখানে বর্ণনা করেছেন, তা আশা করি সকল সদস্যরাই শুনেছেন, আমিও সেই বর্ণনা শুনে খুব খুসী হয়েছি এবং যার জন্য আমি এটাকে সমর্থন করছি। তাছাড়া এই ত্রিপুরার মাটিতে আমরা একদিন দেখেছিলাম যখন কাণি প্রতি ৩ টাকা খাজনা সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন এই খাজনা চাপিয়ে দিয়েই তারা শান্ত ছিলেন না, ত্রিপুরার সাধারণ কৃষক তারা এই খাজনা দিতে পারতনা, এবং না দেওয়ার জন্য সেই খাজনা বাকী পড়ে যেত তার জন্য তখনকার সরকার তাদের জমি, হালের বলদ, অথবা গৃহস্থালি বাসন পত্র ক্রোক করতে আসত। আজকে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের এখন আর সেই ভয় নেই। সেইদিক থেকে আমি এ বিলটিকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—আর কেউ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন?

শ্রীমাখন চক্রবর্তী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল উত্থাপিত হয়েছে, সেই বিলকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি এবং এই বিলের প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে আমি দুই একটা কথা বলছি। আজকে এই বিলে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে—অবশ্য মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী উনিও বলেছেন যে এতে একটা যুগের পরিবর্তন হয়েছে। আজকে আমরা বলতে পারি এই ত্রিপুরার মধ্যে একটা আমুল পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে ঐ সামন্ততান্ত্রিক পথে ত্রিপুরার গরীব মানুষ নিষ্পেষিত হত তাদের আজকে মুক্তি হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারে যে এই বিলে একটা যুগের পরিবর্তন এনেছে। সেই

দিক থেকে আমরা এই বিলটি অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করি। এতদিন আমরা যে সংগ্রাম করে আসছিলাম, সে সংগ্রামের মধ্যে আমরা যে শ্রেণী থেকে এসেছি, আমরা ভূমিহীন গরীব মানুষের ছেলেরা, এতদিন আমরা দেখেছি যে আমাদের পিতা মাতার উপর এই খাজনার নামে জুলুম চলত। এবং সেখান থেকে আমাদের সংগ্রামের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আজকে তাঁদেরই নেতৃত্বে এটাকে রূপায়িত করলাম। তাই আমরা আজকে ত্রিপুরার গরীব মানুষের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই বিলকে। এই বিলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন---সেখানে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা কানি প্রতি দশ পয়সা মাত্র। এটাকে খাজনা মুকুবই বলা চলে। তারপর আমরা লক্ষ্য করছি---আর একটা কথা উনি বলেছেন সত্বর সাত কানি থেকে পনের কানি পর্য্যন্ত জমি যাদের আছে কিন্তু আয় টাঃ ৪০০০/- সেখানে ১৫ কানি জমির মালিক হলেও আয় যদি টাঃ ৪০০০/- উপর হয় তাহলে দিতে হবে টাঃ ১-৬০ সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে সাধারণ কৃষকের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হবে। এই ভাবে আয়ের উপর খাজনার হার বসেছে, সেটা বাস্তবিক অভিনন্দনযোগ্য। কারণ উনি একজন লাখপতি আর আমার টাঃ ২০/- মাথা পিছু আয় আমাকেও সেই একই হারে খাজনা দিতে হবে ? তার একটা ইঙ্গিত এই বিলের মধ্য দিয়ে এসেছে এবং আমি আর বেশী কথা বলছি না। এই বিল শুধু ত্রিপুরার নয় ভারতবর্ষের মধ্যে যুগের আমূল পরিবর্তন আনার জন্য বিল এসেছে, সেজন্য এটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি।

শ্রীনকুল দাস---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় হাউসের সামনে যে বিল উপস্থিত করেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাই। আজকে আমরা দেখলাম যে সারা দেশের মধ্যে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং সেই পরিবর্তনকে সামনে রেখে অগনিত মানুষের সঙ্গে আমার দেশের এই কৃষক, যারা সবচেয়ে লাঞ্ছিত, সেই সমস্ত মানুষের স্বার্থে আজ এখানে যে কৃষি খাজনার সম্পর্কে বিল আনা হয়েছে, সেটা বাস্তবিক অভিনন্দনযোগ্য। আগে যে খাজনার হার ছিল সেটা আমার দেশের গরীব কৃষকের পক্ষে দেওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল ঐ খাজনাকে কেন্দ্র করে মানুষের ঘটি, বাটি, বাড়ী ঘর বন্ধক দেওয়ার মত অবস্থা চলত। এমন কি অনেকে জমি পর্য্যন্ত বিক্রী করে দিতেন। এই খাজনার নাম করে গ্রামে গ্রামে তহশীলদার এবং তাদের সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু মহল গ্রামের মানুষের উপর অত্যাচার চালাতেন। এই বিলের ফলে সেই ঘটনার উপর আজকে যবনিকা টানা হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমরা দেখছি যে এটা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, এই খাজনার নাম করে ভারতের বিভিন্ন প্রভিন্সে যে অত্যাচার চলছিল---বিশেষ করে ইংরেজ আমলে, তখন খাজনার নাম করে তারা দেশকে লুন্ঠন করেছিলেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের নীলকর মহাজনদের অত্যাচারের কথা আমরা জানি এবং ইংরেজ রাজত্বকে অনুসরণ করে আমাদের দেশে কংগ্রেস রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। আমরা দেখলাম যে ইংরেজ রাজত্বে এবং জমিদারদের রজত্বে এই দেশে খাজনার যে প্রথা ছিল---খাজনা আদায়ের যে সিস্টেম ছিল, যে আইন ছিল সেই আইন বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। ইংরেজের পর কংগ্রেস নূতন করে আমাদের দেশের মধ্যে আরও কঠোর ভাবে পরিচালিত করে তারা গ্রামে গ্রামে গরীব মানুষের মধ্যে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সেখানে তহশীলদারদের অত্যাচার---সেই সংগে হাকিম আমিনদের অত্যাচার, সঙ্গে সঙ্গে

কংগ্রেসী মোড়ল এবং মাতব্বরদের একটানা অত্যাচার এবং সন্ত্রাস চলছিল গ্রামে গ্রামে খাজনার নাম করে। তারা গ্রামের মানুষকে কংগ্রেসের পদানত করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন যে তোমাদের এইভাবে খাজনা দিতে হবে। এবং মানুষ যেখানে খাজনা না দিতে পারবে তখন তাদের বলা হত যে তোমরা খাজন দিতে পার নাই সেজন্য তোমাদের জমি ওঁদের কাছে চলে যাবে। তোমাদের খাজনা পরিষ্কার নেই অতএব তোমরা লোন পাবে না---তোমাদের খাজনা পরিষ্কার নেই কাজেই তোমরা রেশন কার্ড পাবে না। আমরা দেখেছি যে রাইমা শর্মাতে '৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত---তখন ইমার্জেন্সী---তখন আমরা দেখেছি যে রাইমা শর্মায় যারা উচ্ছেদ হয়েছিল, সেই সমস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে কথা ছিল, সেই ক্ষতিপূরণ কংগ্রেস সরকার দেয় নাই। তাদের তহশীলদারদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হত---সেখানেও নানা দুর্নীতি চলত। আমরা জানি যে একজন তহশীলদার সেজন্য সাসপেনশানে আছেন। কিন্তু শুধু একজন তহশীলদারই নন, সেই রকম অনেক তহশীলদার আছেন যারা এই রাজত্ব চালিয়েছিল। সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসী মোড়লেরা সেই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

বিশেষ করে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যের আমলে আমরা দেখলাম খাজনার নাম করে কিভাবে মানুষকে অত্যাচার করা হত। কৃষককুল সামগ্রিকভাবে অতিষ্ঠ হয়েছিল। আজকেও সারা ভারতবর্ষে যেখানে কংগ্রেস রাজত্ব আছে, জনতার রাজত্ব আছে সেই সমস্ত জায়গায় এই ভূমি আইনের কোন রকম পরিবর্তন করা হয়নি। খাজনার আইনের কোন রকম পরিবর্তন করা হয়নি। আমরা দেখছি উত্তর প্রদেশ, বিহারে আজও জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য খুন রাহাজানি চলছে। খাজনার নাম করে ঐ সমস্ত রাজ্যে অত্যাচার সংগঠিত হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ গত ৩০ বৎসর যাবত যে লড়াই করে আসছে এই অত্যাচার এবং খাজনার বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে খাজনার বুঝা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন লোক খাজনার বোঝা থেকে রেহাই পেল। কংগ্রেস রাজত্বে যে খাজনার প্রথা ছিল ধনী কৃষক যে হারে খাজনা দিত, গরীব কৃষকও সেই হারে খাজনা দিত। তার মধ্যে কোন রকম তারতম্য ছিল না। আমরা দেখতাম যে গরীব কৃষকরা খাজনা দিতে পারত না, সেই খাজনার জন্য তাদের বাড়ীতে পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করা হত। কিন্তু ধনী কৃষক যারা ছিল, ঐ রাজত্বে যারা মন্ত্রী ছিলেন, অনেক দিনের খাজনা তাঁদের কাছে বাকী থাকত। তারা দুই তিন বছর পর খাজনা দিয়েছেন। তাঁদের উপর কোন অত্যাচার ছিল না। কাজেই আজকে যেখানে আমরা আইন পাশ করতে যাচ্ছি, আমরা জানি এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের এই গরীব কৃষককুল, তাদের একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হল এবং তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আজকে যে নূতন আইন পাশ করছি তার থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যে শাসক শ্রেণী আছেন, তাঁরা এর থেকে শিক্ষা নেবেন। একটু আগেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, এর থেকে যে কর আসবে তা, খুব বেশী হবে না। গরীব মানুষের উপর অত্যাচার না করে সত্যিকারের নেতৃত্ব দিতে পারলে দেশকে যে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা যায় তার থেকে সারা ভারতবর্ষের শাসকরা শিক্ষা নিতে পারবে। আজকে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ তারা দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা

আবিষ্কার করেছেন, আমরা আশা রাখি আগামী দিনে এই ত্রিপুরার মানুষের কাছ থেকে সারা ভারতবর্ষের কৃষককুল শিক্ষা নেবে এবং মনে করি নূতন সরকার গঠন করবে, নূতন রাজত্ব কায়েম করবে যে রাজত্বের মধ্য দিয়ে তাদের উপর যে অত্যাচার চলছে, জুলুম চলছে, এই জুলুমের নাগপাশ থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে। এই যে বিল এই বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে, এই বিল আগামী দিনে সমস্ত ভারতবর্ষকে নূতন করে পথ দেখাবে এই আশা এবং ভরসা রেখে এই বিলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই বিলটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৬৭ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। আর শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করছে। আজকে যে বিল এসেছে, এটা যে একটা নূতন কিছু, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা দেখছি ১৯৬৭ থেকে এই বিধানসভায় শচীন সিং যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে এই বিধানসভায় একটা প্রস্তাব হয়েছিল যে সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত খাজনা মকুব করা হোক। তখন বিরোধী দল মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে এই প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হয়নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে অল্পদিনের মধ্যে নূতন নূতন বিল আনছেন, সেই বিলগুলি একটা রেকর্ড হয়ে থাকবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। আমার বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাই না, তবে সংক্ষেপে বলছি, এই বিল অত্যন্ত উপযোগী, সেই জন্য এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, বিলটা আজকেই বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। আরো আলাপ আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাই যদি কালকে সময় দেন, তাহলে ভাল হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আজকে কন্সিডারেশন হবে, না কালকে হবে ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আজকেও করতে পারেন। নয়ত কালই করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---কাল আলোচনা হবে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মোশন মুভ আজকে হবে, না কালকে হবে ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---কালকে কিছু সময় কন্সিডারেশনের জন্য রেখে অন্য কর্মসূচী নিয়ে প্রসিড করুন। কারণ আমার কিছু অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--আজকে কন্সিডারেশন হলেও, যখন আলাপ আলোচনা হবে তখন দিতে পারবেন অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যখন অপজিশানের কোন মেম্বার এখানে উপস্থিত নেই, তখন কন্সিডারেশান কালকেই হউক। কারণ, তাদের এ ব্যাপারে আলোচনা করার থাকতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---বিলটি বিবেচনা কালকের জন্য মুলতুবী রইল।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---ঠিক আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—হাউস আগামী কাল ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ইং শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 7

By Shri Ram Kr. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased state :---

১) তিনথৈ ডিসপেন্সারীতে পুরুষদের জন্য ৪টি বেড ছাড়াও মহিলাদের জন্য দুইটি বেড-এর ব্যবস্থা থাকা সত্বেও "ডেলিভারী কেইস্"এর কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণ কি ?

২) ইহা কি সত্য যে পানিসাগর হাসপাতাল এখান হইতে ৪ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত বলে এই এলাকার ৫টি গাঁওসভার লোকজন ডিসপেন্সারীর উপর নির্ভরশীল ?

ANSWER

১) Delivery Case করানোর জন্য প্রয়োজনীয় Labour Table এখন পর্য্যন্ত তিলথৈ up-graded Dispensaryতে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই।

২) হ্যাঁ। তবে ৪ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত পানিসাগর P, H, C. তে তিলথৈ এলাকার ৫টি গাঁওসভার অধিবাসীগণ চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 14

QUESTION By Shri Akhil Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :---

১) তাঁত শিল্প সমবায় সমিতির জন্য ১৯৭৭-৭৮ সালে যে Construction Grant, Managerial Grant, Looms and Accessories Grant, Share Capital Loans এর sanction হয়েছে তা দেওয়া হয়েছে কি ?

২) এইগুলি রিলিজ না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ? এবং

৩) রিলিজ করার কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

ANSWER

১) কন্‌ষ্ট্রাকশান গ্র্যান্ট দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে, ম্যানেজারিয়েল গ্র্যান্ট দেওয়া হইয়াছে, লুমস্' এণ্ড এক্‌সেসরিস গ্র্যান্ট আংশিক দেওয়া হইয়াছে, শেয়ার ক্যাপিটেল লোন দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

২) সমিতিগুলি কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথা এগ্রিমেন্ট বণ্ড, সমিতির প্রদেয় অংশের টাকা জমা না দেওয়া ও অন্যান্য সর্ত্ত পূরণে বিলম্ব হওয়ায় মঞ্জুরীকৃত অর্থ, সরঞ্জাম ইত্যাদি বিলি করা সম্ভব হয় নাই।

৩). এই পর্যন্ত ৮টি সমিতি হইতে ঋণের জন্য বণ্ড, রিজলিউশান কপি ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে। তম্মধ্যে ৬টি লোন বণ্ড রেজিষ্ট্রেশানের জন্য সমিতিগুলির নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, অবশিষ্ট ২টি শীঘ্রই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের পর পাঠান হইবে।

লুমস্ এণ্ড একসেসরিস সমিতির দেয় ২৫% অর্থ জমা দিয়া মঞ্জুরীকৃত ৭৫% ভর্তুকীর সরঞ্জাম নেওয়ার জন্য পুনরায় সমিতিগুলিকে তাগিদ দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 18

QUESTION By Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state ----

১) পানিসাগর বাজার নিবাসী শ্রীরাজকুমার দাসকে ইণ্ডাস্ট্রী করার জন্য সরকার কত টাকা ঋণ দিয়াছিলেন ;

২) উক্ত শ্রী দাস এই ঋণ গ্রহণ করে কোন ইণ্ডাস্ট্রী খুলেছেন কি ?

৩) যদি না খুলে থাকেন তাহা হইলে সরকার এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

ANSWER

১) পানিসাগর বাজার নিবাসী শ্রীরাজকুমার দাসকে কোন শিল্প ঋণ দেওয়া হয়নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 50.

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। দামছড়াতে (ধর্মনগর) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন দাবী এলাকা বাসীর পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে কিনা ?

২। যদি করা হয়ে থাকে তাহলে এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে হাসপাতাল করার

কোন পরিকল্পনা সরকার সত্বর গ্রহণ করে তা কার্য্যকরী করবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৭৮-৭৯ সালে) কার্য্যকরী করার পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 64.

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে কুমারঘাটে শিল্পনগরীর কাজ আরম্ভ হইবে কি ? এবং

২। না হইলে শিল্পনগরীর কাগজকলের কাজ ও তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণের কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ করা হইবে ?

উত্তর

১। নূতন কোনও কাজ নেওয়ার পরিকল্পনা নাই।

২। শিল্পনগরীতে কাগজকল স্থাপনের কোন প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকারের নাই। অতএব উক্ত কাগজকল সংক্রান্ত গৃহাদি নির্মাণ কাজের প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 70.

By—Shri Keshab Majumder, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সরকার পরিচালিত পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় কত পরিমাণ বেড়েছে ?

উত্তর

১। সরকার পরিচালিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে বাংলা সাপ্তাহিকের প্রচার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় ৩২৫ শতাংশ বেড়েছে। সাপ্তাহিক ত্রিপুরা বার্তায় প্রচার সংখ্যা পূর্বে যেখানে ছিল ১০০০ হাজার বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৩২৫০ টিতে। পূর্বে কোন ইংরেজী পত্রিকা ছিল না। বর্তমানে "ত্রিপুরা টু'ডে" নামে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এর প্রচার সংখ্যা হলো ১৫০০। ককবরক্ ভাষায় কোন পত্র-পত্রিকা ছিল না। এখন ককবরক ভাষায় "ত্রিপুরা কগতুন" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ হচ্ছে। এর প্রচার সংখ্যা হল ১৫০০। তাছাড়া

প্রশ্ন	উত্তর
	গোমতী সাহিত্য পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৭৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০০ করা হয়েছে।
২। উপরোক্ত প্রচার মাধ্যম দ্বারা সারা দেশের কত পরিমাণ অধিবাসীর সাথে সরকারের সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্য মাত্রা স্থিরীকৃত হয়েছে এবং সেই লক্ষ্যমাত্রা সম্প্রসারণের কি পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন?	২। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রচার করে রাজ্যের সবত্র সকলস্তরের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা হচ্ছে। ইংরেজী পত্রিকাটি ভারতের সমস্ত রাজ্যে পৌঁছাচ্ছে। চাহিদার উপর নির্ভর করে এইসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা ও প্রচারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 72.

By—Shri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের অধীনে কয়টি শিল্প আছে?

২। শিল্পগুলো কি কি?

৩। এ পর্য্যন্ত এই শিল্পগুলোর লাভ লোকসানের কোন হিসাব সরকারের কাছে আছে কি?

উত্তর

১। ভারতসরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন (বোম্বাই) দ্বারা খাদি শিল্প এবং অন্যান্য ২২ (বাইশ)টি গ্রামীণ শিল্প পরিচালিত হচ্ছে। তম্মধ্যে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের অধীনে খাদি শিল্প এবং অন্যান্য ১৩ (তের)টি গ্রামীণ শিল্প রূপায়িত হচ্ছে।

২। শিল্পগুলি যথা:—

খাদি শিল্প:—

(ক) নিউ মডেল চরকায় সুতা কাটা ও খাদি বস্ত্র বয়ন।

(খ) মসলিন চড়কায় সুতা কাটা।

গ্রামীণ শিল্প:—

(ক) মৌমাছি পালন।

(খ) হাতে তৈরী দিয়াশলাই।

(গ) গ্রামীণ মৃৎ শিল্প।

(ঘ) গ্রামীণ চর্ম শিল্প।
(ঙ) ঘানীর তৈল উৎপাদন।
(চ) আঁখের গুড় ও খান্দসারি উৎপাদন।
(ছ) ধান ভানাই, ডাল ভাঙ্গা, পাঁপড় তৈরী এবং চিড়া ও মুড়ি উৎপাদন।
(জ) চক তৈরী।
(ঝ) বাঁশ ও বেতজাত দ্রব্য উৎপাদন।
(ঞ) কামারশালা স্থাপন।
(ট) কাষ্ঠ শিল্প।
(ঠ) তন্তু শিল্প।
(ড) গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।

৩। হ্যাঁ আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 90

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন ডাক্তার বাইরে চলে যাচ্ছেন।

২। যদি সত্য হয় তাহলে তার কারণ কি?

ANSWERS

১। জানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 98,

By Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মরত ধাই আছে কি?

২। যদি হ্যাঁ হয় তবে তার সংখ্যা কত?

৩। ঐ ধাইদের সরকার হইতে কোন বেতন দেওয়া হয় কি?

৪। যদি না দেওয়া হয়, তাহলে তাদেরকে সরকারী বেতন ধারী ধাই রূপে গ্রহণ করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

ANSWERS

১। হ্যাঁ দুই শ্রেণীর সরকারী ট্রেনিং প্রাপ্ত ধাই আছেন। উহাদের মধ্যে এক শ্রেণী সরকারী কর্মচারী এবং আর এক শ্রেণী পেশাধারী গ্রামীণ ধাই এর কাজ করেন।

২। দুই শ্রেণীর ধাই মিলে ১৮৬ জন।

৩। ১৫৭ জনকে সরকার হইতে বেতন দেওয়া হয়।

৪। ২৯ জন গ্রামীণ ধাইকে বেতন দেওয়ার পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 99.

By Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে (শয্যার সংখ্যা সহ) তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

২। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে কিসের ভিত্তিতে ঔষধ পত্র ও পথ্য সরবরাহ এবং নার্স নিযুক্ত করা হয় ?

ANSWERS

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা (শয্যার সংখ্যা সহ) বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ঃ—

জেলার নাম	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ১০ শয্যা/৬ শয্যা		৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিসপেন্সারীর সংখ্যা
১	২		৩
ধর্মনগর	৪	—	২
কৈলাশহর	৩	—	১
কমলপুর	১	—	১
খোয়াই	১	১	—
সোনামুড়া	—	১	১
সদর	৪	১	১
উদয়পুর	১	১	—
বিলোনীয়া	৪	—	—
সাব্রুম	২	—	—
অমরপুর	১	২	—
	২১	৬	৬

২। ভারত সরকার প্রদত্ত pattern অনুযায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ঔষধ পত্র এবং নার্সিং স্টাফ দেওয়া হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 103.

By Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। উদয়পুরের মুড়াপাড়া অথবা জামজুরীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (১০ শয্যা বিশিষ্ট) খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWERS

১। না।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে কোন পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 104

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

১। চলতি আর্থিক বৎসরে গর্জনমুড়াতে (উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত) ডিস্পেন্সারী খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকলে কবে থেকে তা শুরু হবে ?

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWERs

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে গর্জনমুড়া Sub-centre না খোলার কারণ পঞ্চম পরিকল্পনার ভিতর যে সমস্ত স্থানে Sub-centre স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে অথচ খোলা সম্ভব হয় নাই বর্তমান আর্থিক বছরে সেইগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 141

By—Shri Bidhubhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to State ;

১। কুমারঘাট শিল্প নগরীতে বর্তমানে নূতন কোন ইণ্ডাস্ট্রিএল অফিস স্থাপন করার সিদ্ধান্ত আছে কি।

ANSWER

১। বর্তমানে কুমারঘাট শিল্প নগরীতে নূতন কোন অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকারের নাই।

Admitted Starred Question No. 143.

By—Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to State—

১। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারী সাহায্যে উপজাতি ও অউপজাতি কোন নূতন তাঁত শিল্প খুলেছেন কি ? এবং

২। যদি না খুলে থাকেন তাহলে তার কারণ ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, ৩টি নূতন তাঁত শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। যথা ঃ—

শিল্প কেন্দ্রের নাম	উপজাতি ট্রেইনির সংখ্যা	অউপজাতি ট্রেইনির সংখ্যা
ক) কমলপুর পাইলট সেন্টার	২ জন	১৩ জন
খ) নলছড় পাইলট সেন্টার	—	১২ জন

গ) চাকমাঘাট পাইলট সেন্টার	৩ জন	৯ জন

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 149.

By—Hari Nath Deb Barma, M. L. A.

Question No. 1 রাজ্য সরকারের তত্বাবধানে উদ্বাস্তু শিবিরে যে সকল উদ্বাস্তু আছেন রাজ্যের বাহিরে কোথাও পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

Ans :-- না।

Question No. 2 যদি থাকে তবে কবে নগাদ তা কার্য্যকরী হবে ?

Ans :-- প্রশ্ন উঠে না।

অতিরিক্ত তথ্য--- বর্ত্তমানে সদরের আমতলীতে একটি মাত্র পি, এল হোম আছে। তথায় ২৩০ টি উদ্বাস্তু পরিবার আছে। তাদের মধ্যে ৩৪ টি পরিবার পুনর্বাসন যোগ্য আছে। উক্ত পরিবারদিগকে ত্রিপুরায় পুনর্ব্বাসন দিবার জন্য ভারত সরকার অকৃষি ভিত্তিক ঋণ অনুমোদন করিয়াছেন। তাহারা পরিবার পিছু মোট ৭৯০০ টাকা হারে ঋণ পাইবে। গৃহ নির্মাণ বাবত ২৪০০ টাকা, ব্যবসা গৃহের জন্য ৫০০ টাকা, এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য ৫০০০ টাকা) তাহাদিগকে বাহিরে পাঠাই-বার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

তবে ৩৪টি পরিবার প্রতি পরিবারের জন্য ৭৯০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর হওয়া সত্বেও তাহারা ঐভাবে টাকা নিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সরকারের বিবেচনায় তাদের গ্রহণযোগ্য (কৃষি ভিত্তিক পশুপালন ইত্যাদি) নূতন পরিকল্পনা ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 155.

By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

১। ধর্মনগরের পূর্ব পদ্মবিল (উঃ পদ্মবিল গাঁওসভা) পুরান বাজারে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য গাঁও সভার পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়েছে কিনা ?

২। যদি জনোনো হয়ে থাকে তা হলে ঐ স্থানে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা, এবং

৩। যদি বিবেচনাধীন হয়ে থাকে তাহলে তা বর্ত্তমান বছরে খোলা হবে কি না ?

ANSWERS

১। উত্তর পদ্মবিল গাঁও সভার পক্ষ থেকে দাবী জানানো হইয়াছে।

২। বিবেচনাধীন আছে।

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে পূর্ব পদ্মবিল পুরান বাজারে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্ভব নহে। কারণ পঞ্চম পরিকল্পনার ভিতর যে সমস্ত স্থানে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল অথচ খোলা সম্ভব হয় নাই, বর্ত্তমান অর্থিক বৎসরে সেইগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 160

By—Shri Kamini Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pieased to state :—

১। কুমারঘাট কাগজকল স্থাপনের জন্য যে সার্ভে পূর্ব্বে করা হইয়াছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হবে কি ?

২। সার্ভে অনুযায়ী যে সমস্ত লোক ইহাতে উচ্ছেদ হইবে তাহাদের ব্যাপারে সরকারের কি পরিকল্পনা আছে।

৩। কুমারঘাট কাগজ কলের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWERS

১। বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২। বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই। তবে ভারত সরকারের অনুমোদন পাইলে নূতন করিয়া পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হইবে।

৩। ভারত সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং আর্থিক বরাদ্দ হইলেই কুমারঘাটে কাগজ কলের কাজ আরম্ভ হইবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—B

ADMITTET UN-STARRED QUESTION No. 1

By Shri Akhil Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরাতে তাঁত শিল্পের ওপর কয়টি Pilot Centre আছে ?

২। প্রতিটি Centre-এ কতজন Trainees ও কতজন Piece Rate Worker আছে ?

৩। প্রতিটি Centre-এ কয়টি করিয়া Looms আছে ?

৪। Piece Rate Worker-দের Wages রীতিমত দেওয়া হয় কি ?

৫। না দেওয়া হইলে তার কারন কি ?

ANSWERS

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে তাঁত শিল্পের উপর মোট ৯ (নয়)টি পাইলট সেন্টার আছে ?

২। প্রতিটি কেন্দ্রে নিম্নলিখিত সংখ্যক ট্রেইনি ও পিস্ রেটেড ওয়ারকার আছে।

পাইলট সেন্টারের নাম	ট্রেইনিস সংখ্যা	পিস্ রেইট ওয়ার্কারস্ সংখ্যা
(পশ্চিম ত্রিপুরায় ৫টি)		
১। গান্ধীগ্রাম	—	১০ জন

২। ব্রজপুর	—	৬ জন
৩। দিব্যোদয়	—	—
৪। চাকমাঘাট	১২ জন	—
৫। নলছড়	১২ ,,	—

(উত্তর ত্রিপুরায়—২টি)

১। পদ্মপুর	৬ জন	৪ জন
২। কমলপুর	১৫ ,,	—

(দক্ষিণ ত্রিপুরায় ২টি)

১। জোলাইবাড়ী (বিলোনীয়া)	×	×
২। জোলাইবাড়ী (উদয়পুর)	×	৫ জন

৩। প্রতিটি সেণ্টারে লুমের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

গান্ধীগ্রাম—	১১টা।	কমলপুর—	৪টা।
ব্রজপুর—	১০টা।	জোলাইবাড়ী (বিলোনীয়া)	১২টা।
দিব্যোদয়—	×		
চাকমাঘাট—	৭টা।	জোলাইবাড়ী (উদয়পুর)	১২টা।
নলছড়	৭টা।		
পদ্মপুর—	৮টা।		

৪। হ্যাঁ।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. 4

By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। নাথ সম্প্রদায়ের লোক শতকরা কতজন শিক্ষিত ?

উত্তর

১। ১৯৭১ সালের আদমসুমারীতে অথবা পরবর্তী সময়ে এই রকম কোন তথ্য সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হয় নাই।

প্রশ্ন

২। এই সম্প্রদায়ের মহিলা এবং পুরুষ শিক্ষিতের হার কত ? (পৃথক পৃথকভাবে)

উত্তর

২। অপ্রযোজ্য।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 8

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Indusrry Department be pleased to state—

১। বর্ত্তমান সরকার এ পর্য্যন্ত কয়টি তাঁতী পরিবারকে পঞ্চাশ শতাংশ ভর্তুকীতে সূতা বিতরণ করেছেন ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এ পর্য্যন্ত কয়টি মৎসজীবী পরিবারকে সরকার থেকে নাইলন সূতা বিলি করা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। পঁচাত্তর শতাংশ ভর্তুকীতে কত পরিবারকে সূতা বিলির গরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ?

ANSWERS

১। বর্ত্তমান সরকার এ পর্য্যন্ত ২৭০০ জন তাঁতীকে ৫০% ভর্তুকীতে সূতা বণ্টন করিয়াছেন। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :--

ব্লকের নাম	তাঁতীর বংখ্যা
১। জিরাণীয়া	২৬৬ জন
২। মোহনপুর	৩১৭ ,,
৩। বিশালগড়	২৩৪ ,,
৪। মেলাঘর	৩৩ ,,
৫। তেলিয়ামুড়া--	১৮৭ জন
৬। খোয়াই	২৩৮ ,,
৭। উদয়পুর (মাতাবাড়ী)	২৬৯ ,,
৮। ডম্বুরনগর	৬০ ,,
৯। সাঁতচান্দ	২৫১ ,,
১০। বগাফা	১৯৩ ,,
১১। অমরপুর	১১৪ ,,
১২। কুমারঘাট	৫১ ,,
১৩। পানিসাগর	২০ ,,
১৪। সালেমা	১৮৮ ,,
১৫। কাঞ্চনপুর	৫৮ ,,
১৬। ছাউমনু	৯৭ ,,
১৭। আগরতলা	১২০ ,,
	২৭০০ জন

২। এ পর্য্যন্ত ৮৯২ জন মৎস্যজীবীকে নাইলন সুতা বিনামূল্যে বিলি করা হইয়াছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

ব্লকের নাম	মৎস্যজীবীর সংখ্যা
১। জিরানীয়া	৪০ জন
২। মোহনপুর	৪০ ,,
৩। বিশালগড়	৫০ ,,
৪। সোনামুড়া	১১০ ,,
৫। খোয়াই	৩০ ,,
৬। তেলীয়ামুড়া	৫০ ,,
৭। পানিসাগর	১০ ,,
৮। কুমারঘাট	৪০ ,,
৯। সালেমা	১০০ ,,
১০। ছাউমনু	৩০ ,,
১১। কাঞ্চনপুর	১০ ,,
১২। সাঁতচান্দ	৩০ ,,
১৩। বগাফা	৪০ ,,
১৪। রাজনগর	৪০ ,,
১৫। অমরপুর	৪০ ,,
১৬। ডুম্বুরনগর	১০০ ,,
১৭। উদয়পুর	৬০ ,,
১৮। আগরতলা	৭২ ,,
	৮৯২ জন

৩। ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে মোট ৪০০০ জনকে ৭৫ শতাংশ ভর্তুকীতে সুতা বিলির পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 15

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগরের উত্তর পদ্মবিল পুরান বাজারে ডিসপেনসারী স্থাপনের কোন দাবী এলাকাবাসীর সরকারের নিকট রেখেছেন কিনা ?

২। রাখা হয়ে থাকলে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

ANSWERS

১। হ্যাঁ।

২। ষষ্ঠ পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে ধর্মনগরের উত্তর পদ্মবিল পুরান বাজারে ডিসপেন্সারী স্থাপনের দাবীটি বিবেচনার জন্য রাখা হইবে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 28

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state—

১। বামফন্ট সরকারে আসার পর এ পর্য্যন্ত মোট কতজন দুঃস্থ জেলে ও তাঁতীকে বিনা মূল্যে সুতা বিতরণ করা হয়েছে ?

২। মহকুমাভিত্তিক তার হিসেব ?

ANSWERS

১। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এ পর্য্যন্ত মোট ৮৯২ জন দুঃস্থ জেলেকে বিনামূল্যে নাইলন সুতা বিতরণ করা হয়েছে। তাঁতীদের বিনামূল্যে কোন সুতা বিতরণ করা হয় নাই।

২। মহকুমা ভিত্তিক নাইলন সুতা বিলির হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

(১)	সদর মহকুমা	২০২ জন
(২)	সোনামুড়া	১১০ ,,
(৩)	খোয়াই	৮০ ,,
(৪)	উদয়পুর	৬০ ,,
(৫)	সাব্রুম	৩০ ,,
(৬)	বিলোনীয়া	৮০ ,,
(৭)	অমরপুর	১৪০ ,,
(৮)	ধর্ম্মনগর	২০ ,,
(৯)	কৈলাসহর	৭০ ,,
(১০)	কমলপুর	১০০ ,,
		৮৯২ জন

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 31

By—Shri Harinath Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত কতজন উপজাতি মহিলাকে ধাই ট্রেনিং সহ নার্সিং শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮-৭৯ সালে যে ৪০ জন মহিলাকে নার্সিং-এর জন্য Selection করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ১২ জন উপজাতি মহিলা আছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ধাই ট্রেনিং-এর জন্য Selection এখন পর্য্যন্ত করা হয় নাই।

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

FRIDAY, 22ND SEPTEMBER, 1978.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, 9 (Nine) Ministers, Deputy Speaker and 46 (Forty six) Members.

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি ক্রমানুসারে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্ন এর নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১। প্রয়োজনীয় সার এবং কীটনাশক ঔষধ বর্ত্তমানে শতকরা কতজন কৃষক ব্যবহার সুযোগ পাইতেছেন।

২। এইগুলি যাহাতে আরো অধিক সংখ্যক কৃষক সুলভে পাইতে পারে তার জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন ?

উত্তর

১। কৃষকদের সংখ্যা বলা সম্ভব নহে কারণ এই রকম কোন হিসাব রাখা হয় না।

২। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধাদি যাহাতে কৃষকগণ সুলভে পাইতে পারেন তাহার জন্য সারের ক্ষেত্রে পূর্ণ পরিবহন ব্যয় ও কীটনাশক ঔষধের ক্ষেত্রে মোট মূল্যের শতকরা ৩৩ ভাগ ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সার এবং ঔষধের যে দাম, তাতে গরীব কৃষকরা সেই সার এবং কীটনাশক ঔষধ কিনতে পারছে না, তার ফলে বড় বড় কৃষকরা অর্থাৎ জোতদাররা সেই সুযোগ নিচ্ছে। গরীব কৃষকদের কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে কিনা, সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সার এবং কীটনাশক ঔষধ আমরা ত্রিপুরার বাহির থেকে সংগ্রহ করি এবং এটা আমরা জানি যে এই সার এবং কীটনাশক ঔষধের মূল্য আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে, তাই আমাদের সরকার যাতে গরীব কৃষকরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, তার জন্য কীটনাশক ঔষধ এর যে মূল্য তার থেকে তিন ভাগের এক ভাগ আমরা সাবসিডি দিই এবং সারের ক্ষেত্রে পরিবহনের যে খরচ হয়, সেই খরচ সরকার বহন করেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সার এবং কীটনাশক ঔষধ বিলি করার ক্ষেত্রে, অতীতে যে ব্যবস্থা ছিল জিনিষপত্র (সার এবং কীটনাশক ঔষধ) বিক্রির কোন হিসাব রাখা হত না ; সেহেতু প্রচুর পরিমানে সার এবং কীটনাশক ঔষধ বিক্রয়ে কারচুপি রেখে হিসাবের যে গরমিল ছিল, এখনও সেই পদ্ধতিতে কাজ কর্ম চলছে কিনা, সে সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর নেবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সার এবং কীটনাশক ঔষধের ক্ষেত্রে বিলি ব্যবস্থার আমাদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের মেইন ষ্টোর থাকছে বিভিন্ন ব্লকের হেড কোয়ার্টারে, সেখান থেকে প্রয়োজন ভিত্তিক ভি, এল, ডবলিউ, সারকেলে আমরা পাঠিয়ে দিই যখন যে রকম সার এবং কীটনাশক ঔষধের প্রয়োজন হয়।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আমার জানতে পারলাম যে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং সারের কোন অভাব নেই। কিন্তু আমি যত টুকু জানি আমার নিজের এলাকায় ধান নষ্ট হচ্ছে প্রয়োজনীয় সার এবং কীটনাশক ঔষধের অভাবে, কারন কৃষকরা সার এবং কীটনাশক ঔষধ পাচ্ছেনা। স্টক থাকা সত্বেও কেন কৃষকরা সার এবং কীটনাশক ঔষধ পাচ্ছেনা, কৃষকদের ফসল ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন, এই কাজ কারা করছেন এবং কেনই বা করছেন এই সম্পর্কে প্রশাসন এবং মন্ত্রী মহাশয় ওয়াকিবহাল কিনা তার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যতটুকু জানি তাতে কোথাও সার এবং কীটনাশনক ঔষধের ঘাটতি আমাদের নেই। অতীতে যে সব কেন্দ্র থেকে এই ধরনের সার এবং কীটনাশক দেওয়া হত, এখনও সে সব জায়গাতে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং দেওয়া হচ্ছে। যদি মাননীয় সদস্য কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গার নাম বলতে পারেন, তাহলে নিশ্চয় সে ব্যাপারে তদন্ত করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন বুঝতে পারেননি অথবা তিনি উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন, প্রশ্ন ছিল যে, এই রকম একটা অভিযোগ আছে যে, সার এবং কীটনাশক ঔষধ কৃষকরা পাচ্ছেনা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্নটা কি আপনি বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সে অভিযোগের তদন্ত হবে কিনা সেটা আমি স্পষ্ট জানতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তো স্পষ্ট উত্তরই দিয়েছি। এই হাউসে আজকে যে প্রশ্ন এসেছে। ত্রিপুরার যে সমস্ত জায়গাতে আগে যে ভাবে সার এবং কীটনাশক ঔষধ দেওয়া হতো, এখনও সে ভাবেই দেওয়া হচ্ছে, যদি কোন সদস্যের জানা থাকে কোন এলাকার, কোন ব্লকে এবং কোন কোন সেন্টারে দেওয়া হচ্ছেনা তাহলে, সে ব্যাপারে আমরা সম্ভাব্য চেষ্টা করবো।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডি, এল, ডাবলিউ, এবং কৃষি কর্মচারীরা কয়েক দিন আগে মিছিল নিয়ে এসেছিল যে গ্রামে কৃষকদের সার, ঔষধ দেওয়া হচ্ছেনা। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং সত্য হলে সার এবং কীটনাশক ঔষধ দিতে ডেফলক কোথায়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেটা গত আউস মরশুমে ছিল। ভারতবর্ষের যে সব ফেক্টরী থেকে এই সব সার এবং ঔষধ কিনি, বিশেষ করে সুফলা, ঐ সমস্ত ফেক্টরীতে ধর্মঘট এবং শ্রমিক অসন্তোষ থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং আগে রেল লাইন এর বুকিং এর যে নিয়ম কানুন ছিল তারও কিছু পরিবর্তন হয়। যার ফলে এইগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়েতে আসতে একটু অসুবিধা হয়। তবে সে অবস্থা এখন কেটে গেছে। সার এবং ঔষধ সব জায়গাতে পাওয়া যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—প্রশ্ন নং ১ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—প্রশ্ন নং ১ স্যার।

প্রশ্ন

১) হাওড়া নদীর উপর নতুন কোন সেতু দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? এবং

২) যদি থাকে তবে কোন কোন অংশে সেতু হবে?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) আসাম আগরতলা রোড অংশন ১২ কি. মি. এবং ১৩ কি. মি. মধ্যে।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জায়গাটার নাম বলবেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—১২ থেকে ১৩ কি. মি. মাঝামাঝি জায়গাতে এই সেতুটা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ :—প্রশ্ন নং ৬ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—প্রশ্ন নং ৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর সাবডিভিশানে কতট গভীর নলকূপ এবং কতটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প আছে?

২) এই গুলির মধ্যে কোন শ্রেণীর কয়টা সচল ও কতটা অচল?

উত্তর

১) দুইটি গভীর নলকূপ ও দশটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প।

২) গভীর নলকূপ একটি সচল এবং অন্যটি জলের পরিমাণ কম থাকায় সেচ সুষ্ঠভাবে হইতেছে না।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প আটটি সচল। একটিতে শুখা সময়ে ছড়াতে জল না থাকায় চালু নাই। অন্য পাম্প গৃহটি নদীতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীরামকুমার নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন এই তিলথৈ এবং দেওছড়া গভীর নলকূপটি কবে অচল হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত, সনটা আমার কাছে নাই। তবে এ সম্পর্কে অন্য তথ্য গুলি আমি জানিয়ে দিচ্ছি গভীর নলকূপগুলি কেন্দ্রীয় ভূমি জল পর্যদ এর পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছিল। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প কর্তৃক লাইন বসানোর কাজ

করা হয়েছিল। তিলথৈ গভীর নলকূপটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে এবং অন্যটি সেচের জন্য উপযোগী নয়। কারণ প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায় না। মাননীয় সদস্য যে প্রকল্পের কথা বলেছেন সেটা থেকে বালি উঠতে থাকে এবং জল পাওয়া যায় না। তাই এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবোধ দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর মহকুমায় কোন্ কোন্ নলকূপগুলি সচল এবং কোন্ কোন্ গুলি অচল, তার পূর্ণ বিবরণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—গভীর নলকূপের মধ্যে তিলথৈ গভীর নলকূপটি ৭৫ একর জমিতে জল দেওয়া হবে এই পরিকল্পনা নিয়ে বসানো হয়েছিল। কিন্তু পরে এটা অচল হয়ে যায়। ইছাই গভীর নলকূপটি ৭২ একর জমিতে সেচের টারগেট নিয়ে বসানো হয়েছিল, কিন্তু সেটা থেকে মাত্র ১০ একর জমিতে সেচ করা যায়। আর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মধ্যে সাতনালা ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, লক্ষীপুর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, শক্তি ছড়া ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, সাব্রুম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, বাগানখালি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, পূর্ব কৃষ্ণপুর ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প, দেওয়ান বাসা ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প, পশ্চিম পানিসাগর এবং লক্ষা গাঁও ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প। এগুলির মধ্যে লক্ষীপুর এবং পশ্চিম পানিসাগর ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প বাতিল হয়ে যায়। কারণ একটা নদীতে ভেঙ্গে নিয়ে গেছে এবং অন্যটি দিয়ে জল পাওয়া যায় না।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার অনেকগুলি গভীর নলকূপ জল দিচ্ছে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্দিষ্ট ভাবে না বললে তো আমাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া মুস্কিল।

শ্রীরামকুমার নাথ :—এখানে মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে গভীর নলকূপ একটা নষ্ট হয়ে আছে, সেই যে একটা নষ্ট হয়ে আছে, সেটা কোনটা এবং কোথায় মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমি বলেছি যে একটা গভীর নলকূপ অচল হয়ে আছে বটে, কিন্তু সেটাকে চালানো হচ্ছে না। কারণ সেটা চালিয়ে বিশেষ লাভ কিছু হবেনা, এখন সেটাতে যে জল আছে, তা দিয়ে মাত্র ১০ একর জমিতে জল দেওয়া যাবে। আর তারজন্যই দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—এই নলকূপটা কোন্ সালে বসানো হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, তারিখটা এখন আমার কাছে নাই, তাই বলতে পারছি না।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে অনেকগুলি নলকূপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কারণ সেগুলির থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন এগুলির কাজ হাতে নেওয়া হয়, তখন সেগুলির থেকে কি পরিমাণ জল পাওয়া যাবে বা সেগুলির ভায়েবলে হবে কিনা, এই ধরনের কোন সার্ভে করা হয়েছে কিনা এবং সার্ভে হওয়ার পর যদি সেগুলি করা হয়ে থাকে, তাহলে এখন সেগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি, জানতে পারি কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—ত্রিপুরাতে মাটির নীচে কোথায় কি পরিমাণ জল আছে, তার সমীক্ষা করার দায় দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় ভূমি জল পর্ষদের উপর, তারা রিপোর্ট দিলেই আমরা কাজ করে থাকি, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন রিপোর্ট পাইনি। আর অতীতে যে সব ডিপটিউব-ওয়েল করা হয়েছিল, তারজন্যও তারাই সার্ভে করেছিল এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেহেতু একটা ডিপটিব-ওয়েল খারাপ হয়ে আছে, কেন খারাপ হল, তার মেরামতির কাজও তাদেরই, তাদেরকে সব কিছু জানানো সত্বেও তাদের কাছ থেকে সেগুলি মেরামত করার মত কোন উদ্যোগ পাওয়া যাচ্ছেনা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মন্ত্রীমশাই এই ডিপ টিউব-ওয়েলগুলি করা হল, তার জন্য যে সার্ভে করা হয়েছিল, তার রিপোর্ট কি ছিল, কত পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা যাবে, তার রিপোর্ট আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—রিপোর্ট ছিল যে ৭৫ একর জমিতে জল সেচ করা যাবে। কিন্তু এখন এগুলির দুটোতে মাত্র ১০ একর করা যেতে পারে, আর তার জন্যই দুটোই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—প্রশ্ন নং ২৯

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, প্রশ্ন নং ২৯,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জরুরী অবস্থার সময় ধর্মনগর কদমতলায় বাজারের রাস্তার দুই পাশের দোকানঘর সরকার জোরপূর্বক ভেঙ্গে আবাসিকদের উচ্ছেদ করেছিলেন এবং এরজন্য অদ্যাপি কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই ?

২) যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তবে বর্তমান সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) পূর্ত বিভাগের রাস্তার জমি বেদখলকারীদের উচ্ছেদের জন্য সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে পারেন না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—মাননীয় মন্ত্রীমশাই, কবে, কোন সনে এই ঘরগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল, তা জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কবে এই দোকানগুলি ভাঙ্গা হয়েছে, তার সঠিক তারিখ আমার কাছে নাই। তবে জরুরী অবস্থার সময়ে এই ঘটনা ঘটেছে এবং রাস্তার পাশে পূর্ত বিভাগের জায়গা বেদখলকারীদের নোটিশ না দিলেও বার বার তাদের অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা সেই জায়গা ছেড়ে দিতে অস্বীকৃত হলে শেষ পর্য্যন্ত সেগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তার জন্য কোন পুলিশ ব্যবহার করা হয় নি। তাছাড়া ঐ জরুরী অবস্থায় সময় ঐখানকার মত এই আগরতলা শহরের বটতলাতেও পূর্তদপ্তরের জায়গা বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ--সেখানে যেসব ঘরগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই এখন পর্য্যন্ত রাস্তার পাশে পড়ে আছে, সেগুলি সরানো হচ্ছে না এর কারণ কি মাননীয় মন্ত্রীমশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—সেগুলি পড়ে থাকার কারণ আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে যাদের ঘরগুলি এখনও রাস্তার পাশে পড়ে আছে তাদের সংগে অন্য কারো একটা গোপন চুক্তি থাকতে পারে, যারা ঘরগুলি আগে ভেঙ্গে দিয়েছিল। যাহউক, এই ঘটনাগুলি ঘটেছে জরুরী অবস্থার সময়ে এবং আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে জানি যে মাননীয় সদস্য উমেশ বাবুরও একটা ঘর ভাঙ্গা গিয়েছে। তবে অন্যগুলি কেন ভেঙ্গে দেওয়া হল না, তার ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে মুস্কিল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে কতজন লোককে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কতজনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে. আর ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হয়ে থাকলে, তাদেরকে অলটারনেটিভ জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—সেখানে ২০ থেকে ২২টি ঘর ভাঙ্গা হয়েছে এবং যেহেতু তারা পূর্ত দপ্তরের জায়গা বে-দখল করেছিল, সেহেতু তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—জরুরী অবস্থার সময়ে এই যে অন্যায় কাজগুলি হল, সেগুলিকে মাননীয় মন্ত্রীমশাই কি সমর্থন করতে পারছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, এই প্রশ্ন আসে না !

শ্রীমতিলাল সরকার—প্রশ্ন নং ৩৯ ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, প্রশ্ন নং ৩৯

প্রশ্ন

১) সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য সারা ত্রিপুরায় কি পরিমাণ বীজধান বিলি করা হইয়াছে ?

২) আরও কি পরিমাণ বীজধান বিলি করা প্রয়োজন ?

৩) উক্ত বন্যায় কত একর জমি বালি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে ?

৪) এই বালি সরানোর জন্য কত টাকা ব্যয় করা হবে ?

উত্তর

১) ১,২৬,৮৯১.৫০০ কে, জি ।

২) আপাততঃ প্রয়োজন নাই ।

৩) ৩,৮৩৫.৪৫ একর ।

৪) ২,৬২,০০০ টাকা ।

শ্রীমতিলাল সরকার—মন্ত্রীমশাই বলেছেন যে বালি সরানোর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে। কিন্তু এই বালি সরানোর ক্ষেত্রে যে সমস্ত কৃষকের জমি বালিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সংগে যোগাযোগক্রমে এই বরাদ্দ ধরা হয়েছে কি ? কারণ দেখা যাচ্ছে যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জমি থেকে কম বালি সরানো হয়েছে যার ফলে তারা যতটা উপকৃত হওয়ার কথা, ঠিক ততটা উপকৃত হয়নি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—সরকার থেকে যে এষ্টিমেট করা হয়েছে, তা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জমিতে যে বালি পড়েছে, তার মাপ জোখ নিয়ে করা হয় নি। জমির পরিমাণ অনুমান করে এই এষ্টিমেটটা করা হয়েছে। তার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো কৃষকদের জমি থেকে সম্পূর্ণ বালি সরানো সম্ভব হয়নি।

শ্রীগোপাল দাস—মন্ত্রীমশাই বলেছেন যে ২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়েছে। এখন এই যে বিলি বন্টন করা হল, তার ভিত্তিটা কি ? অথবা যে কৃষকের জমি বালি পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—তার কত পরিমাণ জমি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে অথবা সে সবটার জন্যই ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, যত ক্ষতি হয়েছে তত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। কৃষকদের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এই ব্যাপারে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আসে সেটা এসেস করে যে পরিমান বীজ নষ্ট হয়েছে সেই নষ্ট বীজের একটা অংশ দেওয়া হয়েছে। এবং যা দেওয়া হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন গাঁও সভা ও স্থানীয় অফিসার-দের সংগে কনসাল্ট করেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীগোপাল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে পরিমাণ বীজ ধান নষ্ট হয়েছে সেই পরিমাণ বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে কৃষকের ২০ কে. জি. ধান দেওয়া হয়েছে তার বিনিময়ে সে ২৫ কে. জি. ধান সরকারকে দিয়েছে। এই যে বীজ ধান বন্টন করা হল—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে কথা বলেছেন যে যে পরিমাণ বীজ ধান নষ্ট হয়েছে সেই হিসাবে প্রত্যেক কৃষককেই ২০ কে. জি. ধান দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্নটা আবার বলুন।

শ্রীগোপাল দাস—আমরা দেখেছি যে কৃষকদের মধ্যে ২০ কে. জি. বীজ ধান দেওয়া হয়েছে এবং এই বীজ ধানের জন্য কৃষকদের আবার ২৫ কে. জি. করে ধান দিতে হবে সরকারকে। এই হিসাবেই বন্টন করা হয়েছে—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে কথা বলেছেন যে পরিমাণ বীজ ধান নষ্ট হয়েছে সেই পরিমান বীজ ধান আমরা দেব। যদি তাই হয় তাহলে আমার প্রশ্ন হল যে সমস্ত কৃষকের মধ্যে ২০ কে. জি. ধান বন্টন করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই কি ২০ কে. জি. করে ধান নষ্ট হয়েছে—এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে তাদের দেওয়া হয়েছে এবং সেটাই আবার তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে বক্তব্য জানতে চাইছি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এটা সাহায্য বা গ্র্যান্ট নয়—ওদের সাময়িক সাহায্য দেওয়ার জনাই এটা দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যখন ফসল উঠে যাবে তখন তারা প্রতি ২০ কে. জি. বীজের পরিবর্তে তারা ২৫ কে. জি. করে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা লোন হিসাবে বন্টন করা হয়েছে।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী—বালু সড়ানোর জন্য যে টাকা খরচা হয়েছে তার কোন হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মশাই দেবেন কি ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এই হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীদ্রাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ

শ্রীদ্রাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—প্রশ্ন নং ৪ঃ

শ্রীবাজুবান রিয়াং—প্রশ্ন নং ৪৫

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই, আশারাম বাড়ী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি নামে এক [illegible] সমিতি ছিল ? ইহার মোট মূলধন কত ছিল ?

২। বর্তমানে ঐ সমিতি কি অবস্থায় আছে ?

৩। এই সমবায় সমিতির কি কি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ছিল এবং বর্তমানে ঐসব সম্পত্তি কি অবস্থায় আছে ?

৪. ইহা কি সত্য এই সমিতির ঘরটি কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধান সভার সদস্য শ্রীসুনীল দত্তের নিকট ভাড়া দেওয়া হয়েছে ?

৫. সত্য হইলে ঘরটি বর্তমানে কার দখলে আছে এবং কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। হাঁ, খোয়াই আশারামবাড়ী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি নামে একটি সমবায় সমিতি ছিল। ইহার মোট মূলধন ছিল এইরূপ :—

ক) আদায়ীকৃত মূলধন—টাঃ ৬,১৬৬.০০

খ) কার্য্যকরী মূলধন—টাঃ ৬১,২৬৬.০০

২। বর্তমানে ঐ সমিতি লিকুইডিশানে আছে।

৩। ই সমবায় সমিতির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছিল এইরূপ—

১। সিকিউরিটি মানি—টাঃ ৬০০.০০

২। আর্নেষ্টমানি —টাঃ ৮৮৪.০০

৩। ইয়ার্ন পার্চেজ এবং সেল সোসাইটিতে জমা —টাঃ ২৪.২৬

৪। বিভিন্ন সমবায় সমিতির শেয়ার ক্রয় —টাঃ ১,৩০০.০০

৫। জমি —টাঃ ১,৬৮৭.০০

৬। ঘর —টাঃ ৩,১৩১.০০

৭। তাঁত ও সরঞ্জাম—টাঃ ২৫৩.০০

৮। বন্ধকী জমি —টাঃ ২,০৫০.০০

৯। নলকূপ —টাঃ ১৬০.০০

১০। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম—টাঃ ২৬৫.০০

১১। আসবাবপত্র টাঃ ১২৫.০০

মোট টাঃ ১০,৪৭৯.৭৬.

ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পর বর্তমানে সমিতির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ টাঃ ৬,১১৮.৫০ যাহা সমিতির লিকুইডেটরের তত্ত্বাবধানে আছে।

৪। সমিতির ঘর কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধান সভার সদস্য শ্রীসুনীল দত্তের নিকট ভাড়া দেওয়া হয়েছে, এরূপ কোন তথ্য সরকারের জানা নাই।

৫। ৪নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅবাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ঐ সমিতির যে জায়গা ছিল সেখানে একটা ঘর আছে এবং সেই ঘর এখন কেউ দখল করে আছে কি না ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মি: স্পীকার স্যার, এই সমিতির যে জমি আছে তার উপর দু'টি ঘর করা হয়েছিল। সমিতির ঘর দু'টা পূর্ব হইতে সত্যভূষণ চক্রবর্ত্তী, প্রাক্তন হেডমাষ্টার খোয়াই, সেই ঘরে ভাড়া হিনি সেই ঘর দখল করে আছেন। এবং সেজন্য লিকুইডিটর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীসরাই ইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই সেজন্য সে ভাড়া আদায় করা হয়েছে কি ?

বাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেজন্য কোন ভাড়া হিসাব করা হয় নাই।

শ্রীসরাই ইম কামিনী ঠাকুর সিং—মাননীয় মন্ত্রী মশাই সেই সম্পত্তি লিকুইডিটরের তত্ত্বাবধানে আছে এবং একজন লোক দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আছে কিন্তু তার জন্য কোন ভাড়া দিচ্ছেন না তাহলে তিনি কি করে সেখানে আছেন ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি স্বীকার করতে বাধ্য আগের সরকারের আমলে এই রকম বহু ঘটনা হয়েছিল এটাও তার মধ্যে একটা। নিয়ম মত এই ঘর লিকুইডিটরের দখলে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয় নাই।

মি স্পীকার শ্রীসুবোধ দাস

সুবোধ দাস —প্রশ্ন নং ৫১

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—প্রশ্ন নং ৫১

প্রশ্ন

১। রামনগর (ধর্মনগর) জনতা কলেজ হইতে পদ্মবিল পুরাণ বাজার রোড এবং দামছড়া হইতে খেদাছড়া রোড সংস্কার ও নির্মাণ করার জন্য কোন দাবী এলাকাবাসী উত্তর পেশ করেছেন কি না ?

২। যদি করে থাকেন, তাহলে এই রাস্তাগুলি সংস্কার ও নির্মাণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। রামনগর (ধর্মনগর) জনতা কলেজ পদ্মবিল পুরাণ বাজার রোড :—

খাদ্যের বদলে কাজ' প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটির মেরামত কার্য্য করা হইয়াছে। রাস্তাটি কাচা এবং শুকনা দিনের আবহাওয়ার উপযোগী। বর্তমানে সোলিং বা মেটেলিং কোনটারই কোন পরিকল্পনা নাই।

দামছড়া খেদাছড়া রোড :—

দামছড়া হইতে খেদাছড়া পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটা কাচা রাস্তাটি সময় সময় মেরামত করা হয় এবং এই বছরও মেরামত করা হইয়াছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের কর্মসূচী অনুযায়ী দামছড়া হইতে খেদাছড়া রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। বর্তমানে রাস্তাটির জরিপ কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে দামছড়া থেকে খেদাছড়া রোডের কাজ এই বৎসর মাঝে মাঝে মেরামত করা হয়েছে কিন্তু আমি নিজে এই রাসতা দিয়ে এসেছি। এখানে কয়েকটা ছোট ছোট পুল ছাড়া আর কিছু হয় নি। তাহলে যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে সংগ্রহ করে বলেছেন তা সত্যি কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পুরোপুরি মেরামত করা হয়েছে একথা বলি নি। আমি কিছু কিছু মেরামতের কাজ হয়েছে। এবং মাননীয় সদস্যও বলেছেন যে আংশিক কাজ হয়েছে।

মি: স্পীকার :– শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৬১ (এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে পশ্চিম তৈছলং গাঁওসভার প্রধান শ্রীআনন্দ মরছুমের নামে একটা জুট রেটিং ট্যাংক এর কাজ দেওয়া হয়েছিল ?	হ্যাঁ।
২) ঐ জুট রেটিং ট্যাংকএ কাজ করার পর শ্রীমরছুমকে কোন বিলের টাকা দেওয়া হয় নি ?	২) শ্রীমরছুম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে না পারায় তার নামে কাজ বাতিল করা হয়েছে এবং তাঁর করা কাজের পরিমিত টাকা তাকে দেওয়া হইয়াছে।
৩) শ্রীমরছুমের প্রাপ্য অর্থ অপর একজন বামফ্রন্টের প্রধান আত্মসাত করেছে ?	৩) না।
৪) করে থাকলে তাঁর নাম ও পরিচয় ?	৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শ্রীমরছুমের কাজের যে ডিফেক্ট সেই ডিফেক্টটা স্পেসিফিকেলি আমি জানতে চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মননীয় স্পীকার স্যার, যে সময়ের মধ্যে কাজ করার কথা ছিল শ্রীমরছুম সেই সময়ের মধ্যে কাজ কমপ্লিট করতে পারেন নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার. কি কাজ কমপ্লিট করতে পারেন নি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জুট রেটীং ট্যাংকের কাজ। যেটা নাকি পাট ভিজানোর ট্যাংক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কি রকম করেছে আর কি রকম করে নি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ট্যাংকটা যতটুকু গভীর ও যতটুকু বড় করার কথা ছিল এষ্টিমেট অনুযায়ী, এটা তিনি করেন নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এষ্টিমেট কত টাকা ছিল, এটা জানাবেন কি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কাজের এষ্টিমেট ছিল ২,৯১০ টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং কবে দেওয়া হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীমরচুমকে আইন মত টাকা দেওয়া যায় না। তবুও যেহেতু তিনি কিছু কাজ করেছেন, সেজন্য আমরা দয়াপরবশত: ৪৫৫.২৫ পয়সা বে-আইনি করেও দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে, কবে এই টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে এবং বাকী টাকা কি এখনও পরে আছে, না কাউকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কাজ পরে আরেকজনকে করতে দেওয়া হয় এবং কাজ শেষ হলে টাকা ড্র করার পর তাঁর কাজের পরিমিত টাকা তাকে দেওয়া হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কাকে দেওয়া হয়েছে এটা আমি স্পেশিফিকেলি জানতে চাই। কারণ বামফ্রণ্ট সরকার হিংসাত্মকভাবে, যেহেতু সে উপজাতি যুবসমিতির প্রধান, সে জন্য তাকে টাকা দেওয়া হয় নি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে টাকা উনার পাওনা সেই টাকাটা অমরপুরের পি. ই. ও. সাহেব তাঁকে দিয়েছেন।

শ্রীদশরথ দেব : —মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি। উপজাতি যুবসমিতির প্রধান হিসাবে বামফ্রণ্ট সরকার কোন কাজ ডিষ্ট্রীবিউশন করে না। কাজ তাকে দশ দিনের মধ্যে কমপ্লিট করার কথা ছিল। কিন্তু হয় নি। অনেক দিন পরেও কাজ কমপ্লিট না হওয়ায় বর্ষা থাকার দরুন কাজটা অনন্ত কুমার রিয়াংকে দেওয়া হয় এবং সে সেই কাজটা কমপ্লিট করে। উপজাতী প্রধান হয়েও তিনি জনসাধারণের সেই কাজটা ইনকমপ্লিট ফেলে রেখেছেন এটা তাদের পক্ষেই দেখা উচিৎ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১১ (পি. ডবলিউ ডিপার্টমেণ্ট)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : —মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে বিগত কংগ্রেসী রাজত্বে বিভিন্ন কংগ্রেস নেতাদের আত্মীয়স্বজন পি. ডবলিউ ডি এর ওয়ার্ক এসিষ্টেণ্ট মেট ইত্যাদি টেকনিক্যাল পদে নিযুক্ত হয়েও তখন থেকে আজ পর্যান্ত বিভাগীয় অফিস সমূহে করনিকের কাজ করছেন ?	১) হঁা, শুধুমাত্র অতি অল্প সংখ্যক ওয়ার্ক এসিষ্টেনট বর্ত্তমান পি. ডবলিউ ডি এর বিভাগীয় অফিসের কাজে নিযুক্ত আছেন। তবে তাহারা কংগ্রেসী নেতাদের আত্মীয় স্বজন কি না তাহা জানা নাই।
২) যদি সত্য হয় তবে বিভাগীয় কাজে টেকনিকেল মেন এর অভাব থাকা সত্বেও তাদের অফিসে বসিয়ে রাখার কারণ কি ?	২) শুধু মাত্র কাজের স্বার্থেই মাঝে মাঝে তাহাদিগকে বিভাগিয় অফিসের কাজে নিযুক্ত করা হয়। তা ছাড়া বিভাগের কাজে ওয়ার্ক এসিষ্টেন্টের কোন প্রয়োজন হইলেই তাহাদের পাঠানো হয়।

প্রশ্ন	উত্তর
৩) বামফ্রন্ট সরকার সেই সকল কর্মচারীদের উপযুক্ত কাজ পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন কি না ?	৩) হ্যাঁ।
৪) এই ধরণের কতজন কর্মচারী (সারা রাজ্যে) আছেন ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)	৪) মোট ১২ জন ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্ট আছেন। ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

১)	ইলেকট্রিক ডিভিশন নং ১	২ জন।
২)	,, ,, ,, ৩	১ ,,
৩)	সাউদার্ণ ,, ,, ৪	১ ,,
৪)	আগরতলা ,, ,, ১	৩ ,,
৫)	মেকানিকেল ,, ,,	১ ,,
৬)	ইনভেষ্টিগেশন ,, ,,	১ ,,
		১২ জন

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, এই ধরণের টেকনিক্যাল ম্যান ওয়ার্ক অ্যাসিষ্টেন্টদের অফিসে রাখা হচ্ছে। এবং মাঝে মাঝে বাইরে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি, উদয়পুর পি. ডাব্লু. ডি., ডিভিশন নং (১) এ একজন এই ধরণের কর্মচারী আছেন, যিনি নিয়োগের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত অফিসে আছে। অর্থাৎ ওয়ার্ক অ্যাসিষ্টেন্ট হিসাবে চাকুরী পেয়েও অফিসেই আছেন। তাকে এক দিনের জন্যও কোথাও বাইরে পাঠানো হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি, এটা তদন্ত করে দেখবেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছেন। যদিও আমি উত্তর দেবার সময় বলেছি যে, মাঝে মাঝে বাইরে পাঠানো হয়, তাহলেও আমি অভিযোগের তদন্ত করব। তবে একটা ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে, অফিসে কারণিকের অভাব রয়েছে। এই ব্যাপারে ওয়ার্ক অ্যাসিষ্টেন্ট হলেও সে যদি কারণিকের কাজ দক্ষ হয়, তাহলে অফিস তাদেরকে দিয়ে কারণিকের কাজটি করিয়ে নেয়। যদি ওকে নিয়োগের পর কখনো বাইরে না পাঠানো হয়ে থাকে তবে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে এবং বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়া হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এই যে ওয়ার্ক অ্যাসিষ্টেন্টদের দিয়ে কারণিকের কাজ করানো হচ্ছে, এইরকম মেট্রিক পাশ বহু ওয়ার্ক অ্যাসিষ্টেন্ট আছে। এদের অফিসে আনার ভিত্তি কি ছিল ? মন্ত্রীর আত্মীয় হলেই কি হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা ইঙ্গিতবহ। সে সময় কিছু কিছু লোক সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। তার জের হয়ত এখনও চলছে আমরা সবটা এখনও দূর করতে পারি নি। তবে মাননীয় সদস্য যে ভিত্তির কথা বললেন, সেটা তখন ছিল না, রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রেও ছিল না, পোষ্টিং এর ক্ষেত্রেও ছিল না। আমরা চেষ্টা করছি নিয়মের মধ্যে আনার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ১৪

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোয়েশ্চান নং ১৪

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা সরকার নির্দ্ধারিত পাটের মূল্য প্রতি কুইণ্টল কত?	প্রতি বৎসর ভারত সরকার পাট ও মেস্তার নিম্নতম ক্রয় বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এ বৎসরও অনুরূপ ভাবে নিম্নতম ক্রয় মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ত্রিপুরা জুট মিলের জন্য উক্ত নিম্নতম মূল্য অপেক্ষা বিভিন্ন গ্রেডের পাটে কুইণ্টল প্রতি ১৫, ১০ টাকা এবং ৫ টাকা বেশী দামে পাট ক্রয় করিবেন। উপরন্তু গ্রেড ১ হইতে গ্রেড ৫ পর্য্যন্ত উন্নত মানের সূর্তী ও তোষা পাটের জন্য কুইণ্টল প্রতি আরও ৫ টাকা অধিক দেওয়া হইবে।
২। ত্রিপুরায় মোট উৎপাদনের কত শতাংশ পাট জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া খরিদ করে?	গত তিন বৎরে (১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৭৭-৭৮ সনে) জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ত্রিপুরার মোট উৎপাদনের যথাক্রমে ৩০ শতাংশ, ৯৫ শতাংশ ও ৫ শতাংশ অর্থাৎ ২৫৯৬২ কুইণ্টাল, ১১৪৬৫ কুইণ্টাল ও ১১৬২ কুইণ্টাল খরিদ করিয়াছে।
৩। এ কথা কি সত্য ত্রিপুরার পাট চাষীরা প্রতি বৎসর সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যের চাইতে কম দামে খরিদ করিয়া ফটকা বাজদের কাছে পাট বিক্রি করতে বাধ্য হত?	ত্রিপুরা এপেকস মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং জুট কর্পোরেশন ব্যতীত প্রাইভেট ব্যবসায়ীদেরও পাট ও মেস্তা খরিদ করার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়। তাহাদের কিংবা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছে পাট চাষীরা নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্যের চাইতে কম দামে পাট বিক্রি করিতে বাধ্য হন এরূপ কোন অভিযোগ আমাদের জানা নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—চলতি বছরে পাট উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত ধার্য্য হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রী বাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নোটিশ চাচ্ছি।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তর থেকে জানতে পারলাম যে, অধিকাংশ পাটই জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ক্রয় করে থাকেন এবং সেগুলি এপেক্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী খরিদ করেন। সব গুলিই কি খরিদ করেন এপেক্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সবটাই এপেক্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার জন্য ক্রয় করেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৯।

শ্রীবজুবন রিয়াং :—কোয়েশ্চান নং ১৯।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বিভাগ তথা সারা ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে সারি ও কীটনাশক ঔষধের সংকট চলছে তার কারণ কি ?

২। সারও ও কীট নাশক ঔষধের বিক্রয়ের কি পদ্ধতি বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু আছে ?

৩। এই সার ও ঔষধ সংকট থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। রেলওয়ে বুকিং এ কড়াকড়ি, সার কারখানায় শ্রমিক গোলযোগ, সরবরাহকারী যোগান দিতে অসমর্থতা ইত্যাদি কারণে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় কোন কোন সার ও কীট নাশক ঔষধের ক্ষেত্রে কোন কোন অঞ্চলে সাময়িক ভাবে মজুদের স্বল্পতা সৃষ্টি হয়। ইহাতে গোটা সোনামুড়া মহকুমা বা সারা ত্রিপুরাতে সংকট সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায় না।

২। কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক আমদানীকৃত সমুদয় সার ও কীটনাশক ঔষধাদি গ্রামস্তরে অবস্থিত গ্রাম সেবকের গুদাম হইতে সরকার নির্ধারিত ভর্ত্তুকী যুক্তদরে কৃষকদের নিকট বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও সরকার অনুমোদিত কিছু বে-সরকারী ব্যক্তি সংস্থাও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে সরকার অনুমোদিত দরে সার বিক্রয় করিতেছেন।

৩। যেহেতু রেলওয়ে বুকিং এর অসুবিধা, সার কারখানার শ্রমিক গোলযোগ ইত্যাদি জনিত কারণে সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। সেই হেতু পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সার এবং কীট নাশক ঔষধের বাফার ষ্টক মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অনেক কোয়েশ্চান বাদ দেওয়া হয়েছে। কেন বাদ দেওয়া হয়েছে সে নোটিশ আমাদের দেওয়া হয়নি।

মিঃ স্পীকার—যেগুলি ডিস-এলাউ করা হয়েছে সেগুলির কথা বলছেন ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার—যে প্রশ্নগুলি ডিস-এলাউ করা হয়েছে তার কারণ আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী রামকুমার নাথ, স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং, গৌতম দত্ত, রাধারমন দেবনাথ মতিলাল সরকার, রসিরাম দেববর্ম্মা কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"সাম্প্রতিক কালে কাঞ্চনপুর ব্লকের লালজুরী, মেলাঘর ব্লকের জগতরাম পুর এবং অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগে ব্যাপক মৃত্যু সম্পর্কে"।

Shri Vivekananda Bhowmik—Calling Attention Notice asked by Sarba Sree Ram Kumar Nath, Swaraijam Kamini Thakur Singh, Goutaum Datta, Radha Raman Debnath, Matilal Sarkar, Rashiram Deb Barma, M.L.A.

"সাম্প্রতিককালে কাঞ্চনপুর ব্লকের লালজুরী, মেলাঘর ব্লকের জগতরামপুর এবং অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগে ব্যাপক মৃত্যু সম্পর্কে"

বর্তমান বর্ষে এখন পর্য্যন্ত কাঞ্চনপুর ব্লকের লালজুরীতে এবং মেলাঘর ব্লকের জগতরামপুর ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটিলেও ম্যালেরিয়া জ্বর কোন মৃত্যুর সংবাদ সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রেকর্ড অনুযায়ী কাঞ্চনপুর ব্লকের লালজুরী, সাত্নালা, কাঞ্চনপুর জম্পুই, দশদা ও আনন্দ বাজার সেকশানের অন্তর্গত গ্রামগুলি হইতে বর্ত্তমান বর্ষে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১,৯৫৯ জন জ্বরের রোগীর রক্ত নিয়া প্রিজামটিভ ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় এবং ১,৫৫৪ জনের রক্ত পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৫৬ জনের ম্যালেরিয়া রোগ বলিয়া নির্নীত হয়। এই ৫৬ জন ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু নির্মূল করার জন্য যথাযথ (মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট) নেওয়া হইয়াছে।

মেলাঘর ব্লকের অন্তর্গত হালিবাড়ী, কাঠালিয়া, ধনপুর এবং রবীন্দ্রনগর সেকশানের অন্তর্গত গ্রামগুলি হইতে বর্ত্তমান বর্ষের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ২,৩৬৯ জন জ্বরের রোগীর রক্ত পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রিজামটিভ ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১,৯১২ জনের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এখন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৪৪ জনের ম্যালেরিয়া রোগ নির্নীত হইয়াছে। এই ৪৪ জন ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তে ম্যালেরিয়া রোগের জীবানু নির্মূল করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা (মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট) নেওয়া হইয়াছে।

কাঞ্চনপুর এলাকায় ৪০৫টী, সোনামুড়া এলাকায় ৪৫৭ ও সমস্ত ত্রিপুরায় ৮,৩৫৩টী ব্লাড স্লাইডস্ এর রিপোর্ট না পাওয়ার কারণ (০)সমস্ত ত্রিপুরায় জন্য ৩০ জন ম্যালেরিয়া ল্যাবরাটরি টেকনিশিয়ান-এর প্রয়োজন। তাহার মধ্যে ২৫টি পর্য্যন্ত স্যাংশান করা হইয়াছে। বাকী ৫টী পদ স্যাংশানের জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। যে ২৫টী পদের স্যাংশান আছে তাহার মধ্যে ১১টী পদ আগেই পূর্ণ করা হইয়াছে। বাকী ১৪টী পদ ট্রেনিং না থাকায় ডবলিউ, এইচ. ও এর অনুমোদনক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যে বা অন্য রাজ্যে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ছাড়াও ৫ জন সারভিলিয়্যান্স ইন্সপেকটরকে ম্যালেরিয়া ল্যাবর‍্যাটরি ট্রেনিং দিয়া কাজে লাগানো

হইয়াছে। এতএব বর্ত্তমানে ১১+৫=১৬ জন ট্রেইণ্ড এবং ১৪ জন আনট্রেইণ্ড ম্যালেরিয়া ল্যাবর্যাটরি টেকনিশিয়ান আছে। (২) একজন ল্যাবর্যাটরি টেকনিশিয়্যান মাসে গড়ে আনু-মানিক ১,০০০ স্লাইডস্ একজামিন করিতে পারে। এই অনুপাতে সমস্ত ব্লাড স্লাইডস্ এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু সেই সব স্লাইড প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে নিয়মিত সংখ্যায় আসে না এবং কোন মাসে বেশী, কোন মাসে কম আসে তাই কিছু পরিমান স্লাইড এর পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণ রোগের কার্যাকরী ব্যবস্থা হিসাবে প্রথম পর্য্যায়ে বর্ত্তমান বর্ষে ১৯শে মে হইতে ৩১শে মে পর্যান্ত কাঠালিয়া ও ধনপুর সেকশানের গ্রামগুলিতে ডি. ডি. টি স্প্রে করা হইয়াছে। আবার কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর ও সাতমালা সেকশানের গ্রাম-গুলিতে ৩০শে মে হইতে ১৩ই জুলাই এর মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ের ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে মেলাঘর ব্লকের অন্তর্গত জগতরামপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ২১ সেপ্টেম্বর হইতে ডি, ডি, টি স্প্রে আরম্ভ হইবে। কাঞ্চনপুর ব্লকের লালজুরী অঞ্চলে ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ডি, ডি টি স্প্রে আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৪ জনের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মহকুমা ও বাস ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

অমরপুর—১১ জন

১।	শ্রীনশীরাম রিয়াং	(৭.৫.৭৮ ইং)
২।	শ্রীমতী পুতুল রাণী দেবনাথ	(১২,৫.৭৮ ইং)
৩।	মোঃ সফিল মিঞা	(১৬.৬.৭৮ ইং)
৪।	শ্রীমতী অর্চ্চনা দাস	(১৯,৬.৭৮ ইং)
৫।	শ্রীমতী উষা রাণী দেবনাথ	(২৭.৬.৭৮ ইং)
৬।	শ্রীমতী সবিতা রাণী রিয়াং	(২৮,৬,৭৮ ইং)
৭।	শ্রীমতী অনু দাস	(৬.৭.৭৮ ইং)
৮।	শ্রীতপন পাল	(১৬.৭.৭৮ ইং)
৯।	শ্রীমতী যমুনা পাল	(১৬.৭,৭৮ ইং)
১০।	শ্রীমতী প্রণতি সাহা	(২৫.৮.৭৮ ইং)
১১।	শ্রীমতী মঞ্জুকণনা জমাতিয়া	(১৪.৭.৭৮ ইং)

উদয়পুর—১ জন

১।	শ্রীহারাধন বৈষ্ণব	(১৯.৭,৭৮ ইং)

বিলোনীয়া—১ জন

১।	শ্রীমন্ত সফর	(১,৮.৭৮ ইং)

সদর—১ জন

১।	শ্রীবিনোদ সরকার	(২১.৬.৭৮ ইং)

ম্যালেরিয়ার পরিবর্ত্তিত কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হইল (ক) ম্যালেরিয়ার মৃত্যু নিবারণ, (খ) কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রগাঢ় ম্যালেরিয়া রোধের ব্যবস্থা করা, (গ) এখন পর্যান্ত ম্যালেরিয়া রোধে যে সমস্ত সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা [illegible] স্থিতিশীল করা।

ত্রিপুরা রাজ্য এই প্ল্যান অনুযায়ী ম্যালেরিয়া সংক্রমণ রোধে গত ১৫ই মে হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত প্রথম দফায় ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজ গড়ে প্রায় ৫০ পারসেন্ট সম্পন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় দফায় ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজ শুরু হইয়াছে, ৩১ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত চলিবে।

তদুপরি সক্রিয় এবং পরোক্ষ (একটিভ এণ্ড প্যাসিভ) ভাবে ম্যালেরিয়া রোগের উপর কড়া ভাবে নজর রাখা হইতেছে। সারভিলিয়ান্স ওয়ারকারগণ নিজ নিজ এলাকায় প্রোগ্রাম অনুযায়ী জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিষেধক টেবলেট বিতরণ করেন। প্রোগ্রাম অনুযায়ী সারভিলিয়ান্স ওয়ার্কারদের প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রত্যেকটি বাড়ী পরিদর্শন করার কথা। হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ডিসপেনসারীগুলিতে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রিজামটিভ ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা আছে।

তদুপরি জনসাধারণের সহযোগিতায় ২০৭ (দুইশত সাত)টি জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ৩০৬টি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র এই রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে। জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

মহকুমা ভিত্তিক জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র ও ঔষধ বিতরণ কেন্দ্রের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র	ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র
সদর	১৮	৮৪
খোয়াই	২১	৩৮
সোনামুড়া	১১	৭
উদয়পুর	৮	১৪
অমরপুর	৫	৮
বিলোনীয়া	২	৩০
সাব্রুম	৪	২০
ধর্মনগর	৩৭	২৯
কৈলাসহর	৪৭	২৭
কমলপুর	৫৪	৫৭
মোট	২০৭	৩০৬

১৯৭৮ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে

১)	মোট ব্লাড স্লাইড নেওয়ার সংখ্যা	৭৭,৫৭৮টি
২)	পরীক্ষিত ব্লাড সাইড এর সংখ্যা	৬৮,৪২৫টি
৩)	পজিটিভ সাইডের সংখ্যা	৩,৬৪৩টি
৪)	ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর সংখ্যা	১৪ জন।
৫)	মাস ভিত্তিক ম্যালেরিয়া মৃত্যুর হিসাব মে	২ জন।
	জুন	৬ জন।
	জুলাই	৪ জন।
	আগষ্ট	২ জন।
		মোট ১৪ জন।

১৯৭৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত জেলা ভিত্তিক রক্ত পরীক্ষার জন্য জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে সংগৃহীত ব্লাড স্লাইডের সংখ্যা —

উত্তর ত্রিপুরা	৩,০০৫টী।
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১,১২১টী
পশ্চিম ত্রিপুরা	৩,৬৭২টী।
মোট	৭,৭৫৮টী

১৯৭৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত জেলা ভিত্তিক ঔষধ বিতরন কেন্দ্র হইতে জ্বরের রোগী চিকিৎসিত হওয়ার সংখ্যা

উত্তর ত্রিপুরা	১৪,৮১৫ জন।
দক্ষিন ত্রিপুরা	৮,৬২০ জন।
পশ্চিম ত্রিপুরা	১০,৫৫৭ জন।
মোট	৩৪,০৯২ জন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা বিষয় সংযোজন করতে চাই এবং সভাকে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করতে চাই যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২৬৭ জন সারভিলেন্স ওয়ার্কার কাজ করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মোডিফাইড প্ল্যান চালু হওয়ার পর থেকে ৬৩ জনকে তারা সারপ্লাস ঘোষণা করেছেন। আমরা তাদের ৪৮ জনকে এখন কাজে নিয়েছি। সারভিলেন্স ওয়ার্কারদের প্রতি ১৫ দিনে একবার করে প্রত্যেক বাড়ীতে জ্বর আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার কথা আছে। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পর এবং আমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছি যে এই সারভিলেন্স ওয়ার্কাররা, তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। সেজন্য আমি প্রত্যেকটী গাঁও প্রধানের কাছে আবেদন রেখেছি যে ঐ সমস্ত সারভিলেন্স ওয়ার্কারা যাতে প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার করে প্রতি বাড়ীতে জ্বর আছে কিনা, ম্যালেরিয়া রোগী আছে কিনা, সেটা অনুসন্ধান করার কাজে দৃষ্টি দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মোডিফাইড প্ল্যান অনুযায়ী প্রতি হাজারে একজন করে সারভিলেন্স ওয়ার্কার দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু পার্ব্বত্য ত্রিপুরাতে এই প্ল্যান চালু করা যেতে পারে না। কারণ একজন সারভিলেন্স ওয়ার্কারর পক্ষে ৮ হাজার লোকের দেখাশুনা করা সম্ভব হয় না। কাজেই আমরা প্রস্তাব করেছি যাতে এই সারভিলেন্স ওয়ার্কদের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রত্যেক বাড়ীতে যেতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করেন। যদি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহলে সারভিলেন্স ওয়ার্কারদের সংখ্যা বাড়তে পারে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, সারা ত্রিপুরাতে যে ম্যালেরিয়া উপদ্রব এবং যে মৃত্যুর সংখ্যা, রোগীর সংখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, তাতে আমরা দেখেছি যে হারে চলছে, তার প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এই মৃত্যুর কবলে পড়ে যে সমস্ত পরিবারের লোক মারা গিয়াছে তাদের ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা? কারণ সরকারের গাফিলতির ফলেই এই সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং প্রতিকার হচ্ছে না?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান এনেছেন, তাতে আমি বলতে চাই যে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর যে সংখ্যা আমরা পেয়েছি এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তার সংগে সরকারের তথ্যের কোন মিল নাই। এর একটা কারন হল মৃত্যু মানে সবটাই ম্যলেরিয়ায় মৃত্যু বলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে সরকারের গাফিলতির জন্য ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এবং মৃত্যু হচ্ছে, এটা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যের সংগে আমি একমত নই। কারন আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা করার জন্য প্রতি গ্রামের চিকিৎসা কেন্দ্রে জ্বরের ঔষধ বিক্রির ব্যবস্থা করেছি। প্রতি ৮ হাজার নাগরিকের জন্য একজন করে সার্ভিলেন্স ওয়ার্কার দিয়েছি। সুতরাং এটা সরকারের গাফিলতি বলে আমরা বলতে পারি না। বিগত কংগ্রেস আমলে যে সমস্ত লোকের হাতে জ্বরের চিকিৎসা এবং ঔষধ বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আমরা ক্ষমতায় এসে দেখেছি, তারা সে দায়িত্ব পালন করছেন না। অনেক সময় ঔষধ পাওয়ার জন্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমরা চিন্তা করছি গাঁও সভাগুলির হাতে ঔষধ বিতরণের দায়িত্ব দিতে পারি কিনা, যাতে এলাকার মানুষ একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ঔষধ নিতে পাবে। মাননীয় সদস্য আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে মৃত্যুর জন্য সরকার ক্ষতিপুরন দেবে কিনা? মাননীয়—স্পীকার স্যার, মৃত্যু নানান কারণে হয়। শুধু ম্যালেরিয়ায় হয়, তাই না। হাসপাতালে যারা ভর্ত্তি হয়, তারা সবাই প্রান নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে এমন কোন রেকর্ড হাসপাতালগুলিতে নেই। কাজেই মৃত্যুর জন্য যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহলে শুধু ম্যালেরিয়ার জন্য নয়, অন্য মৃত্যুর জন্যও দিতে হবে। সুতরা আমরা এই দায়িত্ব নেব কিনা, সেটা মাননীয় সদস্যই বলতে পারেন।

শ্রীসুবল চন্দ্র রুদ্র—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ত্রিপুরাতে ম্যালেরিয়া জার্মের সাথে এনকেফেলাইটিস জার্ম আছে কিনা, এটা পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—ত্রিপুরাতে এনকেফেলাইটীস রোগের আক্রমনের মৃত্যুর সংখ্যা আমার হাতে এখনও আসে নি। তবে আমার দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি এর উপর কড়া নজর রাখতে, এই জাতীয় কোন সংক্রামক ত্রিপুরায় ঘটে কিনা।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, তার ভিতর এই তথ্য আছে কিনা যে-ডি. ডি. টি. স্প্রেয়াররা এবং সারভিলেন্স ওয়ার্কদের যে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে, সে প্রোগ্রাম তাদের একদিনও ছুটি দেওয়া হয় নি। তাদের জামা কাপড় ধোবার পর্য্যন্ত কোন সময় নেই, এই অবস্থার মধ্যে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। ফলে, কাজের খুব বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক মত ডি, ডি, টি স্প্রে হচ্ছে না। তারা বার বার আবেদন জানাচ্ছে যে সপ্তাহে তাদের অন্ততঃ এক দিন ছুটি দেওয়া হোক। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর তথ্যের মধ্যে আছে কিনা?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন তা ঠিক যে বিভিন্ন এলাকায় আমাদের সার্ভিলেন্স ওয়ার্কার্স যারা আছে বা আমরা যাদেরকে লেবার বলি, তারা দাবী করছে যে তাদের সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে। আমরাও তাদের দাবার সংগে এক মত, কিন্তু তাদের যে নেচার অব জব সেটা হচ্ছে ডেইলি রেটেড। এখন আমরা যদি তাদেরকে সপ্তাহে একদিন ছুটি দেই, তাহলে তারা একদিনের বেতন পাবে না। তাছাড়া এই ছুটি দেওয়ার ব্যাপারটাও আমাদের হাতে নাই, কারণ এটা একটা সেন্ট্রাল স্কীম, আমরা শুধু এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি। যা হোক আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করে দেখবো।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে মানুষের ঘর বাড়ীর আশে পাশে অথবা রাস্তার ধারে ডি. ডি, টি, ছড়ানো হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগের জীবানুবাহী যে মশা, তা শুধু মানুষের ঘর বাড়ীর আশে পাশেই থাকে না, বনে জঙ্গলে অথবা ডোবাতেও থাকে। অথচ এগুলিতে কোন রকম ডি, ডি, টি ছড়ানো হচ্ছে না। কাজেই শুধু মানুষের ঘর বাড়ীর আশে পাশে অথবা রাস্তার ধরে ডি, ডি, টি না ছড়িয়ে, বনে-জঙ্গলে অথবা ডোবাতেও ডি, ডি, টি না ছড়ানোর দরকার এবং এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, আমি জানতে চাই ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—আসলে মশার বংশ মানুষের ঘর বাড়ীর আশে পাশে বেশী করে বৃদ্ধি পায় এবং এটা বৈজ্ঞানিক স্বীকৃত যে মানুষের ঘর বাড়ীর আশে পাশে ডি, ডি, টি, ছড়ানো হলে ম্যালেরিয়া রোগের জীবানুবাহী মশার বংশ বৃদ্ধি পায় না। তাই আমরা স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মশা মারার জন্য ডি, ডি, টি স্প্রে করে থাকি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মন্ত্রী মশাই মৃতের মিছিলের যে কথা বললেন, তা বলতে গেলে তারা এক রকম বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। কাজেই সরকারীভাবে তারা কোন চিকিৎসা পায় নি বলে, সেই মৃতের মিছিলে আপনার তাদেরকে আনতে পারেন নি, এটা কি সত্য ?

মিঃ স্পীকার—It is a mater of opinion.

শ্রীনকুল দাস—মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেছেন যে ডি, ডি, টি, ঠিকমত স্প্রে করা হচ্ছে না। তাছাড়া আমরাও লক্ষ্য করছি যে যেখানে ২ তারিখে স্প্রে করার কথা, সেখানে ১৬ তারিখে স্প্রে করা হচ্ছে। আবার যেখানে ১৬ তারিখে স্প্রে করার কথা, সেখানে ২ তারিখে স্প্রে করা হচ্ছে। আবার এখনও দেখা গেছে যে যেখানে স্প্রে করার কথা নয়, সেখানে পর পর দুইবারই স্প্রে করা হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই যে অনিয়মিত অবস্থা চলছে, তার সম্পর্কে মন্ত্রী মশাই কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, আমরা জানতে চাই।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—এটা ঠিক কোন্ কোন্ এলাকায় কবে ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হবে, তা আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়। আবার এও হতে পারে যে কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ সেটার পরিবর্ত্তনও করতে হয়। যেমন ধরুন যেখানে ২০ তারিখে ডি, ডি, টি, স্প্রে করার কথা, সেখানে ২০ তারিখে স্প্রে না করে ২ তারিখে স্প্রে করা হয়েছে, আবার যেখানে ২ তারিখে স্প্রে করার কথা, সেখানে ২ তারিখে স্প্রে না করে ২০ তারিখে স্প্রে করা হয়েছে। কাজেই এটা কোন একটা অনিবার্য্যকারণবশতঃ আমাদের করতে হয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মন্ত্রী মশাই যে বল্লেন মানুষের ঘর বাড়ীর আশে পাশেই ম্যালেরিয়া রোগের জিবানুবাহী মশা থাকে, তা আমি মানতে পারছি না। এবং মন্ত্রী মশাইর এই কথাটা কতটুকু বিজ্ঞান সম্মত এবং তিনি কিভাবে এই ধরনের একটা সার্টিফিকেট দিলেন, আমি বুঝতে পারছি না? কাজেই আমরা উনার বক্তব্যকে সমর্থণ করতে পারছি না?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, উনারা দুই জনের কেউ ডাক্তার নন। কাজেই আমরা তাদের কাউকে এই বিষয়ে এ্যাক্সপার্ট বলে গ্রহন করতে পারি না।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—স্যার, অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই এই ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছে, এটা আমার নিজস্ব কোন মতামত নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই তো এটা স্বীকার করবেন যে আগে আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়া রোগটা দূর হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আবার এই রোগটা নূতন করে চার-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই এই রোগটা যাতে ব্যাপক ভাবে আর ছড়িয়ে না পড়তে পারে, সেজন্য ওয়ার ফুটিং হিসাবে এর মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, জানতে পারি কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—স্যার, আমিও মাননীয় সদস্যদের সংগে একমত যে ভারত স্বাধী-নতা লাভের সংগে সংগে এই ম্যালেরিয়া রোগে মৃতের সংখ্যা একেবারেই কমে যায়। কিন্তু জরুরী অবস্থার সময়ে দেখা গেল যে এই ম্যালেরিয়া রোগ আবার নূতন করে সারা ভারতবর্ষে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাচ্ছে। আমি জানি না যে রোগের সংগে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার কোন সম্পর্কে আছে কিনা। যা হউক এই ব্যাপারে শুধু আমাদের ত্রিপুরা সরকারই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারও এই প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে। তাছাড়া গতকাল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বললেন, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাংলাদেশের সীমান্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় চার দিক দিয়েই আছে এবং বাংলাদেশে এই ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে, আর তাই ত্রিপুরা রাজ্যেও এই রোগের জীবানু এসে পড়তে পারে। কাজেই এই উপমহাদেশের সামগ্রিক স্বার্থে এই রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের সবারই এক সংগে কাজ করা উচিত।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমরা দেখছি প্রত্যেক বছরই ডি, ডি, টি স্প্রে করা হচ্ছে কিন্তু সংগে সংগে আবার ম্যালেরিয়া রোগও বেড়ে যাচ্ছে, এটাকে সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যাচ্ছে না। কাজেই এটা আমাদের আগেই জানা দরকার যে, কোন্ মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে এবং কোন্ মশা কামড়ালে পর ম্যালেরিয়া রোগ হয়।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—স্যার, এটা সবারই জানা আছে যে এনোফেলিস নামক স্ত্রী মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে এবং এই মশা কামড় দিলেই ম্যালেরিয়া রোগ হতে পারে।

মিঃ স্পীকার—এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে সর্বশ্রী সমর চৌধুরী এবং গৌতম প্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনু-রোধ করছি।

Shri Dasharath Deb—Mr. Speaker Sir, on behalf of the Home Minister, I am making a statement on the calling attention notice given by Sarvasree Samar Choudhury and Goutam Prasad Datta.

—সর্বহারা সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে আগরতলা শহরে নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ সম্পর্কে :—

গত ১২/৯/৭৮ইং তারিখে কংগ্রেস সমর্থিত সর্বহারা মুক্তি সংগ্রাম কমিটি প্রায় ২৫০ জনের একটি মিছিল সংগঠিত করে। সর্বশ্রী ননী গোপাল ঘোষ, দীলিপ পাল, প্রদীপ দত্ত রায়, অনিমেষ দাস, পুলক চক্রবর্ত্তী রাম ঠাকুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র), সিদ্ধার্থ পাল, জিরানিয়া রাম ঠাকুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, শক্তি রঞ্জন সাহা এবং শ্রীমতি সুষমা রানী দাস এই মিছিলের নেতৃত্ব দেয়। উক্ত ১২/৯/৭৮ইং তারিখে বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় এই মিছিল ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনীতে উপস্থিত হয় এবং পুলিশ বেষ্টনি ভেদ করার চেষ্টা করিলে পুলিশ সর্বশ্রী ননী গোপাল ঘোষ, অনিমেষ দাস, দীলিপ পাল, পুলক চক্রবর্ত্তী, শক্তি রঞ্জন সাহা, সিদ্ধার্থ পাল প্রভৃতি নেতাগণকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩৫৩/৫০৬ ধারা এবং পুলিশ আইনের ৩২ নং ধারায় ৩৪/৯/৭৮ নং মকোদ্দমা পশ্চিম থানায় নথিভুক্ত করে গ্রেপ্তারিকৃত ব্যক্তিগণকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হলে তাহাদিগকে পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত ঐদিন বেলা ৩-৫০ মিঃ ৮জন পুরুষ, ১৮৫জন স্ত্রী লোক এবং ২০ জন বালক বালিকা সমস্ত মোট ২১৩ জনকে পুলিশ সি, আর, পি, সির ১৫১ নং ধারামূলে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহাদিগকে হাজির করা হলে ঐদিন সন্ধ্যায় তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিশ তদন্তক্রমে ফৌজদারী মামলাটির চার্জ-সীট দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময়ে মামলাটি সরকার ১৬/৯/৭৮ইং তারিখে তুলিয়া নেন।

অতঃপর গত ১৪/৯/৭৮ইং তারিখ উক্ত কমিটির ৭০৮০ জন লোক পোষ্ট অফিস চৌমুহনির নিকট জমায়েত হয়। তাহারা বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করিয়া অবশেষে ভি,এম, হাসপাতাল চৌমুহনিতে সমবেত হয়। তাহারা অফিস কোয়াটার লেনের পূর্বদিকে একটি অবরোধ সৃষ্টি করে। তথায় তাহারা ধর্ণা দেয় এবং পরবর্ত্তী দিবসে অর্থাৎ ১৫/৯/৭৮ইং তারিখে রাত ৮ ঘটিকায় প্রত্যাহার করিয়া নেয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান—যারা এই সংগ্রাম সমিতির নাম করে নেতৃত্ব দিয়ে মিছিলে এসেছিলেন, তাঁরা যে সব জায়গা থেকে মানুষদের নিয়ে এসেছিলেন, সেই সব অঞ্চল-এ নিয়মিত ফুড ফর ওয়ার্ক-এর কাজ চলছে কিনা এবং সেই সব অঞ্চলে কাজ চালু থাকা সত্বেও তারা কাজের দাবী করে এসেছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মি: স্পীকার স্যার, ওরা যখন সরকারের কাছে আসে—গতকালও একটা দল এসেছিল, তখন ওদের বলে দেওয়া হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত জায়গাগুলিতে খাদ্যের বদলে কাজ আমরা দিয়েছি এবং সেখানে কাজ করার জন্য আমরা

ওদের বহুবার বলেছি। তা সত্ত্বেও কিছু লোক গ্রামাঞ্চল থেকে এসে আগরতলায় ভিড় করে। গ্রামাঞ্চলে কাজ নেই, সেই খবর আমাদের জানা নাই। যদি কাজ না থাকে তাহলে আমরা কাজ দিতে পারি। গাঁও সভার প্রধান দাবী করলে আমরা কাজ দিতে পারি। তবে এই সব ঘটনা দেখে আমার মনে হয়েছে যে তাদের কিছু গরীব লোকও আছে যারা কাজ চায়, কিন্তু সরকার সেজন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই সব গরীব লোকেরা রাজনৈতিক দলের চক্রান্তে পড়েছে বলে আমাদের ধারনা। নইলে বামফ্রন্ট সরকার ভারতবর্ষের সংবিধানে স্বীকৃত যে সব নাগরিক অধিকার আছে, সেইগুলি ত্রিপুরাতে পূর্ণভাবে ব্যবহার করার সুযোগ আমরা দিয়েছি—সেই সুযোগকে তারা অবহেলা করছে। আজকে তারা বিভিন্ন স্থানে উপরোধ গড়া থেকে আরম্ভ করে নিষিদ্ধ এলাকা—সেক্রেটারিয়েট কিছু লোক ঢুকার চেষ্টা করেছিল। কাজেই আমরা তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি, তারা সেটার অপ-ব্যবহার করছে। একদিক থেকে যেমন আমরা তাদের কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি—তারা গ্রামে গেলে যাতে কাজ পায় সংশ্লিষ্ট গাঁও প্রধানরা যাতে তাদের মধ্যে, যারা এবল-বডিড, যারা কাজ করতে পারে, তারা যাতে কাজ পায়, সেই সুযোগ আমরা করে দিয়েছি। অপর দিকে যদি এই ধরণের কাজ করে, যদি গণতন্ত্রের অপব্যবহার করা হয়, তাহলে সরকার থেকে আরও শক্ত হাতে চালু করার ব্যবস্থা করা হবে, এই সম্পর্কে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যারা এসেছিল তাদের কাজ দেওয়া হবে বলে বলা হয়েছিল তা সত্ত্বেও তারা বার বার এখানে এসেছে। আমি নিজেও জানি যে তারা কংগ্রেস অফিসের সামনে জমা হয়েছিল এবং কংগ্রেসের লোকজন সেখানে বক্তব্যও রেখেছেন। এবং যখন সেক্রেটারিয়েটের সামনে বসে, তখন তারা ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা কাজের ব্যাপার নয়, এটা রাজনৈতিক দলের চক্রান্তেই হয়েছে এবং এটাকে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপার বলে সরকার মনে করেন কি না এবং কোন পার্টি বা দল এর পিছনে আছে?

শ্রীদশরথ দেব :—কংগ্রেস ভবনের সামনে যখন জমা হয়েছে—কংগ্রেসের লোক থাকা সম্ভব এবং ইন্দিরা গান্ধীর নামে যদি স্লোগান দিয়ে থাকেন তাহলে ইন্দির পন্থীরা এর পিছনে আছেন। তবে আমরা কংগ্রেস ভবনের সামনে হয়েছে বলে বা ইন্দিরা গান্ধীর বা কংগ্রেসের স্লোগান দিয়েছে বলে সেটাকে আমরা অপরাধ বলে মনে করি না। কারন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের তাঁর সংগঠন করার অধিকার আছে। কিন্তু সেই সংগঠন করার নামে যদি—সে যে কোন দল হউক—তাঁরা যদি আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে জড়িয়ে পড়েন তখন সরকার স্টেপ নিতে পারে। এবং কোন রাজনৈতিক দল যদি এই সব গ্রামের মেয়েদের, যারা অত্যন্ত দরিদ্র তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নেয় এবং আইন শৃঙ্খলা ভাংগার জন্য উসকানী দেওয়া হয় এবং তাদের উসকানীতে তারা আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন—তাদের সকলকে বলে দিয়েছি এবং গতকালও তাঁরা এসেছিল, আমরা তাদের বলে দিয়েছি যে কাজ আমরা তাদের দেব—কিন্তু কাজের জন্য আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা সেই সব রাজনৈতিক দলের উসকানীতে তারা যেন বিভ্রান্ত না হয়। তাহলে তারা ব্যর্থ হবে। কারণ আগরতলা সহরে কাজ দেওয়া হয় না;

তাদের আমরা গ্রামেই কাজ দেব।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কিছু দিন আগেও আমরা দেখেছি যে এই গ্রামের লোকদের মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার ভিতর আনা হত বিশেষ করে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের আগে আমরা দেখছি যে গ্রামে গেলে ওরা কাজ পায় অথচ ওদের শহরে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমরা এমন ও শুনেছি, তাদের যাঁরা এখানে নিয়ে আসেন এবং তাদের যখন কাজ করান হয়, তখন তারা যে পয়সা পায় সেই পয়সাটা ওরা নিয়ে নেয় এবং আটাটা যারা কাজ করে তারা পায়। আমি মনে করি যে সমস্ত লোক ওদের নিয়ে এসেছিল, তারা গ্রামের মানুষকে বিভ্রান্ত করেই এখানে নিয়ে আসছে। সেই লোকদের সম্পর্কে সরকার কি ভাবছেন?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, ওদের কাছ থেকে পয়সার ভাগ নেয় কি না, এই ধরনের অভিযোগ সরকারের জানা নেই—এবং তাদের পয়সার ভাগ দেয় কি না এটা সরকারের জানার কথাও নয়। তবে কাজ পাবে এই সব বলেই ওদের সংগঠিত করে আনা হয়, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। আমি এই কথাই বলব যে সেই সব মহিলাদের গ্রামেই কাজ দেওয়া হবে। তারা কালও এসেছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, ওদের নেতা ননী ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমি ওদের বলে দিয়েছি যারা সুস্থ তারা কাজ পাবে—যারা গরীব তারা কাজের বদলে খাদ্য পাবে। তবে কাজ তাদের করতে হবে, শুধু কাজের নামে পয়সা দেওয়া হবে না। যে কাজ ওদের দেওয়া হবে, সেই কাজের মেজারমেন্ট নেওয়া হবে—সেই ভিত্তিতেই তাদের কাজ দেওয়া হয়—কাজ তাদের করতে হবে। সেই গ্রামে যদি ওরা কাজ না পায়, তাহলে ওরা আমাদের জানালে আমরা ওদের জন্য কাজের জন্য কাজের ব্যবস্থা করব। তা না করে তাদের শহরে নিয়ে এসে আইন শৃঙ্খলা ভংগ করবে, এটা ঠিক হবে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষকে, যারা এই ধরনের উসকানী দিচ্ছেন এবং যারা এই ধরনের উসকানীতে বিভ্রান্ত হচ্ছেন, তারা নিজেদের কাজ নিজেরা করে যান এই ভাবে বিভ্রান্ত হবেননা।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এরা যে শুধু শহরের আইন শৃঙ্খলা ভংগ করতে চায় এটাই নয়। গ্রামে যখন ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ দেওয়া হয়, সেখানে হয়ত ১০০জন লোকের কাজ আছে তখন তারা সেখানে ৫০০ লোক নিয়ে আসে এবং তার মধ্যে এমনও দেখা গেছে যে অনেক অসুস্থ লোক থাকে। অথচ আমরা যতটুকু জানি যে যারা সুস্থ কাজ করতে পারে, বেকার, তারাই শুধু পাবে—বিশেষ করে গ্রামের যারা বেকার তারাই কাজ করবে। দেখা গেছে যে যারা মেজারমেন্ট অনুযায়ী কাজ করতে পারে না, তাদেরও সেখানে নিয়ে আসেন। এই সব কাজে কংগ্রেস এবং উপজাতির লোকেরাই আছেন এবং তারা আমাদের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন—এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব :—ফুড ফর ওয়ার্ক সাধারণতঃ সব চেয়ে গরীব যারা অথচ কাজ করার ক্ষমতা আছে—কাজের পরিমাণ নির্ধারন করে দেওয়ার ক্ষমতা গাঁও সভার উপর দেওয়া

হইয়েছে এই সম্পর্কে যদি গাঁও সভার প্রধান কোন আনমেনেজএবল অবস্থায় পড়েন এবং সরকারের কাছে রিপোর্ট করেন তাহলে সরকার তাদের সাহায্য করেন ।আপাতত এই ধরণের কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে প্রশ্ন আছে নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা ভংগ করা সম্পর্কে । এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজকে কেন্দ্র করে বার বার একই লোক, ননী ঘোষ, একজন দুর্নীতিগ্রস্থ লোক এই ধরণের ঘটনার সংগে যুক্ত। গত ১৬ই জুন চিলড্রেন পার্কে একটা ঘটনা ঘটেছে। তিনি প্রত্যেক লোকের কাছ থেকে ২৫ পয়সা করে কমিশন আদায় করে নেন—তোমরা কাজ পাবে আমাকে কমিশন দেবে, এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম থেকে আগরতলা সহরে লোক নিয়ে আসেন—সেই ননী ঘোষের বিরুদ্ধে গত ১৬ই জুন একটা কেস পশ্চিম কোতোয়ালীতে দেওয়া হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানেন কি না ? সে কমিশন পেয়েছে এবং যাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন তার বিরুদ্ধে পশ্চিম কোতোয়ালীতে একটা কেস করেছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমার খবর নিয়ে দেখতে হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সর্ব্বহারা সংগ্রাম কমিটির নামে আইন শৃঙ্খলার অবনতির চেষ্টা চলছে এবং এই সংগ্রাম কমিটিতে আসলে সর্বহারা নেতৃত্ব আছে কি না এবং সেটা কোন রাজনৈতিক দলের সংগে সংশ্লিষ্ট আছে কি না ? আসলে সর্ব্বহারার নামে যা হচ্ছে, সেটা আসলে কোন সংগঠন কি না এবং এটা কি মানুষকে বিভ্রান্ত করে মানুষের সর্বনাশের জন্য গঠিত হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা জানা দরকার আজকে যারা সরকারে বসে আছেন এই বামফ্রন্ট সরকার, সারা ভারতে এবং পৃথিবীতে এরাই একমাত্র দাবী করতে পারে সর্ব্বহারার বন্ধু। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আমরা সমাজের দুর্বলতম অংশকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেই কর্ম্মসূচী নিয়ে কাজ করছি। চাকুরীর বেলাই বলুন আর গ্রামের মানুষকে কাজ দেওয়ার ব্যাপারেই বলুন এবং অন্যান্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি সবই সমাজের দুর্ব্বলতম মানুষের জন্যই নিয়েছি এবং সেজন্য খাদ্যের বদলে কাজ চালু করে প্রতিটি গাঁওসভায় একটা দুইটা করে স্কীম সারা বৎসর চালু রাখলে গরীব মানুষ কাজ পাবে, এই সর্বহারারা রোজগারের একটা সুযোগ পাবে। কাজেই আজকে সর্বহারা সংগ্রাম কমিটির নামে যাদেরকে শহরের আইন শৃঙ্খলা ভংগের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের বুঝা উচিত যে সর্বহারা সংগ্রাম কমিটি এটা নয়, এটা সর্বহারাদের সর্বনাশ করার জন্য, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য এটা গঠিত হয়েছে। কাজেই সে দিক থেকে সরকার সচেতন আছেন এবং মাননীয় সদস্যগণও সচেতন থাকবেন এবং এদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করুন, এটা আমার অনুরোধ।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ১২/৯/'৭৮ ইং তারিখে যেসমস্ত

সর্বহারা দলের মানুষ কাজের বদলে খাদ্যের দাবীতে এসেছিলেন এবং গতকাল যারা এসেছিলেন খাদ্যের দাবী নিয়ে সেই সমস্ত লোকগুলি কোন না কোন গাঁও সভার লোক। গ্রামে যদি ফুড ফর ওয়ার্কস চালু থাকে, তাহলে কেন তারা এলেন, এটা সরকার অনুসন্ধান করে দেখবেন কি? এই সমস্ত লোকরা যারা সর্বহারা কাজ পায় না, খেতে পায় না এবং তারা যদি কাজ পেয়ে থাকে, তাহলে এই সমস্ত লোক এখানে এসে কেন চীৎকার দিয়েছিল, এই সম্বন্ধে আমি জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সব গরীব মানুষরা সাময়িকভাবে রাজনৈতিক দল দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে, প্ররোচিত হতে পারে, কিন্তু এই সব গরীব মানুষের প্রতি বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ সজাগ, যাতে ওরা কাজ পায় সে দিকটা আমরা দেখব। কালকে যখন ওদের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তাদেরকে আমি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল যে আপনাদের গ্রামে যদি কাজ না থাকে আপনারা লিস্ট দাখিল করুন আমার সরকার থেকে লোক যাবে এবং সেখানে কাজ দেওয়ার ব্যাবস্থা হবে। ননী ঘোষের সামনেই আলাপ হয়েছে। কেন শ্লোগান দেয় সেটা মাননীয় সদস্য জানেন যে শ্লোগান দেওয়ার জন্য কিছু লোক আছে।

মিঃ স্পিকার :—এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র এবং কেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় ইন্‌চার্জ মন্ত্রী ষ্ট্যাটমেন্ট দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সেটা হল নদীয়াপুর, খেরেংঝুড়ি, ইচাই, লালঝুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে নক্‌শাল পন্থীদের সমাজ বিরোধী কাজ কর্ম সম্পর্কে।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, শ্রীসুবল রুদ্র এবং কেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটা হল নদীয়াপুর, খেরেংঝুড়ি, ইচাই, লালঝুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে নক্সাল পন্থীদের সমাজ বিরোধী কাজকর্ম সম্পর্কে।

ধর্মনগর থানার অন্তর্গত খেরেংঝুড়ি, ইচাই, লালঝুড়ি এলাকায় বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে কিছু প্রচার পত্র এবং বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সব গুলিই নক্সাল পন্থী দ্বারা লিখিত এবং বিলি করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তা হতে বিশেষতঃ জুতদারগণকে হুমকী দেওয়া হয় এবং ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়ার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হয়। গত ৭/৭/৭৮ ইং রাত্রে কতিপয় অপরিচিত দুষ্কৃতকারী ধর্মনগর থানার অন্তর্গত ইচাই তুলু গাঁও নিবাসী সুরেশ রাম মালাকারের বাড়ী আক্রমণ করে এবং তাহাকে খুন করে। এই ব্যাপারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারা মূলে ১১(৭)৭৮ ইং নং মামলা ধর্মনগর থানায় নথি ভুক্ত করা হয়। তদন্তে জানিতে পারা যায় যে মৃত সুরেশ রাম মালাকার ২২ (বাইশ) কাণি জমির মালিক ছিলেন। তিনি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না এবং স্থানীয় ভাবে তাহার সুনাম ছিল। পুলিশ সন্দেহ ক্রমে ধর্মনগর থানার অন্তর্গত ইচাই বরুয়া কান্দি নিবাসী শ্রীআব্দুল সত্তার এবং আবদুল আলী পিতা মৃত মোকান আলী নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন আছে। যদিও কোন তথ্য ভিত্তিক প্রমাণ

না, তবুও এই হত্যাকাণ্ড নক্সালগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। গত ১১/৮/৭৮ ইং তারিখে ধর্মনগর থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীনগর গ্রামের মনোহর আলী ওরফে মোল্লাকে একদল নক্সাল পন্থী নদীয়াপুর গ্রামে হত্যা করে। এই ব্যাপারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০/৩০২ ধারায় ১৮(৮) ৭৮ নং মামলা ধর্মনগর থানায় নথিভুক্ত করা হয়। মৃত মোনহর আলী ওরফে মোল্লা পূর্বে গোবিন্দ তেলী পরিচালিত নক্সাল পন্থী দলের একজন সদস্য ছিল। তদন্তে জানিতে পারা যায় যে মৃত ব্যক্তি নকসাল বেশী অপরাধী ছিল এবং সে এলাকাতে চুরি, ডাকাতি ছিনতাই এবং নারী ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ জড়িত ছিল। গত ১৬/৬/৭৮ইং তারিখে ধর্মনগর থানায় অন্তর্গত চাঁনপুর গ্রাম নিবাসী জনৈক আশাদ আলীর নিকট হইতে পাঁচশত টাকা কাড়িয়া নিয়াছিল। তাহাকে পার্টি হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছিল এবং স্থানীয় নেতারা যথা সর্ব্বশ্রী গোবিন্দ তেলী এবং মনকুমার সিং তাহাকে ঐ টাকাগুলি পার্টি তহবিলে জমা দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিল। মৃত ব্যক্তি এই আদেশ পালন করে নাই বলিয়াই সে খুন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। উপদ্রুত এলাকায় দুইটি পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হইয়াছে এবং পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তদন্তের সময় পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী চালায়। এই ব্যাপারে নয়জন দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্ত্তমানে পরিস্থিতির প্রতি পুলিশ নজর রাখিতেছে।

গত ২৩. ৮. ৭৮ ইং তারিখে চাঁনপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীকালু মিঞার অভিযোগক্রমে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৮/৩৯৬ ধারামতে ২৮(৮) ৭৮ নং মোকদ্দমা ধর্মনগর থানায় নথিভুক্ত করিয়াছে। ইহাতে অভিযোগ করা হয় যে সোহাহর আলী ওরফে মোল্লা, মোবারক, কেতব আলী এবং মজিফ আলী নামক ব্যক্তিগণ বন্দুক এবং ছোরা নিয়া গত ৭/৮/৭৮ ইং তারিখে রাত্রে তাহার বাড়ী যায় এবং অভিযোগকারীর মেয়েকে ধর্ষণ করে। ফলে তাহার কন্যা আহত হয়। যাওয়ার সময় দুস্কৃতকারীরা অভিযোগকারীকে এই বলিয়া শাসায় যে, ঘটনাটি যে পুলিশের নিকট বলা না হয়। ইহাতে সে চাঁনপুর গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসে। মোল্লার খুনের খবর জানিতে পারিয়া সে পুলিশের নিকট উক্ত অভিযোগ দায়ের করে।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :— ইহা কি সত্য যে, চারু মজুমদার জীবিত না থাকিলেও তাহার নাম নিয়ে কিছু ব্যক্তি ধর্মনগরে উপদ্রব করে চলছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—এটা জানা নেই। তবে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার জন্য স্টেপ নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীফয়জুর রহমান :—নদীয়াপুর, খেরেংঝুরি, ইচাই, লালঝুরি, গোবিন্দপুর ও লক্ষ্মীনগর এলাকায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন নকসালপন্থীরা উপদ্রব সৃষ্টি করছে। রাত্রি ২-৩ টায় সাধারণ মানুষের গৃহে প্রবেশ করে ভয় ভীতি দেখিয়ে তার হাস, মুরগী, চাল, ডাল ইত্যাদি নিয়ে আসে। এই সমস্ত ঘটনার প্রমাণ আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। কোন পয়েন্টের উপর আপনার ক্লিয়ারিফিকেশান সেটা বলুন।

শ্রীফয়জুর রহমান—তারা সেখানে হুমকি দিয়েছে এলাকার এম. এল. এ. কে খুন করে ফেলবে। এইরকম হুমকি আমাকে দেওয়া হয়েছে স্যার। গোবিন্দপুরের নকসাল নেতা বলে পরিচিত সন্তোষ চক্রবর্ত্তী, তার পিতার নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। সে নিজে হুমকি দিয়েছে। এটার প্রমাণ আমার কাছে আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি. আপনি কি জানতে চান সেটাই বলুন।

শ্রীদশরথ দেব—হুমকি যদি দিয়ে থাকে—আমরা বিশ্বাস করছি, উনাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। উনি যখন বলছেন, তখন সেটা মিথ্যা হতে পারে না। তবে সমস্ত বিষয়েই আইন অনুযায়ী করতে হবে। আপনি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করুন। নয়ত কিছু করা যাবে না। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে, এটা জানা কথা, যেসমস্ত এলাকার কথা এখানে বলা হয়েছে, সেখানে কিছু সমাজবিরোধীরা নকসাল নাম দিয়ে উপদ্রব চালাচ্ছে। যারা সেখানে উপদ্রব করছে আমরা তাদের সমাজদ্রোহীই বলব। এই সমাজদ্রোহীদের উপর সরকার নজর রাখছেন। তাদের কিভাবে দমন করা যায় সেটা সরকার চিন্তা করে দেখছেন। ইতিমধ্যেই সেখানে পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়েছে দুইটি এবং পুলিশেরও শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে সে কথা আমি উল্লেখ করছি। প্রয়োজন হলে আরো শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। আমি এলাকাবাসীর কাছে আবেদন করব তারা যেন ভীতিগ্রস্ত না হন। আমরা শুনেছি, গ্রামে গ্রামে গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আত্মগোপন করে আছে। মেয়েদের ধর্ষণ করছে। চাঁনপুর গ্রাম নিবাসী কালু মিঞাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, এখবরও আমরা জেনেছি। তিনি অনেক পরে এসে থানায় তার মেয়ে ধর্ষণের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই সেখানে বাড়াবড়ি হচ্ছে। তাই আমি বলব, এলাকাবাসীর কাছে আবেদন জানাব, তারা যেন সমাজদ্রোহীদের খবর জানা থাকলে পুলিশের কাছে জানিয়ে দেন। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা আরোও পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করব। আমরা সমাজদ্রোহীদের দমনে চেষ্টার কোন ত্রুটী করব না।

শ্রীনকুল দাস—আমরা দেখেছি যে, নির্বাচনের আগে যারা কংগ্রেস, জনতা, সি. এফ. ডি. হয়েও পারলেন না তারাই আজকে নূতন করে নকসাল নাম দিয়ে এই সমস্ত কাজ কর্ম চালাচ্ছেন। এটা সরকার তদন্ত করে দেখবেন কি? কিংবা এই সংবাদ সরকারের কাছে জানা আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব—কোন্ কোন্ দলের লোক তা বলতে পারব না। কারণ, ওরাত কংগ্রেসী নাম দিয়ে যাচ্ছেন না। তবে কিছু কিছু নিশ্চয়ই আছেন। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে গুণ্ডা বাহিনী আমাদের বহু কর্মীকে খুন করে। প্রায় ১১০০ (শত) এর মত আমাদের কর্মী খুন হইয়াছিল। কাজেই কিছু গুণ্ডা বাহিনী, সমাজদ্রোহী সব মিলিয়ে—হতে পারে কিছু কংগ্রেসী সরকারকে বিব্রত করার জন্য এটা করছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—বিভিন্ন জায়গায় নকসাল পন্থীদের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেটা দমন করার জন্য নদীয়াপুর ষ্টেশনে কিছু পুলিশ পোষ্টিং করা হয়েছে। কিন্তু খবর পাওয়া গেছে

কিছু কিছু পুলিশ জনসাধারণের সহযোগিতায় আসছে না। কিছু কিছু পুলিশ নকসালদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জনতার বিপক্ষে কাজ করছে? এই সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীদশরথ দেব—এই সব তথ্য আপাততঃ আমাদের হাতে নেই। তবে এটা খোঁজ করে দেখব। যদি কোন পুলিশ সত্যি সত্যিই তার কর্তব্য কর্ম অবহেলা করে থাকেন তবে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব এবং সেখানে নূতন পোষ্টিং করব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—শুধুমাত্র নকসাল পন্থীই নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোকেরা ধর্মনগরের গ্রামগুলিই নয়, শহরগুলিতে পর্য্যন্ত উপদ্রব শুরু করেছেন। যেমন গত ৮ই অগাষ্ট ছিল ছাত্র দাবী দিবস। মেয়েরা স্কুলে যাবে না বলায় সেখানে মেয়েদের উপর হামলা করা হয়। প্রকাশ্য রাস্তার উপর মেয়েদের শাড়ী ব্লাউজ ছিড়ে ফেলল। এরপরেও দেখা গেল ওরা ক্ষান্ত হয় নি। এস.এফ. এর উপর দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। একজন এখনও জি. বি. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। সেই সমস্ত তথ্য সরকারের জানা আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব—আমরা দেখব এই ব্যাপারে কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে। যদি কোন ষ্টেপ না নেওয়া হয়ে থাকে তবে কি ভাবে কি করা যায় সেটা দেখব।

মিঃ স্পীকার—এখন রিসেসের সময় হয়ে গেছে। আমাদের কাছে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আছে। সেটি রিসেসের পর হবে।

মিঃ স্পীকার—সভার কার্য্য সূচী বেলা ২ ঘটীকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(বিরতির পর)

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয়া সদস্য শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ। নোটীশটীর বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ১০/১১ই সেপ্টেম্বর আগরতলা নন্দননগরের শ্রীমতী সাহেদা খাতুন নাম্নী একজন গৃহ বধূর উপর পাশবিক অত্যাচার সম্পর্কে"।

গত ১৪.৯.৭৮ইং তারিখে রাত্রি ৮টা: ৪৫ মিঃ এ পূর্ব্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত নন্দন-নগরের অধিবাসী শ্রীআবদুল আলীর আনুমানিক ২৬ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী শ্রীমতী সাহেদা খাতুন তাহার স্বামী এবং গাঁও প্রধান শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসের সহিত থানায় উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বশ্রী জয়নাল আবেদিন, আবদুল বারিক এবং আবদুল জলিলকে থানায় হাজির করাইয়া এদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে দেখা যায় যে, গত ১০/৯/৭৮ইং তারিখে ভোরবেলা উক্ত সাহেদা খাতুন তাহার অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্য স্বামীসহ জি.বি. হাসপাতালে গিয়াছিল। ডাক্তারকে দেখানোর পর সে তাহার স্বামীকে নিয়া নন্দননগরে তাহার মায়ের বাড়ীতে যায় এবং তাহার অসুস্থ স্বামীকে সেখানে রাখে অতঃপর রাত্রে স্বামী বাড়ী না থাকায় তাদের নিজেদের ঘর বন্ধ করিয়া তাহার স্বামীর বড় ভাই শিশু মিঞার বাড়ীতে ঘুমাইতে যায়।

ঐ দিন রাত্রি আনুমানিক ৯টায় সর্বশ্রী আবদুল হামিদ, জয়নাল আবেদিন, আবদুল বারিক, ইদন মিঞা এবং আবদুল জলিল তাহার নিকট আসিয়া বলে যে, দেওয়ানজী (দেওয়ানজী লতে এখানে শ্রীশচীন্দ্র কুমার দেওয়ানজীকে বুঝাইতেছে) তাহাকে দেওয়ানজীর বাড়ীতে

যাইতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। উত্তরে সে জানায় যে, পরদিন ভোরে সে যাইবে। তৎক্ষণাৎ জয়নাল আবেদিন তাহাকে ধাক্কা মারে এবং লাঠি দিয়া প্রহার করে। সুতরাং ভয়ে সে উক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে তখনই দেওয়ানজীর বাড়ীতে যায় সেখানে উপস্থিত হইলে দেওয়ানজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করে কেন সে শিশু মিঞার বাড়ীতে ঘুমাইতেছে। যদিও সে ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলে, তথাপি দেওয়ানজী তাহাকে নিজের বাড়ীতে থাকিতে বলে, সুতরাং ইদন মিঞার মাকে সঙ্গে নিয়া সে নিজ বাড়ীতে যায়। সর্বশ্রী জয়নাল আবেদিন, আবদুল বারিক এবং আবদুল জলিল তাহাকে অনুসরণ করিয়া তাহার বাড়ীতে যায়। সেখান হইতে ইদন মিঞার মা ঘুমাইতে চলিয়া যায়। যেহেতু জয়নাল আবেদিন এবং বারিক মিঞা অভিযোগকারিনীর ঘরের ভিতরে ছিল সেই হেতু সে ঘুমাইতে না গিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে বারিক মিঞা চলিয়া যায় কিন্তু জলিল ইদনের মার সাথে ঘুমাইতে যায়। তখন শ্রীমতী সাহেদা খাতুন জয়নালকে ঘরের বাহিরে যাইতে বলে কিন্তু তাহাতে সে কর্ণপাত করে নাই। কিছুক্ষণ পরে অভিযোগকারিনীও ঘুমাইয়া পরে।

হঠাৎ জয়নাল তাহার মুখ চাপিয়া ধরে এবং মুখে কিছু কাপড় গুজিয়া দেয় এবং বারিক আসিয়া তাহার দুই পা চাপিয়া ধরে। সাথে সাথেই দেওয়ানজী লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিযোগকারিনীর উপর বলাৎকার করে। অতঃপর জয়নাল এবং বারিকও একের পর এক তাহার উপর বলাৎকার করে। দেওয়ানজী ঘর হইতে চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে এই বলিয়া শাসায় যে, ঘটনা প্রকাশ পাইলে তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। জয়নালকে ঘরে রাখিয়া বারিকও চলিয়া যায়। জয়নাল পুনরায় তাহার উপর বলাৎকার করে। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অভিযোগকারিনী দেখিতে পায় যে, সে উলঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং তাহার পরিহিত শাড়ী উক্ত ব্যক্তিগণ সরাইয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে সে স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও এই ঘটনা বলে নাই। তাহার স্বামী সুস্থ হইলে পর সে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘটনা জানায় এবং তাহাদের উপদেশ মত থানায় এজাহার দেয়। এই এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬/১০৯ ধারা মতে ৫১ (৯) ৭৮ নং মামলা পূর্ব আগরতলা থানায় নথিভুক্ত করে এবং তদন্ত কার্য্য শুরু করা হয়।

তদন্তকালে অভিযোগের ভিত্তিতে সর্বশ্রী জয়নাল আবেদিন, ইদন মিঞা, আবদুল জলিল এবং আবদুল বারিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ১৫.৯.৭৮ইং তারিখে আদালতে চালান দেয়। সেই দিনই তাহারা আদালত হইতে জামিনে মুক্ত হয়। অভিযোগে উল্লেখিত শ্রীদেওয়ানজীও সেই দিন আদালত হইতে আগাম জামিন পায়। অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক আছে। গত ১৪.৯.৭৮ইং তারিখ রাত্রে ধর্ষিতা মেয়েটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, সাহেদা খাতুন যখন অভিযোগ করে তখন কয়েকজন মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়, বিজাতীয় কেহ যদি অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে তাকেও গ্রেপ্তার করা উচিত কিন্তু এখন পর্য্যন্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ শচীন দেওয়ানজীকে এরেষ্ট করতে পারেন নি এটা কি. এ. সি. সির মেম্বার, কংগ্রেসের পুরানো দিনের নেতা এবং তাদের সঙ্গে যোগ সাজস আছে বলেই কি এটা হয়েছে অথবা থানার পুলিশ সরাসরি তাঁকে খবর দিয়েছে বলে কি আমরা অনুমান করতে পারি না যে, তিনি পুলিশের কাছে ধরা না দিয়ে আগাম জামিন নিয়েছেন, সে সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই আগাম জামিন নিয়েছে। আগাম জামিন দেওয়ার অধিকার তো আদালতের। কাজেই আদালত যদি আগাম জামিন দিয়ে থাকে তাহলে সেখানে এগ্‌জিকিউটিবের কিছু করার থাকে না।

শ্রীবিমল সিনহা :—পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শচীন দেওয়ানজী জামিন নেওয়ার আগে এখানে ষ্টেটমেন্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, গ্রেপ্তার হননি, তিনি কি করে জানলেন যে আগাম জামিন নেওয়ার দরকার। এতে কি আমরা ধারণা করতে পারিনা যে, পুলিশের মধ্যে এখনও ঘুঘুর বাসা রয়েছে এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—হয়তো কিছু কিছু এই ধরণের কার্য্যকলাপের সঙ্গে পুলিশও কিছু নিস্ক্রিয় থাকতে পারেন তবে এখন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ আমাদের হাতে নেই। আমরা দেখবো এই ঘটনার পর কেন শচান দেওয়ানজীকে পুলিশ এরেষ্ট করলেন না, এটা নিশ্চয় দেখায় বিষয় এবং এই ব্যাপারে আমাদের যা করনীয় তা আমরা করবো। পুলিশের মধ্যে পুরানো এলিজিয়েন্স কিছু কিছু ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু সেটা আমরা ধরতে পারছিনা যদি ধরতে পারি তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশ এখন এই সরকারের নির্দ্দেশ মতই সমস্ত কাজকর্ম্ম করছে কাজেই পুলিশ কাজকর্ম্মে অবহেলা দেখাচ্ছে এই ধরণের ঘটনা বা প্রমাণ আমাদের হাতে এখন পর্য্যন্ত আসেনি। পুলিশ এখন সরকারের নির্দেশ মতই কাজ করছে। সরকারের কোন কাজকর্ম্মে পুলিশ অবহেলা করেছে এমন কোন ঘটনা বা প্রমাণ আমাদের হাতে এখনও নেই।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—ত্রিপুরাতে এই মাত্র কয়েক দিন আগে এই ধরণের একটা বলাৎকারের ঘটনা ঘটে গেল। তার ২/৪ দিন পর বিভিন্ন ভাবে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। তাহলে এটা কি আমরা ধরে নিতে পারি না যে কংগ্রেসের এ, আই, সি, সির একজন দায়িত্বশীল কর্ম্মী সংঘবদ্ধ ভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে নাস্তানাবুদ করবার জন্য এই ধরণের অভিযান চালিয়েছে। এই ব্যাপারে সরকারের অভিমত কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—শচীন্দ্র দেওয়ানজীর আচরন সম্পর্কে জনসাধারণ খুশী নয়। যে মেয়েটা অন্যের ঘরে ঘুমাতে গিয়েছিল, তাকে শচীন্দ্র দেওয়ানজী লোক দিয়ে ডেকে নিয়ে নিজের ঘরে ঘুমাতে বলে। তাতে এটা পরিষ্কার যে শচীন্দ্র দেওয়ানজী সমাজদ্রোহী কার্য্যকলাপ সৃষ্টি করে ঐ এলাকাতে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। তবে বামফ্রন্ট সরকার এটা পরিষ্কার ভাবে বলে দিতে চায় যে অতীতের অন্ধকারের রাজত্ব এখন আর চলবে না। তিনি যত বড় লোকই হোন না কেন, অপরাধ করলে সে অপরাধের সাজা তাকে পেতে হবে। এই শাস্তি দিতে বামফ্রন্ট সরকার কোন দিন কুণ্ঠা বোধ করবেন না। এই ধরণের ঘটনা যদি কেউ সংঘবদ্ধ ভাবে করে, তাহলে আমাদের পুলিশকে যেন জানান বা আমাদেরকে জানান। আমরা তৎক্ষণাৎ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সব সময়েই সচেষ্ট থাকব।

শ্রীসুবল চন্দ্র রুদ্র ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, যারা এই ঘটনা করেছে, তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক, বিশেষ করে শচীন দেওয়ানজী ?

শ্রীদশরথ দেব :—তৎকালীন ইন্দিরা কংগ্রেসের সময় শচীন দেওয়ানজী এ, আই, সি, সির মেম্বার ছিলেন। এখন কে কোন দলে গিয়ে আত্মগোপন করেছে, সেটা আমার জানা নাই। কারণ দল তো অনেক হয়েছে। কেউ হয়তো জনতাতে গিয়েছে, কেউ সি, এফ, ডি, তে গিয়েছে, কেউ ইন্দিরা কংগ্রেসে গিয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মি: স্পীকার, স্যার, আমরা গতকালকেও কলিং এটেনশানে একটা নারী ধর্ষণের কথা দেখতে পেলাম। আর আজকেও আর একটা নারী ধর্ষণের কথা দেখছি। এই সমস্ত ঘটনাগুলি হবার জন্যই কি আমরা গত বাজেটে পুলিশ খাতে টাকা বাড়িয়েছি? এই বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে পুলিশ কিছু লোককে ধরছে, আর কিছু সংখ্যক লোককে ধরে না। তার কারণ কি?

শ্রীখগেণ দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আজকে যে বিষয়ের উপর কলিং এটেনশান আনা হয়েছে, তার বহির্ভূত তিনি আলোচনা করছেন। এবং উনার আলোচনার সাথে এটার কোন সম্পর্কে নেই।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, কলিং এটেনশানের বিবৃতির উপর আপনি ক্লেরিফিকেশান চাইতে পারেন। সে বিবৃতির সঙ্গে আপনি একমত না হতে পারেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—আমি জানতে চাই পুলিশ কিছু সংখ্যক লোককে ধরে, আর কিছু সংখ্যক লোককে কেন ধরে না?

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এখানে একটি বলাৎকারের ঘটনা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব এনেছি এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা সেটাকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন। এবং এটা পরিস্কার যে, এ, আই, সি, সির মেম্বার তিনি নিজে সেই মেয়েটার উপর বলাৎকার করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদেরকে আমাদের বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান চাইতে পারেন। কিন্তু ষ্টেটমেন্টের উপর কোন বক্তৃতা করতে পারেন না।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, আপনি যেটা বলেছেন, সেটা ঠিক। কলিং এটেনশানের উপর একজন মাননীয় সদস্য ক্লেরিফিকেশান চাইতে পারেন। কিন্তু কোন প্রশ্ন বা ডিবেট তার উপর হতে পারেনা। কোন সদস্য যদি একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর সরকারের বিবৃতিকে অবলম্বন করে এন্টায়ার পলিসি মেটার এখানে আলোচনা করতে চান, তবে এটা পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরের বিরোধী।

শ্রীবিমল সিন্হা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে তিনি কংগ্রেসের একজন স্বনামধন্য বক্তি না হলেও তিনি খুব একটা দাপটে চলছেন এবং তিনি সংগঠিতভাবে এই সব অসামাজিক কাজ কর্ম করে যাচ্ছেন। তিনি অবশ্য এখন জামিনে মুক্ত আছেন এবং তিনি এই মুহূর্তে সাক্ষীকে টেম্পার করতে পারেন। কাজেই তিনি যাতে সাক্ষীকে টেম্পার না করতে পারেন সেজন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা, আমরা জানতে চাই?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, কি কি ধরণের স্টেপ নেওয়া হচ্ছে, এই মুহূর্ত্তে তা আমার জানা নাই। তবে আমি এখানে ঘোষণা করছি যে আমি এই বিষয়ে খবর নেব এবং দপ্তরকে যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—শচীন দেওয়ানজীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি, অথচ মন্ত্রী মশাই বলছেন যে সরকার তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে কোনটা ঠিক আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তিনি জামিনে গিয়েছেন। কারণ তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই আদালতে হাজির হয়ে আগাম জামিন নিয়েছেন।

শ্রীমতিলাল সরকার :—এখানে মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে শচীন দেওয়ানজী কংগ্রেসের এ, আই, সি, সির একজন মেম্বার। এখন তিনি কি ভাবে আছেন, অবশ্য তা পরিষ্কার নয়। যা হউক কংগ্রেসের মধ্যে কিছু কিছু লোক উপজাতিদের ভূমিকার নিন্দা করছেন এবং শচীন দেওয়ানজীও সরকার কিছু করছেন কিনা, আমরা জানতে চাই ?

শ্রীদশরথ দেব :—তা আমার জানা নাই। এটা তো কাগজে বের হয় যে কোন কংগ্রেসী এই ঘটনাকে নিন্দা করছে না। তবে যারা সমাজদ্রোহী নয় যারা সমাজের নিরাপত্তা চায়, তারাই এই ধরণের ঘটনাকে নিন্দা করবে। তাছাড়া এই ধরণের ঘটনাকে সমর্থন করতে পারে সমাজে এই ধরণের লোক আছে কিনা…

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—এই যে একটা নারী ধর্ষণের কথা উঠেছে, এই নারী ধর্ষণটা যাতে ভবিষ্যতে আর না হয়, তার জন্য সরকার থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—কে রাত্রির অন্ধকারে কার বৌকে ধরে নিয়ে বলাতকার করবে, এটা তো সব সময় পাহারা দিয়ে রাখা যাবে না। কাজেই নারী ধর্ষণ যদি কখনও ঘটে সঙ্গে সঙ্গে যাতে তার ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা সরকার থেকে করা যেতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সময়ে নারী ধর্ষণ হবে না, এটা বাড়ী বাড়ী গিয়ে পাহারা দেওয়া যাবে না। সমাজ-দ্রোহীরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আছে, তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও মাঝে মাঝে তারা এই সমস্ত সমাজদ্রোহী কাজে লিপ্ত হবে। তবে এইসব বন্ধ করার জন্য একমাত্র পুলিশের উপর নির্ভর করলেই চলবে না। গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ যদি এই ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহলে সমাজদ্রোহীরা কোনঠাসা হতে পারে। কাজেই সামগ্রিকভাবে সমাজেরই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত অবশ্য পুলিশও তাদের এই ব্যাপারে নিশ্চয় সাহায্য করবে।

শ্রীখগেন দাস :—১০ তারিখের এই ঘটনার পর আগরতলা শহরের জনসাধারণের মধ্যে একটা খবর প্রচারিত হয় যে গত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসী রাজত্বে পুলিশের একটা অংশ এই সব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল এবং তারাই এই বলাতকারের ঘটনার ব্যাপারে সাহেদা খাতুন যে পুলিশের কাছে যে ডায়েরী করেছে, তা পূর্বাহ্নে শচীন দেওয়াজীকে জানিয়ে দেয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্পেসিফিক এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে মাননীয় সদস্যরা হয়তো জানেন যে এই সমাজ ব্যবস্থাটা হচ্ছে বড় লোকদের, এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গত ৩০ বছর ধরে পুলিশ তাদের সেবা করে আসছে, তারা জমিদারকে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, আর গরীব কৃষকদের তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে, কলকারখানার মালিকদের সুযোগ করে দিয়েছে আর শ্রমিকদের উপর নির্য্যাতন চালিয়েছে। শুধু

পুলিশ কেন, কিছু কিছু আলাদা কর্মচারীও আছে, যারা কংগ্রেসীদের সংগে এইসব কাজে জড়িত ছিল। কাজেই এই দিক থেকে যদি কোন পুলিশ কর্মচারী দেওয়ানজীর সংগে প্রচণ্ডভাবে গুপ্ত যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। তবে আমাদের হাতে সেটা প্রমাণ করার মত কোন তথ্য নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এখানে যে সব বক্তব্য রাখা হয়েছে, তাতে আমরা দেখছি যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোন মহিলাদের নিরপত্তা নাই, এটা কি অরাজকতা নয় ?

শ্রীদশরথ দেব—এই রাজ্যে মহিলাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা আছে। তবে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একটা সমাজদ্রোহী কোন রকম কুকীর্ত্তি করতে পারে। কিন্তু তার সংগে সংগে লোক-গুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কারণ আমাদের,বামফ্রন্ট সরকার এই ধরণের লোকগুলিকে দমন করবার জন্য সক্রিয় আছে। শচীন দেওয়ানজীও গ্রেপ্তার হতেন, কিন্তু তিনি আদালতে হাজির হয়ে আগাম জামিন নিয়ে নেন। আর, এই ঘটনা যদি কংগ্রেস রাজত্বে হত, তাহলে শচীন দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে কোন আমলাই হত না। কিন্তু আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার সেটাকে বরদাস্ত করছি না।

শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য্য—এখানে শচীন দেওয়ানজীর যে কথা বলা হয়েছে, তাকে হাতে নাতে ধরা হয়েছে। কাজেই এটা বুঝা যাচ্ছে যে যতগুলি নারী নির্য্যাতন বা নারীর উপর বলৎকার হয়েছে, তার মধ্যে একটা চেইন কাজ করছে এবং সেই চেইনের সংগে এরাও জড়িত রয়েছে। কারণ দেখা গেল যে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একটা খবর উঠেছে, ২২শে সেপ্টেম্বর এই পত্রিকায় প্রাক্তন কংগ্রেসী এম, এল, এ তাপস দে একটা বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে যে মেয়ে ঘটিত একটা ব্যাপারে শচীন দেওয়ানজীকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছে, কারণ সে সব ভারতীয় কংগ্রেসের একজন মেম্বার। তাই আমি জানতে চাই যে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনার সংগে যে সব লোক জড়িত থাকবে, সে পুলিশ কর্মচারী হউক বা অন্য যে কোন লোকই তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ? এবং সমাজ থেকে এই ধরণের লোকদের খুঁজে বের করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ? এটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ ডিপুটি স্পীকার, স্যার, সন্দেহ হলেই তো কাউকে আর শাস্তি দেওয়া যায় না। আর কোন পুলিশ কর্মচারী এই ব্যাপারে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তার শাস্তি হবে, কিন্তু দোষী সাবস্ত্য হওয়ার আগে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না। আর প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীতাপস দে যে কথা বলেছেন—মামলায় জড়িত করার জন্য এভাবে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে—ষরষন্ত্র করা হচ্ছে কি, হচ্ছে না, এটা তো আর শ্রীতাপস দের কথায় চূড়ান্ত রায় হবে না, রায় যা হবে, তা হবে আদালতে সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত করার পর শচীন দেওয়ানজীর যদি কোন অপরাধ প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাহলে তার শাস্তি হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের হাতে তার অপরাধের একটা স্পষ্ট হ্যাণ্ড রিপোর্ট এসেছে, আমরা সেই রিপোর্ট আদালতে দায়ের করব। এখন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কি, হবে না, তা আদালতই বিচার করবে, অন্য কেউ এটার বিচার করতে পারবে না। আদালত তার নিজস্ব পথে তার বিচার করবে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং—এই যে নারী ধর্ষণ হচ্ছে, নারীরা রাস্তাঘাটে নিরাপদে চলতে পারছে না, অথচ সরকার এই সব দুষ্কৃতিকারীদের সংগে পেরে উঠছেন না, তাতে কি সরকারের ব্যর্থতা বুঝাচ্ছে না ? বা এর মধ্যে সরকারের পুলিশ বিভাগের ব্যর্থতা নাই ? মেয়েরা রাস্তাঘাটে নিরাপদে বেরুতে পারছে না, গ্রামের ঘর থেকে তাদের জোর করে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে. আবার শহরেরও তাদের ঘর থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, শুধু কি তাই, বাংলাদেশ থেকে এসেও এই সমস্ত কাজ করে যাবে, সরকার যেন নিরুপায় দর্শকের ভূমিকায় নিয়ে আছে, তারা রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা স্থাপন করতে পারছেন না, অথচ বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন, এটা কেমন করে হয় ?

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি এভাবে সরকারের পলিসি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন না। আপনি শুধু ক্লেরিফিকেশান চাইতে পারেন ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, আমি এর জবাবে বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভাল আছে, এখানে মহিলারা নিরাপদে আছেন। এখানে বাংলা দেশ থেকে কেউ আসেনি। শচীন দেওয়ানজী কংগ্রেসের এ, আই, সির, মেম্বার ছিলেন। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যিনি অভিযোগ করছেন, তিনিও এক সময় তারই অঙ্গুলি হেলনে চলতেন, কাজেই শচীন দেওয়ানজীর পথে তার আত্মপ্রসাদ লাভ হতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তিনি বাংলাদেশ থেকে আসেন নি, তিনি ত্রিপুরা রাজ্যেরই একজন স্থায়ী বাসিন্দা। কাজেই উনি যে বলছেন বাংলাদেশ থেকে এসে ত্রিপুরাতে নারীদের উপর অত্যাচার করে গিয়েছে, তাঁর এই কথাটা ঠিক নয়। কাজেই আমি সবার কাছে আবেদন রাখছি যে সমাজদ্রোহীদের বিভিন্ন কার্য্যকলাপের রোধে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল স্তরের মানুষদের এগিয়ে আসা কর্ত্তব্য এবং আমরা সবাই যদি এক সংগে কাজ করি, তাহলে এই ধরণের সমাজদ্রোহীরা আর কোন দিন আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান আজকে আমরা যে প্রশ্ন পেলাম নারী ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে সেগুলি প্রচলিত আইনের সাহায্য নিয়ে তাদের দমন করা যায়, কিন্তু এই প্রচলিত আইনের সাহায্য ছাড়াও কোন বিশেষ ধরণের আইন চালু করার কথা সরকার ভাবছেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব—এখন পর্য্যন্ত এই ধরণের আইন করা হয় নাই তবে ভবিষ্যতে করা হবে কি না এটা বিবেচনা করে দেখা যাবে ভবিষ্যতে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান আমরা জানি শচীন্দ্র দেওয়ানজীর বাড়ী আগরতলা টাউনে পাশাপাশি। তাহলে এই ঘটনার পর তিনি কি করে পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে আগাম জামিন নিয়ে আসল—এটা কিভাবে হল। কারণ শচীন্দ্র দেওয়ানজী যদি সত্যিকারের অপরাধি হয়ে থাকেন তাহলে এইগুলি পুলিশ পাহাড়া এবং টাউনের উপর এত টহলদারী পুলিশ থাকা সত্বেও শচীন্দ্র দেওয়ানজী পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে কি করে কোর্টে হাজির হয়ে আগাম জামিন নিয়ে আসল সেটা আমি জানতে চাই—কেন তাঁর শাস্তি হবে না ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় সদস্যের বুঝার একটু ভুল হয়েছে। একজন লোককে অপরাধী বলে থানায় এজাহার দিলেই তাকে গ্রেপ্তার করা যায় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত হুলিয়া জারী না হচ্ছে ততক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় বা প্রতিটি পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশ থাকে না তাকে গ্রেপ্তারের জন্য। যখন একটা হুলিয়া জারী হয় তখন সেটা থানায় থানায় চলে যায়। ঘটনা একটা হল—সে রেপ করল এবং সেই রেপের খবর থানায় রিপোর্টেড হল তারপর থানায় ডায়েরি করা হল। এর আগেই সেই লোক আগাম জামিন নিয়ে আসতে পারে এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এবং এটা নিয়ে একেবারে মাথায় আকাশ ভেংগে পড়ার মত অবস্থাও নয় এবং তিলকে তাল করে এই ইস্যুটাকে নিয়ে সরকারের অপদার্থতা প্রমাণ করার যে চেষ্টা হচ্ছে তাতে সরকারের অপদার্থতা প্রমাণিত হবে না। আমাদের সরকার যে সক্রীয় এটাই প্রমাণিত হল এই গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের কথা জানা গেছে যে কতিপয় মুসলমান দুষ্কৃতকারীর সংগে শচীন্দ্র দেওয়ানজী জড়িত ছিলেন তাহলে সেই মুসলমানদের সংগে (ইন্টারাপশান) কেন আলাদা ভাবে জামিন দেওয়া হল।

শ্রীদশরথ দেব—আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য আমার লিখিত বিবৃতি ঠিক ভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি। আমার বিবৃতিতে বলা হয়েছে সেই গাঁওসভার অন্তর্ভূক্ত তিন জন মুসলমান সংখ্যালঘু, তারা সংখ্যালঘু হতে পারে কিন্তু তারা সমাজবিরোধী। সেই তিন জনকে গাঁও প্রধান নিজে থানায় নিয়ে আসে—তখন শ্রীমতি থাতুনকে জিজ্ঞাসা করার পর সেই ঘটনার সংগে শচীন্দ্র দেওয়ানজী জড়িত সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এবং সেটা প্রকাশিত হওয়ার আগেই সেই লোকগুলিকে থানায় নিয়ে হাজির করে। গাঁও প্রধান শচীন্দ্র দেওয়ানজীকে হাজির করতে পারে নি। গাঁও প্রধান কি করে শচীন্দ্র দেওয়ানজীকে হাজির করবে—শচীন্দ্র দেওয়ানজী তো আর গাঁও প্রধানের কথায় চলে না।

দি ত্রিপুরা

ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিলের উপর

আলোচনা।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—এখন গতকালের ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিলের উপর অসমাপ্ত আলোচনা সুরু হচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্য গোপাল দাসকে অনুরোধ করব এই বিলের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য।

শ্রীগোপাল দাস—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী গতকাল এই হাউসের সামনে 'দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল, ত্রিপুরা বিল নং ১৮, অব ১৯৭৮ইং' এই বিল হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন। আমি এই বিলকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। কারণ আমি দেখছি যে এই বিলের মধ্যে এমন কতগুলি ধারা—এমন কতগুলি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যে ধরণের আইন ত্রিপুরা রাজ্যে এর আগে ছিল না। এবং এটা আমাদের ত্রিপুরায় যারা গরীব কৃষক তাদের স্বার্থে লাগাতে পারে। আমরা দেখলাম যে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে যে সমস্ত গরীব মানুষ গ্রামে বাস করে সেই ৯০ শতাংশ গরীব মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ দিচ্ছেন। এই ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল সেই পদক্ষেপের একটা ফল মাত্র। আমরা দেখছি যে বিগত সরকারের আমলে—কংগ্রেস সরকারের আমলে জমি থেকে যে খাজনা আদায় করা হত তার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। দেখা গিয়েছে যে তারা কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করে সেই সব জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করার একটা সুষ্ঠু পথ বেছে নিয়েছিল সেই বিগত কংগ্রেস সরকার। যেহেতু আমরা জানি যে এই কংগ্রেস সরকার গ্রামের সাধারণ কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতেন না তারা আইন প্রণয়ন করতেন মুষ্টিমেয় জোতদারদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমরা এতদিন দেখেছি যে কৃষকরা তিন টাকা করে প্রতি কানিতে খাজনা দিয়ে আজকে তারা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। এবং তারপর তারা আজকে ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়েছে। এই ধরণের রাজত্ব ছিল বিগত ৩০ বছরে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেজন্য আমি বলছিলাম যে এই বামফ্রন্টের আমলে আমাদের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী যে বিল এনেছেন তাতে এই গরীব কৃষকদের স্বার্থ কিছু রক্ষা করা হবে।

আমি এই কথা বলছি না যে এই বিলের দ্বারা তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে এ'বারই আমরা দেখলাম যে একটা বিল যে বিলের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের ভিত্তিতে খাজনার হার নির্ধারণ করা হতে যাবে গরীব কৃষকদের অপেক্ষা ধনীদের খাজনার অংশ বেশী দিতে হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিধানসভায় এই যে আইন এসেছে সেজন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখলাম এই বিলে রয়েছে প্রথম পর্য্যায়ে সাড়ে সাত-কাণি পর্য্যন্ত জমির প্রাপ্ত আয়ের উপর সর্ব্বোচ্চ শতকরা পঁচিশ পয়সা কর ধার্য্য করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ে করের সীমা যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা হল সাড়ে সাতকাণি থেকে সাড়ে বার কাণি পর্য্যন্ত জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৪ শতাংশ সর্বোচ্চ ৪.০১ পয়সা। আবার আমরা দেখতে পাই যে সাড়ে বার কাণি থেকে পাঁচ কাণি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত আয়ের উপর ছয় শতাংশ এবং তার উপর সর্ব্বোচ্চ ২.৪০ পয়সা হারে কর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আবার পঁচিশ কাণি থেকে সাড়ে চল্লিশ কাণি পর্য্যন্ত যাদের জমি রয়েছে সেই জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর শতকরা ৮ শতাংশ বা কাণি প্রতি ৩·২০ পয়সা হারে কর ধার্য্য করা হয়েছে। এর উপর যাদের জমি আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ১২ টাকা কর দিতে হবে। করের যে সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা এই ত্রিপুরার মত একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে যে গরীব কৃষকরা আছেন তাদের স্বার্থ এই আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া যারা নোটিফাইড এরিয়া বা টাউন এরিয়াতে বসবাস করছেন তাদের থেকেও এই সরকার থেকে একটা রাজস্ব সংগ্রহের সংস্থান এই বিলে রাখা হয়েছে। আজকে আমরা দেখতে পাই এই বিলে যারা গরীব মানুষ মেহনতি মানুষ, তাদের যে স্বার্থ, সেই স্বার্থ টা যাতে রক্ষিত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বামফ্রণ্ট সরকার এই বিল এনেছেন। যেটা না কি বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষে একটা বিরাট অ্যাচিভমেণ্ট বলা যেতে পারে। এবং আশা করি গরীব কৃষকরা কংগ্রেসী আমলে যেভাবে নিপীড়িত অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তার থেকে তারা রেহাই পাবেন। বামফ্রণ্ট সরকার এই ধরণের অত্যাচার বন্ধ করার জন্যই এই বিল এনেছেন। কাজেই আমি এই হাউসের সামনে যে বিল এসেছে, সেটা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাই। এই বিলের উপর অন্যান্য মাননীয় সদস্যরাও বক্তব্য রাখবেন। কাজেই আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করছি না। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, গতকল্য আমাদের মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যে ল্যাণ্ড ট্যাকস্ বিল এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, সেটার প্রতি আমার পুরোপুরি সমর্থন আছে। এই ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে বিগত কংগ্রেসী রাজত্বের পূর্ব থেকেই জমিদার, তালুক-দাররা যেভাবে এই সাধারণ কৃষকদের উপরে জমির খাজনা বাড়িয়েছিল ফলে কত লোককে যে তারা ভূমিহীন করেছেন, তার পরিসংখ্যান নেই। বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলেও সাধারণ মানুষের দুঃখের সীমা ছিল না। কাজেই বামফ্রণ্ট সরকার হওয়ার পর এইটা চিন্তা করছেন যে কি করে তাদেরকে খাজনার বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। তারই ফল স্বরূপ এই বিলে আমরা দেখলাম সাধারণ মানুষকে খাজনা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত সুখের বিষয় এবং এটাকে ঐতিহাসিক বিল হিসাবে আখ্যা দিতে পারি। আজকে আমরা যেখানে বক্তৃতা করছি-

সেই যে বিগত দিনের মহারাজ এই বিরাট বিরাট অট্টালিকা সৃষ্টি করেছিল সেটা ঐ সাধারণ মানুষের পয়সা দিয়েই। যারা খেতে পারত না, যাদের মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছিল না তাদের পয়সা দিয়েই এই বিরাট বিরাট অট্টালিকা করা হয়েছিল। এই কংগ্রেসী সরকারের শেষ কয়েক বৎসর রাজত্বে জরুরী অবস্থার মধ্যে ৬/৭/৮ গুণ খাজনা বৃদ্ধি করেছিল আর গরীব জনসাধারণ ঘটিবাটি বিক্রী করে তাদেরকে খাজনা দিতে হয়েছে। কাজেই আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সরকার ভাবছে কি করে এই গরীব মানুষদেরকে কিছুটা সাহায্য দেওয়া যায়। নির্বাচনী ইস্তাহারে সেখানে বলা হয়েছিল যে আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষকে খাজনা থেকে রেহাই দিব। সেজন্য তাদেরকে খানিকটা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এই বিল আনা হয়েছে এই জন্য যে, আজকে সাধারণ মানুষ যারা ত্রিপুরায় আছেন, তাদেরকে খানিকটা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য। এই জন্য এই বিলকে আবার আমি সমর্থন করছি। এই বিল আনার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। পূর্বে আমরা দেখেছি প্রাকৃতিক কারণে যদি কারো ক্ষেতে ২ মণ ফসল বেশী ফলত, তাহলে জমিদার, জোতদাররা, খাজনার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন। কোন কোন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি ফসল বিনষ্ট হত, তাহলে হয়ত বছর খানেকের খাজনা মকুব করে দেওয়া হত। তবে তারা এই খাজনা মুকুব করায় গণ্ডায় সুদে আসলে তুলে নিতেন। কাজেই আজকে হাউসের সামনে আমাদের রাজস্ব মন্ত্রী যে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল উপস্থাপিত করেছেন এটাকে আমি বলব, ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিক থেকে আমি এই বিলটিকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং আশা করি ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের কাছে যখন এই বিল যাবে তখন সবাই উপকৃত হবে সন্দেহ নেই। কাজেই আজকে এই বিল হাউসের সামনে উপস্থিত করার ফলে যে উপকার সাধারণ মানুষ পেয়ে গেল আমরা আশা করব, আগামী দিনেও এমনি করে আরো অনেক কিছু পাবে। তারপরে গ্রামের যে চাষীর কথা এখানে বলছি, তাদের আজকে যে শুধু খাজনা বেঁচে যাবে তাই নয়, এই খাজনার ব্যয়ের ভার থেকে তারা কিছুটা রেহাই পাবে এটা সত্য। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে, বামফ্রন্ট সরকারের সহানুভূতি তাদের উপরে আছে। তারা আরো আশা করবে, বামফ্রন্ট সরকার, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষার দিকেও তাদের উপকারের প্রয়াসী হবেন। আজকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, সাধারন মানুষের উপর বিগত দিনের আইনের সুযোগ নিয়ে কি ধরণের অত্যাচার, অবিচার হত। আজকে আমাদের হাউসের সামনে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, বামফ্রন্ট সরকার কতখানি গ্রামের মানুষকে সাহায্য, সহানুভূতি দেখাতে পারেন। তার পূর্বেও বিগত দিনে কিছু বিল উপস্থাপিত করা হয়েছিল। তাতেই প্রমাণিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের মনোভাব। আমি বলব, আজকে যে খাজনার রেহাই বিল এসেছে এটা সাধারণ মানুষ ভাবতে পারবে যে, বামফ্রন্ট সরকার বার বার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা গরীবের সরকার কার্য্য ক্ষেত্রেও সেটা প্রমাণ করেছেন। কাজেই আমি আর বেশী বক্তব্য রাখতে চাই না। এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক যে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল এখানে আনা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা রাখছি। প্রথমে আমার মনে পড়ে গেল, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে একটি কথা বলেছিলেন—গত জুন মাসের সেসনেও শুনেছি, ওরা বলেছিলেন, "আমরা নূতন কর আরোপ করব না"। কিন্তু আজকে দেখলাম, ল্যাণ্ড ট্যাক্স এর মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে নূতন কর ধার্য্য হয়েছে। আমরা আগে দেখেছি, টাকার অঙ্কে খাজনা ধার্য করা হত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই খাজনা ধার্য্য হবে ফসলের মাধ্যমে। কেমন ভাবে আদায় করবেন ? উৎপাদিত ফসলের উপর ভিত্তি করে। আমরা অনুমান করছি উৎপাদিত ফসলের যে ট্যাক্স তা আগের চেয়ে অনেক বেশী ট্যাক্স তা আগের চেয়ে অনেক বেশী ট্যাক্স পড়বে কৃষকের উপর। কারণ সরকার ৫ কানি পর্য্যন্ত (২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্য্যন্ত) খাজনা মকুব করেছেন। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তিন একর পর্য্যন্ত ফসলের খাজনা ধরা হয়েছে প্রফিটস্ এবং ফসলের উপর।

(ভয়েসেস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ :— ১০ পয়সা করে)

না ১০ পয়সা নয়, ২৫ পয়সা। কাজেই বিশেষ ভাবে যারা ব্যবসায়ী এবং কর্মচারী আছেন তাদের পক্ষে দিতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু যারা ৭॥ কাণির উপর জমি ভোগ করছেন উপজাতি কৃষকরা, তারা এই সাড়ে সাত কানি জমির ফসলের উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। কাজেই তাদের উপর এই সমস্ত ট্যাক্স কোন অংশে কম হবে না এটা বুঝা যায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে বলা হয়েছে বৎসরে ২বার এই খাজনা আদায় করা হবে। ফার্ষ্ট ইন্সটল্‌মেন্ট আদায় করা হবে ফিফ্‌টিনথ সেপ্টেম্বর, আর সেকেণ্ড ইন্সটল্‌মেন্ট আদায় করা হবে ফিফ্‌টিন্থ মার্চ্চ। এই ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে কম অসুবিধায় পড়তে হবে না। আমরা জানি অনেক সময়ে এই সব হিসাবের ক্ষেত্রে ভুল হয়। এবং কৃষকের উৎপাদনের উপর অনেক বেশী ইনজাস্‌টিস্ হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অতি বৃষ্টি ও পোকার আক্রমণে কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিসের উপর ভিত্তি করে এসেস করা হবে তা এখানে বলা হয় নি। কাজেই এই বিলের মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, কৃষকের প্রফিটের উপর কর বসান হবে কি করে ? সর্বশেষে আমি বলতে চাই, নূতন কর বসাবেন না বলে যে কথা বলা হয়েছিল তা ঠিক নয়। হয়ত ডাইরেক্ট কোন কর বসানো হয় নি। কিন্তু এই ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল ইন্‌ডাইরেক্ট কর বসানো হয়েছে। এখানে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য যাদব মজুমদার মহাশয় বলেছিলেন যে, এতে কৃষক ক র ভার থেকে রেহাই পাবে, গ্রামের মানুষের উপকার হবে" তার এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। কেন না ত্রিপুরার অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র। সরকার যে ঘোষণা করেছেন ৫ (পাঁচ) কাণি জমি পর্য্যন্ত খাজনা মুকুব করা হয়েছে তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কৃষক মাত্র পড়ে, কিন্তু আরো অনেক বেশী সংখ্যক দরিদ্র কৃষক আছে যারা সাড়ে সাত কাণি জমির মালিক। কাজেই সরকার যদি ৫ কাণির জায়গায় সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মুকুব করেন, তাহলে দরিদ্র কৃষকদের বাস্তবিকই উপকার হবে। তাই সরকার এই সমস্ত ল্যাণ্ড ট্যাক্স বা এসেসমেন্ট ইত্যাদি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে হয়, তার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট আইন যাতে প্রবর্তিত হয়, সে আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মি: ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী গত কাল এই হাউসে "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল ১৯৭৮ ইং, (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৮ অব ১৯৭৮ইং) যে বিল উপস্থিত করেছেন সেই বিলকে আমি সমর্থন করি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন মাত্র ৮ (আট) মাস পূর্ব্বে নির্ব্বাচনের পূর্বে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং এই বিল সেই প্রতিশ্রুতি পালনের দিকে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। বিগত দিনে আমাদের ত্রিপুরাতে যে খাজনা প্রথা প্রচলিত ছিল তাতে আমরা দেখতে পাই যে যারা ভূস্বামী অর্থাৎ বিরাট সম্পত্তির মালিক তারা যে পরিমাণ কাণি প্রতি খাজনা দিতেন ঠিক একজন এক কাণি জমির মালিককেও সেই পরিমাণ খাজনা দিতে হতো। আমরা জানি ত্রিপুরার শতকরা জন সংখ্যার ৯০ ভাগে গ্রামে বাস করেন এবং এই ৯০ ভাগ ছোট এবং মাঝারি কৃষক, তারা কৃষির উপর নির্ভরশীল, এই কৃষকগণ বিভিন্ন ভাবে ঋণ গ্রস্থ হয়ে জর্জরিত হয়ে আছে এবং তার উপর এই যে খাজনা প্রথা সেটা তাদের উপর একটা বাড়তি বোঝা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এই খাজনা তারা কোন অবস্থাতেই বহন করতে পারত না ফলে খাজনা বকেয়া পড়ত বছরের পর বছর সেটা আমরা দেখে এসেছি এবং সেই খাজনা আদায়ের নামে বিগত কংগ্রেস সরকার যে ভাবে জুলুম, অত্যাচার এবং নিপীড়ন সাধারণ মানুষের উপর চালিয়েছেন তা আমরা আজও ভুলতে পারছি না, সেই করভার থেকে রেহাই দেওয়া দেওয়ার জন্য, সেই খাজনা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে এই বিল এই হাউসে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে। আমি মনে করি এই বিল অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং এই বিল হাউসে গ্রহণযোগ্য তাই এই বিলকে আমি সমর্থন করি। এই বিলে আমরা দেখতে পাই যে যারা ৩ (তিন) একর জমির মালিক তাদের খাজনা শতকরা ১ পারসেন্ট এবং তা কোন অবস্থাতেই একর প্রতি ২৫ পয়সার বেশী হবে না এবং দ্বিতীয় ষ্টেজে আমরা দেখতে পাই ৩ (তিন) একর থেকে ৫ (পাঁচ) একর পর্য্যন্ত যারা জমির মালিক তাদেরকে শতকরা ৪ পারসেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে, ৫ (পাঁচ) কাণি থেকে ১০ (দশ) কাণি পর্য্যন্ত জমির মালিক তাদেরকে শতকরা ৬ পারসেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে, ১০ (দশ) থেকে ১৫ (পনর) কাণি পর্য্যন্ত যারা জমির মালিক তাদেরকে শতকরা ৮ (আট) পারসেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে এবং ১৫ (পনর) একরের উপর যাদের জমি আছে তাদের প্রত্যেকেই ১২ পারসেন্ট করে টাক্স দিতে হবে। এতে একটা জিনিষই প্রতীয়মান হয় যে সাধারণ যারা জমির মালিক তাদের খুব সামান্য পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে এবং যারা বড় জোতদার বলে চিহ্নিত, বড় জমির মালিক বলে চিহ্নিত তাদের প্রত্যেককে করের বোঝা বেশী বহন করতে হবে। পরিষ্কার এই জিনিষটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে যে, যারা বিগত ৩০ বছর যাবৎ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন এই বিলের মাধ্যমে প্রথমে তাদের উপর আঘাত আনা হয়েছে এবং শতকরা ৯০ ভাগ নীপীড়িত মানুষকে সেই করের বোঝা থেকে, খাজনার বোঝা থেকে এবং শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা এই বিলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই এই বিলকে সমর্থন করে এবং অভিনন্দিত করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পুনর্গঠন সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—আমি এখন হাউসের অনুমতি নিয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তারপর আবার আলোচনা আরম্ভ হবে।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব, এই সভার সদস্যগণ এবং ত্রিপুরার প্রত্যেকটি নাগরিক এই ঘোষণায় আনন্দিত হবেন এটা আমি আশা রাখি।

বিষয়টা হলো :—"ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পুনর্গঠন সম্পর্কে"।

বিষয় :—ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পুনর্গঠন।

১৯৭৩ সালের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইন অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। বেশ কিছু সময় যাবৎ ঐ পর্ষদ তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বভার যথাযথ ভাবে পালনে অকৃতকার্য হওয়ায় সরকার ১৯৭৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীর এক আদেশ বলে ঐ পর্ষদকে বাতিল করিয়া ইহার স্থলে একজন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। বর্তমানে তিনি ঐ পদে বহাল থাকিয়া পর্ষদের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে অধিকতর কার্যকরী গণমুখী ও গতিশীল করার অভিপ্রায়ে সরকার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইনের কয়েকটি ধারার পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করার প্রয়োজন অনুভব করিয়া তদনুযায়ী বিধানসভার বিগত অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করেন। ঐ বিলটি বিধান সভায় পাশ হইবার পর রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

যেহেতু একটি স্বসাসিত সংস্থাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল অবস্থায় রাখা এই সরকারের অভিপ্রায় নয়, সেহেতু আমরা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে নিম্নলিখিত ভাবে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। এই পুনর্গঠিত পর্ষদ অতি সত্বর কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

১) ডঃ এস, বি, গুপ্ত — সভাপতি।
২) শিক্ষা অধিকর্তা — সদস্য (পদাধিকার বলে)।
৩) কৃষি অধিকর্তা — ঐ
৪) শিল্প অধিকর্তা — ঐ
৫) স্বাস্থ্য অধিকর্তা — ঐ
৬) অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ — সদস্য (পদাধিকার বলে
৭) শ্রীঅচিন্ত্য কুমার রায়, অধ্যক্ষ
এম, বি, বি, কলেজ (সরকারী কলেজ) — সদস্য
৮) অধ্যক্ষ, মহিলা কলেজ — ঐ
৯) শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল, অধ্যক্ষ
বিলোনীয়া কলেজ (বেসরকারী কলেজ) — ঐ
১০) অধ্যক্ষ বি, টি, এস, টি টি, কলেজ — ঐ
অধুনা গভঃ কলেজ অব এডুকেশান, আগরতলা
১১) অধ্যক্ষ, ষ্টেট ইন্‌ষ্টিটিউট অব এডুকেশান — ঐ
১২) অধ্যক্ষ, পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিট্যুট — ঐ
নড়সিংগড়
১৩) শ্রীপুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী
প্রধান শিক্ষক, খোয়াই হায়ার সেকেণ্ডারী
স্কুল (সরকারী)

১৪) শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা, এম, এল, এ, প্রধান শিক্ষক,
ডি, এন, বিদ্যামন্দির (বেসরকারী)

১৫) শ্রীকেশব মজুমদার, এম, এল, এ
১৬) শ্রী হরিনাথ দেববর্ম্মা, এম, এল এ
১৭) শ্রীমতিলাল সরকার, এম, এল, এ
} বিধান সভার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক মনোনীত।

১৮) শ্রীমতী সবিতা রায়, প্রধান শিক্ষিকা,
বোধজং গার্ল'স হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

১৯) শ্রীঅপূর্ব্ব কাঞ্চন দত্ত, এডভোকেট।

২০) শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, কমলপুর (তপশিলী জাতি)

২১) শ্রীমানস দেববর্ম্মা, এম, বি, বি, কলেজ
(তপশিলী উপজাতি)

২২) ডঃ রণেন দেব, এম, বি, বি, কলেজ।

২৩। শ্রীসমর আঢ্য, এম, বি, বি, কলেজ (ছাত্র)

২৪-২৬) ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ত্রিপুরার তিন জেলা হইতে নির্বাচিত তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি।

সরকার আশা করেন যে এই নব গঠিত পর্ষদের পরিচালনায় ত্রিপুরায় মধ্যশিক্ষা আশানুরূপ ভাবে বিকাশ লাভ করিবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার,

"দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস বিলের উপর আলোচনা।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আণ্ডার রুল ৩৬৬-এ এই বিবৃতির উপর কোন ক্লেরিফিকেশান বা কোন আলোচনা চলবে না। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীকে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিলের আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বিধানসভায় যে ল্যাণ্ড ট্যাকস বিল আনা হয়েছে, এটা অত্যন্ত দীর্ঘ প্রতিক্ষীত এবং দু:সাহসিক, এই কারণে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত যারা এই সমাজের মধ্যে প্রতারিত হয়ে আসছিল, বিভিন্ন কায়দায়, বিভিন্ন কৌশলে যাদের উপর দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত একটা অংশের কতিপয় মানুষ শোষণ নির্যাতন চালিয়ে আসছিল, আজকে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিলটাকে এখানে আনা হয়েছে। অনেক মাননীয় সদাই আমার আগে এই বিলের উপর আলোচনা করেছেন এবং এখানে যারা মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন, তাঁরা জানেন জমির খাজনা নিয়ে এই রাজ্যের মানুষের উপর কত অত্যাচার হয়েছে। মানুষ তার বিরুদ্ধে কত প্রতিবাদ করছে। বিগত দিনেও রাজা যখন রাজত্ব করতেন, তখন এই খাজনার বিরুদ্ধে এই রাজ্যের মানুষ শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, অস্ত্র নিয়ে ও লড়াই করছে। আজকে যারা ক্ষমতায় বসেছেন, তারাও বিগত দিনে গরীব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই খাজনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। যে রাষ্ট্রতন্ত্র এত দিন পর্য্যন্ত ছিল, সে আইনের বলে প্রভুত সম্পদের অধিকারী মুষ্টিমেয় কিছু লোক, সেই সমস্ত গরীব লোকদের জমি জোর করে কেড়ে নিয়েছে। হাজার হাজার গরীব মানুষকে রাস্তায়

বসতে হয়েছে। ইংরেজ আমল থেকে ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসটাই ছিল একটা অত্যাচারের ইতিহাস এবং সমস্ত অত্যাচারটাই সংঘটিত হয়েছে এই জমি, খাজনাকে কেন্দ্র করে। আজকে যারা এই সরকারে আছেন, তাদের দিনের পর দিন গরীব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করে গেছেন। তজ্জন্য এই সরকারের একজন অংশীদার হিসাবে আজকে আমি গর্বিত।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন যে, এই বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নূতন করে কোন কর বসাবেন না। কিন্তু আজকে কেন উনারা কর বসাচ্ছেন ? কিন্তু এই কর কাদের উপর বসানো হয়েছে ? মাননীয় সদস্যরা যদি এই বিলটা একটু ভাল করে পড়তেন তাহলে হয়তো বুঝতেন। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত খাজনা মুকুব করবেন। কারণ বিগত দিনে এই সমস্ত মানুষের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করা হয়েছিল, তাদের সমস্ত জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সে জিনিষকেই এই বিলের মধ্যে তুলে ধরেছেন। তিন একর পর্য্যন্ত যাদের জমি আছে, তাদের খাজনার পরিমাণ ৬০ থকে ৬৫ পয়সার বেশী হবে না। এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে ৩ একর পের্য্যন্ত যাদের জমি আছে, তাদের উৎপাদিত ফসলের প্রতি একরে ট্যাকস পড়বে ২৫ পয়সা। সুতরাং সাড়ে সাত কানি জমির মালিক যারা, তাদের বছরে ৬০ থেকে ৬৫ টাকার ট্যাক্স দিতে হবে না, কিন্তু যারা বেশী জমির মালিক তাদের আরও বেশী করে ট্যাক্স দিতে হবে। অর্থাৎ যারা কম জমির মালিক তাদের কম ট্যাক্স দিতে হবে, আর যারা বেশী জমির মালিক তাদের বেশী ট্যাক্স দিতে হবে। আগে এই রাজ্যে গরীব মানুষের উপর যারা অত্যাচার করেছেন বা নানা কৌশল করে যারা গরীবদের জমি কেড়ে নিয়ে গিয়েছেন আজকের সরকার তাদের উপর ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছে, অর্থাত তাদের উপর বেশী বেশী করে ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে। কাজেই আমরা দেখছি যে যারা আগে এ্যাক্সপ্লয়েট করেছে, সেই মুষ্টিমেয় কিছু লোক এই ধাঁধা দেখে আতঙ্কিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা এতে খুশী, আমরা খুশী এই কারণে যে আমরা বামফ্রন্ট সরকার সত্যিকারের গরীব মানুষদের পক্ষে আছি এবং আমরা এই কথা বলতে পারি। আজকে যুব সমিতির মাননীয় সদস্যরা, যারা এখানে আছেন তারা সমাজকে কোন দিন সে ভাবে দেখবার সুযোগ পান নি, তার উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় নিমজ্জিত। সুতরাং আজকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মধ্যে খেটে খাওয়া মানুষদের অবস্থাটা কি, তা তারা দেখতে পান নি, তারা দেখতে পান নি। তারা একটা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে নিমজ্জিত, তারা সম্প্রদায়কে নিয়ে থাকেন, তারা একটা জাতিকে নিয়ে থাকেন, কাজেই তারা সমাজের উপর যে শোষণ চলে, সেটা দেখতে পান না। যেখানে নাকি ধনিক শ্রেণীর অংশের মানুষ, গরীব অংশের মানুষের উপর অত্যাচার করে, এই জিনিসটা তারা কোন দিন দেখতে পান নি। তাই এই বিলে আজকে গরীব অংশের মানুষের জন্য যে কথা বলা হয়েছে, গরীব অংশের মানুষের উপর যে ট্যাক্স বসানো হয় নি, তা তারা স্বাভাবিক ভাবে দেখতে পাচ্ছেন। কারণ তাদের কাছে এই প্রশ্নটা নাই যে সমাজের মধ্যে কারা অত্যাচারিত হল, কারা নির্য্যাতীত হল, তা তাদের মধ্যে নাই। তাই তারা আজকে এই ধারাগুলিকে সেভাবে দেখতে পারছেন

না এবং তারা এটা কোন দিন দেখতে পারবেন না, এটা জানা কথা। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এই ঘটনাগুলি আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা উগ্র সম্প্রদায়িকতা বা উগ্র জাতিয়তাবাদের মধ্যে ডুবে থাকেন বা নিমজ্জিত থাকেন। তাই সমাজের গরীব অংশের মানুষদের পক্ষে কথা বলতে তাদের বুক কাঁপে, তাদের মুখ কাঁপে। আজকে সমাজের মধ্যে নির্য্যাতীত মানুষের পক্ষে, অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে, যারা নাকি সমাজের ৭০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তা দেখে তারা আতঙ্কিত। আজকে তারা এখানে এসেছেন সাম্প্রদায়িকতার নামে, উগ্র জাতিয়তাবাদের নামে ধনিক শ্রেণীর দালালী করার জন্য। কিন্তু আজকে গরীব অংশের মানুষ এই বিলের কথা যখন শুনবে, এই বিল যখন বিধানসভা পার হয়ে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে, তখন গ্রামের মানুষের মধ্যে একটা প্রচণ্ড উৎসাহ জাগবে, সেখানে তাদের মধ্যে একটা অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং গরীব মানুষদের মধ্যে নূতন করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বা সংগবদ্ধ হওয়ার একটা উৎসাহ যোগাবে। আজ সেই কারণেই তারা আতঙ্কিত। আজকে সেই কারণেই তারা ঐ মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছেন এবং এই ট্যাক্স সম্পর্কে আপত্তি করছেন, এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আমরা এতে অবাক হব না। এর মধ্যে ইতিহাসের যে পরিণতি, সেই পরি-সেই পরিনতিই আমরা এখানে দেখতে পারছি। সে দিক আজকের এই যে বিল, তার আরও যে সমস্ত ধারার কথা এখানে বলা হয়েছে, আজকে শহরের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশীর ভাগ টাকার মালিক, তারা শহরের মধ্যে বাস করেন, ওরা বেশীর ভাগ জমি লুকিয়ে রাখেন, ওরা শহরের মধ্যে ২টা, ৩টা কেউ বা ৫টা করে বাড়ী ফাঁকিয়ে আছেন, তাদের কেউ কেউ ৫ তলা বাড়ীর মালিক, যাদের লক্ষ লক্ষ টাকার পুজি আছে। যারা শহরের মধ্যে বাস করছেন, যারা একচেটিয়া মুনাফাখোর, যারা জমি লুকিয়ে রাখেন, যারা টাকা লুকিয়ে রাখেন, তাদেরকে আজকে এই বিলের মাধ্যমে কর থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। তাদের উপর ট্যাক্স ধরা হয়েছে, বেশী টাকার মালিক যারা, তাদের উপর বেশী করে ট্যাক্স বসবে। কারণ আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার নির্ব্বাচনের সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল যে আমরা যদি সরকারে যাই, আমরা যদি ক্ষমতা পাই, তাহলে আমরা ধনিক শ্রেণীর দালালী করব না। আমরা বিগত ৩০ বছর ধরে যারা বঞ্চিত হয়েছে, যারা অত্যাচারিত হয়েছে যারা নির্য্যাতীত হয়েছে, আমাদের সরকার তাদের পক্ষে দাঁড়াবে। আজকে এই বিলের দ্বারা সেটাই আবার নূতন করে প্রমাণ করবে যে বামফ্রণ্ট সরকার ৭০ থেকে ৮০ ভাগ গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করছে এবং এই উপলব্ধিটা এখানে তুলে ধরার জন্যই এই বিলের মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিল আসার পিছনে যে সমস্ত পশ্চাদপদ রয়েছে, এখানে উপস্থিত মাননীয় সদস্যদের জানা আছে। সমাজের গরীব মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যারা একদিন গরীব মানুষ হিসাবে সমাজের মধ্যে অবহেলিত ছিলেন, তাদেরকে সামনে আনার জন্য, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, তাদেরকে মানুষ হিসাবে শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য এবং তারা নিজেরা যাতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতো পারেন, এই বিলে তারই মূল দৃষ্টি ভঙ্গি নিহিত রয়েছে। আমরা বামফ্রণ্ট সরকার এই রাজ্যের গরীব মানুষ

যাতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আগামী দিনে যাতে তারা নিজেরা একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন, সে লক্ষ্য সামনে রেখে, তারা যাতে আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে ঐ ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, সমস্ত রকম শোষণের বিরুদ্ধে, তাদের উপর আর যাতে নির্য্যাতন বা অত্যাচার না চলতে পারে। সেই গরীব মানুষগুলির মধ্যে যাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে, তার জন্য এই যে বিল এখানে তোলা হয়েছে, তাকে আমি স্বাগত জানাই এবং এই বিলের যে সমস্ত ধারার ট্যাক্সের কথা বলা হয়েছে আমি তাকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি যে এই বিলে দ্বারা ত্রিপুরার গ্রাম থেকে শহর পর্য্যন্ত সমস্ত অংশের গরীব মানুষ একটা নূতন আলোক পাবেন এবং আগামী দিনে—নূতন দনে নূতন আলোকে তারা আরও ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন, আরও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারবেন এবং আগামী দিনের সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াতে পারবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এই হাউসে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল, ১৯৮৪ইং যেটা এনেছেন, তার উপর আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। এখানে এর আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এটা একটা দুঃসাহসিক বিল। এটা ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থ-নৈতিক সাম্য আনার একটা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। তবু এই প্রসঙ্গে আমি এই কথাই বলব যে একটা মূর্ত্তিকে রঙ চঙ দিয়ে হয়তো মানুষের মতো করা যায়, কিন্তু তাকে জীবন্ত করা যায় না তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই কথা বলেছেন, ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লবের কথা, তার কোনটাই আমি বিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। আমি মনে করি তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ কথা বলেছেন, সেই উদ্দেশ্য একমাত্র বাস্তবায়িত হতে পারে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে একটা সাম্য নীতি গ্রহণ করা যায় এবং ভূমির বন্তনের নীতির মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্যটাকে ফুলফিল করা সম্ভব। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে একথা বলা হয়েছে, তা এই বিলের উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। আমরা দেখছি যে বাজেটে প্রায় ১১ কোটি টাকার মত ঘাটতি রয়েছে এবং বর্ত্তমানে সেই ঘাটতি ১৩ কোটি টাকার উপর বেড়ে যাবে, কাজেই এই অবস্থায় ঘাটতি মিটাবার কোন রাস্তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না বরং বিলে তার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হয়তো করের পরিমাণ কমতে পারে, কিন্তু তার ফলে সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর আরও চাপ বাড়বে কেন না, এই ১৩ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করতে যেহেতু খাজনার মাধ্যমে তারা কোন আয় সৃষ্টি করতে পারছেন না, তাই এটা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর করই বসিয়ে আদায় করা হবে, তারই একটা ব্যবস্থা আমরা ঐ পঞ্চায়েত বিলের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, কারণ তার মধ্যে কর বসাবার একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। কেন না (ইন্টারাপসান) ইতিহাস থেকে মানুষ শিক্ষা নেয়। কাজে যারা রাজনীতি করেন, তাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া উচিৎ।

কমিউনিষ্ট করে, সাম্যবাদী নীতিতে আন্দোলন করে শতকরা ৯৯ জন মানুষ যারা আজকে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে, যারা জুমিয়াতে পরিণত হয়েছে, আজকে যাদের সংস্কৃতি বিধ্বস্ত হয়েছে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। তাদের আজকে সমস্ত কিছু বিপর্যাস্ত হয়েছে সাম্যবাদী আন্দোলন করতে গিয়ে। সেখানে ধনীদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরীকে প্রশ্ন করতে চাই, উনার এরিয়াতে কতজন উপজাতির ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছে এবং কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হয়েছে? এটা তাঁরা বলতে পারবেন না—এই বামফ্রন্ট সরকার বলতে পারবেন না। এই বামফ্রন্ট সরকার ঐ উপজাতিদের যে ভূমি হস্তান্তরি• হয়েছে তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে, তাদের ভূমি আজও ফিরিয়ে দিতে পারেন নাই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার জন্য অনুরোধ রাখব। আজকে সাম্যবাদের নাম করে কোন অশুভ শক্তি যদি জনতাকে বিধ্বস্ত করে থাকে, তাহলে আমি বলব যে তারা হল উপজাতি। কাজেই আমি আহ্বান জানাব আপনাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার, আপনাদের দৃষ্টিভংগীর আমূল পরিবর্তন দরকার। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সাম্যবাদ সর্বশ্রেণীর এবং সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, যে বিল আজকে আনা হয়েছে, এই বিলের মধ্যে এর কোন যোগাযোগ নেই। ভূমি সম-বন্টনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা হউক, এই প্রস্তাব আমি রাখছি। এবং সেই সঙ্গে সমগ্র শ্রেণীর মানুষের উন্নতির কথা বলে বামফ্রন্ট সরকার যে বাহবা পেতে চান—কিছুক্ষণ আগে মাননীয় শিক্ষা মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা চলবে না এটাই কি মেনে নিতে হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, দুর্নীতি মুক্ত গণতান্ত্রিক Expunged as ordered by the Chair. শাসন ব্যবস্থা যদি চালু না হয় তাহলে বিল করে, বাজেট করে, কিছুই হবে না। তাই দুর্নীতিমুক্ত এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এই বিধান সভায় আগে কায়েম করতে হবে, তারপর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। কাজেই বিলের মধ্যে যে সমস্ত ট্রাইব্যুন্যাল গঠণ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এসেসমেন্ট করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলিতে দুর্নীতি ঢুকবে সেটা আমরা জানি—এই বিধানসভা থেকে এটা শুরু হয়েছে। কাজেই এসেসমেণ্টের সময় সাধারণ মানুষ যারা বামফ্রন্টের বিরোধী তারা ডিপ্রাইভ হবে, তাদের উপর শোষণ চলবে। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাধারণ মানুষের তরফ থেকে এই বিল পাশ করে সাধারণ মানুষের উপর অগণতান্ত্রিক বা বেআইনী শোষণ যাতে না চলে, সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এবং হাউসের কাছে প্রস্তাব রাখছি—আমি নিশ্চয় আশা করব সরকারী সদস্য যারা রয়েছেন তাঁরাও জনসাধারণের দরদী হিসাবে আজকে আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন।

মি: স্পীকার—মাননীয় খগেন দাসকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল রাজস্ব মন্ত্রী 'দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল ১৯৭৮ইং' এই হাউসে ইন্ট্রোডিউস করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এটা ত্রিপুরার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক বিল এবং এই কারণেই আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে গরীব মানুষদের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি কংগ্রেসী রাজত্বে—সেই অভিজ্ঞতার দুই একটা কথা আজকে

এই ল্যাণ্ড ট্যাকস্ বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলতে চাই। জরুরী অবস্থার সময় আমরা দেখেছি এবং জরুরী অবস্থার আগেও এই বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের যাঁরা মার্কসবাদী সদস্য ছিলেন এবং বাইরে কৃষক সভা, মার্কসবাদী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৯০ জন গরীব মানুষ এবং তার মধ্যে সাড়ে সাত কানি অথবা তার নীচের জমির মালিক যারা ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭০ জন। উদের কংগ্রেস সরকারের খাজনার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে অতীতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই, সংগ্রাম এবং আন্দোলন আমরা করেছি। এবং এই খাজনা রহিত করার দাবীতে ত্রিপুরার গ্রামের অনেক মানুষকে কংগ্রেসের হাতে অনেক নির্যাতন অনেক দুর্ভোগ ভোগতে হয়েছে। এই খাজনা রহিত-এর দাবীতে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সংগে নিয়ে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের স্বার্থে আমরা যা করেছি এই খাজনা রহিত করার জন্য আমরা ত্রিপুরা বিধান সভায় অভিযান করা হয়েছিল। এই খাজনা রহিত করার দাবীতে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েক বার আইন অমান্য আন্দোলন করা হয়েছিল। এবং সেই আইন অমান্য আন্দোলনের ত্রিপুরার রাজ্যের গণতন্ত্রের সংগে জড়িত যারা তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কংগ্রেস রাজত্বে তেমনি হাজার হাজার কৃষক যারা আন্দোলন করেছিলেন কংগ্রেসী অত্যাচার খাজনার অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হাজার হাজার কৃষককে কারা বরণ করতে হয়েছিল এবং জরুরী অবস্থার সময় যা আমি লক্ষ্য করেছি কংগ্রেস সরকার যখন ওয়ারেণ্ট জারী করলেন আমাদের উপর তখন আমি পলাতক অবস্থায় কৈলাসহর সাবডিভিশানে ছিলাম। একদিন আমি একটা কাঠের দোতলা বাড়ীতে বসে আছি তখন সাড়ে পাঁচটা—৪,৫ জন সরকারী কর্মচারী কয়েকজন পুলিশ নিয়ে সেই বাড়ীতে ভোর সাড়ে চারটার সময় ঘেরাও করলেন। বাড়ীর মালিক যখন জিজ্ঞাসা করলেন-আমি কোন অন্যায় করি নাই জরুরী অবস্থার সময় যেহেতু ইন্দীরা গান্ধী আমাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন সেজন্য ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে সাহস পাই নাই। আমার বাড়ী কেন সাড়ে চারটার সময় পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করা হল? তখন সরকারী কর্মচারীরা বললেন যে সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমার সোয়া'শ টাকা খাজনা বাকী তোমার খাজনা যদি আমরা জোর করে সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে খাজনা যদি আদায় করে না দেই তাহলে আমার মাইনে দেওয়া হবে না। কাজেই যেভাবেই হোক আমার খাজনা দিতে হবে। অন্যোন্যপায় হয়ে সেই বাড়ীর মালিক তাঁর থাল ঘটিবাটি বন্ধক দিয়ে খাজনা দেন। কারণ সরকারী কর্মচারী পুলিশের সহযোগিতায় সেই বাড়ীর খাজনার বিনিময়ে সমপরিমান স্বর্ণালংকার নিয়ে যাবে

এইরকম বহু ঘটনা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি। কমলপুরেরঘটনায় লক্ষ্য করেছি সরকারী কর্মচারী পুলিশ নিয়ে বাড়ী ঘেরাও করেছেন এবং বলেছেন যে যদি খাজনা আদায় না করে দেই তাহলে আমার বেতন পাব না। সরকার থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যেভাবেই হোক খাজনা আদায় করে দিতে হবে। অন্যোন্যপায় হয়ে সেই বাড়ীর মালিক তখন ঘটিবাটি বন্ধক দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাতেও খাজনা শোধ না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী পুলিশের সহযোগিতায় খাজনার সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণলংকার এবং ঘরের অন্যান্য জিনিস খুরোপ করে নিয়ে যায়। এই ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি। সুতরাং এই নির্বাচনের প্রাক্কালে বামফ্রন্ট

সরকার এই কথা ত্রিপুরার জনসাধারণকে দিয়েছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আওতায় থাকবে ততটুকু ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে তারা কাজ করবেন এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে গরীব মানুষকে খাজনা দিতে হবে না। সেই অনুসারে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম সিদ্ধান্ত নিলেন যে পাঁচ কাণি নাল জমি এবং পনর কাণি টিলা জমির খাজনা দিতে হবে না। এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বামফ্রন্ট সরকারকে অভূতপূর্ব সমর্থন করেন। আমার একটা অভিজ্ঞতা হল যে আমার কেন্দ্রে এই খাজনা রেহাই দেওয়ার পরে একটা মিটিং করতে যাই। সেই এলাকার কিছু লোক আমাকে বললেন যে বাবু আপনারা তো একটা ভাল কাজ করেছেন কিন্তু গ্রামের যে কংগ্রেস টাউটাররা আছে ওরা তো বলছে যে যদি খাজনা না থাকে তাহলে তোমার জমিও থাকবে না। কম্যুনিষ্ট সরকার হয়ে গেছে সুতরাং সব জমি সরকার নিয়ে নেবে। বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের স্বার্থে যে ঘোষণা করলেন সেটাকে সেখানকার কংগ্রেসীরা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিভ্রান্ত করতে পারে নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের রেভেনিউ মিনিষ্টার যে এখানে ল্যাণ্ড টেক্স বিল এনছেন সেটাতে দেখা যায় যে নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে যে ঘোষণা করেছিলেন সেই ঘোষণা মোতাবেক এই বিল এখানে এসেছে। তাতে গরীব অংশের কৃষক যাদের সাড়ে সাত কাণির নীচে জমি তারা এই বিলের দ্বারা উপকৃত হবেন। এবং কংগ্রেস সরকার যেভাবে অত্যাচার করেছিল সেই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এই বিলে যেটা বলা হয়েছে যে হোলডিং আপটু ৩ একর পর্যান্ত জমির মালিক যারা তাদের প্রতি একরে ১৫ পয়সার বেশী ট্যাক্স দিতে হবে না। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। আগে সাড়ে সাত কাণি জমির খাজনা যা ছিল সেই তুলনায় এটা একেবারে নাম মাত্র। সুতরাং সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তারপরে যে ট্যাক্স এটা প্রেগ্রেসিভ ট্যাকসের মত পড়ে। কারণ দেখা যাচ্ছে হোলডিং আপ টু ১৫ একরস, ১৫ একরের বেশী জমির মালিক যারা বিশেষ চা বাগানের মালিক যারা তাদের উপর বেশী ট্যাক্স পরেছে। কাজেই গরীব মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার যে ঘোষণা করেছিলেন নির্বাচনের আগে সেটাকে আজকে তারা রক্ষা করেছেন। কাজেই আমি আশা করছি মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টার যে বিল এখানে পেশ করেছেন সেটাকে ত্রিপুরার গরীব মানুষ সমর্থন করবে এবং বিলটাকে আমি পুরাপরি সমর্থন এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী যে ভূমি সম্পর্কিত ল্যাণ্ড টেক্স বিল এখানে এনেছেন সেই বিলকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। সে সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বলেছেন। কাজেই আর খুব বেশী বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে দুই চারটা কথা আমি বলছি। এক নম্বর কথা হচ্ছে যে যারা না কি গরীব অংশের লোক তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিল আনা হয়েছে। এই বিলের মধ্যে একটা কথা পরিষ্কার আছে হোলডিং আপ টু থ্রি একরস তিন একর পর্য্যন্ত যারা জমির মালিক তাদেরকে কোন অবস্থাতেই কর ২৫ পয়সার বেশী দিতে হবে না। এটা একেবারে পরিষ্কার ভাবে দেওয়া হয়েছে। কাজেই গরীব অংশের মানুষরা যারা সাড়ে

সাত কাণি জমির মালিক তাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। সাড়ে সাত কানি মানে হচ্ছে তিন একর। একরে যদি ২৫ পয়সা হয় তাহলে সাড়ে সাত কাণিতে ৭৫ পয়সা মাত্র। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন তারা বলেছেন যে খাজনা প্রফিটের উপর হবে। কিন্তু এখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে একর প্রতি ২৫ পয়সার বেশী হবে না। এটা পরিষ্কার আছে। এই বিলটার সাত পাতায় লক্ষ্য করে এটা দেখা যাবে। কাজেই এই বিলকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তিন একর থেকে পাঁচ একর এটা হিসাব করলে দেখা যাবে আগে যে খাজনা ছিল সেটা থেকে কম। আগে ২·৫০ টাকা থেকে ৩ টাকা হত। আর বর্তমানের যে খাজনা তা হিসাব করলে দেখা যাবে যে, সেটা ২ টাকার বেশী হবে না। তিন নং ষ্টেপে যেটা আছে, ৫ একর থেকে ১০ একর সেটা হচ্ছে, প্রফিট অব অ্যাগ্রিকালচার। সেটা আগের যে খাজনা ছিল তার চেয়ে বেশী নয়। সেটা হচ্ছে ২·৪০ পয়সা পার কানি। একটু হিসাব করে জিনিসটা দেখতে হবে। নয়ত বুঝা যাবে না। তারপরে আছে ১০ থেকে ১৫ একর। তাদের কিছুটা বেশী দিতে হবে। বেশী যা দিতে হবে সেটাও খুব বেশী নয়। মাত্র ২০ পয়সা একর প্রতি। আগে তিন টাকা করে দিত এখন মাত্র ২০ পয়সা বেশী দিতে হবে। আর ১৫ একরের উপরে যাদের আছে, তাদেরত কিছুটা বেশী খাজনা দিতেই হবে। তাদের যদি ১৫ কানির উপরে জমি থাকে, তাহলে তারা কিছুটা বেশী দেবেন না? তাদের দেবার ক্ষমতা আছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম লক্ষ্যই ছিল গরীবদের উপর থেকে আমরা চাঁপ কমিয়ে আনব। বড়লোকদের আমরা বেশী কিছু দিতে পারব না। কাজেই সেই দৃষ্টি ভঙ্গীকে রূপায়িত করার জন্য ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল আনা হয়েছে। সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব যাতে গরীব অংশের মানুষ বাঁচতে পারে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরপর যেটা আসছে সেটা হচ্ছে নন-অ্যাগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড। আমরা যেমন অ্যাগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ডের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করেছি, ঠিক তেমনি নন-অ্যাগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ডের উপরও ট্যাক্স ধার্য্য করেছি। শহরের যে সমস্ত জমি আছে, সে জমির উপর কি ধরণের ট্যাক্স ধার্য্য হবে এটা এখানে লেখা রয়েছে। সেগুলি যদি আপনারা দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, খুব বেশী এখানে ধার্য্য করা হয় নি। যেমন হোল্ডিং আপটু ওয়ান টু টেন একর। মানে ১০ গণ্ডা জমি যদি হয়, তাহলে ·০৫ পারসেন্ট হবে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান্ বেঞ্চ : পাঁচ পয়সা হবে)

পাঁচ পয়সা হবে বলেছেন ? কাজেই বুঝতে পারেন নি। ওয়ান পারসেন্ট হলে ১০০ টাকায় এক টাকা হয়। আর এখানে আছে ·০৫ পারসেন্ট। তাহলে হবে ১০০ টাকায় ১ পয়সা। এটা আপনাদের মাথায় ঢুকবে না। এটা অঙ্কের ব্যাপার। বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। কাজেই আমি বলব, এখানে খুব বেশী ধরা হয় নি। তারপর আছে, শহরে যদি এক একরের বেশী হয়, তাহলে বেশী ট্যাক্স দিতে হবে এটা ঠিক কথা। এটা জমির ভেলুয়েশানের উপর ·৪ পারসেন্ট। এক একর যদি জমি থাকে তাহলে ৮০০ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। নন-অ্যাগ্রিক্যালচারেল ল্যাণ্ড এটা পরিষ্কার আমি আগেই বলেছি এটা কিছু বেশী। তবে যারা মিউনিসপ্যাল এরীয়ায় আছেন, সমস্ত ফেসিলিটিস ভোগ করবেন স্বভাবতঃই তাদের কিছুটা

বেশী দিতে হবে। এখানে সিনেমাহল, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, অনেক পয়সা আছে। নিশ্চয়ই তাদের বেশী দিতে হবে। এই হচ্ছে মোটামুটি দৃষ্টি ভঙ্গী। এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে গরীব মানুষের উপর থেকে ট্যাকসের হার কমিয়ে এনে সমাজে বিত্তশালী লোকদের উপর কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজের গরীবের উপর ট্যাক্সের হার কমানোর ফলে রাজস্বের যে ঘাটতি রয়েছে সেটা মোকাবেলা করার জন্য ধনী অংশের মানুষের উপরে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে। তাতে আমাদের যে ক্ষতি হচ্ছে এই ধনী অংশের মানুষের উপর সেটা বাড়ানো হলেও শতকরা ৪০ ভাগও আদায় হচ্ছে না। তবে এটা ঠিক নূতন করে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে না। অন্তত এই বিলের দ্বারা আদায় হচ্ছে না। কাজেই এখানে কোন নূতন ট্যাক্স বসানো হচ্ছে না। শুধুমাত্র ধনী অংশের মানুষের উপর করের বোঝা কিছুটা বেশী চাপানো হচ্ছে। কাজেই আমাদের বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যের আতংকিত হবার কারণ নেই। সেই সঙ্গে আমি বলব, ত্রিপুরার মানুষেরও এই বিল দেখে আতংকিত হবার কারণ নেই। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। এই বিল গরীব মানুষের স্বার্থে আনা হয়েছে। কাজেই এই বিলকে ত্রিপুরার মানুষের অভিনন্দন জানানো উচিত। আমিও অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা দেব বর্মা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস অ্যাডভাইসরী কমিটির যে মিটিং হয়েছিল তাতে প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশনের জন্য দু'ঘন্টা সময় ধার্য্য করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও এটা আরম্ভ করা হচ্ছে না। তাহলে সময় হবে কি করে?

মিঃ স্পীকার—লিষ্ট অব বিজনেস অনুসারেই হচ্ছে। যখন সময় আসবে তখন দেওয়া হবে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিলটি এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি। কারণ আমরা নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমরা গরীব মানুষের পক্ষে কাজ করব। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই এই বিলটা আনা হয়েছে। এই বিল গরীব মানুষের পক্ষে কাজ করবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন যে এখানে নূতন কর বসানো হয়েছে। উনারা নূতন সদস্য এইখানে এসেছেন। তাঁরা সমস্ত দিক দিয়েই নূতন। তাঁরা স্বভাবতই অবাক হবেন এই রকম বিল আনা হয়েছে দেখে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি, এই বিলটি হবে একটি ঐতিহাসিক বিল। এর আগে ৫ কানি জমির খাজনা নিষ্কর করা হয়েছিল। এটাও নূতন। সর্বকিছুই নূতন হবে। উনারা জানেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৬০০ বেকারকে চাকুরী দিয়েছেন। কিন্তু ওরা জানেন কিনা আমাদের জানা নাই, ৩০ বছরের শাসনেও কি ১৬০০ লোকের চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়নি। বরং আমরা জানি, উনাদের যে সমিতি আছে এটা ছোট। ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায় আছে সেটা অনেকেই জানেন না। যেন সমুদ্রের মধ্যে শিশির বিন্দু। এই দল সারা ভারতবর্ষের মধ্যে স্বীকৃত দল নয়। এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও সকল দল নয়। কারণ তাদের সংগঠন হল সাম্প্রদায়িক। কাজেই অন্যান্য লোক এই

সাম্প্রদায়িক দলকে সমর্থন করতে পারেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিল যে আনা হয়েছে, এটা শুধু ট্রাইবেল নয়, নন-ট্রাইবেলরাও অভিনন্দন জানাবে। এটা আমরা জানি। কারণ এখানে ৫ কানি জমির খাজনা যখন মকুব করা হল, তখন সবাই সেটাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, খুশী হয়েছে, আনন্দিত হয়েছে। এই বিলের পরে আরো অনেক বিল আসবে। সেগুলিকেও সবাই অভিনন্দন জানাবে। এগুলিও উনাদের কাছে নূতন লাগবে। তবে আমি এখন সেগুলির কথা বলছি না। এরজন্য আমাদের এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। তাঁরা আমাদের সেই কাজ দেখে দিশেহারা হয়ে যাবেন। তাঁরা তখন কোনটা করবেন বুঝতে পারবেন না। রাজনীতি করবেন না, চাকুরী করবেন, না কৃষি করবেন বুঝে উঠতে পারবেন না। আগামী বছরেই সে বিল আসবে।

গরীব অংশের মানুষের জন্য আমরা কাজ করব বিশেষ করে মজুরদের জন্য, ক্ষেত মজুরদের জন্য এবং খেটে খাওয়া মানুষের জন্য। এমন দিন আসছে যে দিন এই মজুররাও সরকারী কর্ম্মচারীরা যে ভাবে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ডিমাণ্ড করে তারাও সে ভাবে করবে। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন ট্রাইবেলদের জমি হস্তান্তর করা হয়েছে, বিগত সরকার এমন সব কাণ্ড-খারখানা করেছে যার জন্য ট্রাইবেলদের জমিগুলি হস্তান্তর হয়ে গেছে। এই সমস্ত জমিগুলি যাতে আমরা পেতে পারি তার জন্য বহু আন্দোলন করেছি এবং খাজনা মুকুবের জন্যও আন্দোলন করেছি কিন্তু তাঁরা খাজনা তো মুকুব করেননি বরঞ্চ কুরুপ করে নিয়ে গেছেন এব যে ফসল হতো সেই ফসলগুলি লেভি হিসাবে ধরে নিয়ে যেতেন তার জন্য আমরা বহু আন্দোলন করেছি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন ফল হয়নি কারণ বে-আইনীভাবে তাঁরা সমস্ত জমি দখল করতে আরম্ভ করলেন, কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করলো যার জন্য আমাদের সমস্ত জমি হস্তান্তর হয়ে গেল কিছু মহাজন এবং জোতদারের হাতে। তার জন্য দায়ী কারা? বিগত ৩০ বছর ধরে যারা রাজত্ব চালিয়েছেন তাঁরাই দায়ী, ধনীক শ্রেণীও দায়ী এবং তাদের যারা সমর্থন করে তাঁরাও দায়ী। আমরা জানি জমি হস্তান্তর শুধু ট্রাইবেলদের হচ্ছে না, নন্ ট্রাইবেলদেরও হচ্ছে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের মাকস্বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির একজন সমর্থক শ্রীনিরঞ্জন দাসগুপ্ত, তার বাড়ী আশারাম বাড়ী। তাঁকে ডেকে এনে তাঁর উপর বিভিন্ন মামলা সাজিয়ে বিগত সরকার তার উপরে যেভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে তার ফলে সে ৭ (সাত) কানি জমি হারিয়েছে, এই রকম পদ্ধতিতেই আমাদের সমস্ত মানুষের জমি হারিয়েছে। বর্ত্তমানে যে ট্যাক্স্ ধার্য্য করা হয়েছে তাতে গরীব অংশের মানুষ উপকৃত হবে। যারা ভূ-স্বামী অর্থাৎ বিরাট জমির মালিক ঐ শচীন দেওয়ানজীর মতো তাঁদের বেশী ট্যাকস্ দিতে হবে কাজেই এখানে যে বিল আনা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ গরীব মানুষের উপকারের জন্য আনা হয়েছে। এই বিল পাশ হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মেহনতী মানুষ দু'হাত তুলে এই বিলকে সমর্থন জানাবে এবং অভিনন্দন জানাবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রাইভেট মেম্বারস্ বিজনেসের জন্য বিজনেস এডভাইসরি কমিটির মিটিং-এ দু'ঘণ্টা সময় এ্যালটমেন্ট করা হয়েছিল, সেই দু'ঘণ্টা কি রাখা হবে, হাউস একস্টেনশ্যান করা হবে কি?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটা সরকারী বিল এবং খুব ইমপরটেন্ট। কাজেই এই বিলকে তো বাদ দেওয়া যায় না যার জন্য এই বিলের উপর আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—প্রাইভেট মেম্বারস্ বিজনেসও খুব ইমপরটেন্ট।

মি: স্পীকার—এটা মানি বিল মনে রাখবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সেটা মানলাম এবং এর পর দু'ঘণ্টা সময় এ্যালটমেন্ট করা হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনার বক্তব্যের উত্তর আমি দিচ্ছি। এখন ইমপরটেন্ট বিল চলছে অর্থাৎ মানি বিল চলছে, কাজেই আপনি এন্টিসিপেট করে এখনই কোন প্রশ্ন করতে পারেন না। আমি টাইম বাড়াবো কিনা বাড়াবো, সে প্রশ্ন আপনি পরে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কারণ এখনও মিটিং শেষ হয়নি তাই আপনি এখনই এন্টিসিপেট করতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ দেবনাথ।

শ্রীউমেশ দেবনাথ—মাননীয় স্পীকার স্যার, "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস্ বিল" এখানে রাজস্ব মন্ত্রী পেশ করেছেন সেই বিলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি স্বাগত জানাচ্ছি এই কারনে যে, আজকে এই বিল বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করে অন্ততঃ পক্ষে সারা ত্রিপুরার গরীব মেহনত মানুষ খুশী হবে, এমন কি ধনীক, বনিক এবং জমিদাররাও খুশী হবেন। শুধু ত্রিপুরার মানুষই খুশী হবেন না, সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই ল্যাণ্ড ট্যাকস্ বিলের ধাক্কা লাগবে বলে আমার মনে হয় এবং সত্যিকারের সাধারণ মানুষের জন্য যদি এই বিল গৃহীত হয়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে এই বিলের ধাক্কা লাগবে। আমি আশা করছি যে, এতদিন খাজনা আদায়ের নামে সাধারণ মেহনতী মানুষের উপর যে ভাবে জুলুম এবং অত্যাচার করা হতো তার থেকে এখন তারা রক্ষা পাবে। আমরা এমন দিনও দেখেছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে কম খাজনা ছিল ৬ (ছয়) আনা এবং ৮ (আট) কানি প্রতি, কিন্তু বর্ত্তমানে সেটা হচ্ছে ট্যাকস্ এবং কানি প্রতি ১০ পয়সা ট্যাকস্ ধার্য্য করা হয়েছে। সেই ১০ (দশ) পয়সা ট্যাকস্ অতি নগন্য এবং পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে কানি প্রতি যে ৬ (ছয়) আনা বা ৮ (আট) খাজনা ছিল সেই খাজনাকে কংগ্রেস সরকার একদিন জোর করে ৮ (আট) গুণ, ১০ (দশ) গুণ বাড়িয়ে দিলেন যার ফলে কানি প্রতি ৩ (তিন) টাকা খাজনা ধার্য্য হয়েছিল। সে ট্যাকসের পরিমান হচ্ছে কানি প্রতি ১০ পয়সা। সে ১০ পয়সা খাজনা অত্যন্ত নগন্য যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে ৬ আনা থেকে ৮ আনা খাজনা ছিল এবং সেই ৬/৮ আনা খাজনাকে এক দিন কংগ্রেস সরকার ৮ গুন বাড়িয়ে কানি প্রতি ৩ টাকা খাজনা করে দিলেন। যা সাধারন মানুষ বইতে পারবে না। বিশেষ করে গত জরুরী অবস্থার সময় আমরা দেখেছি সাধারণ

মানুষকে তার ঘটি, বাটি, ছাগল, গরু ইত্যাদি বিক্রি করে খাজনা দিতে হয়েছে। এমনি ভাবে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার খাজনা আদায়ের নামে লুণ্ঠন করেছেন। আমরা সেদিন প্রতিবাদ করেছিলাম যে-যে পরিমান খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে, তা রোধ করা হোক। কিন্তু আমাদের কথায় সেদিনের কংগ্রেস সরকার কর্নপাত করেন নি। সাধারণ মানুষের উপর জুলুম করেছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে- আমরা যদি ক্ষমতায় যাই, তাহলে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, শোষিত মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করব। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন এই বিল উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে। কানি প্রতি ১০ পয়সা এবং ৩ একর পর্যান্ত ১৫ পয়সা খাজনা অত্যন্ত নগন্য খাজনা। এক থেকে তিন একর, তিন থেকে ৫ একর, পাঁচ থেকে দশ একর, দশ থেকে পনর একর যে ভাবে ট্যাকস ধার্য্য করা হয়েছে, সেটা তুলনা মূলক ভাবে কংগ্রেস রাজত্বের খাজনার হারের চেয়ে খুবই নগন্য। সেই কারণে এই বিলকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং এই বলে বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রী স্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রী স্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে ল্যাণ্ড ট্যাকস বিল এসেছে, সেটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাই। আমি যখন এই বিলটা আদ্যোপান্ত পড়ি, তখন একটা দৃশ্য আমার মনে পড়ে যে নদীর পার যখন ভাংগে তখন নদীর পারটাকে ভাংগা থেকে রোধ করার জন্য নদীতে হানা দেওয়া হয়। আজকের এই বিল সে নদীর পারের হানা দেওয়ার মতই কারণ হানা যত শক্ত ভাবে দেওয়া যায়, ততই বালি, পলি ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে ভাংগা রোধ হয়। আজকে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থায় বাস করি, সেই সমাজের প্রতি ৮০ ভাগ লোক দিনের পর দিন জায়গা জমি হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। সেই ভূমিহীনের দল গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহর বন্দরে এসে ভিড় করছে। এই ভাংগাকে রোধ করবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এই বিলে সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের অর্থনীতির বুনিয়াদকে শক্ত ভাবে গড়ে তুলবে। কাজেই এই বিল সমর্থন না করার কোন কারন দেখছি না। আমি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের অনুরোধ করছি, এই বিলকে সমর্থন করে সমাজের ৮০ ভাগ লোকের পক্ষে যেন রায় দেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলের উপর দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গেছে। এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এই বিলের বিরোধীতা করেছেন। এবং এটা সংগত যে-মাননীয় সদস্যরা, তিনি সরকার পক্ষের সদস্যই হোন, আর বিরোধী পক্ষের সদস্যই হোন, বিলের যদি কোন দোষ ত্রুটি থাকে, সেগুলি দেখিয়ে দিলে সে আলোচনাটা জীবন্ত হয়। সেই দিক থেকে মাননীয় সদস্য শ্রী হরি নাথ দেববর্মা প্রশ্ন তুলেছেন যে—আমরা কোন ভিত্তিতে এই ট্যাকস ধার্য্য করেছি। সে সম্পর্কে তিনি ন্যায় সংগত প্রশ্নই তুলেছেন। সেটা সম্পর্কে আমি বলতে চাই, আমাদের ত্রিপুরার ল্যাণ্ড রেভেনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্ম ১৯৬০ এবং তার রুলস এ কৃষি আয় করকে ভিত্তি করে খাজনার হার নির্দ্ধারণ করার ব্যবস্থা আছে। আমরা সেটাকে ভিত্তি করে করি নি। আমাদের ট্যাকস ধার্য্য করার ক্ষেত্রে আমরা সেই নীতির

থেকে সরে গিয়ে, আপনারা জানেন ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট এর পূর্ণাংগ সংশোধনের জন্য এসেমব্লীতে একটা কমিটি করেছি এবং আলোচনা চলছে। সে এ্যাক্টের ভিতর যে ধারা আছে, সে ধারা মতে আমরা এই বিলটা আনতে পারি নি। এ্যাক্টের ভিতর যে পদ্ধতি দেওয়া আছে, সে পদ্ধতি মতই আমরা এই বিলটা এনেছি। সেটা নূতন কিছু নয়, আকস্মিক কিছু নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ট্যাকস ওয়ান পার্সেন্ট হলে বেশী হবে কিনা? আগে যে খাজনা ছিল তার চেয়ে বেশী হবে কিনা? কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে প্রথম স্ল্যাপে যারা আছেন, তাদের খাজনা একরে ২৫ পয়সার বেশী কোন মতেই হবে না। এই আইনের মধ্যে কিভাবে ট্যাকস ধার্য্য হবে, সে সম্পর্কে আমি প্রথমেই বলেছি যে, পুরোনো যে ভিত্তি আছে, সে ভিত্তিতেই ধার্য্য করা হবে। তারপর একটা ধারা আছে যে একটা নোটিশ টাংগিয়ে দেওয়া হবে। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সচেতন। কেননা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। যদি কোন জায়গায় ব্যাতিক্রম ঘটে, প্রত্যেক কৃষক সচেতন থাকবেন যে—আমার খাজনা যে হারে ধার্য্য হওয়া উচিৎ ছিল, তার চেয়ে বেশী হয়েছে। তাদের এপীল করার ক্ষমতা আছে এবং সে অনুযায়ী সে এপীল শুনা হবে। আমরা চেষ্টা করব এই আইন মোতাবেক যে ট্যাকস ধায্য করতে চাই, তার চেয়ে এক পয়সা বেশী যাতে কোন জায়গায় না হয়। তারপর আর একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ওখানে রেমিশান দেওয়া এজন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা? ক্লজ ১৬ দেখুন, তাতে বলা হয়েছে—The State Government may by notification in Official Gezette remit the tax wholly or partly, for such periods and for such categories of holdings, and for such areas, as may be notified. আমরা এখানে ১০ পয়সা করেছি, কিন্তু এটা আমাদের মুখের কথা নয়। আর এই ১০ পয়সাও যদি কারো দেওয়ার মত ক্ষমতা না থাকে, তা দেখার বিষয়ও আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে। কাজেই প্রশ্নটা এই নয় যে আমরা কতগুলি ট্যাকস্ ধার্য্য করলাম খেয়ালখুশীমত। ওয়ান পার্সেন্টটা কি? এই ওয়ান পার্সেন্টটাও অনেক বেশী হয়ে যায়। কারণ এমনও হতে পারে যে একজন ভাল কৃষক সে তার জমিতে জল সেচ করে, ভাল সার ব্যবহার করে, আগে যে তার আয় ছিল, সেটা দ্বিগুণ করতে পেরেছে, সে হয়তো এক ফসলের জায়গায় দুই ফসল, আর দুই ফসলের জায়গায় ৩ ফসল করতে পারছে, এমন কি সে ঐ একই জায়গায় অন্যান্য ফসলও করতে পারছে। কাজেই এর ফলে তার আয় বেড়ে যেতে পারে। এখন সেখানে আমাদের যে সব রিভিনিয়্ অফিসার আছে, তারা ঐ কৃষককে বলতে পারে যে আপনার আয় বেড়ে গেছে, কাজেই আপনি একটা ট্যাকস্ দিতে পারেন। কিন্তু নির্দিষ্ট যে শ্লেব আছে, তার বাইরে তাকে কোথাও ক্ষমতা দেওয়া হয়নি যে তুমি ১০ পয়সার বেশী ২৫ পয়সা ধরতে পার। এটা সুস্পষ্ট-ভাবে আমাদের এই এ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তেমনি অন্যান্য শ্লেবেও নির্দিষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে ট্যাকসের পার্সেন্টেজটা কি হবে? হারের ক্ষেত্রে ট্যাকস্টা বাড়লেও নীচের যে অংশের মানুষ আছে, সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করার আমাদের যে প্রশ্ন তাদের রেকর্ড রেখে, তাদের জমির সর্ত্ত ঠিক রেখে তারা যাতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে, কারণ ব্যংকে গেলে তাদের জমি আছে, তারা বলতে পারবে যে আমার

জমি কারো কাছে দায়বদ্ধ নাই বা আমরা খাজনা বদ্ধ নই। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হলে এই ধরণের সার্টিফিকেট নিতে হত, তারজন্য এস, ডি, ওর কাছে দরখাস্ত করতে হত, সে অনেক রকমের হাঙ্গামা ছিল, এখন আর তাকে সেই সব হাঙ্গামায় যেতে হবে না, কারণ সামান্য কিছু ট্যাক্স দেওয়ার ভিত্তিতে, তার যে রেকর্ডস্ অব রাইট রয়েছে, সেটা দেখালেই চলবে। আর তারজন্যই এই মিনিমাম একটা ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়েছে। কাজেই এটা কিছু নূতনভাবে হয়নি যে খাজনা আগে ছিল, তার চাইতে এটা অনেক কম। আপনারা জানেন যে আগে ৩ টাকা, ৩৷ টাকা বা ৪ টাকা কানি প্রতি খাজনা ছিল। কিন্তু সে জায়গায় যদি ১০ পয়সা না দেওয়া হয় তাহলে আমরা কি করে চলি। তারপর প্রশ্ন হল যদি অবিচার হয়, যদি অতিরিক্ত কিছু আদায় হয়ে যায়, তাহলে সেটা রিফাণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে কিনা। তাও দেখবেন ১৪ ধারাতে আছে। অর্থাত বিলের যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করতে হবে, তাহলে নিশ্চয় দরিদ্র কৃষকদের উপর-হ্যাঁ, কারো হয়তো অন্যায় লোভ থাকতে পারে, কারণ অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন প্রশাসন চালানোর জন্য হয়তো সেখানে কিছু কিছু অবিচার হতে পারে। আমরা সেটার প্রতিকার করারও ব্যবস্থা এই বিলে রেখেছি। আমাদের দিক থেকে আমাদের মনের মধ্যে এটুকু নেই যে এই বিলের মধ্যে যা আপনারাও দেখবেন যে কারো সম্পত্তি কোন ক্ষেত্রে খাজনার দায়ে চলে যাবে না। তবে আপনারা এখানে একটা কথা তুলেছেন যে ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে কি হবে? ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রেও এই জমির খাজনা বা ট্যাক্স যেটাই আপনারা বলুন না কেন, ১০ পয়সা হয়ে যাবে এবং তাতে তারা কোন ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, বরং তাদেরও লাভ হচ্ছে। কারণ তারাও পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অংশের মানুষ, তাদের খাজনাও মুকুব হয়ে গেল এবং তার পরিবর্তে তাদের সামান্য ট্যাক্স দিতে হবে। কাজেই বর্ত্তমানে জমির জন্য যে খাজনা প্রথা চালু আছে, তার পরিবর্তে আমরা একটা প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স এর হার করেছি। এখন প্রশ্ন হতে পারে যদি কেউ বেশী পরিমাণ জমির মালিক হয়, ধরুন এক জায়গায় কারো সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমি আছে আবার আর এক জায়গায় তারই কিছু জমি আছে, এখন এই ক্ষেত্রে কি হবে? দেখা যায় যে একজন গরীবের বিভিন্ন জায়গায় জমি থাকে না, তার যা কিছু থাকে এক জায়গাতেই থাকে। কিন্তু জমিদার যারা তাদের বিভিন্ন জায়গায় জমি থাকতে পারে এবং তার যাতে একটা রেকর্ড পেতে পারি, তার জন্যই একটা ক্ষমতার কথা এখানে বলা হয়েছে। কাজেই আপনাদের দিক থেকে আপনারা এখানে যে আপত্তি উত্থাপন করছেন, তার সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিলটা করেছি এবং সেই উদ্দেশ্য যাতে সাধিত হয় বা সেই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকর করার জন্য, প্রতিটি ধারাই আমরা এখানে রেখেছি এবং আমরা বলতে পারি যে আমাদের চিন্তার মধ্যে বিশেষ কোন ক্রটি নাই। তা সত্বেও যদি কোন কিছুর সংশোধনীর প্রয়োজন থাকে এই আলোচনার স্তরে আমি আবারও বলছি যে এই বিল ত্রিপুরা রাজ্যের অগুণিত কৃষক সমাজের স্বার্থে করা হয়েছে, এই বিলকে আপনারা দফাওয়ারী আলোচনা করে পাশ করবেন এবং তারপরও যদি আপনাদের অন্য কোন বক্তব্য থাকে, সেটারও আলোচনা হওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার—সদস্যগণ, এখন বিলের আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত কন্‌সিডারেশান মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল, ১৯৭৮ (ত্রিপুরা বিল নং ১৮ অব ১৯৭৮) সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হউক।

(বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক বিবেচিত হল)

মি: স্পীকার—এখন বিলের বিভিন্ন ধারাগুলি এবং সংশ্লিষ্ট সংশোধিত প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা হবে। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলির অনুলিপি মাননীয় সদস্যগণ পেয়েছেন। আমি এখন সমর চৌধুরী মহাশয়কে বিলের বিভিন্ন ধারার উপর তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবগুলি তোলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সময় খুব সংক্ষিপ্ত, কাজেই আমি তার আলোচনা করছি না, শুধুমাত্র আমার সংশোধনী প্রস্তাবগুলি মুভ করে যাচ্ছি।

I beg to move the following amendments on the Tripura Land Tax Bill, 1978 (Tripura Bill No. 13 of 1878) :—

1. Clause 2 (d)

For the word 'held' appeared in the 1st line the word 'owned' substituted.

2. Clause 3 (1)

After clause 3 (1) the following explanation :—Size of a holding as on the first day of April of each year shall be the basis for assessing the tax payable during that year.

3. Clause 6

In Clause 6 before each of the figures '10%', '25%' and '50%' the word 'upto' shall be added.

4. Clause 7

The following shall be substituted for the present clause 7 :—

"7. The assessment of annual tax payable for each holding shall be prepared and published by such authority and in such manner as may be prescribed."

5. Clause 8

In the proviso to clause 8 the words 'upto the previous Year' shall be added in the 4th line of the proviso after the word 'levied'.

6. Schednle (First Table—For Agricultural Land)

In the schedule sub-heading (c) in the table for agricultural lands shall be substituted by the following :—

'Holdings above 5 acres and upto 10 acres	6% of the profits of Agricultural

7. Schedule (Third Table—For areas other than municipal and notified areas)

In schedule under the heading :—

"For areas other than municipal and notified areas" serial '(c) 8' shall be substituted as be below :—

Holding above ½ acre and upto 1 acre rate of tax remaining same.

এই এমেণ্ডমেন্টগুলি আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যে বিল এখানে উপস্থিত করেছেন তার উপর বিভিন্ন ক্লজে আমি এমেণ্ডমেন্টগুলি মুভ করছি। এই এমেণ্ডমেন্টগুলি মূল বিলের যে বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গী তার সামান্যতম কোন কিছু পার্থক্য চিন্তা ধারা নয় বরং পরিপূরক বলা চলে। মূল বিলে কোথাও কোথাও প্রিন্টিং মিস্টেক্ এবং ট্যাক্নিকেল ভুল ছিল সেগুলি আমি সংশোধনে এনেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা সংশোধনীর উপর কোন আলোচনা থাকলে আপনারা করতে পারেন।

(একটু পরে)

আমি প্রথমে সংশোধনীগুলি ভোটে দিচ্ছি। তারপর আমি ধারাগুলি ক্লজ বাই ক্লজ ভোটে দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রাইভেট মেম্বারস্‌দের বিজনেস যা আনা হয়েছিল তার জন্য দুই ঘন্টা সময় নির্ধারিত ছিল সেই দুই ঘন্টা সময় দেওয়া হবে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—এই বিলের উপর কতগুলি সংশোধনী আছে সেগুলি আগে শেষ হয়ে যাক (ইন্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সেটা মানছি। দুই ঘন্টা সময় প্রাইভেট মেম্বারদের রিজোলিউশানের জন্য এলটেড হয়েছে আপনি সেই দাবী মানছেন কি না ? (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার—এই বিলের উপর যে সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে সেগুলি ইম্পর্টেন্ট সেগুলি আমাকে পাশ করাতে হবে। সময় আরও লাগবে। হাউস যদি আমাকে সময় দেন তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমি হাউসের তরফ থেকে (ইন্টারাপশান) কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, বিজনেস এডভাইজারী কমিটি যে সময় এলটমেন্ট করেছে—।

মিঃ স্পীকার—বিলটা যদি এই সময়ের মধ্যে শেষ না হয় (ইন্টারাপশান) সময় আরও আছে আগে শেষ হউক—হাউস যদি আমাকে সময় দেন, তাহলে আমার আপত্তি নেই (ইন্টারাপশান) আমি হাউসের কাছে অনুমতি চাইব (ইনটারাপশান) আমি মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে সংশোধনীগুলি এনেছেন সেগুলি আমি ভোটে দিচ্ছি।

"In clause 2 (b) the word "held" should be substituted by the word "owned"

(সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রথমে এই বিল পাশ করা হয়েছে তারপর কিভাবে সংশোধনী আসে—নূতন করে এই বিল পাশ করাতে হয়—তাহলে আগেরটা বাতিল করতে হবে (ইনটারাপশান)

মিঃ স্পীকার—বিলটা কনসিডারেশানে আছে এখনও পাশ হয় নাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় সদস্য ক্লজটা পড়ুন—পড়ে দেখুন
(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার—২ নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি।
(২নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে)

মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী ক্লজ ৩(১) যে সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনী আমি ভোটে দিচ্ছি।

(সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি।

(৩নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে)

৪নং এবং ৫নং ক্লজে কোন সংশোধনী নাই। সেগুলি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(৪নং এবং ৫নং ক্লজগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী ৬নং ক্লজের উপর যে সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনী আমি ভোটে দিচ্ছি।

(সংশোধনী সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

৬নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে আমি ভোটে দিচ্ছি।

(৬নং ক্লজটি সভায় সংশোধীত আকারে গৃহীত হয়)

মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী ৭নং ক্লজের উপর সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনী আমি ভোটে দিচ্ছি।

(সংশোধনী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

৭নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে আমি ভোটে দিচ্ছি।

(৭নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী ৮নং ক্লজের উপর সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনী আমি ভোটে দিচ্ছি।

(সংশোধনী সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে)

৮নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে আমি ভোটে দিচ্ছি।

(৮নং ক্লজটি সংশোধীত আকারে সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

৯নং ক্লজ হইতে ২০নং ক্লজগুলি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(৯নং ক্লজ হইতে ২০নং ক্লজগুলি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে গণ্য হয়)

মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী সিডিউলের উপর সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনী আমি ভোটে দিচ্ছি।

(সংশোধনী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

সিডিউলটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি।

(সিডিউলটি সংশোধীত আকারে সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়)

১নং ক্লজটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(১নং ক্লজটি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়েছে)

বিলের শিরোনামাটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(বিলের শিরোনামাটি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়েছে।)

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল, দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল ১৯৭৮ ইং, ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৮ অব ১৯৭৮, পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে—দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস্ বিল ১৯৭৮, ত্রিপুরা বিল নং ১৮ অব্ ১৯৭৮ পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড টেক্স বিল ১৯৭৮ ইং, ত্রিপুরা বিল নং ১৮ অব ১৯৭৮, সংশোধিত আকারে যেভাবে উপস্থিত হয়েছে এটাকে পাশ করার জন্য আমি সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৮ অব ১৯৭৮ ইং, পাশ করা হউক। যারা প্রস্তাবটির পক্ষে আছেন হ্যাঁ বলুন যারা প্রস্তাবটির বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন। আমি মনে করি যে বিল টি সর্ব-সম্মীতক্রমে সভা কর্ত্তৃক পাশ হল।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা মোটর ভেহিক্যাল ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেন্ডমেনট) বিল ১৯৭৮ ইং, (ত্রিপুরা বিল নং ১৬ অব ১৯৭৮ ইং) উত্থপন। আমি উক্ত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে, দি ত্রিপুরা মোটর ভেহিক্যালস্ ট্যাকস (থার্ড অ্যামেণ্ডমেনট) বিল ১৯৭৮ ইং, ত্রিপুরা বিল নং ১৬ অব ১৯৭৮ ইং হাউসে উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মি: স্পীকার, স্যার, আই বেগ লিভ টু Introduce দি ত্রিপুরা মটর ভেহিক্যাল ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেনট) বিল ১৯৭৮ ইং। (ত্রিপুরা বিল নং ১৬ অব ১৯৭৮ ইং)।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় পূর্ত্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। প্রস্তাবটি হল—দি ত্রিপুরা মোটর ভেহিক্যাল ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেনডমেন্ট) বিল ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ১৬ অব ১৯৭৮) আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

(বিলটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হয়)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি, প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশনের জন্য দু' ঘন্টা এ্যালট করেছিলেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশন শুরুই হয় নি। আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, টাইম ২ ঘন্টা অ্যাক্সটেনশান্ করা হবে কিনা, যদি না করা হয়, তাহলে কালকের দিনটির জন্য হাউস অ্যাক্সটেন্সান করা হউক? টাইম যদি অ্যাক্সটেনশান্ না করা হয়, তাহলে আমরা থাকতে পারি না। যেহেতু এই রিজলিউশন বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের কাছ থেকে এসেছে সে জন্যই ইচ্ছা মূলক ভাবে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। কাজেই আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি টাইম বাড়াবেন কিনা?

শ্রী সমর চৌধুরী :—এই ওয়ার্ডটি এখনই প্রত্যাহার করতে হবে। এটা আন-পার্লা-মেন্টারিয়ান ওয়ার্ড। এটা যদি প্রত্যাহার করা না হয়, তবে অ্যাক্সপাঞ্জড করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—এটা আন—পার্লামেন্টিরিয়ান ওয়ার্ড।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—আমরা জানতে চাইছি, হাউস অ্যাক্‌টেনসন্ করা হবে কিনা ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—ভাবে এই হাউস চলছে * * * এটাকে আমরা মানতে পারি না। এই হাউস * * * আমরা জানতে চাইছি, আমাদের সময় দেওয়া হবে কিনা ।

মি: স্পীকার—অর্ডার অর্ডার।

শ্রীসমর চৌধুরী—পয়েন্ট অব অর্ডার, পয়েন্ট অব অর্ডার !

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমাদের জানতে দেওয়া হউক, হাউস বাড়ানো হবে কিনা। পার্টি বিদ্বেষমূলক ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা * * * এটাকে আমরা মানতে পারি না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন কেহ পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে, তখন যিনি দাঁড়ানো থাকেন, তাকে সঙ্গে সঙ্গে বসে যেতে হয়। এই হচ্ছে বিধানসভার নিয়ম। যাঁরা বিধানসভার নিয়মকে মানতে চান না, তাঁদের কি বলব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলছি, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে যে, * * * ওয়ার্ড গুলি ব্যবহার করেছেন তা প্রত্যাহার করা হউক নয়ত অ্যাকস্‌পাঞ্জড করা হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—প্রত্যেক সদস্যদেরই বলার অধিকার আছে।

মিঃ স্পীকার—এই ওয়ার্ড গুলি আন-পার্লামেন্টিরিয়ান। এইগুলি মাননীয় সদস্য প্রত্যাহার করে নিন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যদি হাউস বাড়ানো না হয় তাহলে এখানে আলোচনা চলতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি শুনুন—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমাদের আলোচনা শুনতে হবে না। আমরা সময় চাচ্ছি। আমরা শুনতে চাচ্ছি, সময় বাড়ানো হবে কিনা? সময় যদি বাড়ানো হয়, তাহলে আমরা এখানে থাকব, নয়ত এই * * * হাউসে আমরা থাকতে পারি না।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তার এই বিল উত্থাপন করতে বলছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—আমার এই বিলে আমরা এটাই চাইছি—

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং—আমাদের সময় না বাড়ানোর প্রতিবাদে আমরা সভা কক্ষ ত্যাগ করছি।

(বিরোধী দলের সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ)

শ্রীদশরথ দেব—এখানে * * * ওয়ার্ডগুলি সম্পূর্ণ আন—পার্লামেন্টারী এই শব্দগুলি অ্যাক্‌সপাঞ্জড করার জন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—এই আন-পার্লামেন্টারী শব্দগুলি অ্যাক্‌সপাঞ্জড হয়ে যাবে।

* * * এফ. এন.—অ্যাক্‌সপাঞ্জড্ এজ অর্ডারড্ বাই দি চেয়ার।

কন্সিডারেশান অ্যাণ্ড পাশিং অব দি
ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেলস্ ট্যাক্স (থার্ড আমেণ্ডমেন্ট)
বিল,১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ইং)

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—

"দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেল্স ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ইং)" এর বিবেচনা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, "দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেল্স্ ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ইং)" হাউসে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে, ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেল্স্ অ্যাক্ট আছে তার দ্বারা আমরা গাড়ীর ট্যাক্স আদায় করতে পারি না। তার জন্য আমি এইখানে "দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেলস্ ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ইং) টি এখানে রাখছি।

দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে, বর্ত্তমানে আমাদের যে অ্যাক্ট আছে তাতে ৪৫ সীট বিশিষ্ট বাস গুলি ট্যাক্সের আওতায় আনতে পারি। কিন্তু যে সব গাড়ী ৫০টি সীট আছে সেগুলি আনা যেত না। আমাদের এই "দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেল্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্টস) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ইং) বিলটি এখানে এনেছি।

তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে, ত্রিপুরায় মালবাহী যে সব ট্রাক আছে সেগুলিকে কত কেজি মাল কেরী করতে পারবে তা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বর্ত্তমান আইনের ফলে একটি ট্রাক ১২,২১৯ কিলোগ্রাম মাল কেরী করতে পারত। আইনের বিধানে আমরা এই ১২, ২১৯ কেজি মালের ট্যাক্স আমরা আদায় করতে পারি। কিন্তু দেখা গেছে, একটি ট্রাক তার চেয়েও অনেক বেশী মাল কেরী করছে। তাই আমরা এই বিলে ১২, ২১৯ কিলোগ্রামের পর প্রতি ২৫০ কিলোগ্রামে আমরা আরো ৫০ টাকা করে ট্যাক্স আদায় করতে চাই। এই তিনটি জিনিস আমরা বিশেষ করে বিলের মধ্যে রাখছি। তাই এই বিলটি হাউস বিবেচনা করবেন এই আশা আমি করতে পারি।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখন যে বিলটি এইখানে উত্থাপিত হয়েছে, সেটি সময় নেবে। এই বিলের পরে গভর্ণমেন্টের আরো বিল আছে। যা পাশ হওয়া দরকার। আমাদের হাউস শেষ হতে বেশী সময় নেই। তাই আমি বলছিলাম, হাউসের টাইম আরো আধ ঘণ্টা বাড়ানো হউক।

মিঃ স্পীকার :—আমি হাউসের কাছে অনুমোদন চাচ্ছি, হাউসের কাজ শেষ করার জন্য হাউস আরো আধ ঘণ্টা (৩০ মিনিট) বাড়ানো হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সরকারী যে সমস্ত বিজনেস আছে সেগুলি হয়ে গেলেই হাউস শেষ হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লাগবে সেই সময়টুকুই বাড়ানো হউক। নির্দ্দিষ্ট করে ৩০ মিনিট বাড়িয়ে কি হবে ?

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে। সরকারী বিজনেস শেষ হতে যতটুকু সময় লাগবে ততটুকুই হাউস বাড়ানো হল। হাউস এ্যাক্সটেনসন করতে হাউস অ্যাগ্রি করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, মাননীয় পূর্ত্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা বিবেচনার জন্য ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হল :— "দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেলস্ ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ ইং)" বিবেচনা করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক বিবেচিত হল।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি।

বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে গ্রহণ করা হউক।
সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে পরবর্ত্তী প্রশ্ন হল :—

বিলের শিরোনামাটি বিল-এর অংশ রূপে গণ্য করা হউক। সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল :—

দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেলস্ ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নম্বার ১৬ ১৯৭৮ ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী মহোদয়কে "দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেল্ ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেল্স্ ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, মাননীয় পূর্ত্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—"দি ত্রিপুরা মোটর ভিহিকেলস্ ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৬ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি সভা কর্তৃক পাশ হল।

কন্সিডারেশন অ্যাণ্ড পাশিং অব দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল
ইনহেবিটেন্টস্ (হাউস ট্যাক্স) রিলিফ বিল, ১৯৭৮ ইং।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হল :—"দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহেবিটেন্টস (হাউস ট্যাক্স) ল রিপিল বিল, ১৯৭৮ ইং "এর বিবেচনা। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে "দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহেবিটেন্টস (হাউস ট্যাক্স) ল রিপিল বিল." ১৯৭৮ ইং "হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Datta :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move—"That the Tripura Tribal Inhabitants (House Tax) Law Repeal Bill, 1978 (Tripura Bill No 17 of 1978) be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটী হলো—

"দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহেবিটেন্টস্ (হাউস ট্যাকস্) ল-রিপিল বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৭ অব ১৯৭৮ ইং)" বিবেচনা করা হউক।

প্রস্তাবটী সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি :—

বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য হোক।

বিলের উক্ত ধারাগুলি সর্বসম্মতিক্রমে বিলের একটী অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে পরবর্ত্তী প্রশ্ন হলো—

বিলের শিরোনামাটি বিলের একটী অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের শিরোনামাটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—

"দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহেবটীটেন্টস্ (হাউস ট্যাকস্) ল বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৭ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে' "দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহেবিটেন্টস্ (হাউস ট্যাকস্) ল রিপিল বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বি নাম্বার ১৭ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta—I beg to move that the bill be passed.

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিল সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখবো।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার বক্তব্য বলুন।

শ্রীদশরথ দেব—"দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহেবিটেন্টস্ (হাউস ট্যাকস্) ল রিপিল বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৭ অব ১৯৭৮)" বিলটা সিম্পল হলেও এই বিলটা দীর্ঘ দিনের ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের উপরে সামন্ত যোগীয় যে ব্যবস্থা চালু ছিল, সেটা এই বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবস্থার অবসান ঘটল কারণ এই গড় চুক্তি খাজনা এটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক প্রসূত। সব জায়গাতেই জমির পরিমাণের উপর খাজনা নির্ধারিত হয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের যারা জুমিয়া তাদের জমির পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোন খাজনা নির্ধারিত হয় নি। যারা জুম চাষ করছেন সেই জুম চাষ অধিকারের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গড় চুক্তি হার নির্ধারিত আছে, রাজার আমলে সেই আইন ছিল। রাইমা-শর্ম্মা বা এখন যেখানে ডম্বুর জলপ্রপাত হয়েছে সেই জলপ্রপাতের উজানের অংশে যে সব জুমিয়া জুম চাষ করছেন তাদের পরিবার পিছু ৯ (নয়) টাকা করে গড় চুক্তি ট্যাকস্ দিতে হতো কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জুম চাষ করেন তারা কোথাও ৫ (পাঁচ) টাকা কোথাও বা ৪ (চার) টাকা পরিবার পিছু এই ছিল তাদের খাজনার হার এবং এই হার কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয় নি, তারা জুম চাষ করতে পারলেন কি পারলেন না

তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না কারণ এটা একটা সামন্ত যোগীয় আইন ছিল এবং এই আইনকে রহিত করার জন্য ১৯৫২ সাল থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের গণ-মুক্তি পরিষদ সংগ্রাম করেছে কিন্তু সেই সংগ্রম সফল হয় নি। ১৯৫৮ সালে রাইমা শর্মায় প্রচুর খাজনা বকেয়া পড়েছিল তার জন্য সেখানে আন্দোলন হয়েছিল পার্লামেন্টে আমি এই কথা উত্থাপন করেছিলাম এবং নিগশিয়েশানের মধ্য দিয়ে তাদের বকেয়া খাজনা বিমুক্ত করা সম্ভব হয় নি তাই ৯(নয়) টাকা থেকে ৫ (পাঁচ) টাকায় নামিয়ে আনা হয়। কংগ্রেস আমলে এই ধরণের একটা বিল পেশ হয়েছিল কিন্তু সেই বিল কার্য্যকরী করা হয় নি কারণ আইন পাশ করে থেমে গেল তার পর আর কার্যকরী হয় নি। তার নোটিফিশোন হয় কিন্তু শিথিল করা হয় নি অর্থাৎ গরীব জুমিয়াদের প্রতি দরদ প্রকৃতপক্ষে তাদের ছিল না কাজেই আজকে আমরা যে বিলটা পাশ করতে যাচ্ছি তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা জুম চাষী তারা বাস্তবিকই উপকৃত হবেন। আজকের এই যে অধিবেশন এই অধিবেশনের ২টি বিল ত্রিপুরার এই বিধানসভার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় হয়েথাকবে, একটা হচ্ছে এর আগে ল্যাণ্ড ট্যাকসের উপর যে বিল পাশ হয়েছে সেখানে শতকরা ৭০ ভাগ গরীব যারা অল্প জমির মালিক তাদের প্রায় আদৌ খাজনা থাকল না অর্থাৎ সাড়ে সাত কানি পর্যান্ত যার জমি আছে তাকে বছরে মাত্র ১২ আনা ট্যাকস্ দিতে হবে, এটা কোন খাজনাই নয়, জমি রেকর্ড করার সুবিধার্থে এটা করা হয়েছে এবং তার পরবর্ত্তী সময়ে আজকে জুমিয়াদের উপর গড় চুক্তি ট্যাকস্ উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা যে আইন পাশ করতে যাচ্ছি এটা গরীব মানুষের পক্ষে কল্যানকামী হবে বলে আমি মনে করি এবং এই যে আইন যেটা আমরা করেছি তার জন্য সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সমর্থন আমরা পাব। এই বিলের দ্বারা গরীব উপজাতি জুমিয়ারা বা যারা জুম চাষ করেন তারা খাজনার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। এর দ্বারা বামফ্রন্ট সরকার গরবী মানুষের কল্যাণের জন্য যে কাজ-কর্ম্ম করছেন তার একটা চিহ্ন হিসাবে এটা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যরা কি এই বিলের উপর আর আলোচনা করবেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাকস বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৮ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

যারা প্রস্তাবটির পক্ষে আছেন তারা "হ্যাঁ" বলবেন।

যারা প্রস্তাবটির বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

আমি মনে করি যারা "হ্যাঁ" বলেছেন তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

অতএব, বিলটি সভা কর্ত্তৃক পাশ হলো।

প্রাইভেট মেম্বারস মোশান

মিঃ স্পীকার :—সভার পারবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো প্রাইভেট মেম্বারস মোশান। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া মহোদয়কে তার মোশানের উপর আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—A

The motion of Shri Nagendra Jamatia, as listed in the business was not moved due to his absence.

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো :—

" প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর রিজুলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

(The Resolution of Shri Nagendra Jamatei as listed in the business, was not moved due to his absence.)

মি: স্পীকার :—এই সভা অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

ADMITTED SHORT NOTICE QUESTION No. 2

By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। প্রয়োজনীয় সার এবং কীটনাশক ঔষধ বর্তমানে শতকরা কতজন কৃষক ব্যবহার করার সুযোগ পাইতেছেন ; এবং

২। এইগুলি যাহাতে অধিক সংখ্যক কৃষক সুলভে পাইতে পারে তারজন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ?

ANSWER

১। কৃষকদের কত সংখ্যা বলা সম্ভব নহে কারণ এই রকম কোন হিসাব রাখা হয় না।

২। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধাদি যাহাতে কৃষকগণ সুলভে পাইতে পারেন তাহার জন্য সারের ক্ষেত্রে পূর্ণ পরিবহন ব্যয় ও কীটনাশক ঔষধের ক্ষেত্রে মোট মূল্যের শতকরা ৩৩ ভাগ ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question 3.

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be please to state—

প্রশ্ন (Question)

১। তিলথৈ দেওছড়ায় গভীর নলকূপ খনন কার্য্যে সরকারের কি পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়েছে, এবং

২। এই নলকূপটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। ২,৩১,৮৪৬ টাকা

২। অচল অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question No. 8.

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মিনিমাম নিড প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে তিলথৈ—আনন্দ বাজার রাস্তাটি সোলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে, তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 27.

By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরের কুর্তিতে কয়েক বৎসর পূর্বে বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয় ইহাতে বন্যা প্রতিরোধ হচ্ছে কি ?

৩। যদি না হয়ে থাকে, তবে তার কারণ কি, এবং

৪। বর্তমান সরকার কি বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে বাঁধ নির্মাণে আসাম সরকার আপত্তি করিয়াছেন কারণ তাহাদের মতে, তাহাদের অঞ্চলে অধিক বন্যার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং কাজটি সম্পূর্ণ করা যায় নাই।

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত আসাম সরকারের সহিত যৌথ সমীক্ষার প্রস্তাব রয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 38

By—SHRI MATILAL SARKAR.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Agriculture etc. Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। ডম্বুর জলাধার হতে দৈনিক কত কুইন্টল মাছ তোলা সম্ভব ?

২। আগরতলার ন্যায় অন্যান্য এলাকায় সরকারী দোকান মারফৎ মাছ বিক্রী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। যদি থাকে, তবে না কোন্ কোন্ এলাকায় ?

১। গোমতী (ডম্বুর) জলাধারে মৎস্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে বৎসরে আনুমানিক ৫০০ (পাঁচশত) ম্যাট্রিক টন্ অথবা দৈনিক গড়ে ১৩০০ (তেরশত) কে. জি. মাছ উৎপন্ন হইতে পারে।

২। আগরতলার ন্যায় অন্যান্য এলাকায় সরকারী দোকান মারফৎ মাছ বিক্রী করার বিষয় যথাসময়ে বিবেচিত হইবে।

৩। বর্তমানে ইহার প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 44

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই আশারাম বাড়ীর রাস্তার খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে সিঙ্গিছড়া পর্য্যন্ত অংশটি সম্প্রসারণ ও উন্নতিতকরণের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে রাস্তার পার্শ্বর যে ভূমি একুইজিশান করা হয় আজও ইহার ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার জন্য রাস্তার এই অংশটির সম্প্রসারণ করা হচ্ছে না।

২। যদি সত্য হয় তাহলে এই অংশটির সম্প্রসারণ করে পরিবহন যোগ্য রাস্তা নির্মানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? এবং

৩। যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। খোয়াই হইতে উধনা পর্য্যন্ত (০—৮) কি, মি, রাস্তাটি সংস্কারের পরিকল্পনা আছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRE QUESTION NO. 49.

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon' ble Minister in-charge of the P. S. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পানিসাগর হৈলেনবাড়ী হইতে বিলথৈ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ছড়ার ভাঙ্গন রোধ করে চাষের জমি রক্ষা করা ও সেচ ব্যাবস্থা চালু করার ব্যাপারে সরকারের কাছে জনসাধারণের নিকট হতে কোন দাবী পেশ করা হয়েছে কি না, এবং

২। করা হয়ে থাকলে, এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 54

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের উত্তর পদ্মবিল ও জলেবাসার বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থা চালু করার কোন দাবী উক্ত এলাকার জনসাধারণ কর্তৃক সরকারের নিকট করা হয়েছে কি না ?

২। করা হয়ে থাকলে, সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 68

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই মহকুমায় পূর্তবিভাগের সমস্ত রাস্তা মেরামতের কাজ রোলার না থাকার জন্য বন্ধ আছে ?

২। খোয়াই তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই আশারাম বাড়ী এই রাস্তা দুটির মেরামতের কাজ চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 75

By Shri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W. Daportment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। যুদ্ধের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের জন্য টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন কি ?

২। যদি করে থাকেন তবে ১৯৭১ এর বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় ত্রিপুরার যে সমস্ত রাস্তা সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলি মেরামতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিয়েছেন এবং বাকী টাকা প্রাপ্য হইলে তাহা আদায়ের জন্য সরকার কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। না।

২। ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষীতে এর প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 97.

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Ministar in-charge of the P.W. Departmont be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অনেক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বাজারে এখনো বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করেনি ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে কবে পর্যান্ত সেগুলোতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। এতদিন বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। সম্ভাব্য সময়ে বৈদ্যুতিকয়নের কাজ নির্ভর করে নিম্নলিখিত কারনের উপর

ক) নিকটতম দূরত্বে বৈদ্যুতিক লাইন আছে কিনা।

খ) এষ্টিমেটে বৈদ্যুতিকরণ বাবদ টাকা ধরা আছে কি না।

গ) যদি মনজুরীকৃত এষ্টিমেটে বৈদ্যুতিকরনের কোন ব্যায় ধরা না হয় তবে সংলিষ্ট দপ্তর থেকে ফরমাস পাবার পর এবং এষ্টিমেট অনুমোদন সহ ব্যয় বরাদ্দের উপর।

৩। সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে বৈদ্যুতিকরণের লিখিত ফরমাস পাইলে বিদ্যুৎ বিভাগ যথারীতি ব্যয় পত্র তৈয়ার করিবে, যদি ঐ এলাকায় বিদ্যুত সহজলভ্য হয়। যথারীতি মনজুরী ও আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা হইলে কাজ করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 101

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুরে গোমতী ব্যারেজের কাজ কবে থেকে শুরু হবে, এবং

২। এর জন্য কত টাকা ব্যয় হবে ?

উত্তর

১। গোমতী ব্যারেজের পরিকল্পনা তৈরী হইতেছে। ভারত সরকারের অনুমোদনের পর ইহার কাজ আরম্ভ হইবে।

২। এই পরিকল্পনার এস্টিমেট এখনও তৈরী হয় নাই। সুতরাং ব্যয় সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 102

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুর মহকুমাস্থিত আমতলী গাঁওসভার আমতলী গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী বনজুয়ার গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী কোন পুল না থাকাতে দুই এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ?

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত দুই এলাকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

৩। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। 'মিনিমাম নিড প্রোগ্রাম' 'পরিকল্পনায়' গর্জনমুড়া, শিলাঘাট ভায়া আমতলী' রাস্তাটি ধরা আছে। প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে নজর রাখিয়া ডিটেইলড এষ্টিমেট তৈরী হইয়াছে এবং শীঘ্রই অনুমোদনের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 106

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Minister In-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পশুপালন বিভাগ থেকে ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত কতজনকে হাঁস-মুরগী-শূকর ইত্যাদির ইউনিট কি পরিমাণ সাবসিডিতে দেওয়া হয়েছে ?

২। বৎসর ভিত্তিক তার হিসেব (১৯৭১-৭৮)।

উত্তর

১। পশু পালন বিভাগ থেকে ১৯৭১ সাল হইতে ১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত ১০৬৬ জনকে মুরগীর ইউনিট ও ১০১ জনকে শূকরের ইউনিট যথাক্রমে ২৮৯০১টি মুরগী ও ৩৬৩ শূকর যথাক্রমে টাঃ ৭৯৮৫৬.৬২ ও ১৭০০৩৫০ সাবসিডিতে দেওয়া হইয়াছে। সাবসিডির পরিমাণ মূলদামের ৫০ হইতে ১০০ শতাংশ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

২। বৎসর ভিত্তিক হিসাব :—

মুরগী	৭১-৭২	৭২-৭৩	৭৩-৭৪	৭৪-৭৫	৭৫-৭৬	৭৬-৭৭	৭৭-৭৮
পরিবার সংখ্যা	৮৮	১২৪	১৯৭	১২৯	১৯৪	১৯৮	১৪৪

মুরগীর সংখ্যা	২১৫৪	১৫৪০	৬৪৬৮	৬০৩১	৪২৫৬	৪৬৬২	৩৭৯০
অনুদানের পরিমাণ টাঃ	৭৩৬৫·০০	৮৬৪২·৫০	৯৯২৩০·০০	১১৬২০·৬২	৮৮৯০	১১৫৫১০	১২৫৯৮·৫০

শুকর	৭১-৭২	৭২-৭৩	৭৩-৭৪	৭৪-৭৫	৭৫-৭৬	৭৬-৭৭	৭৭-৭৮
পরিবার সংখ্যা	১২	—	৬	৪৬	১০	৫	২২
শুকরের সংখ্যা	৩৯	—	২৪	১৮৪	৪০	১৩	৬৬
অনুদানের পরিমাণ টাঃ	১৬২০·০০	—	১০৮০০	৭৮৮০	৮৪৫·৫০	১২৪৮	৪৫৩

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 110.

By—Shri Bidhubhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট দেও নদীর উপর পাকা সেতু নির্মান করার সময় যে ৬ (ছয়টি) পরিবারকে উচ্ছেদ করা হইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাহাদের পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি ?

২। যদি দেওয়া না হয়ে থাকে, তবে সরকার তাদের জন্য কোন বিহিত ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন কি ?

উত্তর

১। ছয়টি পরিবারকেই পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে উচ্ছেদ করা হইয়াছিল বলিয়া কোন তথ্য জানা নাই। কারণ আলাপ আলোচনার ভিত্তিতেই বিকল্প জমির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QESTION NO. 111

By—Shri Bidhubhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা কুমারঘাটে 'জহর জনপদ নায়ক' নামক সরকারী বাড়ীগুলিতে কোন লোক বাস করে কি ?

২। যদি না করে তবে বাড়ীগুলিকে অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। হাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 112

By—Shri Bidhubhusan Malakar.

Will the Hnn'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট ব্লক অফিসের পাশে যে গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে তাহার জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

২। ঐ কূপে জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর

১। মোট ২,১৬০১৮ টাকা খরচ করা হয়েছে।

২। এই কূপে খুব সামান্য জল পাওয়া যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 135.

By—Shri Kamini Deb Barma.

Will the Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। গঙ্গানগর, নেপালটিলা, ও মনুঘাটে পশু চিকিৎসালয় খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলা কৈলাশহর মহকুমায় গঙ্গানগর গ্রামে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। নেপালটিলা ও মনুঘাটে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই।

২। গঙ্গানগরে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র মাস দুয়েকের মধ্যে খোলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 140

By—Shri Sumanta Kr. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Deptt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মলছড় (সোনামুড়া ১) ছড়া ডাইভারসান করে ও ছড়ার উপরে স্লুইস গেট নির্মাণ করতঃ ঐ এলাকার কৃষকদের বহুদিনের দাবী পূরণ ও কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বছরে সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে, তাহলে কবে পর্যন্ত কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হাঁ, কাজটি বাজেটে ধরা আছে।

২। পূর্ণ সমীক্ষার পর উপযুক্ত মনে হইলে কাজটি এই বৎসর আরম্ভ করা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 156.

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাতসঙ্গম ব্রজেন্দ্রনগর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য কোন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন কি ?

২। যদি নিয়ে থাকেন, তার বিবরণ, এবং

৩। না নিয়ে থাকলে, কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরে পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। কাজটি আরম্ভ করিতে গেলে নানারূপ বিধি পালন করিতে হইবে কারণ ইহা আন্তর্জাতিক সীমানার কাছে অবস্থিত। এই বৎসর যাহাতে কাজটি আরম্ভ করা যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 158.

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. the pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বাগবাসা রোড তৈরী করার সময় কামেশ্বর গ্রামের মরাছড়া ব্রীজ থেকে পশ্চিম কামেশ্বর পোষ্ট অফিস পর্যন্ত ঐ রোডের অংশবিশেষের ক্ষেত্রে রাস্তার দুপাশে যে জমি একোয়ার করা হয়েছিল সেই সব জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি ?

২। ঐ ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হলে, কারণ কি ?

৩। এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। আসাম আগরতলা রোড তৈরী করার সময়, আসাম পূর্ত বিভাগ কর্তৃক ধর্মনগর বগবাসা রোড তৈরী হয়। আসাম পূর্ত বিভাগ কর্তৃক জমি একোয়ার এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাবতে কোন তথ্য, রাস্তা হস্তান্তরের সময় ত্রিপুরা সরকারকে দেওয়া হয় নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। যদি কেহ তথ্যাদি সহ দাবী পেশ করেন তবে উহা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিবেচনা করা যাইতে পারে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—B

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 11.

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এ পর্যান্ত কয়টি কোপারেটিভ সোসাইটি সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে রয়েছে?

২। এর মধ্যে অচল সার্ভিস কোপারেটিভের সংখ্যা কত?

৩। এগুলি অচল হয়ে যাওয়ায় পিছনে প্রধান কারণগুলি কি কি?

৪। বর্তমান সরকার এই অচল কোপারেটিভগুলি চালু করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। এ পর্যান্ত ১৯০টি কোপারেটিভ সোসাইটি সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে রয়েছে।

২। এর মধ্যে অচল সার্ভিস কোপারেটিভের সংখ্যা ৩২।

৩। উপযুক্ত পরিচালনার অভাব, সময়মত কার্য্যকরী কমিটির বৈঠক না করা, অভিজ্ঞ কর্ম্মীর অভাব, উপযুক্ত যাচাইয়ের মাধ্যমে ঋণদান এবং প্রদত্ত ঋণ যথাযথ ভাবে আদায় না করার মানসিকতা, প্রভৃতিই সমিতিগুলি অচল হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

৪। বর্ত্তমান সরকার বিভিন্ন সমবায় সমিতির পুনর্গঠন, নূতন বৃহত্তর সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি (ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স) স্থাপন, অচল সমিতিগুলির যথাযথ লিকুইডেশন এবং পুনর্গঠিত সমিতিগুলির সহিত একীকরণ উপযুক্ত সমবায় কর্মীগণকে সমিতির সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ, সমবায় বিভাগের মাধ্যমে, সমিতিগুলিকে প্রয়োজনানুগ সাহায্য প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 19

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং মোট কত টাকার কাজ করা হয়েছে এবং কত শ্রমদিবস কাজ করা হয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব;

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এই প্রোগ্রামে কি কি কাজ করার পরিকল্পনা ডিপার্টমেন্টের আছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। কৃষিবিভাগের মাধ্যমে যে সব কাজ করা হইয়াছে তাহার প্রকার, কাজের প্রকল্প সংখ্যা, যে পরিমান টাকার কাজ করা হইয়াছে এবং কত শ্রম-দিবসের কাজ করা হইয়াছে তাহার মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব এইরূপ—

মহকুমার নাম	কাজের প্রকার	প্রকল্প সংখ্যা	কত টাকার কাজ করা হইয়াছে	যে পরিমান শ্রম দিবসের কাজ করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
ধর্ম্মনগর	ফলোদ্যানের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ও ভূমি সংরক্ষণ	৬	১২,২৪৫·০০	২,৪৪৯
কৈলাসহর	ফলোদ্যান ও কৃষি খামার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ও ভূমি সংরক্ষন।	১৩	৫৫,৯৫৭·০০	১১,০৩১
কমলপুর	ফলোদ্যান ও কৃষিখামার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ও ভূমি সংরক্ষন।	১৮	৩৬,৭৫৯·৫০	৭,৩২৯
খোয়াই	কৃষি খামার উন্নয়ন, ভূমি সংরক্ষণ ও বালি সরানো।	১৪	৪০,৭৪২·৭৫	৮,৯৪৫
সদর	ভূমি সংরক্ষণ, কৃষি খামার ও কৃষি গবেষনা ক্ষেত্রের উন্নয়ন।	২২	৩১,৩২৪·৫১	৫,৯০৩
সোনামুড়া	ফলোদ্যান ও কৃষি খামারের উন্নয়ন।	১৫	২৭,৮৯৫·০০	৫,৫৭৯
উদয়পুর	কৃষিখামার ও ফলোদ্যান উন্নয়ন ও ঘর মেরামতি।	১৪	২১,৫৮২·৬৯	৪,৩১৬
অমরপুর	ফলোদ্যান সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন।	৬	১৭,৫৩০·০০	৭,৫০৬
বিলোনীয়া	কৃষিখামার ও ফলোদ্যান উন্নয়ন, ভূমি সংরক্ষণ, বাঁধ নির্ম্মান ও বালি সরানো।	১১	৫৬,৬৭৭·৫০	১১,২৭৫

মহকুমার নাম	কাজের প্রকার	প্রকল্প সংখ্যা	কত টাকার কাজ করা হইয়াছে	যে পরিমান শ্রম দিবসের কাজ করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
সাক্রম	কৃষি খামার ও ফলোদ্যান উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।	৯	২০,৪০৫·০০	৪,০৮১
	মোট :—	৯২৮	৭,২০,৩১৮·৯৫	৬৩,৬৭৪

২। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন কাজের জন্য ১৯৭৮-৭৯ইং সনে যে পরিমাণ অর্থব্যয়ের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

মহকুমা	বিভিন্ন কাজের জন্য টাকার হিসাব (লক্ষ টাকায়)				
	জুট রেটিং ট্যাঙ্ক	সরকারী ফলোদ্যান ও কৃষি খামার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	কৃষিজমি হইতে বালি সরানো	সরকারী জমি উন্নয়ন	মোট
ধর্ম্মনগর	০.২১০	০.৩০০	০.১০০	০.০৬১	0.৬৮১
কৈলাসহর	০.২১৫	০.৭২০	০.২০০	০.০৭৬	০.৮১১
কমলপুর	০.১১২	০.১৪০	০.১০০	—	০.৩৫২
খোয়াই	০.১৯৯	০.১৩০	০.২০০	০.০৫৮	০,৫৮৭
সদর	০.৩০৬	০.৩৮০	০.২৯০	০.০২৬	১.০০২
সোনামুড়া	০.১০৮	০.২৮০	০.১১৯	.১১৯	০.৬২৬
উদয়পুর	০.১২২	০.১৭০	০.১০০	.০৪২	০.৪৩৪
অমরপুর	০.১২৯	০.২৭০	০.১০০	—	০.৪৯৯
বিলোনীয়া	০.২৩৯	০.৩০০	০.৩১১	.০১৮	০.৮৯৮
সাব্রুম	০.০৯৯	০.২৩০	০.১০০	—	০.৪২৯
মোট—	১.৭৪৯	২·৫২০	১.৬২০	০.৪৩০	৬.৩১৯

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 20.

By—Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ইহার বাহিরে ব্লকগুলির মাধ্যমেও জুট রেটিং ট্যাংক এবং বালি সরানোর কাজও চালু আছে।

১। সোনামুড়া বিভাগের কয়টি গ্রামে এই আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর পরিকল্পনা সরকারের হাতে আছে?

২। বিভাগের কোথায় কাজ এই মুহূর্তে হাতে নেয়া হয়েছে ?

৩। গত আর্থিক বছরে গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণের পরিকল্পনায় কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো হয়েছে ?

উত্তর

১। ২৫টি গ্রামে।

২। রবীন্দ্র নগর কলোনী, নিশ্চিন্তপুর ও শোভাপুর গ্রামে।

৩। গত আর্থিক বছরে সোনামুড়া সাবডিভিশনে কোন গ্রামে বিদ্যুতিকরণের কাজ হয় নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 32.

By—Shri Kamini Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। সারা ত্রিপুরায় কৃষি বিভাগে ফলের বাগান মোট কত।

২। প্রতি ফলের বাগানে কতজন কর্মচারী আছে এবং সারা ত্রিপুরায় মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত;

৩। সারা ত্রিপুরায় ফলের বাগান বাবত কোটি কত টাকা বৎসরে খরচ হয়;

৪। বিগত সরকারের আমল হইতে এখন পর্য্যন্ত মোট আয়ের পরিমাণ কত ?

ANSWER

১।
২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩।
৪।

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—5-3-80—170